মাওলানা ইউনুস পালনপুরী
মুক্তার চেয়ে দামী
১

মুক্তার চেয়ে দামী

(১ম ও ২য় খণ্ড)

মূল
মাওলানা ইউনুস পালনপুরী
ইবনে
হযরত মাওলানা উমর পালনপুরী (র.)
যিম্মাদার : মুম্বাই, ভারত

আকিক পাবলিকেশন্স ¦ এদারায়ে কুরআন
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮৯৮৫২, ০১৭২৪ ৬০৪১৩৬

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৩ ঈ.

মুক্তার চেয়ে দামী

(১ম ও ২য় খণ্ড)

প্রকাশক : মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

স্বত্ব : প্রকাশক

কম্পোজ : আকিক কম্পিউটার বিভাগ

মুদ্রণ : সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা ১১০০

ফোন : ৭১২৪৬৫৩

প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার

মূল্য : ২৮০/= (দুইশত আশি টাকা মাত্র)

উৎসর্গ

ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা মাওলানা আবুল হাসান
ও হাজেরা হাসানকে।
প্রাণবান এ দু'জন মানুষের অকৃত্রিম স্নেহ
জামাতার পরিচয় ভুলে সন্তানের
পরিচয় গ্রহণে বাধ্য করেছে—

অনুবাদকের কথা

হযরত মাওলানা উমর পালনপুরী (র)-কে চিনে না এমন দীনদার মানুষের সংখ্যা উপমহাদেশে খুব বেশি হয়তো হবে না। দাওয়াতের মুখপাত্র বলে যিনি উপমহাদেশের প্রতিটি দীনি হালকায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। যারা তাঁর বয়ান একবার শুনেছেন, তারা তাঁকে আর ভুলেনি। যদি কোন ইজতেমার ব্যাপারে জানা যেত যে তিনি সেখানে আসবেন, তাহলে মানুষের ঢল নামত সেখানে। বিশেষ করে উলামায়ে কিরামদের এক জামাআত শুধু তাঁর বয়ান শুনতেই সেখানে হাযির হয়ে যেত।

এ মহান দায়ী তাঁর ও তাঁর খান্দানের জীবন এ দাওয়াতের পিছনে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন। ফলে তাঁর সন্তানেরা এখন দাওয়াতের বড় বড় দায়িত্ব পালন করছেন। হযরত মাওলানা ইউনুস সাহেব পালনপুরী তাঁরই জেষ্ঠ্যপুত্র, বর্তমানে যিনি ভারতের মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বায়ের দায়িত্বে আছেন।

দারুল উলূম দেওবন্দে পড়ার সুবাদে ২০০১ সালে তাঁর সন্তান হাফেয হুযাইফার সাথে পরিচয় হয়। সেই সুবাদে তাঁর পিতা ও খান্দানের সাথে পরিচয়। সেই পরিচয়ের ভিত্তিতেই তিনি তার লেখা গ্রন্থ **"বিখরে মূতী"** অনুবাদ করানোর জন্য অর্বাচীনকে মনোনীত করেন। গ্রন্থটি অনেক বড় মানুষের লেখা হলেও অনুবাদটি হয়েছে একেবারেই ছোট মানুষকে দিয়ে। ফলে পাঠকের হস্তগত অনুবাদে কিছু ভ্রান্তির অবকাশ থাকতেই পারে। আশা করি এমন কোনো সমস্যা থাকলে তা জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ দিবেন।

আব্দুল মজিদ
উস্তাযুল হাদীস : জামিয়া ইসলামিয়া
মিফতাহুল উলূম, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২

লেখকের আরয

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ:

'বিখরে মুতী' আমার পছন্দনীয় কিছু নির্বাচিত কথা। তার দুই অংশ মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গেছে। সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের পর তা ছাপানোর অনুমতি দিচ্ছি হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমীন সাহেবকে। যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের হাদীস ও ফিকহের উস্তায। এর সাথে যা ছাপা হয়নি তার ছাপানোর অনুমতিও দিচ্ছি।

আল-আমীন কিতাবিস্তান, দেওবন্দ থেকে যে সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে তাতে ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সাথে কিছু সংযোজনও আছে। ফলে অতীতের প্রকাশকরা যেন পুরাতন সংস্করণকে প্রকাশ করার চেষ্টা না করে।

আস্ সালাম
মুহাম্মদ ইউনুস পালনপুরী

মুফাসসিরে কুরআন, মুহাদ্দিসে কাবীর ফকীহুন নফস হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা. বা., উস্তাযুল হাদীস, দারুল উলূম দেওবন্দ এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগার ব্যাখ্যাকার-এর

অভিমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ:

'বিখরে মুতী' (ছড়ানো মানিক) গ্রন্থে মাওলানা ইউনুস সাহেব পালনপুরী রং-বেরঙয়ের ফুলকে একত্রিত করে একটি চমৎকার তোড়া তৈরি করেছেন। এটা মূলত: তার একটি জ্ঞানকোষ, যার মধ্যে তিনি অতি মূল্যবান কিছু মুক্তা একত্রিত করেছেন। গ্রন্থটিকে একটি সুন্দর দস্তরখানও বলা যেতে পারে। যার ওপর বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য আছে। এখানে তাফসীরের সূক্ষ্ম জ্ঞানকোষ ও ফাওয়ায়েদ ছাড়াও হাদীসে বর্ণিত নসীহত ও হেদায়েতও আছে। দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক পূর্বসুরীদের ঘটনাবলী আছে। যা অন্তরে রেখাপাত করে। সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত কিছু দু'আও সংযুক্ত করা হয়েছে। এভাবে গ্রন্থটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সুবিন্যাস্ত করা হয়েছে।

এ ছাড়াও মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমীন সাহেবের সম্পাদনা গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। তাই আশা করা যায়, গ্রন্থটি সীমাহীন উপকারী বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা'আলা তার শ্রমকে কবূল করুন ও লেখকের জন্য আখেরাতের পাথেয় বানিয়ে দিন। আর বান্দাদেরকে এর সুফল ভোগ করান।

আস সালাম
সাঈদ আহমদ পালনপুরী
খাদেম : দারুল উলূম দেওবন্দ

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর তায়ালার। যার অশেষ অনুগ্রহে ইসলামী প্রকাশনার জগতে **'আকিক পাবলিকেশন্স'**-এর মতো একটি ধর্মীয় সৃজনশীল প্রকাশনার আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছি। ইসলামের দাওয়াত ও পয়গাম পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি ইসলামী ঐতিহ্য নিয়ে বহু ইসলামী উপন্যাস ও ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ করার তৌফিক আল্লাহ তায়ালা আমাকে দান করেছেন। তাঁর প্রতি জানাই অশেষ শুকরিয়া।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর ধর্ম হিসেবে মনোনীত করেছেন ইসলামকে। একজন ঈমানদার মুসলমানের জন্য নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত ইত্যাদি যেমন করণীয়, তেমনি করণীয় মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা। ইসলামের দিকে, কল্যাণের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়া। ন্যায়ের আদেশ করা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা। এর জন্য নবীর ওয়ারিস হিসেবে আমাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে।

তাই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন নাযাতের উপায় স্বরূপ ইসলামী জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে প্রকাশ হতে যাচ্ছে 'বিখরে মুতি' কিতাবের **'মুক্তার চেয়ে দামী'** অনুবাদমূলক গ্রন্থটি। ইতিমধ্যে এর আট খণ্ড অনুবাদ হয়েছে। যা আমরা ধারাবাহিকভাবে দুই খণ্ড করে এক সাথে পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করে যাব। কুরআন, হাদীসের আলোকে রাসূল, সাহাবী ও বুযুর্গানে দ্বীনের নান্দনিক জীবনী ও আলোচিত ঘটনার জ্ঞানগর্ভ থেকে মাওলানা ইউনুস পালনপুরী মূল্যবান মণি-মুক্তা দিয়ে সাজিয়েছেন এ গ্রন্থটি। ইসলামী মননশীল পাঠকের জন্য রয়েছে অনেক উপাদান। যা আহরণ করে জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলার এক অপূর্ব সুযোগ। এ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে অনেকেরই আন্তরিক সহযোগিতা ও সুপরামর্শ পেয়েছি। তাদের প্রতি রইলো আমার কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা–হে আল্লাহ! তুমি আমার এ মহৎ উদ্যোগ ও সফলতাটুকু আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো। আর এর বিনিময়ে কোনো জান্নাত নয়, জান্নাতের বালাখানার সাজানো সেই দস্তরখানও নয়, 'আমি যে তোমার রাসূলেরই উম্মত'–এই স্বীকৃতিটুকুই তুমি সেদিন তাঁকে দিতে বলো। আমিন।

প্রকাশক
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

সূচিপত্র

প্রথম-খণ্ড

সূচিপত্র

দ্বিতীয়-খণ্ড

প্রথম খণ্ড

ইসলামের মেহনত

ইসলাম আল্লাহর সত্য দীন, যে দীনের মেহনতের জন্য চার মাসের সময় চাওয়া হয়। আর মেহনতটি চার ধরণের।

১. শুনার মেহনত; যাকে তা'লীম বলা হয়।

২. বলার মেহনত; যাকে দাওয়াত বলা হয়।

৩. চিন্তার মেহনত; যাকে যিকির বলা হয়।

৪. চাওয়ার মেহনত; যাকে দু'আ বলা হয়।

দাঈ ইজতেমায়ী (সম্মিলিত) কর্মসূচীর সাথে সাথে ইনফিরাদী (ব্যক্তিগত) আমলেও গুরুত্ব দিবে।

হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. একদিন জিজ্ঞেস করলেন: তোমাদের মধ্যে আজ কে রোযা রেখেছো? হযরত আবূ বকর রা. বললেন, আমি। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ আজ অসুস্থের সেবা করেছে? হযরত আবূ বকর রা. বললেন, আমি করেছি। তোমাদের মধ্যে কি কেউ আজ জানাযার নামাযে অংশ নিয়েছে? হযরত আবূ বকর রা. আবার বললেন, হ্যাঁ, আমি অংশ নিয়েছি।

হযূর সা. আবার জিজ্ঞেস করলেন, কেউ কি আজ কোন মিসকিনকে খানা দিয়েছে? হযরত আবূ বকর রা. বললেন, হ্যাঁ, আমি দিয়েছি। নবী করীম সা. বললেন, যে প্রত্যহ এই কাজগুলো করবে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।[১]

সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধের কিছু বিরল ফযীলত

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন কিছু লোক এমন মর্যাদাবান হবে যাদের মর্যাদা দেখে নবী ও শহীদগণও পুলকিত হবেন। তাঁরা নূরের এক বিশেষ মিম্বারের ওপর আরোহন করবে, অতি সহজেই মানুষ তাদেরকে চিনতে পারবে। আমি কি বলব তাঁরা কারা? সাহাবায়ে কিরাম বললেন বলুন, রাসূল সা. বললেন, তাঁরা ঐ সকল মানুষ যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদেরকে আল্লাহর কাছে প্রিয় বানাতে থাকে। আর আল্লাহকেও তার বান্দাদের নিকট প্রিয় ও মাহবূব বানানোর জন্য চেষ্টা করে। আর মানুষের হিতাকাঙ্খী হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করে। হযরত আনাস রা. বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা আল্লাহকে তার বান্দাদের নিকট প্রিয় করে তোলে এ কথাতো বুঝলাম, কিন্তু আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর নিকট প্রিয় করে তোলে তার কী অর্থ?

জবাবে রাসূল সা. বললেন, তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে ঐ সমস্ত কাজের নির্দেশ দিবে যা আল্লাহর প্রিয় ও পছন্দনীয়। তারপর যখন মানুষ তাদের কথামত ঐ পছন্দনীয় কাজ করা শুরু করবে, তখন তারা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ও মাহবুব বান্দায় পরিণত হবে।

হযরত হুযাইফা রা. বলেন, আমি রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধ নেক লোকদের যাবতীয় কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাজ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কখন তা ছেড়ে দিবে? জবাবে রাসূল সা. বললেন, যখন তোমাদের মধ্যে ঐ সকল খারাপ বিষয়গুলো প্রবেশ করবে, যা বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বনী ইসরাঈলের মধ্যে কি কি খারাবী প্রবেশ করেছিল? রাসূল সা. বলেন, যখন তোমাদের নেক মানুষেরা পার্থিব স্বার্থের কারণে পাপাচারদের সামনে দীনী বিষয়াদির ব্যাপারে নম্রতা প্রদর্শন করবে। ইলমেদীনের ধারকরা হবে সবচেয়ে

[১]. হায়াতুস সাহাবা, খ. ২, পৃ. ৬৪৮।

খারাপ। ক্ষমতা চলে যাবে নিচু লোকদের হাতে। তখন তোমরা এক কঠিন ফিতনার সম্মুখীন হবে। ফিতনাও তোমাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। তোমরা ফিতনার দিকে অগ্রসর হতে থাকবে।[২]

বদ নযর থেকে বাঁচার ওযীফা

হযরত জিব্রাঈল আ. রাসূল সা. কে বদ নযর থেকে বাঁচার একটি বিশেষ ওযীফা শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, পড়ে হাসান ও হুসাইনের গায়ে ফুঁক দিতে।

ইবনে আসাকিরের বর্ণনায় আছে, জিব্রাঈল আ. যখন রাসূল সা.-এর নিকট আসলেন, তখন রাসূল সা. রাগান্বিত ছিলেন। জিব্রাঈল আ. রাগের কারণ জিজ্ঞেস করলে রাসূল সা. জবাব দিলেন:

হাসান ও হুসাইনের বদ নযর লেগেছে। জিব্রাঈল আ. বললেন, ঠিকই বলেছেন, বদ নযর এটা লেগে থাকে। আপনি এ দু'আ পড়ে তাকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে কেন পেশ করেননি? রাসূল সা. বললেন সে বাক্যগুলো কি? জিব্রাঈল বললেন, পড়ুন:

اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذالوجه الكريم وليّ الكلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس.

"অর্থ: অসীম অনুগ্রহ ও বিশাল ক্ষমতার মালিক হে আল্লাহ! হে মর্যাদাবান সত্ত্বার অধিকারী! হে পূণ্যবান পূর্ণ কালিমার এবং কবূল যোগ্য দু'আর কবূলকারী! মানুষের বদ নযর ও জ্বিনের ফুঁক থেকে হাসান-হুসাইনের সুস্থতাদানকারী।" এ দু'আ পাঠ করা মাত্র দুইটি বাচ্চাই সেখানে দাঁড়িয়ে গেলো এবং দৌড়-ঝাঁপ শুরু করলো। হুযূর সা. বললেন, তোমরা তোমাদের পরিবার ও সন্তানাদিকে আল্লাহর আশ্রয়ে অর্পণ করো। আর আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণের জন্য এর চেয়ে উত্তম দু'আ আর নেই।[৩]

---

[২]. হায়াতুস সাহাবা, খ.২, পৃ.৮০৫/৮০৬।
[৩]. তাফসীর ইবনে কাসীর: খ.৫, পৃ. ৪১৬।

আল্লাহর রাস্তায় কুরআন পাঠের এক বিশেষ ফযীলত

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যেয়ে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে সে কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনদের সাথে উঠবে।[৪] যদি আমরা আল্লাহর রাস্তায় যেয়ে এক চিল্লায় প্রতিদিন সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করি তাহলে এ ফযীলত ইনশাআল্লাহ আমরাও পেয়ে যাবো।

তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বান

শেষ রাতে যখন ঘুম থেকে আমি জেগেছি।
আল্লাহর রহমতের দরজাকে তখন খোলা পেয়েছি।
যতসব ভিক্ষুক বাড়িয়েছিল তাদের রিক্ত এ হাত,
তাদের এ আওয়াযে সরব রাতে পরিণত হল নিঝুম রাত।
আছে কি কেহ রিযকের ভিখারী যে পরিমাণ চাই দিব,
জান্নাতের পিপাসা মিটিবে না কভু এ দুয়ার ছাড়া।
পাপের বোঝা দেখে কেহ নিরাশ হয়ো না হে!
গুনাহ্ শত করিব ক্ষমা অসহায় ভাবিবে যে।
তওবা যে করিবে সদা ক্ষমা করিব তাকে,
নিজ করুনায় করি ক্ষমা আমি যাতে অনুশোচনা জাগে।
খোদার অনুগ্রহের কথা ভাবিয়া সদায় ঝরে মোর অশ্রু,
ভাগ্যবান সে ব্যক্তি খোদার ভয়ে সিক্ত হয় যার শশ্রু।
পালনকর্তা খোদা হে! ফকীর বেশে রয়েছি তোমার পিছু,
যদি পাই তোমাকে থাকবে না মোর চাওয়ার আর কিছু॥

ঈমান ও ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মূল্যবান বস্তু, প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর একজন পূর্ণ মু'মিনের মর্যাদা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং নতুন রূপে তার মূল্যায়ন হতে থাকে। মুসনাদে আহমদ এবং মুসনাদে আবূ ইয়ালাতে আছে যে, হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা কোনো নেক আমল করলে তার সাওয়াব পিতা-মাতার

---

[৪]. তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ খ. ১, পৃ. ৫৯৭।

আমল নামায় লেখা হয়। আর কোন গুনার কাজ করলে তা কারোর আমল নামায় লেখা হয় না। না পিতা-মাতার না সন্তানের।[৫]

আল্লাহর কুদরত

ইবনে আবী হাতেমের সংকলিত এক মারফূ' হাদীসে আছে যে, (রাসূল সা. বলেন,) আমাকে আরশ বহনকারী একজন ফেরেশতার শারীরিক গঠনের বর্ণনা দিতে বলা হয়েছে। আর তা হলো, তার ঘাড় আর কানের লতি পর্যন্ত জায়গাটি এত দীর্ঘ যে, কোনো পাখি সেখানে শত শত বৎসর যাবত উড়তে পারবে। হাদীসের সূত্রটি শক্তিশালী এবং বর্ণনাকারীরা সকলেই নির্ভরযোগ্য।

নিজ সাথীদের সাথে রাসূল সা.-এর আচার-আচরণ

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী রা. একদা হুযূর সা. এর নিকট হাযিল হলেন। তখন নবী কারীম সা. এমন এক কামরায় ছিলেন যা সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতির কারণে ভর্তি ছিল। হযরত জারীর রা. এসে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে রাসূল সা. ডানে বামে দেখতে লাগরেন। কিন্তু বসানোর মত কোন জায়গা দেখলেন না। নবী কারীম সা. নিজ চাদর হযরত জারীরের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন, এর ওপর বসো।

হযরত জারীর চাদরটি নিয়ে চুমু দিয়ে বুকের সাথে জড়ায়ে ধরলেন; তারপর আবার তা ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মর্যাদাবান করুন। যেমন আপনি আমাকে মর্যাদাবান করেছেন। তারপর রাসূল সা. বললেন, যখন তোমাদের নিকট কোন গোত্রের মর্যাদাবান কেউ আসে তাহলে তাকে সম্মান করো।[৬]

বিশেষ বিপদে বিশেষ আমলের মাধ্যমেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব

আবূ আব্দুল্লাহ হাকীম তিরমিযী তার কিতাব "নাওয়াদেরুল উসূলে" লেখেন, নবী কারীম সা. মসজিদে নববীতে এসে সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করে বললেন, গত রাতে আমি এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছি। তা ছিল এমন:

---

[৫]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ. ৩, পৃ. ৪০৯-১০, মাআরেফুল কুরআন: খ.১, পৃ. ২৩০।

[৬]. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ.৫৬৩।

আমার এক উম্মত কবরের আযাব দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এভাবে চলতে ছিল। এক সময় তার অযু এসে তাঁকে রক্ষা করেছে। এ সময় দেখলাম, অন্য একজনকে শয়তান আমল থেকে উদাসীন করে রেখেছে। তারপর যিকির তাকে উদ্ধার করেছে। অন্যজনকে দেখি আযাবের ফেরেস্তা দ্বারা পরিবেষ্টিত। তারপর তার নামায তাকে এ সংকট থেকে উদ্ধার করেছে।

একজনকে দেখলাম পানির পিপাসায় জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, হাউজের কাছে গেলে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে। এমনই মুহূর্তে তার রোযা এসে তাকে পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছে।

রাসূল সা. একজন উম্মতকে দেখলেন যে, নবীদের বিভিন্ন মজলিসে সে বসতে চাচ্ছিল; কিন্তু মজলিসের সদস্যরা তাকে উঠিয়ে দিচ্ছিল। এমন এক মুহূর্তে তার ফরয গোসলের প্রয়োজন দেখা দিল। তারপর আমি তার হাত ধরে আমার নিকট বসালাম।

একজন উম্মতকে দেখলাম যে, আঁধার চার দিক থেকে এমনকি ওপর-নিচ দিয়ে তাকে ঘিরে ধরেছে। এমন সময় তার হজ্ব ও উমরা এসে তাকে এ আঁধার থেকে বাঁচিয়ে আলোর সন্ধান দিয়েছে।

এক উম্মতীকে দেখলাম, সে অন্য মু'মিনদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছে। কিন্তু তারা তার সাথে কথা বলতে প্রস্তুত নয়। এমন সময় সিলায়ে রেহমী (আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক) আসলো এবং তাদেরকে বললো, তার সাথে কথা বলো। সেই থেকে তারা কথা বলতে থাকলো।

অন্য এক উম্মতকে দেখলাম নিজের মুখ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সরানোর জন্য হাত বাড়াচ্ছে এমন সময় তার দান-খয়রাত আসলো এবং মুখ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে ছায়া দিতে লাগলো।

আরেক উম্মতকে দেখলাম আযাবের ফেরেস্তা চারদিক থেকে তাকে বন্দি করে রেখেছে। এমন সময় তার সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এসে তাকে রহমতের ফেরেস্তাদের হাতে পৌছিয়ে দিলো।

এক উম্মতকে দেখলাম ঘন্টা বাজানোর হাতুড়ীর নিচে পড়ে আছে এবং আল্লাহ ও তার মাঝে পর্দা দেওয়া আছে। এমন সময় তার আখলাক ও সদাচরণ আসলো, আর তাকে আল্লাহর কাছে পৌছিয়ে দিলো।

আমার এক উম্মতকে দেখলাম যে, তার আমল নামা বাম দিক থেকে আসছে। কিন্তু তার খোদাভীতি সে আমল নামাকে ডান দিক থেকে এনে দিলো।

আমার অন্য এক উম্মতকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কিন্তু 'আল্লাহর ভয়ে তার কম্পন' জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছে।

আমার আরেক উম্মতকে দেখলাম, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য উঠানো হলো, এমতাবস্থায় আল্লাহর ভয়ে তার অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। আর এ অশ্রু তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলো।

অন্য এক উম্মতকে দেখলাম যে, পুলসিরাতের নিচে পড়তে যাচ্ছে, তখনই তার ঐ দরূদ আসলো, যা সে আমার ওপর পাঠ করতো। সে-ই তাকে হাত ধরে সোজা করে পুলসিরাত পার করিয়ে দিলো।

অন্য একজনকে দেখলাম যে, জান্নাতের সামনে হাযির হলো। আর দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। এমতাবস্থায় কালিমায়ে তাইয়্যেবা এসে দরজা খুলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিলো।

ইমাম কুরতুবী র. বলেন, এ হাদীস অনেক বড়। এর মধ্যে কেবল এমন কিছু আমলসমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যা বিশেষ বিপদের মুহূর্তে নাজাত দিবে।[৭]

ইজ্জত দানকারী কুরআন মাজীদের এক বিশেষ আয়াত

ইমাম আহমদ র. তাঁর মুসনাদে ও তাবারানীও নির্ভরযোগ্য সনদের সাথে হযরত মুআয জুহানী রা. এর রেওয়ায়েত থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সা. নিম্নের আয়াতটিকে মর্যাদা বৃদ্ধির আয়াত হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.[8]

অর্থ: সকল প্রশংসা ঐ সত্তার জন্য যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং বাদশাহীর মধ্যে তার কোনো অংশিদার নাই। না কোনো দূর্বলতার কারণে তার কোনো সাহায্যকারী আছে। তার বড়ত্ব বর্ণনা করতে থাকুন।[৮]

---

[৭]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.৩, পৃ.৭১-৭২।

[৮]. সূরা বনী ইসরাঈল: ১১১।

কোন দিন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করা হয়েছে

সহীহ মুসলিম ও নাসায়ী শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. আমার হাত ধরে বললেন, মাটিকে আল্লাহ তা'আলা শনিবারে সৃষ্টি করেছেন, পাহাড়কে রবিবারে, গাছ-পালাকে সোমবারে, অমঙ্গলকে মঙ্গলবারে, জ্যোতিকে বুধবারে, জীব-জন্তুকে বৃহস্পতিবারে এবং আদম আ. কে শুক্রবারের শেষ মুহূর্তে আসর থেকে রাত পর্যন্ত সময়ে সৃষ্টি করেন।[১০]

আল্লাহর জন্য এক দিরহাম খরচ করে দশ দিরহাম নাও

হযরত উবায়দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আয়েশা র. বলেন, এক ভিক্ষুক আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রা. এর সামনে এসে দাঁড়ালেন, হযরত আলী রা. হযরত হাসান বা হুসাইন রা. কে বললেন, তুমি তোমার মাতার নিকট গিয়ে বলো যে, আমি যে ছয় দিরহাম তাঁর নিকট রেখেছি তার মধ্যে এক দিরহাম যেন দিয়ে দেন। তিনি গিয়ে ফিরে এসে বললেন, আম্মু বলেছেন যে, সে দিরহাম তো আপনি আটা ক্রয়ের জন্য রেখেছিলেন।

হযরত আলী রা. বললেন, কোনো বান্দার ঈমান পূর্ণতা পেতে পারে না, যদি তার হাতে গচ্ছিত জিনিস থেকে আল্লাহর খাযানা ও ভাণ্ডারে গচ্ছিত সম্পদের ওপর তার আস্থা বেশী না হয়। যাও মাকে বল, ছয় দিরহাম-ই যেন দিয়ে দেয়। এরপর হযরত ফাতেমা রা. ছয় দিরহাম-ই দিয়ে দিলেন, আর তিনি তার সবটাই ভিক্ষুককে দান করলেন।

বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, হযরত আলী রা. তখনও নিজ আসন পরিবর্তন করেননি, ইতিমধ্যেই জনৈক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে একটি উট বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছিল। হযরত আলী রা. তাকে বললেন, উট কত দিরহামে বিক্রি করবে? সে বললো, একশত দিরহামে। হযরত আলী রা. বললেন, উটটিকে এখানে বাঁধ। পয়সা কিন্তু কিছুদিন পরে পাবে।

---

[৯]. তাফসীরে মাযহারীঃ খ.৭, পৃ.২২।

[১০]. তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ খ.১, পৃ.১০৬।

লোকটি সেখানে উটটি বেঁধে চলে গেলো। কিছু সময় পরে একটি লোক এসে বললো, এ উটটি কার? হযরত আলী রা. বললেন, আমার। লোকটি বললো, আপনি কি এটা বিক্রি করবেন? হযরত আলী রা. বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললো, কত দিরহামে? হযরত আলী রা. বললেন, দুইশত দিরহামে। লোকটি বললো, আমি এ মূল্য দিয়ে উটটি নিয়ে নিলাম। তার পর সে দুইশত দিরহাম দিয়ে উটটি নিয়ে নিল।

হযরত আলী রা. যার থেকে বাকিতে উটটি ক্রয় করলেন তাকে ডেকে এনে একশত চল্লিশ দিরহাম দিয়ে বাকী ষাট দিরহাম হযরত ফাতিমা রা.-এর নিকট জমা করলেন। হযরত ফাতিমা রা. জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? হযরত আলী রা. বললেন, এটা হলো, ঐ বস্তু যার ওয়াদা আল্লাহ তাঁর নবীকে দিয়ে শুনিয়েছেন।

"যেই ব্যক্তি কোনো ভাল কাজ করবে, সে তার দশগুণ বিনিময় পাবে।"

(সূরা আনআম: ১৬০, হায়াতুস সাহাবা: খ.২ পৃ.২০২)

দুঃশ্চিন্তাযুক্ত মানুষের কানে আযান দেওয়া

কোনো দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ মানুষের কানে আযান দিলে তার দুঃশ্চিন্তা দূর হয়। হযরত আলী রা. বলেন, রাসূল সা. আমাকে দেখে বললেন, আলী! আমি তোমাকে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ দেখছি? আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূল সা. বললেন, তোমার পরিবারের কাউকে তোমার কানে আযান দিতে বল। কেননা আযান দুঃশ্চিন্তার জন্য ঔষধ স্বরূপ।

হযরত আলী রা. বলেন, আমি এ কাজ করলে আমার দুঃশ্চিন্তা দূর হয়ে গেলো। এ ভাবেই এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারী হাদীসটির ওপর আমল করে এর সুফল ভোগ করেছেন। (কানযুল উম্মাল: খ.২, পৃ. ৬৫৮)

দুঃশ্চরিত্রের কানে আযান দেওয়া

যার অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়, চাই মানুষ হোক বা জীব-জন্তু হোক, কানে আযান দিলে তার পরিবর্তন আসবে।

হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেন, কোনো মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তুর দুঃশ্চরিত্র হয়ে থাকলে তার কানে আযান দাও।

(দাইলামী মিরকাত: খ.২, পৃ. ১৪৯)

শয়তান যদি ভয় দেখায় তাহলে আযান দিবে

শয়তান কাউকে পেরেশান করলে বা ভয় দেখালে উচ্চস্বরে আযান দেওয়া উচিত। কেননা, শয়তান আযান দিলে পালায়।

হযরত সুহাইল বিন আবূ সালেহ বর্ণনা করেন, আমার পিতা আমাকে বনূ হারেসার নিকট পাঠালেন। সাথে একটি বাচ্চা বা একজন সাথী ছিল। দেয়ালের উল্টাদিক থেকে কেউ তার নাম ধরে ডাকছিল। আমার সঙ্গী দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না।

ঘটনাটি আমি আমার পিতার নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, যদি আমি তোমার এ ঘটনার কথা জানতাম তাহলে তোমাকে পাঠাতাম না। তারপর বলেন, যখন তুমি এমন কোন আওয়ায শোনো তখন উচ্চস্বরে আযান দিবে; কেননা আমি আবূ হুরাইরা রা. কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল সা. বলেন, যখন আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পদাঘাত করে পালিয়ে যায়। (মুসলিম শরীফ: খ.১, পৃ. ১৬৭)

ভূত-প্রেত দেখে আযান দেওয়া

যদি কেউ ভূত-পেত্নী দেখে তাহলে উচ্চস্বরে আযান দেওয়া উচিত। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. বলেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের সামনে ভূত-প্রেত বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে আসে, তখন তোমরা আযান দাও।

(মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: খ.৫, পৃ.১৬৩)

আযানের আরো কিছু জায়গা

ওপরে বর্ণিত জায়গা ছাড়াও বুযুর্গানে দ্বীন আযানের আরও কিছু জায়গার কথা উল্লেখ করেছেন।

১. আগুন লাগলে।

২. কাফেরের সহিত যুদ্ধ লাগলে।

৩. রাগের মুহূর্তে।

৪. সফরে মুসাফির রাস্তা ভুলে গেলে।

৫. কারো মৃগী রোগ হলে।

সুতরাং বিপদাপদ থেকে উদ্ধার ও আরোগ্য লাভের আশায় এ সকল জায়গায় আযান দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। ইমদাদুল ফাতাওয়াতে বর্ণিত আছে যে, নিম্নের স্থানগুলোতে আযান দেওয়া সুন্নাত।

১. ফরয নামাযের জন্য।

২. জন্মের পর বাচ্চার কানে।

৩. আগুন লাগলে।

৪. কাফেরের সাথে লড়াই লাগলে।

৫. কোন মুসাফিরকে যখন শয়তান আতঙ্কিত করতে চায়।

৬. দুঃশ্চিন্তার সময়।

৭. রাগের সময়।

৮. মুসাফির রাস্তা ভুলে গেলে।

৯. কারোর মৃগী রোগ হলে।

১০. কোনো মানুষ বা জীব-জন্তুর দুঃশ্চরিত্র প্রকাশ পেলে।

এ গুলোর বর্ণনা রদ্দুল মুহতারের লেখক তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১১]

প্রত্যেক মানুষের সাথে সর্বক্ষণ বিশজন ফেরেশতা থাকে

ইবনে জারীরের তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হযরত উসমান রা. নবী কারীম সা.-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, বান্দার সাথে কতজন ফেরেশতা থাকে? রাসূল সা. বললেন, দুইজন তো দুই কাঁধে থাকে। একজন নেকী লিখতে থাকে। যখন তুমি কোন নেক কাজ করবে, তখন সে তার পরিবর্তে দশটি নেকী লেখে। যখন তুমি কোনো গুনাহ্ কাজ কর তখন বাম পার্শ্বের ফেরেশতা ডান পার্শ্বের ফেরেস্তার নিকট লেখার অনুমতি চায়। ডান পার্শ্বের ফেরেশতা বলে, একটু দেরী কর, হয়ত সে তওবা-ইস্তেগফার করবে। এভাবে তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর যদি সে এর মধ্যে তওবা না করে, তাহলে লেখার অনুমতি দিয়ে দেয়। (আল্লাহ্ আমাদেরকে এ ফেরেশতার হাত থেকে বাঁচান) কারণ এ লোকটি অবাধ্য, আল্লাহর ভয় নেই। সে (খোদার নাফরমানীর ক্ষেত্রে) লজ্জিতও হয় না।

---

[১১]. ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ.১, পৃ. ১৬৫।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, মানুষ যে কথাই বলুক না কেন, তা একজন সংরক্ষক সংরক্ষণ করতে থাকে। আর তোমার অগ্রে-পশ্চাতে দুই জন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ.

তার সামনে ও পিছনে কিছু ফেরেশতা আছে, যাদের একের পর অন্যের বদলী হতে থাকে। তারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে হেফাযত করে।[১২]

(হে বান্দা!) অন্য একজন ফেরেশতা তোমার মাথার চুল ধরে অপেক্ষা করতে থাকে, যখন তুমি আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য মাথা নত করো, তখন সে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়।

আর তুমি যখন তার সামনে অহংকার করতে থাক, সে ফেরেস্তা তোমার লাঞ্ছনার ব্যবস্থা করেন। আর দুই জন ফেরেশতা তোমার ঠোঁটের নিয়ন্ত্রক। তুমি আমার জন্য কোনো দু'আ পাঠ করলে তবে তা সংরক্ষণ করে। একজন ফেরেশতা তোমার মুখের সামনে বসে আছে। যাতে কোনো সাপ ইত্যাদি তোমার মুখের মধ্যে প্রবেশ না করে। দুইজন ফেরেশতা তোমার চোখের ওপর বসা আছে। এই দশ জন ফেরেশতা প্রত্যেক আদম সন্তানের সাথে আছে। এ ভাবে দিনে দশ জন ও রাতে দশজন। এই মোট বিশ জন ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেক আদম সন্তানের সাথে নির্দ্ধারিত আছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর:৩/৩২)

একটি সামান্য উপকারের দ্বারা সমস্ত গুনাহ মাফ

হযরত আনাস বিন মালেক রা. বলেন, হযরত সালমান ফারসী রা. হযরত উমর রা. এর নিকট আসলেন, হযরত উমর রা. বালিশে হেলান দিয়ে ছিলেন। হযরত সালমান রা. কে দেখে বালিশটি তিনি তার আরামের জন্য তাঁকে দিয়ে দিলেন। তারপর হযরত সালমান বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. ঠিকই বলেছেন, হযরত উমর রা. বলেন, কী বলেছেন? আমাদেরকে শোনাও। জবাবে বললেন, একবার আমরা রাসূল সা. এর সামনে উপস্থিত হলাম। রাসূল সা. একটি বালিশের ওপর হেলান দেওয়া ছিলেন। রাসূল সা.

---

[১২]. সূরা রা'দ: ১১।

সেই বালিশটি আমাকে আরামের জন্য দিয়ে দিলেন। তারপর আমাকে বললেন, হে সালমান! কোনো মুসলমান অন্য এক মুসলমানের নিকট মেহমান হিসাবে গেলে মেযবান যদি তার সামনে বালিশ এগিয়ে দেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দেন।[১৩]

হঠাৎ মৃত্যু থেকে বাঁচার এক নববী পদ্ধতি

হযরত উসমান রা. বলেন, হযরত হারেসা বিন নু'মান রা. এর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি বাড়ির যে স্থানে নামায আদায় করতেন, সেখান থেকে নিয়ে ঘরের দরজা পর্যন্ত একটি রশি বেঁধে নিয়েছিলেন, যে রশি ধরে তিনি নামায পড়তে যেতেন। কোন মিসকীন ভিক্ষা চাইলে ঝুড়ি থেকে কিছু নিয়ে ঐ রশি ধরে ধরে তার হাতে দিয়ে আসতেন। ঘরের লোকেরা বললো, আপনি বসেন, আমরা গিয়ে দিয়ে আসি। হযরত হারেসা রা. জবাবে বললেন, রাসূল সা. বলেন, যে নিজ হাতে মিসকীনকে কিছু দিবে সে আকস্মিক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবে।[১৪]

অহংকারীর দিকে আল্লাহ তা'আলা রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন না

হযরত আয়শা রা. বলেন, আমি একদা নতুন কাপড় পরলাম, এবং খুব আনন্দ অনুভব করছিলাম। হযরত আবূ বকর রা. বলেন, কি দেখে আনন্দিত হচ্ছো? এ মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমতের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে দেখছেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন? হযরত আবূ বকর রা. বললেন, কেন তোমার জানা নেই যে, বান্দা যদি দুনিয়ার কোনো সৌন্দর্যের কারণে আত্ম প্রসাদ অনুভব করে, তাহলে উক্ত সৌন্দর্য বর্জন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার ওপর নারাজ থাকেন।

হযরত আয়শা রা. বলেন, আমি সে সময়ই কাপড়টি খুলে দান করে দিলাম। এ দান দেখে হযরত আবূ বকর রা. বললেন, সম্ভবত দানটি তোমার পূর্বের গুনাহর কাফ্ফারা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।[১৫]

---

[১৩]. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ.৫৬১।

[১৪]. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ. ২৩৪।

[১৫]. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ.৩৯১।

স্ত্রীর মুখে খানার লোকমা দিলে সদকার সওয়াব হয়

হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. বলেন, বিদায় হজ্বের বছর আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। রাসূল সা. আমাকে দেখতে এলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার রোগ বেড়ে গেছে। এ দিকে আমি একজন সম্পদশালী মানুষ; একটি মেয়ে ছাড়া আর কোন উত্তরাধীকারী নেই। তাই আমি আমার দুই তৃতিয়াংশ সম্পদ সদকাহ করে দিতে চাচ্ছি। রাসূল সা. বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? রাসূল সা. বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে এক তৃতিয়াংশ? রাসূল সা. বললেন, হ্যাঁ তা করতে পারো। আর এক তৃতিয়াংশ সদকার জন্য অনেক। তুমি তোমার সন্তানাদিকে সম্পদশালী বানিয়ে রেখে যাওয়া দরিদ্রাবস্থায় ভিক্ষুক বানিয়ে রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। আর তুমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যা কিছু খরচ করবে অবশ্যই আল্লাহ তার প্রতিদান দিবেন। এমনকি স্ত্রীর মুখে যে খাবার দিবে তার প্রতিদান ও পাবে।

আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! (হজ্ব শেষ করে) সকল মুহাজির মক্কা ছেড়ে আবার মদীনায় চলে যাবে, আমার মনে হচ্ছে আমি এ অসুস্থতার কারণে আর মদীনায় যেতে পারব না। হয়তো মক্কায় আমার মৃত্যু হবে। অথচ আমি মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবীদের একজন। ফলে আমি চাই না আমার মৃত্যু এখানে হোক। রাসূল সা. বললেন, না তোমার হায়াত দীর্ঘ হবে। আর তোমার এ রোগের কারণে এখানে ইন্তেকাল হবে না। তোমার প্রতিটি নেক আমলের কারণে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, সম্মান বাড়তে থাকবে এবং প্রতিপক্ষের অনেক ক্ষতি হবে। (এক সময় দেখা গেল তার দ্বারা ইরাকের বিজয় হয়েছে।)

তারপর হুযূর সা. দু'আ করলেন হে আল্লাহ! আমার সাহাবীদের হিজরতকে পূর্ণতা দান করুন। (মাঝ পথে যেন তা ব্যহত না হয়।) এবং (মক্কায় মৃত্যু দানের মাধ্যমে) পশ্চাতপদ করো না। তবে সা'দ বিন খাওলা ব্যতিক্রম যে খোদার করুণার মুখাপেক্ষী (কারণ সে মক্কা থেকে হিজরত করলেও মক্কাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাই নবী কারীম সা. তাঁর ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়েন।[১৬]

---

[১৬]. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ.৬৪৫।

পূর্বেকার বুযুর্গদের শুভাকাঙ্খীদের উদ্দেশ্যে তিনটি নসীহত

১. যে আখিরাতের উদ্দেশ্যে কাজ করে, আল্লাহ তার দুনিয়ার দায়িত্ব নিয়ে নিবেন। ২. যে তার ভিতরকে ঠিক করবে, আল্লাহ তার বাহিরকে ঠিক করে দিবেন। ৩. যে তার ও আল্লাহর মাঝের সম্পর্ককে ঠিক করে নিলো আল্লাহ তার সাথে মানুষের সম্পর্ক ভাল করে দিবেন।[১৭]

হযরত উমর রা.-এর তাকওয়া

হযরত ইয়াস বিন সালামাহ র. তার পিতার থেকে বর্ণনা করেন, একদা হযরত উমর রা. বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন, হাতে ছিল একটি লাঠি, সে লাঠি তিনি আমার গায়ে মারলে আমার কাপড়ের কোনায় লাগে, তারপর বললেন, রাস্তা থেকে সরে যাও! পরের বছর একবার সাক্ষাত হলে বললেন, সালামাহ! এবার হজ্ব করার ইচ্ছা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। তারপর তিনি আমার হাত ধরে গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন এবং ছয়শত দিরহাম দিয়ে বললেন, হজ্বের সফরে এগুলো খরচ করবে। আর এটা ঐ লাঠির আঘাতের বদলায় যা আমি তোমাকে মেরেছিলাম। আমি বললাম, আমীরুল মু'মিনীন! আমার তো সে কথা স্মরণও নেই। হযরত উমর রা. বললেন, কিন্তু আমি তো ভুলি নি। অর্থাৎ মারার সময় মেরে তো দিয়েছি; কিন্তু সারা বছর বিবেকের কাছে দংশিত হয়েছি।[১৮]

যালিমের অত্যাচার থেকে বাঁচার এক নবুওতী নির্দেশনা

হযরত আবূ রাফে' র. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর রা. বাধ্য হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের (প্রসিদ্ধ যালিম গভর্ণর) নিকট নিজ কন্যাকে বিবাহ দেন। এবং কন্যাকে বলে দিয়েছিলেন যে, সে তোমার নিকট আসলে এ দু'আ পড়বে:

لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين.

অর্থ: ধৈর্য্যশীল, মর্যাদাবান আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নাই। আরশে আযীমের মালিক আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি। সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালকের জন্য।

---

[১৭]. মাআরেফুল কুরআন: খ.৪, পৃ.৬৭৯।

[১৮]. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ.১৪৫।

হযরত আব্দুল্লাহ রা. বলেন, যখন হুযূর সা. কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখিন হতেন, তখন এ দু'আ পড়তেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ রা. এর কন্যা এ দু'আ পড়লে হাজ্জায তার কাছে আসতে পারেনি।[১৯] হুযূর সা. এর দেওয়া এক মুষ্ঠি খেজুর হযরত আবূ হুরাইরা রা. সাতাইশ বছর যাবত খেয়েছেন এবং মেহমানদারী করেছেন। ইহা দীনের বরকত।

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন ইসলাম গ্রহণের পর আমি এমন তিনটি বিপদের সম্মুখিন হয়েছি। যে ধরণের বিপদের সম্মুখিন আর কখনও হইনি। **প্রথমত:** হযরত নবী কারীম সা. এর ইন্তেকালের ঘটনা। কেননা আমি রাসূল সা. এর সাথে এক নগন্য সাথী হিসাবে লেগে থাকতাম।

দ্বিতীয়: হযরত উসমান রা. এর শাহাদাতের ঘটনা।

তৃতীয়: খাবারের থলের ঘটনা। মানুষ জিজ্ঞেস করল, খাবারের থলের আবার কী ঘটনা? জবাবে বললেন, আরমা একদা রাসূল সা. এর সাথে এক সফরে ছিলাম। রাসূল সা. বললেন, আবূ হুরাইরা! তোমার নিকট কিছু আছে? আমি বললাম, একটি থলে আছে, যার মধ্যে কিছু খেজুর রাখা আছে।

হুযূর সা. বললেন, নিয়ে আসো। আমি খেজুরগুলো বের করে নিয়ে এলাম। হুযূর সা. তার ওপর হাত ফিরিয়ে বরকতের জন্য দু'আ করলেন। তারপর বললেন, দশ জন মানুষকে ডাকো। আমি দশ জন মানুষকে ডেকে আনলাম। তারা পেট পুরে খেজুর খেলো। তারপর আবার বললেন, আরও দশ জনকে ডাকো। আমি আবার দশ জনকে ডাকলাম। তারাও পেট ভর্তি করে খেলো। এ ভাবে দশ দশ জন করে খেতে খেতে সকল সৈন্যের খাওয়া শেষ হলো। তারপরও থলেতে খেজুর রয়ে গিয়েছিল। এরপর রাসূল সা. বললেন, আবূ হুরাইরা! যখন তুমি এই থলে থেকে খেজুর বের করতে চাও, তখন হাত ভিতরে ঢুকিয়ে খেজুর নিবে, উল্টিয়ে বা খুলে দেখবে না।

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, আমি রাসূল সা. জীবিত থাকাবস্থায় এ থলে থেকে খেজুর বের করে খেয়েছি। তারপর হযরত আবূ বকর রা. এর খেলাফতের পূর্ণ সময়ে এ থলে থেকে খেজুর নিয়ে খেয়েছি। এ ভাবে হযরত উমর রা. এর আমলে উক্ত থলে থেকে খেজুর নিয়ে খেয়েছি। তারপর হযরত

---

[১৯]. হায়াতুস সাহাবাঃ খ.২, পৃ.৪১২।

উসমান রা. এর আমলেও খেয়েছি। হযরত উসমানের ইন্তেকাল হলে আমার থলেটি (বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারীরা) আমার সকল সামানের সাথে লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। আপনারা জানতে চান আমি সেখান থেকে কত খেজুর খেয়েছি? তাহলে শুনুন, আমি সেখান থেকে দুই শত অসক অর্থাৎ এক হাজার পঞ্চাশ (১০৫০) মন খেজুর খেয়েছি।[২০]

ছোট আমল সওয়াব বেশী, ফায়দা অনেক

ইমাম বগবী র. নিজ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলে কারীম সা. বলেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সূরায়ে ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী এবং সূরা আল-ইমরানের এ দুই আয়াত তিলাওয়াত করবে আমি তার ঠিকানা জান্নাতে বানিয়ে দিবো এবং হাজিরাতুল কুদসে তার জায়গা নির্দ্ধারণ করে দিবো। এবং সত্তর বার তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাব। তার সত্তরটি প্রয়োজন পূর্ণ করব। সকল হিংসুক ও দুশমন থেকে তাকে আশ্রয় দিবো এবং তাদের ওপর তাকে বিজয়ী করব। আয়াত দুইটি এইঃ

(১) شهد الله أنه لا إله إلا هو শেষ পর্যন্ত

(২) قل اللهم ملك الملك থেকে بغير حساب পর্যন্ত।[২১]

রাসূল সা.-এর আখলাক

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন রাস্তা দিয়ে হাটছিলেন। একজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি রাসূল সা. কে দুইটি মিসওয়াক হাদিয়া দিলেন। রাসূল সা. তা সানন্দে গ্রহণ করলেন। মিসওয়াক দু'টির মধ্যে একটি ছিল বাঁকা, অন্যটি ছিল সোজা। নবী কারীম সা. বাঁকা মিসওয়াকটি নিজে রেখে সোজাটি সাহাবীকে দিয়ে দিলেন এটাই ছিলো নববী আখলাক।

(এহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন, গাযালী)

---

[২০]. হায়াতুস সাহাবাঃ খ. ৩, পৃ. ৭১১।

[২১]. মাআরেফুল কুরআনঃ খ. ২, পৃ. ৪৭।

একটি দু'আ

হে আল্লাহ! আমি তোমার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে উদাসিন। এটা আমার দৃষ্টিরই ত্রুটি। তোমার আরশ আর তোমার নিদর্শন অন্বেষণে আমি এক দুই পা অগ্রসর হচ্ছি, তুমি নিশ্চয়ই ইবাদতের উপযুক্ত। কিন্তু আমার ইবাদত ত্রুটিযুক্ত গুনাহ আর যাবতীয় ত্রুটির বোঝা মাথায় নিয়ে চলি, কিন্তু তোমার নাম যে গাফ্ফার তাও আমি জানি।

হে খোদা! কোথায় পাবো তোমার সাক্ষাৎ বলো না তুমি, কেননা তোমার সাক্ষাতই আমার জীবনের একমাত্র ব্রতী। হৃদয়ের প্রয়োজন, কিন্তু আমি সেটা বাদেই তোমার দারে হাজির।

ইন্তেকালের সময় হযরত উমরের অসিয়্যত

হযরত ইয়াহইয়া বিন আবী রাশেদ নসরী র. বলেন, হযরত উমর রা. এর মৃত্যুর সময় হলে তিনি নিজ পুত্রকে বলেন, হে বৎস! আমার মৃত্যুর সময় আমার শরীরকে ডান দিকে ফিরিয়ে দিবে। তোমার দুই হাটুকে আমার কোমরের পার্শ্বে রাখবে। আমার জান বাহির হলে চোখ বন্ধ করে দিবে। মধ্যম ধরণের কাপড় দিয়ে আমাকে কাফন দিবে। যদি আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট মঙ্গলের অধিকারী বান্দা হিসেবে বিবেচিত হই, তাহলে আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম কাপড় আমাকে দিবেন। আর যদি আমার সাথে অমঙ্গলের আচরণ করা হয়, তাহলে এটাও ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আমার কবরকে মাঝারি সাইজের বানাবে।

কারণ আমি যদি আল্লাহর কাছে মনোনিত বান্দা হই, তাহলে আমার কবরকে দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। আর যদি আমি আল্লাহর নিকট অমনোনিত বান্দা হিসেবে বিবেচিত হই, তাহলে কবরকে এমন সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে যে, পাঁজরের এক হাড্ডি অপর হাড্ডির মধ্যে ঢুকে যাবে।

আমার জানাযার সাথে যেন কোনো মহিলা না যায়। আমার মধ্যে যে সব গুণের অনুপ্রবেশ ঘটেনি, তা যেন আমার মৃত্যুর পর বলা না হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকেও আমাকে বেশী জানেন।

আমার জানাযার খাটিয়াকে দ্রুত নিয়ে যাবে, কেননা আল্লাহ তা'আলা যদি আমার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখেন, তাহলে এমন চেষ্টা করা, যাতে আমি সে

পুরস্কার দ্রুত পেয়ে যাই। আর যদি ঘটনা এর বিপরীত হয়, তাহলে তোমরা দ্রুত একটি খারাপ বস্তুকে নিজেদের ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেল।[২২]

পাঁচটি কালিমা

রাসূল সা. হযরত জিব্রাঈল আ. থেকে শিখেছেন, রাসূল সা. থেকে হযরত ফাতিমা রা. শিখেছেন, হযরত ফাতিমা রা. থেকে সমস্ত উম্মত শিখেছে।

হযরত সুওয়াইদ বিন গাফালাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত আলী রা. এর খুব ক্ষুধা পেলে তিনি হযরত ফাতেমা রা. কে বললেন, যদি তুমি রাসূল সা. থেকে কিছু চেয়ে আনতে, তাহলে এ মুহূর্তে তা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতে পারতাম। সে হিসেবে তিনি রাসূল সা. এর নিকট গেলেন। গিয়ে দেখেন, সেখানে হযরত উম্মে আইমান রা. বসা আছেন। হযরত ফাতিমা রা. গিয়ে দরজা খটখট করলে, হযরত রাসূলে কারীম সা. উম্মে আইমানকে বললেন, এ আওয়ায ফাতেমার। সে এখন আসল কেন? সে তো এখন আসার লোক না! হযরত ফাতেমা ভেতরে প্রবেশ করলেন, রাসূল সা. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূলুল্লাহ! ফেরেশতাদের খাবার তো

لا إله إلا الله. سبحان الله. الحمد لله ইত্যাদি বলা, আমাদের খাবার কি?

রাসূল সা. বললেন, ঐ আল্লাহর কসম যিনি আমাকে সত্য দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, মুহাম্মদ সা. এর ঘরগুলোতে ত্রিশ দিন যাবত কোনো আগুন জ্বলছে না। আমার নিকট কিছু বকরী এসেছে, যদি তুমি চাও, তাহলে তোমাকে পাঁচটি বকরী দেই। আর যদি তুমি এটি না চাও, তাহলে তোমাকে ঐ পাঁচটি কালিমা শিখিয়ে দেই, যা জিব্রাঈল আ. আমাকে শিখিয়েছেন।

হযরত ফাতিমা রা. বললেন, না আমার বকরীর প্রয়োজন নেই. বরং আমাকে ঐ পাঁচটি কালিমা শিখিয়ে দিন, যা জিব্রাঈল আ. আপনাকে শিখিয়েছেন। তারপর রাসূল সা. বললেন, তুমি বলো:

يا أول الأولين. ويا أخر الأخرين. ويا ذا قوة المتين. ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين.

---

[২২]. হায়াতুস সাহাবা: খ.৩, পৃ. ৫২-৫৩।

তারপর হযরত ফাতিমা রা. ফিরে আসলেন। হযরত আলীর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী অবস্থা? হযরত ফাতেমা রা. জবাব দিলেন, আমি রাসূল সা. এর নিকট দুনিয়া আনতে গিয়েছিলাম আর এখন আমি আখেরাত নিয়ে এসেছি। এ কথা শুনে হযরত আলী রা. বললেন, এ কারণেই তো তোমাদের দীন সর্বোত্তম দীন।[২৩]

হযরত আলী রা. দীনকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিলেন

হযরত আলী বিন আবী তালিব রা. বলেন, নবী কারীম সা. আমাকে বলেন, হে আলী! আমি তোমাকে পাঁচ হাজার বকরী দিব, না এমন পাঁচটি কালিমা শিক্ষা দিব, যা দ্বারা তোমার দুনিয়া ও আখেরাত ঠিক হয়ে যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! পাঁচ হাজার বকরী তো অনেক; কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি আমাকে ঐ পাঁচটি কালিমা শিক্ষা দিন। হুযূর সা. বললেন, বলঃ

اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي خلقي وطيب لي كسبي وقنعني بما رزقتني وتذهب قلبي غلي شيء صرفته عني.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ক্ষমা করো। চরিত্রে উৎকর্ষতা দান করো, উপার্জনকে হালাল করো। তোমার দেওয়া রিযিকের ওপর আমাকে তুষ্ট করো। এবং তুমি যে বস্তু থেকে আমাকে দূরে রাখতে চাও, তার কোনো চাহিদা আমার মধ্যে বাকী রেখো না।[২৪]

✪ আজকের (আমাদের ন্যায় আখেরাত বিমুখ) মুসলমান হলে বলত, হে আল্লাহর রাসূল! পাঁচ হাজার বকরীও দিন আবার পাঁচটি কালিমাও শিক্ষা দিন।

আরশ থেকে উত্তম জায়গায় যে সাহাবীর সিজদার সৌভাগ্য হলো

হযরত আবূ খুযাইমা রা. বলেন, তিনি একদা স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি রাসূল সা. এর কপালে চুমু দিচ্ছেন। তিনি এ স্বপ্ন একদা রাসূল সা. কে বললে রাসূল সা. শুয়ে বললেন, তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করো। তিনি রাসূল সা. এর কপালে সিজদা করলেন। (তরজমানুস সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৩৫৮, মিশকাত: পৃ. ৩৬৯)

[২৩]. হায়াতুস সাহাবা: খ.৩, পৃ. ৫৬।
[২৪]. হায়াতুস সাহাবা: খ.৩, পৃ.২০৮।

দুই স্ত্রীর মাঝে সমতা রক্ষার এক বিরল ঘটনা

হযরত ইয়াহইয়া র. বলেন যে, হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রা. এর দুই স্ত্রী ছিল। যে দিন যে স্ত্রীর নিকট থাকার পালা হতো, সে দিন অন্য জনের ঘরে অযুও করতেন না। এক সময় দুই জনেই হযরত মুয়ায রা. এর সাথে সিরিয়ায় চলে গেলেন। এ সময় তাঁরা উভয়েই অসুস্থ হলেন এবং একই দিনে মারা গেলেন। উপস্থিত শহরবাসী এতটাই ব্যস্ত ছিল যে, তারা দুইটি কবর খনন করার সময় না পেয়ে এক কবরেই দুই জনকে দাফন করলো। হযরত মুয়ায রা. উভয়ের মধ্যে কাকে আগে কবরে রাখবেন, তার জন্য লটারী করলেন।

হযরত ইয়াহইয়া আরও বলেছেন, হযরত মুয়ায রা. এক স্ত্রীর পালার দিন অন্য জনের গৃহে পানিও পান করতেন না।[২৫]

হযরত ইবনে আব্বাসের সতর্কতা

হযরত আউস র. বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা. কে এ কথার সাক্ষ্য দিতে শুনেছি যে, হযরত উমর রা. কে আমি "লাব্বাইক' বলতে দেখেছি। এ সময় আমরা আরাফার ময়দানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তার পরই হযরত ইবনে আব্বাসকে একজন জিজ্ঞেস করলো, হযরত উমর রা. আরাফার ময়দান থেকে কবে ফিরেছে তা কি আপনি বলতে পারবেন? হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, না। (যা সম্পূর্ণ সাবধানতার কারণে বলেছেন, নতুবা তিনি ভালো করেই জানতেন) উপস্থিত লোকজন তার এ সতর্কতা দেখে হতবাক হয়েছে।[২৬]

মুসলমানের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মুসলমান নারী বা পুরুষকে দারিদ্রতার কারণে ছোট মনে করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের সামনে লাঞ্ছিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান নারী বা পুরুষের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে আগুনের একটি টিলার

---

[২৫]. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ.৭৬৯।

[২৬]. হায়াতুস সাহাবা:: খ.২, পৃ.৭৬৯।

ওপর দাঁড় করিয়ে রাখবেন, যত সময় সে নিজের মিথ্যা অপবাদের ব্যাপারে নিজেকে মিথ্যুক না বলবে।[২৭]

চিঠি-পত্রে বিসমিল্লাহ লেখা কি জায়িয আছে?

চিঠি-পত্রের সুন্নত তরীকা এই যে, তার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লেখা হোক। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের আলোকে ফুকাহায়ে কিরাম একটি মূলনীতি লিখেছেন আর তা হলো এই যে, কোথাও বিসমিল্লাহ বা আল্লাহর নাম লেখার পর যদি উক্ত কাগজটিকে সংরক্ষণ করার প্রতি গুরুত্ব না দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তার ওপর বিসমিল্লাহ লেখা জায়িয নেই। কেননা ব্যক্তি এ সুন্নতের ওপর আমল করতে যেয়ে আল্লাহর নামের সাথে বে-আদবীর গুনাহ্ করছে।

আজকাল একে অপরের কাছে প্রদত্ত্ব চিঠি-পত্রের শেষাবস্থা সকলেরই জানা। কেননা ড্রেন-নর্দমাই হয় তার শেষ ঠিকানা। তাই পত্র লেখার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়ে লিখা আরম্ভ করবে। কলম দ্বারা লিখবে না।[২৮]

কুরআন মাজীদের শেষ দুই আয়াত যা আল্লাহ্ নিজেই লেখেন

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. বলেন, দুইটি আয়াত জান্নাতের খাযানা থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। সমস্ত মাখলুক সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত দুইটিকে নিজ হাতে লিখেছেন। যে ব্যক্তি এশার পর এই আয়াত দুটি পড়বে, তার এ পাঠ তাহাজ্জুদের বরাবর হবে।

মুসতাদরাকে হাকেম ও বায়হাকীতে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. বলেন, আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারাকে এমন দুইটি আয়াত দ্বারা সমাপ্ত করেছেন, যে আয়াত দুটি আরশের নিচে এক বিশেষ খাযানা থেকে আমাকে দেওয়া হয়েছে। ফলে তোমরা এই আয়াতদ্বয়কে বিশেষভাবে পড় এবং স্ত্রী ও বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দাও। এ কারণে হযরত উমর ও আলী রা. বলেন, আমার মনে হয় যে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সামান্য জ্ঞান দান করেছে, তার জন্য এ আয়াত দু'টি পড়া ছাড়া রাতে ঘুমান সম্ভব নয়। সেই আয়াত দু'টি হলো সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত।[২৯]

---

[২৭]. মাআরেফুল কুরআন: খ.১, পৃ.৫০১।
[২৮]. মাআরেফুল কুরআন: খ.৬, পৃ.৫৬৭।
[২৯]. মআরেফুল কুরআন: খ. ১, পৃ.৬১৪।

হযরত হুযাইফা রা.-এর সাথে নবীজীর আচরণ

হযরত হুযাইফা রা. বলেন, আমি রমযানে রাসূল সা. এর সাথে নামায পড়েছি। নামাযের পর রাসূল সা. গোসল করতে লাগলেন। আর আমি পর্দা দিয়ে ঘিরে ধরলাম। গোসল শেষে দেখলাম পাত্রে কিছু পানি অতিরিক্ত আছে। রাসূল সা. বললেন, মনে চাইলে এই পানি দিয়েই গোসল করতে পার। আর ইচ্ছা করলে এর সাথে অন্য পানি মিশিয়েও নিতে পার। হযরত হুযাইফা রা. বললেন, আমার নিকট এ পানি অন্য সকল পানি থেকে প্রিয়।

তারপর আমি ঐ পানি দিয়েই গোসল শুরু করলাম। হুযূর সা. আমার জন্য কাপড় দিয়ে পর্দা করতে লাগলেন। আমি বললাম, আপনি আমার জন্য পর্দা করবেন না। রাসূল সা. বললেন, না, তা হতে পারে না। তুমি যেমন আমার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেছ, আমিও তোমার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করব।[৩০]

দু'আ কবূল হওয়ার জন্য একটি পরীক্ষিত আমল

উলামা ও মাশায়িখগণ বলেছেন যে, حسبنا الله ونعم الوكيل এর অনেক উপকারীতা আছে। তন্মধ্যে যদি এ দু'আকে ঈমান ও আনুগত্যতার প্রেরণা নিয়ে এক হাজার বার পড়া যায় এবং তারপর দু'আ করা যায়, তাহলে সে দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না। দুঃশ্চিন্তা ও বিপদাপদে এ দু'আ একটি পরীক্ষিত আমল।[৩১]

উম্মতে মুহাম্মদীর সামনে তিনটি শঙ্কা

হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. বলেন, আমি আমার উম্মতের তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে শংকিত।

প্রথমত: অতিরিক্ত সম্পদ হাসিল হওয়ার কারণে একে অন্যের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ শুরু করবে এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হবে।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর কিতাব (কুরআন) সামনে খুলে যাবে। (প্রত্যেকেই মুর্খ ও অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও শুধু অনুবাদের মাধ্যমেই নিজেকে কুরআনের পণ্ডিত ভাবতে থাকবে এবং তার মধ্যে যা বুঝার বিষয় নয়, যেমন মুতাশাবিহ, তা-ও বুঝার চেষ্টা শুরু করবে।

---

[৩০]. হায়াতুস সাহাবঃ খ.২, পৃ.৮৬৭।

[৩১]. মাআরেফুল কুরআনঃ খ.২, পৃ.২৪৪।

তৃতীয়: ইলম বাড়তে থাকলে তা নষ্ট করতে থাকবে। সাথে সাথে ইলমের বৃদ্ধির জন্য চেষ্টাও ছেড়ে দেয়া হবে।[৩২]

প্রত্যেক বিপদ থেকে উদ্ধার

মুসনাদে বাযযাযে হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে আয়াতুল কুরসী ও সূরা মু'মিনূনের প্রথম তিন আয়াত (হা-মীম থেকে মাসীর পর্যন্ত (حم المصير) পড়বে সে ঐ দিনে সকল প্রকার অকল্যাণ ও দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে।

ইমাম তিরমিযীও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য সনদের মধ্যে একজন রাবী সম্পর্কে দূর্বলতার অভিযোগ আছে।[৩৩]

শত্রুর হাত থেকে হেফাযত

ইমাম তিরমিযী ও আবূ দাউদ হযরত মুহাল্লাব ইবনে আবী সুফরা রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, যে স্বয়ং রাসূল সা. থেকে শুনেছেন। তিনি (রাসূল (সা.) কোন এক যুদ্ধে রাত্রে দুশমন থেকে হেফাযতের জন্য বলেছিলেন, যদি তোমাদের ওপর শত্রুদের অতর্কিত কোন হামলা হয়, তাহলে حم لا ينصرون পড়বে। অর্থাৎ حم এর সাথে "তারা সফল হবে না' পড়বে। কিছু বর্ণনায় حم لا ينصرون নূন (ن) ছাড়াই এসেছে। তার অর্থ: যখন তোমরা حم পড়বে, তখন দুশমন সফল হবে না। এ থেকে জানা গেল حم শত্রু হাত থেকে রক্ষার একটি দূর্গ।[৩৪]

একটি বিরল ঘটনা

হযরত সাবিত বুনানী র. বলেন, আমি হযরত মুসআব বিন যুহাইর রা. এর সাথে কুফায় এক সফরে ছিলাম। চলতে চলতে একটি বাগানে ঢুকে পড়লাম। এ আশায় যে, দুই রাকাত নামায পড়বো। আমি নামাযের আগে

---

৩২. মাআরেফুল কুরআন: খ.২, পৃ.২১।

৩৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ. ৪, পৃ. ৬১, মাআরেফুল কুরআন: খ.৭, পৃ.৫৮১।

৩৪. ইবনে কাসীর, মাআরেফুল কুরআন, খ.৭, পৃ.৫৮২।

حم المؤمن সূরার إليه المصير পর্যন্ত পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার পিছনে সাদা খচ্চরে এক আরোহী দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে ইয়ামানী কাপড় ছিল। সে আমাকে বললো, তুমি যখন غافر الذنب পড়বে, তখন يا غافر الذنب اغفرلي (হে গুনাহের ক্ষমাকারী! আমার গুনাহ ক্ষমা করো) এ দু'আটি পাঠ করবে। তারপর যখন তুমি قابل التوب পড়বে, তখন يا قابل التبوب إقبل توبتي (হে তওবা কবূলকারী! আমার তাওবা কবূল করো) এ দু'আটি পড়বে। তারপর যখন شديد العقاب পড়বে, তখন يا شديد العقاب لا تعاقبني (হে কঠিন শাস্তিদাতা! আমাকে শাস্তি দিও না) এই দু'আটি পড়বে। আর যখন ذي الطول পড়বে, তখন يا ذا الطول طل علي بخير (হে দয়াদ্র খোদা! আমার ওপর তোমার দয়াকে দীর্ঘ করো) এই দু'আটি পড়বে।

সাবিত বুনানী বলেন, এ নসীহত শুনার পর একটু চোখ এ দিক ফিরিয়ে আবার তাকালে তাকে আর দেখিনি। তার অনুসন্ধানে দরজা পর্যন্ত এসেও তাকে আর পাইনি। মানুষের নিকট তার অবয়বের কথা বলে জিজ্ঞাসা করেছি; কিন্তু তারাও বলতে পারেনি।

সাবিত বুনানী থেকে বর্ণিত আছে যে, অনেকের ধারণা তিনি ছিলেন হযরত ইলিয়াস আ.। অবশ্য কিছু রেওয়ায়েতে তাঁর নাম উল্লেখ নেই।[৩৫]

রিযিকের প্রশস্ততার জন্য একটি পরীক্ষিত আমল

হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল গণী ফুলপুরী র. বলেন, হযরত মাওলানা ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরী মক্কী র. থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সকালে সত্তরবার নিয়মিতভাবে নিম্নের আয়াতটি পড়তে থাকবে, সে রিযিকের সংকট থেকে হেফাযত থাকবে। তিনি এ-ও বলেন যে, ইহা একটি অতি পরীক্ষিত আমল। আয়াতটি হলো এই: ٱللَّهُ لَطِيفٌۢ بِعِبَادِهِۦ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ.[৩৬]

---

[৩৫]. মাআরেফুল কুরআন: খ.৭, পৃ. ৫৮২।

[৩৬]. সূরা শূরা: ১৯।

দীন বিমুখকে দীনমুখী করার একটি ফারুকী ব্যবস্থা

ইবনে কাসীর ইবনে হাতিমের সূত্রে বর্ণনা করেন, সিরিয়াতে একজন প্রভাবশালী লোক ছিল। সে হযরত উমর রা. এর নিকট আসা-যাওয়া করত। কিছুদিন যাবত সে আসছিল না। তাই হযরত উমর রা. তার সম্পর্কে মানুষকে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকজন বললো, আমীরুল মু'মিনীন! তার কথা জিজ্ঞাসা করবেন না, সে তো মদের মধ্যে উন্মত্ত আছে। হযরত উমর রা. নিজ মুন্সিকে (সচিব) ডেকে বললেন, একটি চিঠি লিখো:

উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট থেকে জনৈক ব্যক্তির নিকট এ পত্র। আমি তোমার (মঙ্গলের) কামনায় ঐ আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। যিনি পাপের ক্ষমাকারী, তওবা কবূলকারী, কঠিন শাস্তি দাতা, বড় ক্ষমতাবান। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তার নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

পত্র লেখা শেষ হলে উপস্থিত লোকজনকে বললেন, সকলেই তার জন্য দু'আ করো, যাতে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে ঘুরিয়ে দেন এবং তার তাওবা কবূল করেন। হযরত উমর রা. পত্র বাহককে বলে দিলেন, সে সম্পূর্ণ নেশা মুক্ত না হলে তাকে এ চিঠি দিবে না। এবং এ-ও বললেন, নিজে নিজেই চিঠি পৌছে দিবে, অন্য কারোর মাধ্যমে পৌছাবে না।

হযরত উমর রা.-এর চিঠি পেয়ে সে পড়লো এবং ভাবতে লাগলো যে, এ পত্রে আমাকে আল্লাহর ভয়ও দেখান হয়েছে এবং ক্ষমার ওয়াদাও করা হয়েছে। তারপর সে কাঁদতে লাগলো এবং মদ্যপান থেকে বিরত থাকলো। এমন এক তওবা সে করলো যে, তারপর থেকে আর মদের নিকট যায়নি।

হযরত উমর রা.-এর নিকট এ পরিবর্তনের সংবাদ পৌছলে তিনি উপস্থিত লোকজনকে বললেন, এ সকল সমস্যাগুলির সমাধান এভাবেই করতে হয়। তোমাদের কোন ভাই যদি এমন খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করো। এবং আল্লাহর রহমতের কথা শুনাও, তার জন্য দু'আ করো, যাতে সে তওবা করে। তার ব্যাপারে তোমরা শয়তানের সহযোগী হয়ো না। অর্থাৎ তার সম্পর্কে অসৌজন্য কথা বলে তাকে উত্যক্ত করে দীন থেকে দূরে সরিয়ে দিও না। কেননা, কাউকে দীন থেকে সরিয়ে দেওয়া শয়তানের সহযোগীতার নামান্তর। (মাআরেফুল কুরআন: খ.৭, পৃ. ৫৮২)

খালি হাতে বদরের যুদ্ধ

তিনশত তের-চৌদ্দ, বা পনের জন সাহাবী নিয়ে ১২ রমযান রাসূল সা. মদীনা থেকে রওয়া দেন। যুদ্ধ সামগ্রীর অবস্থা এত করুণ ছিল যে, এ বিশাল জামাতের কাছে মাত্র দু'টি ঘোড়া এবং সত্তরটি উট ছিল। একটি ঘোড়া ছিল হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. এর, আর অপরটি ছিল হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়া রা. এর। আর প্রতিটি উটের ওপর দুই দুই, তিন তিন জন করে আরোহী ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রা. বলেন, তার পরও পালা বদল করে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছতে হয়েছে।

হযরত আবূ লুবাবাহ এবং আলী রা. রাসূল সা. এর সাথে একই উটের আরোহী ছিলেন। যখন রাসূল সা. এর হাটার পালা হতো, তখন হযরত আলী ও আবূ লুবাবাহ রা. বলতেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আরোহন করুন, আপনার পরিবর্তে আমরাই হাটব। এ কথা শুনে রাসূল সা. বলেন, তোমরা আমার চেয়ে শক্তিশালী নও। এবং আমি তোমাদের থেকেও বেশী সওয়াবের মুখাপেক্ষী।[৩৭]

আবূল আসের একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা

বদরের যুদ্ধ বন্দীদের মাঝে রাসূল সা. এর জামাতা হযরত আবুল আস বিন রবী রা.ও ছিলেন। রাসূল সা. এর স্ত্রী হযরত খাদীজা রা. এর গর্ভজাত কন্যা হযরত যয়নব রা. কে এই আবুল আস বিবাহ করেন। হযরত খাদীজা রা. আবুল আসের খালা হওয়ার সুবাদে। তিনি তাকে সন্তানের মত স্নেহ করতেন। ফলে তিনি নিজেই প্রস্তাব দিয়ে নবুওয়াতের পূর্বে হযরত যয়নব রা. এর বিবাহ আবুল আসের সাথে দিয়ে দিলেন। আবুল আস সম্পদশালী ও একজন আমানতদার ব্যবসায়ী ছিলেন।

নবুওয়ত প্রাপ্তির পর হযরত খাদীজা রা. সহ রাসূল সা. এর সকল কন্যা ঈমান নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আবুল আস পূর্বের ন্যায় শিরকের ওপর অবিচল ছিল। কুরাইশের নেতারা আবুল আসকে বললো, আবূ লাহাবের ছেলেদের মত তুমিও মুহাম্মদের কন্যাকে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মেয়েকে বিবাহ

---

[৩৭]. সীরাতে মুস্তফা: খ.২ পৃ. ৫৮।

করতে চাও তার সাথে তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু আবুল আস সুস্পষ্ট অস্বীকার করল। সে বলল, যয়নবের মত সম্ভ্রান্তও উন্নত চরিত্রের অধিকারী নারীর মুকাবেলায় আর কোনো পছন্দের নারী হতে পারে না।

বদরের রণাঙ্গনে কুরাইশের যুদ্ধবন্দীদের সাথে আবুল আসও গ্রেফতার হয়েছিল। মক্কাবাসীরা তাদের আত্মীয় স্বজনকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করার জন্য ফিদয়া (মুক্তিপণ) পাঠাচ্ছিল। এমতাবস্থায় হযরত যয়নব নিজ স্বামী আবুল আসের মুক্তির জন্য একটি হার পাঠিয়ে ছিল। যে হারটি মূলতঃ তাঁকে তাঁর মা হযরত খাদীজা রা. বিবাহের সময় দিয়েছিলেন।

রাসূল সা. এর চোখ এ হার দেখে অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠলো। পুরাতন স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, সঙ্গত মনে হলে এ হারকে ফিরিয়ে দাও। আর এ যুদ্ধ বন্দীকে (আবুল আস) রেহাই দাও। সাহাবায়ে কিরাম বিনা বাক্যেই এ প্রস্তাবের সামনে মাথা নত করলেন এবং আবুল আসকে হারসহ মুক্ত করে দিলেন। রাসূল সা. আবুল আস থেকে এ অঙ্গীকার নিলেন যে, মক্কায় গিয়ে যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দিবে। আবুল আস মক্কায় গিয়ে নিজের ভাই কেনানা বিন রবী'র সাথে তাকে মদীনায় রওয়ানা করে দিল।

কেনানা উটের ওপর হযরত যয়নবকে বসিয়ে রওয়ানা হল। (আরব প্রথানুযায়ী) এ সফরেও সে তীর অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র সাথে নিলো। রাসূল সা. এর কন্যা এভাবে দিবালোকে মক্কা ত্যাগ করাকে কুরাইশরা নিজেদের আত্ম মর্যাদার জন্য একটি হুমকি মনে করলো। তাই আবূ সুফ্য়ানসহ্ আরও অনেকে যী তুওয়ায় এসে উটকে দাঁড় করালো। এবং বলতে লাগলো মুহাম্মদের কন্যাকে বাঁধা দেওয়ার মধ্যে আমার কোনোই স্বার্থ নেই। তবে এভাবে প্রকাশ্যে মক্কা ত্যাগ করা আমাদেরকে লাঞ্ছিত করার নামান্তর। তাই কোনো বাধা-বিপত্তি নয়, বরং এ মুহূর্তে মক্কায় চলো, রাতের আঁধারে তুমি (কেনানা) তাকে নিয়ে যেও। কেনানা কথাটি মেনে নিলো। আবু সুফিয়ানের আগে হাব্বার বিন আসওয়াদ (তিনি পরে ইসলাম কবুল করেন) হযরত যয়নবকে অনেক ভয় দেখিয়েছিল, যে ভয়ে ভীত হয়ে তার অসময়ে গর্ভপাত হয়েছিল। এ পরিস্থিতি দেখে কেননা রণসাজে সজ্জিত হয়ে গেলো। এবং বললো, যে ব্যক্তি উটের নিকটে আসবে, তাকে তীরের আঘাতে ঝাঝরা করে দিবো।

মোটকথা, কেনানা মক্কায় ফিরে আসল। দুই তিন রাত পর এক দ্বি-প্রহরে রওয়ানা দিলো। এ দিকে রাসূল সা. মদীনায় হযরত যায়েদ বিন হারেসা রা. ও অপর একজন সাহাবীকে বতনে ইয়াজুয নামক স্থানে এসে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। এবং এ নির্দেশ দিলেন যে, সেখানে যখন যয়নব পৌছবে, তখন তাকে সাথে করে নিয়ে আসবে। তারা বতনে ইয়াজুযে পৌছামাত্রই দেখে যে, কেনানা আসছে। হযরত যয়নব (রা.) এ দুই সাহাবীর সাথে মদীনায় এসে গেলেন আর ওদিকে কেনানা সেখান থেকেই মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলো। এভাবে বদরের যুদ্ধের একমাস পর হযরত যয়নব রা. মদীনায় পৌছেন। এভাবে যয়নব রা. রাসূল সা. এর কাছেই ছিলেন আর আবুল আস মক্কায় ছিল। মক্কা বিজয়ের পূর্বে আবুল আস ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় রওয়ানা হলো। আবুল আস মক্কায় এক বিস্বস্ত আমানতদার ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচিত ছিল। তাই তার নিকট অন্য অনেক লোকের সম্পদ গচ্ছিত ছিল। সে সিরিয়া থেকে মক্কায় যাবার পথে মুসলমানদের একটি বাহিনীর সম্মুখীন হলে (যুদ্ধলব্ধ মাল হিসাবে) তার সকল মালামাল মুসলমানরা কব্জা করে নিয়েছিল। এ দিকে আবুল আস চুপিসারে মদীনায় হযরত যয়নবের নিকট এসে পৌছল।

পরদিন রাসূল সা. ফজরের নামায পড়তে আসলে হযরত যয়নব মসজিদের বারান্দা থেকে আওয়ায দিয়ে বললো, হে লোক সকল! আমি রবীআর পুত্র আবুল আসের মেজবান হিসাবে তাকে আশ্রয় দিয়েছি। রাসূল সা. নামায শেষ করে সাহাবায়ে কিরামের দিকে ফিরে ইরশাদ করলেন, হে লোক সকল! আমি যা শুনেছি, তোমরা কি তাই শুনেছো? তারা বলল, হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন, ঐ সত্ত্বার কসম দিয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যা শুনেছো সেটুকু শোনা ছাড়া আমার এ ব্যাপারে আর কোন ধারণা নেই। নিশ্চিতভাবে কোন নিম্ন থেকে নিম্নতর মুসলমান কর্তৃক কোনো (কাফের) ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দান সমস্ত মুসলমানের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাদান হিসাবে গণ্য হবে। তারপর তিনি হযরত যয়নব রা. এর নিকট এসে বললেন, তাঁর (আবুল আস) সেবা-যত্ন করো। তবে স্ত্রী সুলভ কোনো আচরণের সুযোগ যেন না পায়। কেননা তুমি তার জন্য হালাল নও। কারণ তুমি মুসলমান, সে কাফের ও মুশরিক।

আর সারিয়্যাহকে বললেন, তোমরা আবুল আসের সাথে আমদের সম্পর্কের কথা জানো। তাই যদি তোমাদের জন্য সম্ভব হয়, তাহলে তার মালগুলি ফিরিয়ে দিতে পারো। কেননা এগুলো আল্লাহর দান যার ওপর তোমাদের কর্তৃত্ব আছে। যার প্রকৃত হকদার তোমরাই। এ কথা শোনা মাত্রই সাহাবায়ে কিরাম সব মাল ফিরিয়ে দেন। কেউ বালতি, কেউ রশি, কেউ লোটা, কেউ চামড়ার টুকরাসহ সবকিছুই পাই-পাই করে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আবুল আস সব মাল নিয়ে মক্কায় রওয়ানা দিলো, মক্কায় গিয়ে সে সকলের মালামাল যথাযথভাবে পৌঁছে দিলো। মাল পৌঁছানোর পর সে ঘোষণা করলো: হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে কারোর কোন মাল পাওনা আছে আমার নিকট? তারা বললো, না। (আল্লাহ তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন) তোমাকে আমরা আমানতদার ও সম্ভ্রান্ত বলে মনে করি। তারপর সে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। (কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল)

আল্লাহর কসম! এতদিন ইসলাম থেকে এ অভিযোগের সম্ভাবনা আমাকে দূরে রেখেছেন যে, আমি তোমাদের মাল আত্মসাৎ করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। যখন আল্লাহ তা'আলা সেই মাল পরিশোধের তৌফিক দিয়েছেন, তখন আমি এ সকল দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করলাম। তারপর আবুল আস মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে আসলেন এবং রাসূল সা. হযরত যয়নবকে স্ত্রী হিসাবে তার ঘরে তুলে দিলেন।[৩৮]

নেককার স্ত্রী

একটি হাদীসে রাসূল সা. বলেন, যে স্ত্রী তার স্বামীর অনুগত তার জন্য আকাশের পাখি, পানির মাছ এবং উর্ধ্বাকাশের ফেরেস্তারা মাগফিরাতের দু'আ করে। এমনকি জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীরাও দু'আ করে।[৩৯]

যুলুম তিন প্রকার

যুলুম তিনি প্রকার। যথা: (১) যার ক্ষমা কখনই হবে না। (২) যার ক্ষমা সম্ভব। (৩) যার প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া কোন রক্ষা নেই। প্রথম প্রকার যুলুম

---

[৩৮]. সীরাতে মুস্তফা: খ.২, পৃ.১২৪।

[৩৯]. মাআরেফুল কুরআন: খ.২, পৃ. ৩৯৯।

হল, শিরক। দ্বিতীয় প্রকার যুলম হল, হুকুকুল্লাহর (আল্লাহর হক) মধ্যে উদাসিনতা, তৃতীয় প্রকার হক্কুল ইবাদকে (বান্দার হককে) উপেক্ষা করা।[৪০]

ইসলামে ঈদুল ফিতরের প্রথম নামায

বদর রণাঙ্গন থেকে ফেরার পথে ১ম শাওয়াল রাসূল সা. ঈদের নামায পড়েন যা প্রথম ঈদের নামায হিসাবে পরিচিত।[৪১]

এক ওয়াক্ত নামায না পড়েও যে সাহাবী জান্নাতী

আমর ইবনে সাবিত নামক একজন সাহাবী, যিনি উছায়রিম উপাধীতে খ্যাত। সারাটা জীবন তিনি ইসলাম বিমুখ ছিলেন। উহুদ যুদ্ধের দিন ইসলাম তার দিলে জায়গা করে নিল। তলোয়ার নিয়ে ময়দানে নেমে পড়লেন, লড়াই করতে করতে এক সময় আহত হয়ে পড়ে গেলেন। উপস্থিত লোকেরা হতবাক হয়ে বলল, আরে! কিসে তোমাকে এই যুদ্ধে টেনে নিয়ে আসল? ইসলামের প্রতি অনুরাগ না গোত্রীয় মর্যাদাবোধ। হযরত উছায়রিম রা. জবাব দিলেন, না; বরং ইসলামের প্রতি অনুরাগ। তাই আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। (তাদের সামনে) শির অবনত করেছি। তারপর তলোয়ার নিয়েছি এবং রাসূল সা. এর সহযোদ্ধা হিসাবে লড়াই করেছি। তারপর এভাবে আহত হয়েছি। একথা শেষ হতে হতে তিনিও শেষ হয়ে গেলেন। নিশ্চয় তিনি জান্নাতী। (ইবনে ইসহাকের বর্ণনা, সূত্রটি হাসান)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) (নিজ ছাত্রদেরকে) জিজ্ঞাসা করতেন, এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দাও যে, এক ওয়াক্ত নামায না পড়েও জান্নাতী? তিনি হলেন এই আমর ইবনে সাবিত।[৪২]

যালিমের সহযোগীও যালিম

فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ.[৪৩]

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল সা. বর্ণনা করেন, কেয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে, কোথায়

---

[৪০]. মাআরেফুল কুরআন: খ. ২, পৃ. ১৩২।
[৪১]. যুরকানী: খ. ১, পৃ. ৪৫৪, সীরাতে মুস্তফা: খ. ২, পৃ. ১৩২।
[৪২]. ইসাবাহ, তরজমায়ে আমর ইবনে সাবিত রা., সীরাতে মুস্তফা: খ. ২, পৃ. ২৩৪।
[৪৩]. অতঃপর আমি আর কখনও পাপাচারের সাহায্যকারী হব না। (সূরা কাসাস: ১৭)।

যালিমরা ও তাদের সহযোগীরা? এমন কি যালিমদের কলম-দোয়াত যারা প্রস্তুত করেছে তাদের সবাইকে একটি লোহার তাবুর মধ্যে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৪৪]

উমর বিন আব্দুল আযীযের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয র. এক ব্যক্তিকে একটি চিঠির মধ্যে এই নসীহত লেখেন যে, আমি তোমাকে তাকওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করছি। যা ছাড়া কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়। তাকওয়ার ধারক ছাড়া অন্য কারোর ওপর রহম ও দয়া করা হয় না। তাকওয়া ছাড়া কোনো কিছুর ওপর সওয়াবও হয় না। এ কথার প্রবক্তা অনেক হলেও আমলকারীর সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত।

হযরত আলী রা. বলেন, তাকওয়ার সাথে কোনো ছোট আমল ছোট নয়। আর কোনো মাকবূল আমলকে কোনো ভাবেই ছোট বলা সম্ভব নয়।[৪৫]

অযু অবস্থায় ফেরেশতারা নেকী লেখতে থাকেন

হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেন, হে আবূ হুরাইরা! যখন তুমি অযু করবে, তখন বিসমিল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ পড়ে নিও। (যার লাভ এই যে,) যত সময় তোমার এ অযু স্থায়ী হবে, তত সময় তোমার জন্য নিযুক্ত ফেরেস্তা (আমলের লেখক ফিরিশতা) তোমার আমল নামায় নেকী লিখতে থাকবে।[৪৬]

ছোট ও বড় গুনাহের একটি সুন্দর উদাহরণ

মুসনাদে আহমদে আছে যে, একদা হযরত আয়শা সিদ্দীকা রা. হযরত মুআবিয়া রা. কে এক পত্রে লেখেন বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে, তখন তার প্রশংসাকারীও তার নিন্দাজ্ঞাপন করতে থাকে। তার বন্ধু শত্রুতে পরিণত হয়। ফলে গুনাহর থেকে বে-পরোয়া হওয়া মানবজাতির জন্য স্থায়ী ধ্বংসের কারণ। সহীহ হাদীসে আছে যে, মু'মিন যখন কোনো গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে, তারপর সে তওবা ও ইস্তেগফার করলে সে দাগ মুছে যায়। আর তওবা না করলে এ দাগটি লম্বা

---

[৪৪]. মাআরেফুল কুরআন: খ. ৩, পৃ. ২৫।

[৪৫]. ইবনে কাসীর, মাআরেফুল কুরআন: খ.৩, পৃ. ১১৪।

[৪৬]. মাআরেফুল কুরআন: খ. ৩, পৃ. ৭৫।

হতে থাকে। এমনকি এক সময় সমস্ত অন্তরের ওপর তা ছড়িয়ে পড়ে। যাকে কুরআন মাজীদে রইন (رين) বলা হয়েছে।

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"তাদের অসৎ আমল তাদের অন্তরের ওপর মরীচিকা লাগিয়ে দিয়েছে।"[৪৭]

অবশ্য গুনাহর ভয়াবহ পরিণতি ও তার যাবতীয় অনিষ্টতার মাঝে কম ও বেশীর দিকে তাকিয়ে গুনাহকে দুই ভাবে ভাগ করা হয়েছে। যার একটিকে কবীরা আর অন্যটিকে সগীরা গুনাহ বলে।

জনৈক বুযুর্গ ছোট গুনাহ বা বড় গুনাহের মাঝে পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথা অনুভূত বস্তুর মাধ্যমে তার উদাহরণ এইভাবে বুঝিয়েছেন, তিনি বলেন, ছোট গুনাহ আর বড় গুনাহের উদাহরণ একটি ছোট বিচ্ছু আর বড় বিচ্ছুর ন্যায় বা একটি বড় অঙ্গার ও ছোট অঙ্গারের ন্যায়। একজন মানুষ এ দুইয়ের মাঝে কোনটির জ্বালা সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। এ কারণেই মুহাম্মদ বিন কা'ব কুরাযী র. বলেন, আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড় ইবাদত তার নাফরমানী তথা গুনাহ বর্জন করা। যারা নামায-রোযা আর তাসবীহের সাথে গুনাহ বর্জন করে না তাদের ইবাদত কবূল হয় না।

হযরত ফুযাইল বিন আয়ায র. বলেন, তোমরা কোন গুনাহকে হালকা বা ছোট মনে করবে, সে পরিমাণ বড় অন্যায়ে লিপ্ত হবে। পূর্বের বুযুর্গদেরকে বলতে শোনা গেছে যে, প্রতিটি গুনাহ কুফরের বার্তাবাহক, তাই গুনাহ মানুষকে কুফরী কাজ ও চরিত্রের দিকে পথ-প্রদর্শন করে।[৪৮]

আল্লাহ তা'আলার নিকট সংরক্ষিত তার একটি এগ্রিমেন্ট

كتب على نفسه الرحمة

নিজের জন্য তিনি করুণাকে অবধারিত করে নিয়েছেন।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যখন আল্লাহ তা'আলা মাখলুকাতকে সৃষ্টি

---

[৪৭]. মুতাফফিফীন: ১৪।

[৪৮] মাআরেফুল কুরআন: খ. ২, পৃ. ৩৮৪।

করলেন, তখন নিজের ওপর একটি লিখিত ওয়াদা চাপিয়ে নিয়েছেন, যে লেখাটি তার নিকট সংরক্ষিত। যার সারাংশ হলো: আমার করুণা ও দয়া ক্রোধের ওপর বিজয়ী থাকে।[৪৯]

ভাল ও মন্দ আমল অনুযায়ী শাসক নিযুক্ত হন

হিলয়ার লেখক আবূ নুয়াইমের সূত্রে মিশকাতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি সকল বাদশাহর বাদশাহ। সকল বাদশাহর অন্তর আমার হাতে যখন বান্দা আমার আদেশ মান্য করে এবং আমার আনুগত্য প্রকাশ করে, তখন আমি শাসকদের অন্তরে তাদের প্রতি করুণা আর দয়ার উদ্রেক ঘটাই। আর বান্দা নাফরমানী করলে, শাসকদের দিল কঠিন করে দেই। ফলে তারা তাদের ওপর সব ধরণের অত্যাচার করতে থাকে। তাই শাসক শ্রেণীকে গালি-গালাজ করে সময় নষ্ট করো না; বরং নিজ আমল সংশোধন করে আল্লাহমুখী হওয়ার চেষ্টা কর। তাহলে আমি তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সুন্দর করে সাজিয়ে দেব।

এমনি একটি হাদীস আবূ দাউদ ও নাসাঈতে হযরত আয়শা রা. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তায়ালা কোন আমীর বা শাসকের মঙ্গল কামনা করেন, তখন তার জন্য কিছু ভাল পরামর্শদাতা ও সহকর্মী নিযুক্ত করে দেন। যদি তার কখনও ভুল হয়, তাহলে এ সকল সহকর্মীরা তা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর উক্ত শাসক কোন কাজ শুরু করলে, তারা তাকে নিষ্ঠার সাথে সাহায্য করে। আল্লাহ তায়ালা যদি কারোর অমঙ্গল কামনা করেন, তাহলে কিছু অসৎ লোককে তার সহকর্মী ও পরামর্শদাতা হিসাবে নিযুক্ত করেন।[৫০]

একটি সর্বগ্রাসী সমস্যার শরয়ী সমাধান

টিভিতে খেলার ম্যাচ দেখা জায়িয নেই। এর মধ্যে অনেক গুলো অনিষ্টতা আছে। গুনাহও কম নয়।

---

৪৯. কুরতুবী, মাআরেফুল কুরআন: খ. ৩, পৃ. ২৯০।

৫০. মাআরেফুল কুরআন: খ.৩, পৃ.৩৫১।

প্রথম গুনাহ: খেলোয়ারদের ছবি ইচ্ছা করেই দেখতে হয়। (জাওয়াহিরুল ফিকহি, খ. ৩, পৃ. ৩৩৯) তে মুফতী শফী র. এ মাসআলাটি লিখেছেন। টিভিতে অসংখ্য মানুষের ছবি দেখতে হয়, যে কারণে প্রতিটির জন্য পৃথক পৃথক গুনাহ হবে।

দ্বিতীয় গুনাহ: খেলা দেখার সময় স্টেডিয়ামের গ্যালারীতে যে সমস্ত মহিলা দর্শক বসে থাকে, একটু পর পর তাদের ছবি দেখতে হয়।

তৃতীয় গুনাহ: টিভি ক্রয় করা ও তা ঘরে রাখা। ফতওয়ায়ে রহীমিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী টিভি ও বাদ্য যন্ত্রসহ ঐ সমস্ত উপকরণ ব্যবহার না করে কোন ঘরে ফেলে রাখাও মাকরূহ (তাহরীমী)। (রহীমিয়্যাহ ৬/২৯৮) কারণ এ সকল বাদ্য যন্ত্র মানুষ রাখে বিনোদনের জন্য।[৫১]

চতুর্থ গুনাহ: জামাতের সাথে নামায না পড়ার। সাধারন ভাবে এ গুনাহটি করতে দেখা যায়।

পঞ্চম গুনাহ: নিজের মূল্যবান সময় নষ্টের।

৬ষ্ঠ গুনাহ: অনর্থক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একজন মুসলমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অনর্থক কাজ বর্জন করা।

সপ্তম অনিষ্টতা: এ অভ্যাস সজাগ থাকলে দ্বীন ও দুনিয়ার জরুরী কাজ-কর্মে উদাসীনতা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

অষ্টম অনিষ্টতা: এর মাধ্যমে টিভির অনুরাগ সৃষ্টি হয়, যা অসংখ্য গুনাহ ও অসংগতির কারণ হয়।

নবম অনিষ্টতা: এটা দ্বারা বরকত শেষ হয়ে যায়। কেননা প্রত্যেক গুনাহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রুজীর বরকত শেষ হওয়া।

দশম অনিষ্টতা: টিভির প্রোগ্রামের প্রতি অনুরাগীরা কল্যাণ জনক কাজ থেকে সর্বদা বঞ্চিত হয়।

সংকলকঃ

মুফতী মুহাম্মদ আদম সাহেব বাহিলনী
দারুল ইফতা: জামেয়া নযীরিয়্যা কাকুসী

আব্দুর রহমান কালিয়ুবী
দারুল ইফতা: দারুল উলূম সাপী

---

[৫১]. খুলাসাতুল ফাতাওয়া: ৩৩৮।

প্রথম অনিষ্টতা: জামাতের সাথে নামায ত্যাগ করার গুনাহ।

দ্বিতীয় অনিষ্টতা: অনর্থক কাজে ব্যস্ত হওয়া। অথচ আল্লাহ তা'আলা সফলতার জন্য অনর্থক কাজ থেকে দূরে থাকাকে আবশ্যক বলেছেন।[৫২]

তৃতীয় অনিষ্টতা: তার মধ্যে সময়ের অবমূল্যায়ন হয়। অথচ আল্লাহ তায়ালা আসরের (সময়) কসম দিয়ে সময়ের মর্যাদা দান ও গরুত্ব বাড়ানোর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

চতুর্থ অনিষ্টতা: এর কারণে আল্লাহর স্মরণ ও আখেরাতের চিন্তা থেকে উদাসীনতা জন্ম নেয়।

পঞ্চম অনিষ্টতা: এর কারণে পার্থিব জরুরী কাজের ক্ষতি হয়, যা স্বচক্ষে দেখছি।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের লা'নতের যোগ্য কারা

একটি হাদীসে আছে, রাসূল সা. বলেন, ছয় ব্যক্তি এমন আছে যাদের ওপর আমিও লা'নত করেছি এবং আল্লাহ লা'নত করেছেন। আর প্রত্যেক নবীর দু'আ কবূল করা হয়ে থাকে। তারা হলঃ

১. কুরআন মাজীদে সংযোজনকারী।

২. যে ব্যক্তি জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে আল্লাহর কাছে সম্মানিতদেরকে লাঞ্ছিত করে আর তার কাছে লাঞ্ছিতদেরকে সম্মানিত করে।

৩. আল্লাহর নির্দ্ধারিত তাকদীরকে যারা অস্বীকার করে।

৪. আল্লাহর হারাম করা বিষয়কে যে হালাল মনে করে।

৫. আমার (রাসূলের) বংশধরদের মধ্যে যারা হারামকে হালাল জ্ঞান করে।

৬. আমার সুন্নতী যিন্দেগীকে বর্জনকারী। (মিশকাত: ২২)

অন্যত্র এক হাদীসে রাসূল সা. বলেন, ধর্ষনকারী এবং ধর্ষিতা উভয়ের ওপর আল্লাহ্ লা'নত বর্ষণ করেন। তবে এর জন্য শর্ত হল এই যে, ধর্ষিত নারীর যদি আগ্রহ না থাকে।

হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. এমন পুরুষের ওপর লা'নত করেছেন যে নারীর পোষাক পরে আর এমন নারীর ওপর লা'নত করেছেন যে পুরুষের পোষাক পরে। (মিশকাত)

---

[৫২]. পারা: ১৮, রুকূ: ১।

এক ব্যক্তি হযরত আয়শা রা. কে জনৈক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে পুরুষের জুতা পরিধান করে? হযরত আয়শা রা. বলেন, রাসূল সা. ঐ সকল নারীর উপর লা'নত করেছেন, যারা পুরুষের ন্যায় চলা-ফেরা করে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. ঐ সকল পুরুষের ওপর লা'নত করেছেন, যারা নারীর আকৃতি ধারণ করে হিজড়া হয়ে চলাফেরা করে এবং ঐ সকল নারীর ওপর যারা পুরুষের আকৃতি ধারণ করে। এক সময় বললেন, তাদেরকে নিজেদের ঘর থেকে বের করে দাও।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন ঐ সকল নারী-পুরুষের ওপর, যারা সুই দ্বারা নিজেদের শরীর ছিদ্র করে এবং ভ্রু'র লোম উঠাতে থাকে (সরু বানানোর জন্য)। লা'নত বর্ষণ হোক নারীর ওপর যে, (কৃত্রিম) সৌন্দর্যের জন্য দাঁতের মাঝে ফাঁক করে রাখে, অথচ তা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে হস্তক্ষেপের শামিল।[৫৩]

অযোগ্যকে পদাধিকার করা

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলে কারীম সা. বলেন, কোন ব্যক্তি যদি সাধারণ মুসলমানদের কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তার পর সে যোগ্যতা যাচাই না করে অধিনস্ত কোন দায়িত্ব ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের ভিত্তিতে কাউকে দান করে, তাহলে তার ওপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হতে থাকে। তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত কবূল করা হবে না। তারপর সে একদিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৫৪]

অন্য রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি কাউকে কোন পদের অধিকারী করল অথচ সে দেখছে যে, অন্যজন তার চেয়েও যোগ্য, তাহলে সে আল্লাহর খেয়ানত করল, রাসূল সা. এর খেয়ানত করল এবং সমস্ত মুসলমানদের খেয়ানত করল। আজ যেখানেই শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে তার এক মাত্র কারণ এ কুরআনী বিধানকে উপেক্ষা করা।

[৫৩]. মাআরেফুল কুরআন: ২/৪৩৫।
[৫৪]. মাআরেফুল কুরআন: ২/৪৩৫।

কারণ বর্তমান সময়ে পদ বন্টন করা সম্পর্ক, সুপারিশ এবং আত্মিয়তার ভিত্তিতে। ফলে শাসন ব্যবস্থায় যোগ্যলোক আসতে পারছে না। আর এ সব অযোগ্য লোকেরাই ক্ষমতার কল-কাঠি নাড়ীতে থাকে আর মানুষকে কষ্ট দিতে থাকে। শাসনের সকল ব্যবস্থাপনাকে ধ্বংস করে দেয়।

এ জন্যই অন্য এক হাদীসে আছে রাসূল সা. বলেন, যখন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা অর্পিত হতে দেখবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে যখন দেখবে যে সে একটি দায়িত্ব চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ সে তার যোগ্য নয়, তখন দেশ ও সমাজ এমন এক বিশৃঙ্খলায় পড়বে যার থেকে মুক্তির আর কোন উপায় থাকবে না। আর এটাই কেয়ামত। (এ হাদীসটি বুখারীর ইলম অধ্যায়ে আছে)[৫৫]

সূরা আন'আমের একটি বিশেষ ফযীলত

একটি হাদীসে আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি সূরা আনআমে পড়ে কোন অসুস্থ মানুষের ওপর 'ফু' দেয়, তাহলে সে সুস্থ হয়ে যাবে।[৫৬]

আল্লাহ্ ও আখেরাতের ভয়ের অশ্রু জান্নামের অগ্নিকুণ্ডকে নিভিয়ে দিবে

ইমাম আহমদ র. কিতাবুয-যুহদে হযরত হাযেম রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত জিব্রাঈল আমীন আ. রাসূল সা. এর নিকট এসে দেখেন নিকটেই এক ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদছে। জিব্রাঈল বলেন, মানুষের যাবতীয় আমলের ওযন হবে। কিন্তু আল্লাহ্ ও আখেরাতের ভয়ে ক্রন্দনকারীর এমন আমল যার ওজন হবে না; বরং সামান্য অশ্রু জাহান্নামের বড় থেকে বড় আগুন নিভিয়ে দিবে।[৫৭]

উলামায়ে কিরামের কলমের কালী আর শহীদের রক্তের ওযন

ইমাম যাহাবী র. হযরত ইমরান বিন হুসাইন র. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সা. বলেন, কেয়ামতের দিনে উলামায়ে কিরামগণ যে সব কালি দ্বার ইলমে দীন ও শরীয়তের আহকাম লিপিবদ্ধ করেন তার সাথে শহীদের

---

[৫৫]. মাআরেফুল কুরআন: খ.২, পৃ.৪৪৬।

[৫৬]. মাআরেফুল কুরআন: খ.৩, পৃ. ৫১২।

[৫৭]. প্রাগুক্ত: খ.৩, পৃ. ৫৩৩।

রক্তকে ওজন করা হবে। কিন্তু উলামায়ে কিরামের কালির ওজন শহীদের রক্তের চেয়ে বেড়ে যাবে।[৫৮]

ঈমানের পর সর্ব প্রথম ফরয সতর ঢাকা

মানব জাতির একমাত্র উন্নতি ও অগ্রগতির গ্যারান্টি হল ইসলামী শরীয়ত। এ শরীয়তে ঈমানের পর প্রথম ফরয হিসাবে সতর ঢাকাকে নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। নামায-রোযা সবই তার পর।

হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেন, যখন কোন ব্যক্তি নতুন পোষাক পরিধান করে, তখন যেন এ দু'আ পড়ে:

الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي.

অর্থ: সকল প্রশংসা ঐ সত্ত্বার, যিনি আমাকে পোষাক পরিয়েছেন, যে পোষাকের মাধ্যমে আমি আমার সতর ঢাকব এবং সৌন্দর্য অর্জন করব।

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি নতুন পোষাক পরার পর পুরাতন পোষাক গরীব ও মিসকীনকে দান করে দেয়, সে জীবন ও মৃত্যুর সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিল।[৫৯]

নৈরাশ হয়ে দু'আ করা

এক হাদীসে আছে, বান্দার দু'আ আত্মিয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা বা অন্য কোন গুনাহের দু'আ করার আগ পর্যন্ত কবূল হতে থাকে। সাথে সাথে সে যেন ব্যস্ত না হয়। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন ব্যস্ত না হওয়ার কী অর্থ? জবাবে বলেন, এ কথা ভাববে না যে, আমি এত বৎসর যাবত দুআ করছি, অথচ কবূল হচ্ছে না। এ কথা ভাবতে ভাবতে একদিন নৈরাশ হয়ে দু'আ ছেড়ে দিবে। (মুসলিম, তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে আছে যে, আল্লাহর কাছে এমন ভাবে দু'আ কর যাতে তা কবূল হওয়ার ব্যাপারে তোমার অন্তরে কোন সন্দেহ না থাকে।[৬০]

---

[৫৮]. প্রাগুক্ত: খ.৩, পৃ. ৫২৩।

[৫৯]. ইবনে কাসীর মুসনাদে আহমদের সূত্রে, মাআরেফুল কুরআন: খ.৩, পৃ.৫৩৪।

[৬০]. মাআরেফুল কুরআন: খ.৩, পৃ.৫৮৪।

রাসূল সা. এর সংশ্রব জাত-পাত ও রং বর্ণের ওপর নির্ভর করে না

ইমাম তাবারানী তার মু'জামে কাবীরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল সা. এর খিদমতে একবার এক কালো নিগ্রো লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নবুওয়াত-রিসালাতসহ রূপ-লাবণ্যে আমাদের চেয়ে অনেক ওপরে। (ফলে আপনার সাথে আমাদের কোন তুলনা হয় না) এখন যদি আমি ঐ সকল বিষয়ে ঈমান আনি যে সকল বিষয়ে আপনি ঈমান এনেছেন এবং ঐ আমলগুলো করি যা আপনি করেন, তাহলে কি (রূপ-লাবণ্যের এ পার্থক্য সত্ত্বেও) আমি জান্নাতে আপনার সংশ্রবে থাকতে পারব?

নবী কারীম সা. বললেন, অবশ্যই। (তুমি তোমার কাল-কুৎসিৎ চেহারার কারণে চিন্তিত হয়ো না) ঐ সত্তার কসম দিয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, জান্নাতে কালো রংয়ের নিগ্রোরা সাদা ধবধবে হয়ে প্রবেশ করবে, যাদেরকে এক হাজার বৎসর দূরত্বের রাস্তা থেকে চমকাতে দেখা যাবে।

আর যে ব্যক্তি لا اله الا الله পড়বে, তার মুক্তি ও সফলতার দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যাস্ত হয়। আর যে ব্যক্তি سبحان الله وبحمده পড়ে তার আমল নামায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হয়।

এক ব্যক্তি এ সব ফযীলতের কথা শুনে মজলিশের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সৎ কাজের প্রতিদানের প্রশ্নে যদি আল্লাহ এত বদান্য তথা দানবীর হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের ধ্বংস বা আযাবে গ্রেফতার হওয়ার সুযোগ কোথায়?

জবাবে রাসূল সা. বলেন, বাস্তব কথা হল, কেয়ামতের দিন মানুষ এত আমল ও নেকী নিয়ে আসবে, যদি তা পাহাড়ের ওপর রাখা হয়, তাহলে তার জন্য তা ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু তারপর যখন আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত আসবে তখন দু'য়ের মাঝে তুলনা করলে আমলের পরিব্যপ্তি এক সময় শেষ হয়ে যাবে। তবে যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগ্রহের চাদরে তাকে ঢেকে নেন তাহলে সে রক্ষা পাবে। এ নিগ্রো লোকটির প্রশ্নের জবাবে সূরা দাহারের এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিলঃ

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا

তারপর নিগ্রো লোকটি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চোখ যেসব নেয়ামত দেখবে, আমার এ কুৎসিৎ চোখও কি সেসব নেয়ামত দেখবে? রাসূল সা. বললেন, অবশ্যই দেখবে। তারপর লোকটি কান্না শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতে সেখানেই ইন্তেকাল করল। রাসূল সা. নিজ হাতে কাফন-দাফন করলেন।[৬১]

মসজিদ ও জামা'আত

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

মসজিদ আবাদ করা ঐ সকল ব্যক্তিদের কাজ যারা আল্লাহ ও কেয়ামতের দিনের ওপর ঈমান রাখে। নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহর ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। সুতরাং এদের ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, তারা লক্ষ্যে পৌছতে পারবে।[৬২]

এ আয়াতে মসজিদ আবাদ রাখার অর্থ হল, সর্বদাই সেখানে ইবাদত, আল্লাহর যিকির, ইলমে দ্বীনের চর্চা ও কুরআনের শিক্ষা চালু থাকা।

১. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেন, যখন তুমি কাউকে মসজিদে যাতায়াতের প্রতি অভ্যস্ত হতে দেখ, (নিজ কাজ ছেড়ে মসজিদের দিকে যায়) তাহলে তার মু'মিন হওয়ার সাক্ষ্য দাও। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

অর্থ: ঐ ব্যক্তি মসজিদ আবাদ করে, যে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে।[৬৩]

---

[৬১]. সূরা দাহর:১।

[৬২]. সূরা তওবা: ১৮।

[৬৩]. সূরা তওবা: ১৮।

২. হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে যাতায়াত করে, যতবারই সে যাক ততবারই আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।[৬৪]

৩. হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, রাসূল সা. বলেন, যে দিন আল্লাহ্‌র ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সে দিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তারমধ্যে একজন ঐ ব্যক্তি যে একবার মসজিদ থেকে বাহির হলে, পুণরায় আসা পর্যন্ত মসজিদেই অন্তর লেগে থাকে।[৬৫]

৪. হযরত সালমান রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি ঘরে অযু করে মসজিদে গমন করে, সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ প্রত্যাশী (আল্লাহ্‌র মেহমান) আর মেযবানের জন্য মেহমানকে সম্মান জানান জরুরী।[৬৬]

৫. আমর ইবনে মায়মুন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. এর জনৈক সাহাবী বলেন, মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌র ঘর। যে এ সব মসজিদে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করতে আসবে, আল্লাহ্‌র ওপর হক হল, তাকে সম্মান জানান।[৬৭]

৬. হাদীস শরীফে আছে, মসজিদ আবাদকারীরা আল্লাহ্ ওয়ালা।

৭. হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ্ তায়ালা মসজিদ আবাদকারীদের দিকে তাকিয়ে গোত্রের সকলের থেকে শাস্তি মওকূফ করে দেন।

৮. হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তা'আলা ইয্যত ও জালালের কসম দিয়ে বলেন, আমি যমীনের অধিবাসীদের ওপর শাস্তি আরোপ করতে চাই; কিন্তু আমার ঘর আবাদকারী, আমার কারণে একে অপরকে মুহাব্বতকারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের দিকে তাকিয়ে সে শাস্তি মওকূফ করে দেই।

৯. ইবনে আসাকির-এ বর্ণিত আছে, শয়তান মানুষের জন্য বাঘের ন্যায়। ছাগলের পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগলটিকে যেমন বাঘে ধরে নিয়ে যায়, তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও। ফলে তোমরা মতানৈক্য ও মতভেদ থেকে বাঁচ। সাধারণ মানুষ থেকে দলবদ্ধ হয়ে মসজিদকে আঁকড়িয়ে ধরে জীবন-যাপন করো।[৬৮]

---

[৬৪]. বুখারী, মুসলিম।

[৬৫]. বুখারী, মুসিলম।

[৬৬]. তাবারানী, ইবনে জারীর নিজ তাফসীর গ্রন্থে, বায়হাকী শুআবুল ঈমানে।

[৬৭]. প্রাগুক্ত, তাফসীরে মাযহারীঃ খ.৫. পৃ.১৯৮-১৯৯।

[৬৮]. তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ খ.২, পৃ.৩৩৮।

মূসা আ. এর মধ্যে এ উম্মতের বিশেষ গুণাবলী ও তাঁর সাহাবী হওয়ার আগ্রহ

কুরআন মাজীদে اخذ الألواح এর ব্যাপারে আছে যে, হযরত কাতাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মূসা আ. বলেন, হে আল্লাহ্! আলওয়াহ (তখত) তে লেখা পেয়েছি যে, একটি দামী উম্মত হবে, যারা সর্বদা মানুষকে ভালকথা শিখাতে থাকবে, আর খারাপ কথা থেকে বাধা দিতে থাকবে। আহ! যদি তারা আমার উম্মত হত। জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মূসা! তারা তো আহমদ সা. এর উম্মত হবে।

তারপর আবার বললেন, হে আল্লাহ! ঐ তখতের মাধ্যমে একটি উম্মতের কথা জানতে পারলাম, যারা শেষে এসে সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আহ! যদি তারা আমার উম্মত হত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা আহমদ সা. এর উম্মত।

মূসা আ. আবার বললেন, হে আল্লাহ্! ঐ উম্মতের আসমানী কিতাব (কুরআন) সিনায় ধারণ করে সেখান থেকে পড়তে থাকবে। অথচ তার পূর্বের সবাই চর্ম চক্ষু দিয়ে কুরআন দেখে দেখে পড়বে, সিনার থেকে পড়বে না। ফলে তাদের হাত থেকে কিতাব সরিয়ে নিলে তারা সম্পূর্ণই অন্ধ হয়ে যাবে। ফলে তারা আর কিছুই পড়তে পারবে না। হে আল্লাহ্! তুমি তাদেরকে এত স্মৃতিশক্তি দিয়েছ যে, আর কাউকে তা দাওনি। আল্লাহ বলেন, হে মূসা! সে তো আহমদ সা. এর উম্মত।

মূসা আ. আরও বললেন, সে উম্মত তোমার সকল কিতাবের ওপর ঈমান আনবে, তারা পথভ্রষ্ট কাফেরদের সাথে লড়াই করবে। কানা দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে। হে আল্লাহ! যদি তারা আমার উম্মত হত। আল্লাহ্ বললেন, তারা আহমদ সা. এর উম্মত।

মূসা আ. আরও বলেন, হে আল্লাহ! তখতের মধ্যে এমন এক উম্মতের কথা দেখলাম যে, তারা তাদের মান্নত, সদকা এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সবই নিজেরা খাবে, অথচ পূর্বের কোন উম্মত যদি কোন সদকা বা মান্নত পেশ করত, তাহলে তার কবূলে নিদর্শন এই ছিল যে, আসমান থেকে আগুন এসে তাকে ভস্ম করে দিত। আর যদি কবূল না হত, তাহলে আগুন তা ভস্ম করত

না; বরং হিংস্র জীব-জানোয়ার এসে ভক্ষণ করত। অথচ এ উম্মত সম্পদশালীদের থেকে সদকা নিয়ে গরীবদের মাঝে বন্টন করবে। হে আল্লাহ! যদি তারা আমার উম্মত হত। জবাব হল, তারা মুহাম্মদ সা. এর উম্মত।

হে আল্লাহ! তখতে দেখলাম যে, সে উম্মত যদি কোন নেক কাজের ইচ্ছা করে, বাস্তবায়ন না করলেও একটি নেকী পাবে।, আর আমলে বাস্তবায়ন করলে দশ নেকী থেকে সাতশত নেকী পাবে। হে আল্লাহ! যদি তারা আমার উম্মত হত। জবাবে বলা হল, তারা আহমদ সা. এর উম্মত।

মূসা আ. আরও বললেন, তারা সুপারিশ করবে অন্যরাও তাদের জন্য সুপারিশ করবে। হে আল্লাহ! যদি তারা আমার উম্মত হত। জবাব হল, তারা আহমদ সা. এর উম্মত।

হযরত কাতাদা র. বলেন, তারপর হযরত মূসা আ. তখত রেখে বললেন, হে আল্লাহ! যদি আমি মুহাম্মদ সা. এর সাহাবী হতে পারতাম।[৬৯] (তাফসীরে মাযহারীতেও প্রায় এভাবেই বর্ণনাটি উল্লেখ রয়েছে।)

কাফের ও ফাসেকের স্বপ্নও অনেক ক্ষেত্রে সত্য হতে পারে

কুরআন-হাদীস ও অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, অনেক সময় কাফের-ফাসেকের স্বপ্নও সত্য হতে পারে। ইউসুফ আ. এর জেলখানার দুই সাথীর স্বপ্নের সত্যতা, অনুরূপ ভাবে মিশরের বাদশাহর স্বপ্নের সত্যতার কথা তো কুরআনেই বর্ণিত আছে। অথচ তারা কেউই মুসলমান নয়। হাদীস শরীফে বাদশাহ কিসরার স্বপ্নের কথা আছে, যা সে রাসূল সা. এর নবুওয়ত প্রাপ্তি সম্পর্কে দেখেছিল। রাসূল সা. এর ফুফু আতেকাহ রাসূল সা. সম্পর্কে কুফরী অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছিল যা সত্য ছিল। কাফের বাদশাহ বুখতে নসরের যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা হযরত দানিয়াল আ. দিয়েছিলেন, তা সত্য ছিল।

এটা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হল যে, কেউ কোন সত্য স্বপ্ন দেখা এবং বাস্তবতার সাথে তা মিলে যাওয়ার দ্বারা ব্যক্তি নেককার বা আল্লাহ ওয়ালা হওয়া এমনকি মুসলমান হওয়াও প্রমাণিত হয় না। তবে এটা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা নেক লোকদের স্বপ্নকে বাস্তব করে দেখান। ফলে

---

[৬৯]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.২, পৃ. ২২৩-২২৪।

অধিকাংশই সত্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ফাসিকদের স্বপ্ন মনের কু-পরামর্শ হয়ে থাকে। অথবা শয়তানের প্ররোচনা হয়ে থাকে। যার অধিকাংশই মিথ্যা ও ধোকা হয়ে থাকে। তবে তার ব্যতিক্রমও আছে।

সত্য তথা বস্তুনিষ্ঠতার স্বপ্ন সাধারণ উম্মতের জন্য একটি সুসংবাদ ও একটি সতর্কবাণীর চেয়ে বেশী কোন গুরুত্ব রাখে না। যা হাদীসে পাওয়া যায়। ফলে তা ব্যক্তির জন্য কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও অপরের জন্য কোনই গুরুত্ব রাখে না। কিছু লোক এ ধরণের স্বপ্ন দেখে বিভিন্ন ধরণের ধোকা ও ওয়াসওয়াসার মধ্যে পড়ে যায়। সে স্বপ্নের কারণে নিজেকে ওলী ভাবতে থাকে। কেউ স্বপ্নের কথাকে শরীয়তের হুকুমের ন্যায় গুরুত্ব দিতে থাকে। অথচ এ সবই ভিত্তিহীন। সাথে সাথে এ কথাও বিবেচনার যোগ্য যে, বস্তুনিষ্ঠ স্বপ্নের মধ্যেও অনেক সময় শয়তান ও নফসের প্রবঞ্চনার মিশ্রণ থাকে।[৭০]

চিল্লার ফযীলত

এক হাদীসে আছে, রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন এখলাসের সাথে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে হিকমতের একটি ঝরণা জারী করে দিবেন।[৭১]

যে সৌভাগ্যবান সাহাবীর আকৃতি রাসূল সা. এর অনুরূপ ছিল

উহুদ যুদ্ধে হযরত মুসআব বিন উমায়ের রা. মুসলমানদের পতাকাবাহী ছিলেন। ময়দানে রাসূল সা. এর পার্শ্বেই ছিলেন। লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। তারপর পতাকা নবী কারীম সা. হযরত আলী রা. এর দায়িত্বে দিলেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের রা. বাহ্যিক আকৃতিতে রাসূল সা. এর মত ছিলেন। তাই শহীদ হওয়ার পর শয়তান (মুসলমানদের নৈরাশ করার জন্য) এ সংবাদ ছড়িয়ে দিল যে, দুশমনদের তীরে প্রকৃত লক্ষ্য (মুহাম্মদ সা.) শহীদ হয়ে গেছে।[৭২]

---

[৭০]. মাআরেফুল কুরআন: খ.৫, পৃ.৯।

[৭১]. রূহুল বয়ান: প্রাগুক্ত: খ.৪, পৃ.৫৮।

[৭২]. সীরাতে মুস্তফা: খ. ২, পৃ. ২০৫।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

(১) আদব দ্বারা ইলম বোধগম্য হয়। (২) ইলম দ্বারা আমল সহীহ হয়। (৩) আমল দ্বারা হেকমত অর্জন হয়। (৪) হেকমত দ্বারা যুহ্‌দ (দুনিয়া বিরাগী)। (৫) যুহ্‌দ দ্বারা দুনিয়া বর্জিত হয়। (৬) দুনিয়া বর্জনের মধ্যে আখেরাতের আগ্রহ নিহিত আছে। (৭) আর আখেরাতের আগ্রহ দ্বারা আল্লাহর নিকট মর্যাদা অর্জন হয়।

নামিয়া পড়িল যে ইয়াকীনের রাহে,
পৌছিয়া গেল সে সঠিক লক্ষ্যে।
ওয়াসওয়াসার শিকার হল যে জন,
প্রতি কদমে ভাগিবে সে জন॥

এক সাহাবীর চেহারা রাসূল সা. এর কদম মুবারকে

উহুদ যুদ্ধে যিয়াদ ইবনে রা. এর একটি বিরল সৌভাগ্য অর্জন হয়েছিল। তিনি আহত হয়ে পড়লে রাসূল সা. যিয়াদকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে বললেন। তাঁকে রাসূল সা. এর নিকট আনা হলে, তিনি রাসূল সা. এর পায়ের ওপর নিজের চেহারা রেখে দিলেন। এ অবস্থায়ই তাঁর ইন্তেকাল হয়।

إنا لله وإنا إليه راجعون.[٧٣]

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাসবীহ

سبحان الله الذي في السماء عرشه.

পবিত্র ঐ সত্ত্বা যার আরশ আসমানে।

سبحان الله الذي في الأرض موطئه.

পবিত্র ঐ সত্ত্বা যার বিছানা যমীনে।

سبحان الله الذي في البحر سبيله.

পবিত্র ঐ সত্ত্বা যার রাস্তা সমুদ্রে।

سبحان الله الذي في الجنة رحمته.

[৭৩]. ইবনে হিশাম: খ.২, পৃ. ৮৪, সীরাতে মুস্তফা: ২. পৃ. ২০৯।

পবিত্র ঐ সত্ত্বা যার রহমত জান্নাতে।

سبحان الله الذي في النار سلطانه.

পবিত্র ঐ সত্ত্বা যার ক্ষমতা দোযখে।

سبحان الذي في الهواء رحمته.

পবিত্র ঐ সত্ত্বা যার রহমত উর্দ্ধোগগণে।

سبحان الذي في القبور قبضائه.

পবিত্র ঐ সত্ত্বা যার বিচার কবরে।

سبحان الذي رفع السماء.

পবিত্র ঐ সত্ত্বা যে আসমান উঁচু করেছেন।

سبحان الذي وضع الأرض.

পবিত্র ঐ সত্ত্বা যিনি যমীনকে বিছিয়েছেন।

سبحان الذي لا منجي إلا إليه.

পবিত্র ঐ সত্ত্বা যে ছাড়া কোন মুক্তির জায়গা নেই।

এ তাসবীহগুলোকে বারবার পড়ুন। আল্লাহর পবিত্রতা এবং শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিন। নিজ বিশ্বাসকে পবিত্র রাখুন। ইনশা আল্লাহ! দুই জাহানেই সফল হবেন।

শয়তানের দিকে আহ্বানকারী

হযরত আবূ উমামা রা. বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যখন শয়তান যমীনে আসছিল, তখন সে আল্লাহ তায়ালার নিকট আবেদন করল হে পরওয়ারদেগার! তুমি তোমার দরবার থেকে বের করে আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিচ্ছ? দুনিয়াতে আমার থাকার জন্য কোন ঘর বানিয়ে দাও। আল্লাহর তা'আলা বললেন, তোমার ঘর হল, ইস্তেঞ্জা ও গোসল খানা।

সে বলল, কোন বসার জায়গার ব্যবস্থা কর, আল্লাহ বললেন, বাজার ও রাস্তা তোর বসার জায়গা।

সে বলল, আমার খানা নির্দ্ধারণ করে দেন, আল্লাহ বললেন, প্রত্যেক ঐ খানাই তোর খাবার, যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না।

সে বলল, পান করার কিছু নির্দ্ধারিত করুন, বললেন, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু। প্রশ্ন হলো, এ সকল বস্তুর দিকে আহ্বান করার জন্য কোনো ঘোষক ও আহ্বায়কের ব্যবস্থা করে দিন। জবাব হলো, বাদ্য যন্ত্র তোর আহ্বায়ক।

সে বলল, আমার জন্য কোনো কুরআন (বারবার পাঠ যোগ্য কোনো বস্তু) নির্দ্ধারণ করুন। জবাব হলো, অশ্লিল কবিতা তোর কুরআন।

সে বলল, কোনো লেখার বিষয় দিন। জবাব হল, শরীরে সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য সুঁই দ্বারা ছিদ্র করা তোর লেখা।

সে বলল, আমার কথা নির্দ্ধারণ করে দিন। জবাব দিলেন, মিথ্যা তোর কথা।

সে বলল, আমার জন্য কোনো জালের ব্যবস্থা করে দিন। জবাব হলো, নারী তোর জাল।[৭৪]

ফায়দা: এ হাদীস মুতাবিক মিউজিক ও গান শয়তানের ঘোষক তার আহ্বায়ক। বর্তমানে আমরা আমাদের আশপাশে লক্ষ করলে রাসূল সা. এর কথার বাস্তবতা পরিস্কার হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের জন্য বিশেষ দু'আ

سبحان الابدى الأبد

পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য যিনি অনাদি অনন্ত কালের জন্য।

سبحان الواحد الأحد

পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য যিনি এক ও একক।

سبحان الفرد الصمد

পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য যিনি একাকী ও অমুখাপেক্ষী।

سبحان رافع السماء بغير عمد

পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য যিনি খুঁটি ছাড়া আসমান উঁচু কারী।

سبحان من بسط الأرض علي ماء جمد

---

[৭৪]. নেদায়ে মিম্বার ও মেহরাব : খ.১, পৃ.২৩৯, জামেউল আহাদীস: খ. ২, পৃ.৫৮।

পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য যিনি জমাট পানির ওপর
যমীনকে প্রশস্ত করেছেন।

سبحان الله خلق الخلق فأحطهم عددا

পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য যিনি মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এবং
সংখ্যার হিসাবে তাকে গণণা করে রেখেছেন।

سبحان من قسم الرزق فلم ينس أحدا

পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য যিনি রিযিক বন্টন করেন এবং কাউকে ভুলেন না।

سبحان الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولد

পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য যিনি নিজের জন্য কোনো
স্ত্রী বা বাচ্চা গ্রহণ করেননি।

سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য যিনি নিজেও কোনো সন্তান জন্ম দেননি
এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি।

আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্য ওপরের দু'আটি নিয়মিত পড়তে থাকুন। বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা র. আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে ১০০ বার দেখেছেন। শততম বার যখন দেখেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ! তোমার বান্দা তোমার নৈকট্য অর্জনের জন্য কী পড়বে? এ প্রশ্নের জবাবে তাকে এ দু'আ বলা হয়েছিল।[৭৫]

নোট: ওপর দুআটি সকাল-সন্ধ্যা বুঝে বুঝে পড়বে। আর যে সকল বিষয়ের থেকে দু'আয় আল্লাহ তা'আলাকে মুক্ত বলা হয়েছে, তার থেকে আল্লাহকে পবিত্র মনে করবে। আর যে বিষয়গুলোকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা মন দিয়ে বিশ্বাস করবে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হবে।

কেউ যদি আরবীতে দু'আ না পড়তে পারে, তাহলে বাংলা অনুবাদ পড়বে এবং কথাগুলোর ওপর ঈমান আনবে এবং ইয়াকীন করবে। এ কথাগুলোই হলো ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা, যাকে তাওহীদ বলা হয়। -মুহাম্মদ আমীন॥

---

৭৫. শামী: খ.১, পৃ.১৪৪, ফাতাওয়ায়ে রহিমীয়্যা: খ৭, পৃ.১০৭।

আরবী মুনাজাত

يا ربي إن عظمت ذنوبي كثيرة . فلقد علمت بأن عفوك أعظم

হে আল্লাহ্ যদি আমার গুনাহ্ বেড়ে যায়,
(তাতে কি হবে) কেননা আমি জানি তোমার ক্ষমা তার চেয়েও বড়।

إن كان لا يرجوك محسن . فمن الذي يدعو ويرجو المجرم

যদি তোমার রহমতের প্রত্যাশী কোন সৎকর্মপরায়নশীলরাই হয়ে থাকে,
তাহলে গুণাহ্গাররা কাকে ডাকবে, কার কাছে আশার ঝুলি বাঁধবে?

أدعوك ربي كما أمرت تضرعا . فإن رددت يدي فمن ذا يرحم

হে আমার রব! আমি তোমার নির্দেশ অনুযায়ি
বিনয় ও ভগ্ন হৃদয় নিয়ে তোমাকে ডাকছি।
যদি তুমি আমার হাত ফিরিয়ে দাও,
তাহলে কে আমার ওপর করুনা করবে?

ما لي وسيلة غليك إلا الرجاء . بحميدك عفوك ثم إني مسلم

আমার নিকট কেবল আপনার উত্তম ক্ষমার আশা ছাড়া আর কিছুই
নেই, তারপর আমি মুসলমানও।

রমযানের ফযীলত

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, রমযানের রাত্রে যে কোনো মু'মিন বান্দা নামায পড়লে প্রতি সিজদায় তার দেড় হাজার নেকী লেখা হয়। এবং জান্নাতে তার জন্য একটি লাল ইয়াকুতের প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। যার ষাট হাজার দরজা থাকবে। প্রত্যেক দরজার সামনে স্বর্ণের একটি মহল থাকবে। (অর্থাৎ ষাট হাজার মহল থাকবে।) আর কোনো ব্যক্তি যদি রমযান মাসে রাতে বা দিনে কোনো সময় সিজদা করে, তাহলে সে এমন একটি বৃক্ষ পাবে, যার ছায়ায় একটি ঘোড়া পাঁচশত বৎসর দৌড়াতে পারবে।[৭৬]

---

৭৬. তারগীব ও তারহীব: খ. ২, পৃ. ৯৩।

আব্দুর রায্যাককে 'রায্যাক' ডাকলে গুনাহ্ হয়

وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"ছেড়ে দিন আপনি ঐ সমস্ত লোকদের যারা তার (আল্লাহর) নামের ব্যাপারে বক্র পথে চলে। অতিসত্ত্বর তাদেরকে তাদের অসৎ কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে।"[৭৭]

আল্লাহর নামে বক্র পথে চলার কয়েকটি দিক আছে। সবই এ আয়াতের অন্তর্ভূক্ত। প্রথমত আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এমন নাম নির্বাচন করা যা কুরআন বা হাদীস আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয় না। উলামায়ে কিরামের এ বিষয়ে ঐক্যমত আছে যে, কোন মানুষের এ অধিকার নেই যে, সে যে কোন নাম বা গুণবাচক শব্দে আল্লাহকে ডাকবে বা তার প্রশংসা করবে। বরং শুধু ঐ শব্দগুলো দিয়েই তাকে ডাকবে যা কুরআন বা হাদীসে তার নাম বা গুণের জন্য ব্যবহৃত হয়।[৭৮]

দ্বিতীয়ত: ইলহাদ ফিল আসমা অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহে ব্যবহৃত কোন নামকে আল্লাহ্র জন্য অনুপযুক্ত ভেবে বর্জন করা, যার দ্বারা উক্ত নামের সাথে বে-আদবী প্রকাশ পায়।

তৃতীয়ত: আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দ্ধারিত নামগুলো অন্য কারোর জন্য ব্যবহার করা। এখানে একটু ভাবার বিষয় হল, কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর ব্যবহৃত নামগুলোর মূলতঃ দু'টি ভাগ আছে। যার একটি হল যে, সে নামগুলো কুরআন বা হাদীসেই অন্য ব্যবহৃত হয়। (যেমনঃ হাকীম, মাজীদ শব্দ দুইটি আল্লাহর জন্য ছাড়াও কুরআনের গুণ বাচক নাম হিসাবে পাওয়া যায়- (অনুবাদক) আর অপরটি হলো, যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর জন্য ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না।

---

[৭৭]. সূরা আ'রাফ: আয়াত: ১৮০।

[৭৮]. ইমাম নাসায়ীর শরহুল আকায়েদে আছে, যদি কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, কুরআন ও সুন্নাতে যে সমস্ত নাম উল্লেখ নেই যেমন: 'মওজুদ, ওয়াজিব, কাদীম, ফারসীতে খোদা, ইত্যাদি শব্দকে আল্লাহর জন্য ব্যবহার করার বৈধতা কোথায়? জবাব হিসাবে বলব যে, ইজমায়ে উম্মত দ্বারা তা প্রমাণিত যা শরীয়তে অন্যতম দলীল।

এ দুই প্রকারের নামের মধ্যে প্রথম প্রকার যেমন: রহীম, রশীদ, আলী, করীম, আযীয ইত্যাদি আল্লাহ ছাড়াও অন্য কারোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আর দ্বিতীয় প্রকার আর কারোর জন্য ব্যবহার করা জায়িয হবে না যদি কেউ করে তাকে ইলহাদকারী বা মুলহিদ বলা হবে। যে কাজটি হারাম তথা না জায়িয। এমন কিছু নাম রহমান, সুবহান, রায্‌যাক, খালিক, ও কুদ্দুস ইত্যাদি।

আর যদি কেউ এ নামগুলো অন্যের জন্য ব্যবহার করে থাকে তাহলে তা কুফুরে পরিণত হবে। তবে কেউ যদি ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাড়া কেবল অজ্ঞতার কারণে এ কাজ করে থাকে তাহলে তা কুফরী হবে না। তবে শিরক জাতীয় শব্দ ব্যবহারের কারণে কঠিন গুনাহ হবে। দুঃখের বিষয় হল, ব্যপকভাবে মুসলমান আজ এ সমস্যার শিকার। সমাজের এক শ্রেণীতো ইসলামী নাম রাখাই ছেড়ে দিয়েছে। তাদের চাল-চলন দ্বারা মুসলমান ভাবাই কঠিন যা নাম দ্বারা পরিস্কার হয়ে যায়। ইংরেজ স্টাইলের নামই তাদের পছন্দনীয়। তারা নিজেদের কন্যার নামের ক্ষেত্রে ইসলামের মহীয়সী নারী হযরত খাদীজা, আয়শা ও ফাতিমা রা. দের নাম বাদ দিয়ে নাসীমা, শাহনামা, নাজমাহ, পারভিন ইত্যাদি রাখা শুরু করেছে।

তার চেয়ে বেশী দুঃখের হল যে, যারা ইসলামী নাম ব্যবহার করেন যেমন: আব্দুর রহমান, আব্দুল খালিক, আব্দুর রায্‌যাক, আব্দুল গাফ্‌ফার ও কুদ্দুস ইত্যাদি তারাও এসব নামগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে শুধু শেষের অংশটুকু বলে ডাকতে থাকে অর্থাৎ আব্দুর রায্‌যাককে শুধু রায্‌যাক আর আব্দুল খালেককে শুধু খালিক বলে। যা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। তার চেয়েও ভয়াবহ বিষয় হল, অনেকে কুদরতুল্লাহকে আল্লাহ সাহেব আর কুদরত-ই-খুদাকে খুদা সাহেব বলে ডাকে, যা সুস্পষ্ট হারাম ও কবীরা গুনাহর কাজ। এ ভাবে যত বারই ডাকা হয়, ততবারই কবীরা গুনাহ হয়। শ্রোতাও গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। এগুলো এমন কিছু গুনাহ যার মধ্যে রাত-দিন আমরা জড়িয়ে আছি। অথচ তার মধ্যে কোন স্বাদ-তৃপ্তি বা উপকারীতা নেই। আমাদের সামান্য চিন্তাও হয় না যে, আমরা কতবড় ভয়ঙ্কর কাজে জড়িয়ে পড়ছি। পূর্বোক্ত আয়াতের শেষাংশে যেদিকে ইঙ্গিত করছে। سيجزون ما كانوا يعملون (অতি সত্তর তারা তাদের কাজের প্রতিদান দেখবে)

এখানে শাস্তির কোন সীমা নির্দ্ধারণ করা হয়নি। আর এ নির্দ্ধারণ না করাই ইঙ্গিত বহন করে শাস্তির আধিক্যের দিকে। যে সমস্ত গুনাহের মধ্যে পার্থিব কোন স্বাদ-তৃপ্তি বা স্বার্থ আছে সে সব গুনাহের ক্ষেত্রে কেউ বলতে পারে যে, আমি পরিস্থিতির শিকার বা অমুক স্বার্থের সামনে পরাজিত হয়ে এ কাজ করেছি। কিন্তু আফসুসের বিষয় হল, আজকের মুসলমান এমন অনেক গুনাহের মধ্যে নিজেদের উদাসিনতার কারণে জড়িয়ে পড়ে যেখানে দুনিয়ার কোন ফায়দা; বরং দুনিয়াবী সামান্য কোন স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা নেই। যার প্রকৃত কারণ, হালাল ও হারাম, জায়িয ও নাজায়িযের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক ।[৭৯]

হযরত মূসা আ. এর বদ দু'আর প্রতিক্রিয়া

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ

হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মালের আকৃতিকে বিকৃত করে দাও।[৮০]

হযরত কাতাদা র. বলেন, এই দু'আর প্রভাবে ফেরআউনের গোত্রের সমস্ত রূপা, মনি-মুক্তা, যওহার ও নগদ পয়সা, ক্ষেত এবং বাগ-বাগিচা সবই পাথরের আকৃতি ধারণ করল। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয র. এর সময় ফেরআউনের যুগের একটি পাত্র পাওয়া যায়। যার মধ্যে ডিম ও পেস্তাকে পাথরের আকৃতিতে পাওয়া গিয়েছিল। মুফাসসিরীনদের বক্তব্য অনুযায়ী তাদের ফসলাদি ও তরকারীকেও আল্লাহ্ তা'আলা পাথর বানিয়ে দিয়েছিলেন।[৮১]

বদ নযরের বাস্তবতার ন্যায় নেক নযরেরও বাস্তবতা আছে

নবী কারীম সা. বদ নযরের পরিণতির কথা স্বীকার করেছেন। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, বদ নযর একজন মানুষকে কবরে আর একটি উটকে হাড়িতে ঢুকিয়ে দিতে পারে। এ কারণে রাসূল সা. সমস্ত বস্তু থেকে আশ্রয় চাইতেন এবং উম্মতকে আশ্রয় গ্রহণ করতে বলতেন। তার মধ্যে من كل عين لامة ও উল্লেখ আছে। (কুরতুবী)

---

[৭৯]. মাআরেফুল কুরআন: খ.৪, পৃ.১৩১।

[৮০]. সূরা ইউনুস:৮৮।

[৮১]. প্রাগুক্ত; খ.৪, পৃ. ৫৬২।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ রা. এর ঘটনা প্রসিদ্ধ। একদা তিনি গোসল করার জন্য কাপড় খুললে তার সুঠাম দেহে আমর বিন রবীআর দৃষ্টি পড়ল। সে সাথে সাথে বলল, আমি আজ পর্যন্ত এমন সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যবান মানুষ দেখিনি। এ কথা বলা মাত্রই হযরত সাহলের জ্বর আসল। রাসূল সা. এ সংবাদ জানার পর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তিনি আমের বিন রবীআকে অযু করার নির্দেশ দিলেন। আর অযুর পানি কোন পাত্রে একত্রিত করতে বললেন। তারপর সে পানি সাহলের শরীরে ঢালা হলে সে সুস্থ হয়ে গেল।[৮২]

এ ঘটনার পর নবী কারীম সা. হযরত আমের বিন রবীআহকে সতর্ক করে বললেন, একজন মুসলমান কেন তার ভাইকে হত্যা (ক্ষতি) করবে? তার সুস্বাস্থ্য তোমার নিকট ভাল লাগলে তুমি বরকতের দু'আ করতে পারতে। তাই বদ নযর সত্য ও বাস্তব। এ হাদীস দ্বারা এ কথাও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তির নিকট যদি কারোর জান বা মালের কোন অংশ আকর্ষণীয় মনে হয়, তাহলে সে এই দু'আ করবে যে, আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করুন। অন্য এক হাদীসে আছে, সে বলবে, ماشاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله এর দ্বারা বদ নযরের প্রভাব শেষ হয়ে যাবে। এ হাদীস দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হল যে, শরীরে বদ নযর লাগবে তার অযুর পানি আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ঢেলে দিলে বদ নযরের প্রতিক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন, উলামায়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত, বদ নযরের বাস্তবতা আছে এবং এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টিও যথাযথ।

নোট: বদ নযরের যদি প্রভাব থাকে, তাহলে নেক নযরেরও প্রভাব থাকতে পারে। আল্লাহর বিশেষ বান্দারা যখন নেক নযর দেন, তাহলে হেদায়েত খুব ব্যপকতা লাভ করে। (মাআরেফুল কুরআন: খ.৫, পৃ.৯৮)

পায়ের ব্যাথা দূর করার নববী ব্যবস্থা

হযরত উসমান রা. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সা. একবার একটি জামাত ইয়ামানে পাঠালেন। তার মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সের একজন সাহাবীকে

---

[৮২]. হযরত সাহল বিন হুনাইফ এবং আমের বিন রবীআহ দুই জনই বদরী সাহাবী। এ হাদীস মিশকাত শরীফে বর্ণিত আছে। (পৃ. ৩৯০) মুহাম্মদ আমীন।

আমীর হিসাবে নিযুক্ত করলে। তারা অনেক দিন যাবত ইয়ামানে না যেয়ে নিজ জায়গায় অবস্থান করছিল। একবার উক্ত জামাতের একজন সাথীর সাথে রাসূল সা. এর সাক্ষাত হলে রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার তোমরা যে এখনও গেলে না? তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের আমীর সাহেবের পায়ে ব্যাথা অনুভব হচ্ছে, তাই আমরা যেতে পারছি না। তারপর তিনি আমীর সাহেবের নিকট গেলেন এবং

بسم الله وبالله أعوذ بالله وقدرته من شر ما فيها.

সাতবার পড়ে তার ওপর 'ফুঁ' দিলেন। সে তখনই ভাল হয়ে গেল।[৮৩]

রুযীতে বরকতের জন্য নববী ব্যবস্থা

ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিবে, চাই কেউ থাকুক বা না থাকুক। তারপর একবার দরুদ শরীফ ও সূরা ইখলাস পড়বে।[৮৪]

অস্থিরতা দূর করার নববী ব্যবস্থা

হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রাসূল সা. এর সাথে বাইরে গেলাম। রাসূল সা. আমার হাত ধরে চলছিলেন। চলতে চলতে একটি লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। যাকে অস্থির ও পেরেশান মনে হচ্ছিল। রাসূল সা. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এ দূরাবস্থা কেন? সে জবাবে বলল, দারিদ্রতা ও দূরাবস্থার কারণে আমি এমন হয়ে গেছি। রাসূল সা. বললেন, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিচ্ছি। সে বাক্যগুলি পড়লে তোমার দারিদ্রতা ও অসুস্থতা চলে যাবে। সে বাক্যগুলো হল এই–

توكلت علي الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.

অর্থ: ঐ সত্তার ওপর ভরসা করি যিনি চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই। সকল প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; যার বাদশাহীর মধ্যে কোন অংশীদার নেই, না অপরাগতার কারণে তার কোন সহযোগী আছে। এবং তার বড়ত্ব বর্ণনা করুন।

---

[৮৩]. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ. ৭৮।

[৮৪]. হিসনে হাসীন।

এ দু'আ শিক্ষা দেওয়ার কিছু দিন পর একদিন ঐ রাস্তা দিয়ে রাসূল সা. যাওয়ার সময় তার সাথে সাক্ষাত হলে, তাকে ভাল মনে হয়েছে। এবং রাসূল সা. নিজের আনন্দ প্রকাশ করলেন। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আপনি আমাকে এ দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, তখন থেকে আমি নিয়মিত এ দু'আ পড়ি।[৮৫]

মুসলমানদের সম্পদে হযরত উমর রা.-এর সাবধানতা

১. হযরত উমর রা. বলেন, আমি আল্লাহর মালকে (রাষ্ট্রিয় সম্পদ যেখানে মুসলমানের সম্মিলিত অংশীদারিত্ব আছে) নিজের জন্য এতীমের সম্পদের ন্যায় (অস্পৃশ্য) মনে করি। প্রয়োজন না হলে তার দিকে আমি তাকাইও না। প্রয়োজন হলে নির্দ্ধারিত পরিমাণ নেই।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আমি আল্লাহর মালকে নিজের জন্য এতীমের মালের মত মনে করি। আল্লাহ তায়ালা এতীমের মালের ব্যাপারে কুরআন মাজীদে বলেছেন: مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ: যে সম্পদশালী সে তো বেঁচে থাকবে আর যে গরীব সে নিয়ম মুতাবেক গ্রহণ করবে।[৮৬]

২. হযরত বারা ইবনে মা'রুর রা. এর সন্তান বলেন, একদা উমর রা. অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার ব্যবস্থাদির মধ্যে মধুকে তালিকাভুক্ত করা হল। তখন রাষ্ট্রিয় সম্পদাগারে এক ড্রাম মধু ছিল। তিনি গিয়ে মধুর গায়ে স্পর্শ না করে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘোষণা করলেন, আমার মধুর প্রয়োজন, আর রাষ্ট্রিয় কোষাগারে মধু জমা আছে। আপনাদের অনুমতি হলে আমি তা ব্যবহার করতে পারি। নতুবা তা আমার জন্য হারাম হবে। সকলেই সানন্দে অনুমতি দিল।[৮৭]

৩. হযরত ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস র. বলেন, একদা হযরত উমর রা. এর নিকট বাহরাইন থেকে মেশক ও আম্বার সুগন্ধি আসল। হযরত উমর রা. বলেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি মাপ-ঝোপে অভিজ্ঞ কোন মহিলা পেতাম, যে এগুলো সমানভাবে মেপে দিবে, তাহলে তা

---

[৮৫]. মাআরেফুল কুরআন:খ. ৫, পৃ. ৫৩১।

[৮৬]. সূরা নিসা: ৬।

[৮৭]. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ. ৩১৩।

মুসলমানদের মাঝে বন্টন করতাম। তাঁর স্ত্রী হযরত আতেকা বিনতে যায়দ বিন আমর বিন নুফাইল রা. বললেন, এ দিকে নিয়ে আসুন। আমি মেপে দেই। হযরত উমর রা. বললেন, না তোমাকে দিয়ে মাপাব না। স্ত্রী বললো, কেন? হযরত উমর রা. বললেন, তুমি তোমার হাত দিয়ে তা পাল্লায় রাখবে, তারপর সে হাত কানে ও ঘাড়ে বিভিন্ন সময় ও অসময় ঘুরাতে থাকবে। আর এ ভাবে তোমার কানে ও ঘাড়ে মেশক লাগতে থাকবে, যার ফলে তোমার অংশে মুসলমানদের অংশের চেয়ে বেশী খুশবু এসে যাবে।[৮৮]

৪. হযরত মালেক বিন আউস বিন হাদাসান র. বলেন, (রোমের বাদশাহর পক্ষ থেকে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর নিকট একবার একজন দূত আসল। হযরত উমর রা. এর স্ত্রী এক দীনার ঋণ করে একটি শিশি আতর ক্রয় করে রোমের বাদশাহর স্ত্রীর জন্য পাঠিয়ে দিলেন। দূত যখন আতরটি নিয়ে রোম সম্রাজ্ঞিকে দিল, তখন সে শিশিকে খালি করে জওহর দ্বারা ভর্তি করে দূতকে দিয়ে হযরত উমর রা. এর স্ত্রীর নিকট পাঠিয়ে দিল। এ শিশি যখন উমর রা. এর স্ত্রীর নিকট পৌছল, তখন তিনি তা বের করে নূপুরের ওপর লাগিয়ে দিলেন।

এমন সময় হযরত উমর রা. ঘরে প্রবেশ করলেন, জওহরগুলো দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কি? স্ত্রী পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিলেন। হযরত উমর রা. ঐ সমস্ত জওহর নিয়ে বিক্রি করে দিলেন। বিক্রয় লব্ধ পয়সার থেকে মাত্র এক দীনার স্ত্রীকে দিয়ে বাকী সব পয়সা রাষ্ট্রিয় কোষাগারে জমা করে দিলেন।[৮৯]

৫. হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি কিছু উট ক্রয় করে সরকারী চারণ ভূমিতে চরাতাম। এভাবে যখন উটগুলো খুব স্বাস্থ্যবান হল, তখন বিক্রি করতে বাজারে নিয়ে এলাম। তখন বাজারে হযরত উমর রা. ছিলেন। তিনি মোটা-তাজা উট দেখে জিজ্ঞেস করলেন, উটগুলো কার? লোকজন বলল, এগুলো হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. এর। হযরত উমর রা. বললেন, আব্দুল্লাহ কোথায়? ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের ছেলে হয়েছে তাতে কি? কোথায় সে? আমি দৌড়ে আসলাম। বললাম, কী হয়েছে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উটগুলো কোথায় পেলে? জবাবে আব্দুল্লাহ বললেন,

[৮৮]. প্রাগুক্ত: খ. ২, পৃ.৩১৫।
[৮৯]. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ.৩১৬।

ক্রয় করে রাষ্ট্রিয় চারণভূমিতে চরানোর পর অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় লাভের আশায় বিক্রি করতে এসেছি। হযরত উমর রা. বললেন, রাষ্ট্রিয় চারণভূমির রাখালরা বেশী করে খানা-পানির ব্যবস্থা করা সাধারণ বিষয়।

হে আব্দুল্লাহ! উটগুলো বিক্রি করে যত টাকা দিয়ে তুমি উটগুলো ক্রয় করেছ সেগুলো রেখে বাকী টাকা মুসলমানদের রাষ্ট্রিয় কোষাগারে জমা করো।[৮০]

আল্লাহ্ যাকে ভালোবাসেন, তাকে এ দু'আ পড়ার তৌফিক দেন

হযরত বুরাইদা আসলামী রা. কে রাসূল সা. বললেন, হে বুরাইদা! যার সাথে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের ইচ্ছা করেন,তাকে নিম্নের দু'আগুলো শিখিয়ে দেন।

اللهم إني ضعيف فقوي رضاك ضعفي وخذ إلي الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهي رضائى اللهم إني ضعيف فقوتي وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني يا أرحم الراحمين.

"অর্থ: হে আল্লাহ! আমি দূর্বল, তোমার সন্তুষ্টি অর্জনে আমাকে মযবূত করে দাও। আমার ললাটের চুল ধরে মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাও। ইসলামকে আমার সন্তুষ্টির প্রান্ত সীমা বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! আমি দূর্বল আমাকে শক্তিশালী কর। আমি মর্যাদাহীন, আমাকে মর্যাদাবান কর। আমি দরিদ্র, আমাকে সম্পদশালী কর। হে সকল দয়ালুর শ্রেষ্ঠ দয়ালু।" তারপর রাসূল সা. বলেন, যে এ বাক্যগুলো শিখে মৃত্যু পর্যন্ত তা আর ভুলো না।[৮১]

দু'আ কবূল হওয়া

সাঈদ বিন যুবায়ের র. বলেন, কুরআন মাজীদের এমন একটি আয়াত আমার মুখস্ত আছে, এ আয়াত পড়ে যে ব্যক্তি যে দু'আই করুক তা কবুল হবে।

قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.

---

[৮০]. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ৩১৬।

[৮১]. এহইয়ায়ে উলূম: খ. ১, পৃ.২৭৭।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য-অদৃশ্যের সম্পর্কে জ্ঞাত, আপনি সমাধান দান করবেন নিজ বান্দাদের মাঝে ঐ সকল বিষয়ে যে বিষয়গুলোতে তারা মত বিরোধ করছে।[১২]

সাহাবায়ে কিরামের বিরোধ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত

হযরত রবী ইবনে খাইসামের নিকট কেউ হযরত হুসাইন রা. এর শাহাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আহ!! শব্দ উচ্চরণ করে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.

তারপর তিনি বললেন, সাহাবায়ে কিরামের মতভেদ সম্পর্কে যদি তোমার মনে কোন প্রশ্ন জাগে, তাহলে এ আয়াতটি পড়ে নিও। রূহুল মা'আনীতে এ কথাটি বর্ণনা করে লেখক বলেন, কত দামী একটি শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হল, যা সর্বদা-ই স্মরণ যোগ্য।[১৩]

অযুর মধ্যে বিশেষ দু'আ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি অযু করার সময় নিম্নের দু'আ পাঠ করবে, তার ক্ষমার ঘোষণা একটি কাগজে লিখে মোহর মেরে তা রেখে দেওয়া হয়। কেয়ামতের সময় পর্যন্ত সে কাগজটি নষ্ট করা হবে না এবং এ আদেশ বহাল থাকবে। দু'আটি হল– سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك.

জুমআর নামাযের পর গুনাহ মাফ করানোর নববী পদ্ধতি

যে ব্যক্তি জুমআর নামাযের পর একশত বার سبحان الله العظيم وبحمده পড়বে, রাসূল সা. বলেন, তার এক লক্ষ গুনাহ মাফ হবে। এবং তার পিতা-মাতার চব্বিশ হাজার গুনাহ মাফ হবে।[১৪] (ইবনুস সিন্নী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলার: ২৩৪)

---

[১২]. সূরা যুমার:৪৬।

[১৩]. মাআরেফুল কুরআন: খ.৭, পৃ.৫৬৬।

[১৪]. বুখারী, মুসলিমের হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশত বার سبحان الله وبحمده পড়বে,

তিনটি বড় রোগ থেকে বাঁচার সহজ নববী ব্যবস্থা

হযরত কবীসাহ বিন মুখারিক রা. বলেন, আমি রাসূল সা. এর খিদমতে হাজির হলাম। রাসূল সা. আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এসেছ? আমি বললাম, বার্ধক্যতার কারণে আমার হাড্ডি দূর্বল হয়ে পড়েছে। (ফলে আপনার খিদমতে বেশী আসতে পারি না) আমাকে আপনি এমন কোনো আমল শিখিয়ে দিন, যদ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি।

রাসূল সা. বললেন, তুমি যে পাথর, গাছ, পাতা ও টিলার পাশ দিয়ে অতিবাহিত হয়েছ, সবই তোমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেছে। হে কবীসাহ! সকালে তিনবার নামাযের পর سبحان الله العظيم وبحمده পরড়, তা দ্বারা তুমি অন্ধত্ব, নির্বুদ্ধিতা এবং বিকলাঙ্গ থেকে রক্ষা পাবে। হে কবীসাহ! এ দু'আও পড়বে:

اللهم إني أسئلك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك.

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার কাছে যা আছে আমি তা চাই। তুমি তোমার অনুগ্রহকে আমার ওপর বর্ষণ করো। তোমার করুণাকে আমার ওপর বিছিয়ে দাও। তোমার বরকতকে আমার ওপর নাযিল করো।[৯৫]

মানুষের কানে শয়তানের পেশাব

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, রাসূল সা. এর সামনে এক ব্যক্তি সম্পর্কে কথা উঠল যে, সে সকাল পর্যন্ত ঘুমায়, নামাযের জন্যও ওঠে না। রাসূল সা. তখন বললেন, ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه.
সে এমন ব্যক্তি যার কানে শয়তান পেশাব করেছে।[৯৬]

তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা বরাবর হয়। মিশকাত:২০০) মুহাম্মদ আমীন।

[৯৫]. হায়াতুস সাহাবা: খ.৩, পৃ. ১৭৯।

[৯৬]. বুখারী, মুসলিম, তারীখে জিন্নাত ও শায়াতীন: ৩৮৫।

মুনকার-নাকীরকে হযরত উমরের প্রশ্ন

একটি হাদীসে আছে, রাসূল সা. বলেন, ঐ পবিত্র সত্তার কসম দিয়ে বলছি, যিনি সত্য দিন দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। হযরত জিব্রাঈল আ. আমাকে বলেছেন যে, তোমাদেরকে কবরে মুনকার-নাকীর প্রশ্ন করবে। সে বলবে, হে উমর! তোমার রব কে? তোমরা জবাবে বলবে, আমাদের রব আল্লাহ। তারপর তুমিই প্রশ্ন করবে, তোমাদের দুই জনের রব কে? আমার নবী তো মুহাম্মদ সা. তোমাদের নবী কে? আমার দীন তো ইসলাম, তোমাদের দীন কি? তারপর তারা দুই জন বলবে, আশ্চর্যের কথা হলো, বুঝতেই পারলাম না, আমাদেরকে তোমার নিকট পাঠান হয়েছে না তোমাকে আমাদের নিকট পাঠান হয়েছে।[৯৭]

দুনিয়ার জন্য পাঁচটি বাক্য আখেরাতের জন্য ও পাঁচটি

হযরত বুরাইদাহ রা. থেকে বর্ণিত, যার সারাংশ হলো, রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি নিম্নের দশটি বাক্য ফজরের নামাযের আগে বা পরে পড়বে, সে আল্লাহ তা'আলাকে তার স্বার্থের সম্পূর্ণ অনুকূলে পাবে এবং পড়ার কারণে প্রতিদান তথা সওয়াব পাবে। এ দশটি বাক্যের পাঁচটি দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত, পাঁচটি আখেরাতের সাথে সম্পর্কিত।

দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট পাঁচটি হলো:

১. আমার দীনের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।	١. حسبي الله لدينه
২. আমার চিন্তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।	٢. حسبي الله لما أهمني
৩. যে আমার সাথে অতিরঞ্জন করেছে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।	٣. حسبي الله لمن بغي علي
৪. যে আমার সাথে হিংসা করেছে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।	٤. حسبي الله لمن حسدني
৫. যে নিকৃষ্টভাবে আমাকে প্রতারিত করেছে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।	٥. حسبي الله لمن كادني بسوء

---

[৯৭]. হায়াতুস সাহাবা: খ.৩, পৃ.৯৯।

আখেরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট পাঁচটি হল:

১. মৃত্যুর সময় আমার আল্লাহই যথেষ্ট।	١. حسبي الله عند الموت
২. কবরে প্রশ্নের সময় আমার আল্লাহই যথেষ্ট।	٢. حسبي الله عند المسئلة في القبر
৩. আমল ওযনের সময় আমার আল্লাহই যথেষ্ট।	٣. حسبي الله عند الميزان
৪. পুলসিরাতের সময় আমার আল্লাহই যথেষ্ট।	٤. حسبي الله عند الصراط
৫. আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তার ওপরই ভরসা করি এবং তার নিকটই প্রত্যাবর্তন করব।[৯৮]	٥. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب

জেল থেকে মুক্তির একটি নববী ব্যবস্থা

সীরাতে ইবনে ইসহাকে বর্ণিত আছে, হযরত আওফ আশজায়ী রা.-এর পুত্র সালিম যখন কাফেরদের কাছে বন্ধী ছিল, তখন রাসূল সা. তার নিকট এ খবর দিয়ে পাঠালেন যে, এটা বেশী বেশী পড়তে থাক:

لا حول ولا قوة إلا بالله. জেল খানায় থাকতে থাকতে একদিন দেখেন, জেল খানা খুলে গেলো, আর সে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো। দৌড়াতে দৌড়াতে পথে শত্রু পক্ষের উটের পাল পেয়ে সেগুলো সাথে নিয়ে চলে আসল।

কাফেররা তাকে পিছন থেকে ধাওয়া করল। কিন্তু ধরতে পারল না, এক সময় সে তার ঘরে পৌছে গেলো। দরজায় দাঁড়িয়ে আওয়ায দিতেই বাবা শুনে বলল, নিশ্চয়ই এটা সালিমের আওয়ায। মা বললেন, অসম্ভব! সালিম তো কাফেরদের হাতে বন্দী শালায়। মা-বাবা আর ঘরের খাদেম দৌড়ে দরজা খুলতেই দেখে সালিম রা. আর সারা উঠান উটের পাল দ্বারা ভর্তি।

---

[৯৮]. দুররে মানসূর: খ.২, পৃ.১০৩।

পিতা জিজ্ঞেস করল, এ উটগুলো কোথা থেকে আসল? সালিম ঘটনা খুলে বললেন। পিতা বললেন, থামো, আমি নবী কারীম সা. এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করে আসি। রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সবই তোমার জন্য হালাল, যা ইচ্ছা তাই করো।[৯৯]

বিপদ থেকে মুক্তি ও লক্ষ্য অর্জনের পরীক্ষিত আমল

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. হযরত আওফ বিন মালি (রা.) কে বিপদ থেকে মুক্তি এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেশী বেশী لا حول ولا قوة إلا بالله পড়ার কথা বলেছেন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী র. বলেন, দীন-দুনিয়ার সকল প্রকার বিপদ ও অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য এবং নিজ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এ কালিমার অধিক পাঠ একটি পরিক্ষিত আমল। তিনি পরিমাণের ক্ষেত্রে বলেছেন, দৈনিক পাঁচশত বার যেন হয়। এবং এর পূর্বে ও পরে একশত বার দুরূদ শরীফ পড়বে। নিজ উদ্দেশ্য ও সমস্যার কথা স্মরণ করে দু'আ করবে।[১০০]

ফেরেস্তাকে নিজ সাহায্য নেয়ার দু'আ

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূল সা. এর একজন সাহাবী উপনাম ছিল আবূ মুযাল্লাক। সে ব্যবসায়ী হওয়ার সুবাদে নিজের ও অন্যদের সম্পদ দিয়ে ব্যবসা করত। সে অনেক বেশী ইবাদত করত এবং পরহেযগার ছিল। একদা তার এক সফরে অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত এক জন ডাকাতের সাথে সাক্ষাত হলো। ডাকাত বলল, তোমার সকল সামান এখানে রাখ, আমি তোমাকে হত্যা করব। সাহাবী বলল, মাল-সামান নিতে মনে চাইলে নিয়ে যাও (আমাকে হত্যা করবে কেন?) ডাকাত বলল, না আমি তোমার রক্তের বন্যা প্রবাহিত করব। সাহাবী বলল, একটু সুযোগ দিলে আমি কিছু নামায পড়তাম। ডাকাত বলল, যত মনে চায় পড়। তিনি অযু করে নামায পড়লেন এবং তিনবার এ দু'আ পড়লেন:

يا ودود يا ذالعرش المجيد يافعال لما يريد أسئلك بعزتك التي ترام وملك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث، يا مغيث أغثني.

---

[৯৯]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.৫, পৃ.৩৭৬।
[১০০]. তাফসীরে মাযহারী, মাআরেফুল কুরআন: খ.৮, পৃ. ৪৮৮।

এ দু'আ শেষ করর সাথে সাথে এক আশ্বারোহীকে হাযির হতে দেখা গেলো। তার হাতে একটি বল্লম, যা সে ঘোড়ার কান বরাবর উঁচু করে ধরেছিল। সে ডাকাতকে সেই বল্লম মেরে হত্যা করল। তারপর সে আক্রান্ত ব্যবসায়ীর দিকে ফিরল, ব্যবসায়ী জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? আল্লাহ্ তোমাকে দিয়ে আমাকে রক্ষা করেছেন। আগন্তুক বলল, আমি চতুর্থ আসমানের ফেরেশতা। তুমি যখন প্রথম বার দু'আ করেছ, তখন আমি আসমানের দরজার খটখট শব্দ শুনছিলাম। তুমি যখন দ্বিতীয়বার দু'আ করছ, তখন আমার কানে আসমানের অধিবাসীদের চিৎকারের আওয়ায আসছিল। তুমি যখন তৃতীয়বার দু'আ করেছ, তখন কেউ বলল, এটি একজন বিপদগ্রস্থ মানুষের আওয়ায। আমি আল্লাহর দরবারে আবেদন করলাম, এ ডাকাতটিকে হত্যার দায়িত্ব আমার ওপর দেওয়া হোক। তাই আমি এখানে।

তারপর ফেরেশতা বলল, আপনাকে এ সুসংবাদ শুনাচ্ছি যে, কোন ব্যক্তি যদি অযু করে চার রাকাত নামায পড়ে, অতঃপর এ দু'আ করে তার দু'আ অবশ্যই কবূল হবে। চাই সে বিপদগ্রস্থ হোক বা না হোক।[১০১]

কুরআন তিলাওয়াতের সময় চুপ না থাকা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এবং কাফেররা বলে, তোমরা এ কুরআন শুনো না এবং এর পাঠের মাঝে হট্টগোল লাগিয়ে দাও, যাতে তোমরা বিজয়ী হও।[১০২]

আয়াতটি দ্বারা বুঝা গেলো কুরআন তিলাওয়াতের মাঝে ব্যঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হৈ-চৈ করা কুফরের আলামত। এ-ও বুঝা গেলো যে, চুপ করে শোনাও ওয়াজিব এবং ঈমানের নিদর্শন। আজ কাল রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াতের যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে, তা পরিতাপের বিষয়। হোটেল, আড্ডা ও পার্কসহ যত্র-তত্র রেডিও খোলা থাকে, আর তিলাওয়াত হতে থাকে। এ দিকে হোটেল ওয়ালা নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে। অন্য দিকে আগন্তুকরাও খেতেই এসেছে। তাই তারা তাদের মত ব্যস্ত থাকে। এ সবই পূর্বের যুগের কাফেরদের বৈশিষ্ট্য ছিল।

---

[১০১]. হায়াতুস সাহাবা: খ.৩, পৃ.১৭৬।
[১০২]. হা-মীম সিজদা:২২।

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে হেদায়েত দান করুন। তারা যেন কুরআন তিলাওয়াতের জন্য রেডিও না খুলে। যদি বরকতের জন্য খোলেও, তাহলে সকল কাজকর্ম বন্ধ করে কিছু সময় একাগ্রতার সাথে নিজেও শুনবে, অন্যদেরকেও শুনাবে।[১০৩]

ডিম হালাল হওয়ার দলীল

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, রাসূল সা. বলেন, জুমার দিন ফেরেশতারা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে আর প্রথম থেকে যারা মসজিদে প্রবেশ করে, তাদের জন্য সওয়াব লিখতে থাকে। সুতরাং যারা সর্ব প্রথম প্রবেশ করে, তার জন্য উট কুরবানী দেওয়ার সওয়াব লেখা হয়। এরপর যে আসে তার জন্য আল্লাহর রাস্তায় গরু পেশ করার সওয়াব লেখা হয়। তারপর যে আসে তার জন্য দুম্বা পেশ করার সওয়াব লেখা হয়। তারপর আগন্তুকের জন্য মুরগী পেশ করার সওয়াব লেখা হয়। তারপর আগন্তুকের জন্য ডিম পেশ করার সওয়াব লেখা হয়। তারপর যখন ইমাম সাহেব খুতবা দিতে মিম্বরের ওপর দাঁড়ান, তখন ফেরেশতারা তাদের খাতা বন্ধ করে খুতবা শুনতে বসে যায়।-বুখারী ও মুসলিম।

পুরাতন হলে এমনই হওয়া উচিত

হযরত মুয়ায রা. একদা রাসূল সা. এর কবরের ওপর দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। মুয়ায রা. কে হযরত উমর রা. জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছ? হযরত মুয়ায রা. বললেন, আমি একটি হাদীস শুনেছিলাম, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন সে মুত্তাকী হবে এবং আত্মগোপন করে থাকবে, মজলিসে আসলে কেউ তাকে চিনবে না। আর মজলিসে না থাকলে কেউ তাকে তালাশ করবে না যে, সে কোথায় গেল? তার অন্তরে প্রকৃত হেদায়েতের বাতি জ্বলছে, সে সর্ব প্রকার ফিৎনা বা বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকবে। দাওয়াতের পুরাতন কর্মী হতে হলে এমন হতে হবে যে, কাজ অনেক করবে, আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক হবে অত্যন্ত গভীর, কিন্তু যমীনের তেমন কেউ তাকে জানবে না বা চিনবে না।[১০৪] اللهم اجعلنا منهم ومعهم

---

[১০৩]. মাআরেফুল কুরআন: খ.৭, পৃ. ৬৪৭।

[১০৪]. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ. ৭৮৫।

হুযূর সা. উভয়ের প্রশংসার মাধ্যমে উভয়কে শান্ত করলেন

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. একদা রাসূল সা. এর নিকট এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, খালিদ বিন ওলীদ আমাকে তিরস্কার করে। রাসূল সা. হযরত খালিদ রা. কে বললেন, হে খালিদ! আব্দুর রহমানকে কিছু বলো না। কারণ সে বদরী সাহাবী। হযরত খালিদ রা. বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আব্দুর রহমানও সর্বদাই আমাকে ভর্ৎসনা করে। রাসূল সা. হযরত আব্দুর রহমান রা. কে বললেন, খালিদকে ভর্ৎসনা করো না। কারণ সে আল্লাহর তলোয়ার।

ফায়দাঃ রাসূল সা. উভয়ের প্রশংসা করে উভয়কে শান্ত করলেন, জামাতের সাথীদের মধ্যে এমন কোনো ঘটনা ঘটে তাহলে আমীর সাহেবের কর্তব্য হলো, উভয়ের প্রশংসা করে নিবৃত্ত রাখা।[১০৫]

নতুবা ফরয বা নফল কোন ইবাদত কবূল হবে না

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. বর্ণনা করেন, যখন রাসূল সা. অসিয়্যতের জন্য অনুরোধ করলেন, তখন রাসূল সা. বলেন, আমি তোমাদের প্রথম সারির মুহাজির সাহাবী ও তাদের সন্তানাদির সাথে সদাচরণের জন্য অসিয়্যত করছি। যদি তোমরা তা না করো, তাহলে তোমাদের ফরয-নফল কোন আমলই কবূল হবে না।[১০৬]

ফায়দাঃ দ্বীনের একনিষ্ঠ কর্মীদের সন্তানাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। সবচেয়ে বড় সখ্যতা তাদের সাথে এটাই হবে যে, তাদেরকে সাথে নিয়ে জামাতে চলা ও তাদের কল্যাণ কামনা করা।

রাসূল সা.-এর সেলোয়ার ব্যবহারের দলীল

হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. চার দিরহাম দিয়ে একটি সেলোয়ার ক্রয় করেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সেলোয়ার পরিধান করবেন? রাসূল সা. বললেন, হ্যাঁ। রাত-দিন সফরে ও বাড়িতে পরব। কারণ! আমাকে সতর ঢাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর সেলোয়ারের চেয়ে বেশী সতর ঢাকার মতো কাপড় আমি পাইনি।[১০৭]

---

[১০৫]. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ৪৮৪।
[১০৬]. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ৪৮৫।
[১০৭]. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ৭০৭।

ফেরেশতারা তার জানাযা তাবূকে নিয়ে গিয়েছিল

হযরত মুআবিয়া বিন মুআবিয়া লাইসি রা. এর ইন্তেকাল মদীনাতেই হয়েছিল। হযরত জিব্রাঈল আ. সত্তর হাজার ফেরেস্তাকে নিয়ে মদীনায় এসে তার জানাযা নিয়ে তাবূকে রওয়ানা হন। তাবূকে পৌছলে রাসূল সা. সাহাবাদের সাথে তাঁর জানাযার নামায পড়েন। নামায শেষে তাঁকে আবার মদীনায় এনে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। হুযূর সা. হযরত জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ মর্যাদা প্রাপ্তির কারণ কি? জবাবে জিব্রাঈল আ. বললেন, বেশী বেশী সূরা ইখলাসের পাঠের কারণে।[১০৮]

মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দনরত মহিলার শাস্তি

মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দনকারী নারী মৃত্যুর পূর্বে যদি তওবা না করে, তাহলে তাকে কেয়ামতের দিন চর্মরোগ সৃষ্টিকারী দূর্গন্ধযুক্ত জামা পরান হবে। মুসলিম শরীফে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে এ কথাও আছে যে, তাকে দূর্গন্ধযুক্ত কাপড় পরিয়ে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। আর তার মুখে আগুন জ্বলতে থাকবে।[১০৯]

হযরত ঈসা আ. এর দু'আ

হযরত ঈসা আ. যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে চাইতেন, তখন দুই রাকাত নামায পড়তেন। প্রথম রাকাতে تبارك الذي بيده الملك আর দ্বিতীয় রাকাতে الم تنزل। পড়তেন। তারপর আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতেন এবং এই সাতটি নাম উচ্চরণ করতেন:

يا قديم، يا خفي، يا رحمن، يا دائم، يا وتر، يا أحد، يا صمد.

ঈসা আ. যদি কোনো কঠিন সমস্যায় পড়তেন, তাহলে এই সাত নাম নিয়ে দু'আ করতেন:

يا حي يا قيوم، يا الله يا رحمٰن يا ذالجلال والإكرام، يا نور السمٰوات والأرض، وما بينهما ورب العرش العظيم يا رب.

এ নামগুলো অনেক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী নাম।[১১০]

---

১০৮. তাফসীরে রাযী: قل هو الله أحد এর তাফসীর।

১০৯. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.৩, পৃ.৮৫।

১১০ তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ. ২, পৃ.৩৬।

নারী-পুরুষের ঝগড়া-বিবাদের মাঝে পার্থক্য

পুরুষের রুচি-প্রকৃতির মধ্যে উষ্ণতার পরিমাণ একটু বেশী হয়ে থাকে। এ কারণে তার ক্রোধ মার–ধর আর চিৎকারের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আর নারীর প্রকৃতির মধ্যে লজ্জা ও আদ্রতা থাকায় তার ক্রোধের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না। নতুবা একজন নারীর ক্রোধ একজন পুরুষের চেয়ে কোনাংশে কম নয়। ক্ষেত্র বিশেষ বেশীও হয়ে থাকে। তাই দেখা যায় যে, একজন নারী এমন অনেক ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে রেগে যায়, যেখানে একজন পুরুষকে মোটেও রাগতে দেখা যায় না। অবশ্য এর একটা কারণ এ-ও যে, নারী বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে একজন পুরুষের চেয়েও দূর্বল। তাই তার রাগের ক্ষেত্রও বেশী।

এ দিকে চিল্লা-পাল্লা করার মাধ্যমে একটি রাগ বিস্ফোরিত হয়ে নিস্তেজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে চিল্লা-পাল্লাহীন রাগ খুঁটি গেড়ে বসে থাকে, নিস্তেজ হতে চায় না। যা কিনা তথা বিদ্বেষের আকৃতি ধারণ করে। ফলে ক্রোধ বিদ্বেষের উৎস। ক্রোধ নিজেই একটি ব্যাধি, এখন তার সাথে আবার বিদ্বেষ নামে নতুন আরেক ব্যাধি। ফলে আদ্রতা মিশ্রিত ক্রোধে দুই সমস্যা। আর উষ্ণতা মিশ্রিত ক্রোধে এক সমস্যা। আদ্রতার ক্রোধ যেহেতু বের হয় না, তাই তার অঙ্গার ভিতরে জ্বলতে থাকে। আর অসঙ্গত কথা, আচরণ ও সম্পর্কের দূরত্ব সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে বিদ্বেষ অসংখ্য সমস্যার উৎপত্তি স্থল। যা জন্ম নেয় আদ্রতার ক্রোধ থেকে। আর এ ক্রোধের অধিকাংশই পাওয়া যায় নারীর মধ্যে। এ কারণে নারীর এ রাগ অসংখ্য গুনাহের বাহক। পক্ষান্তরে পুরুষের রাগ এমন নয়; বরং তা সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে।[১১১]

নারী তিন প্রকারের হয়

প্রথমত: মুসলমান সতী, নিস্কলুষ, নরম প্রকৃতির অধিকারী স্বামীভক্ত, অধিক সন্তান জন্মদাতা, সময়ের অযাচিত আবেদন উপেক্ষা করে সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্থ হয় এবং পারিবারিক জীবনে স্বামীর প্রকৃত সহযোগী। তবে এমন নারীর সংখ্যা নেহাত কম।

দ্বিতীয়ত: যে নারীর চাহিদা অনেক, বাচ্চা জন্ম দেওয়া ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন গুণ তার নেই।

---

[১১১]. গাওয়ায়েল্লুল গযব: ২২, তুহফায়ে যাওজাইন: ৭১।

তৃতীয়ত: যে নারী স্বামীর গলার শক্ত বেড়ি হিসাবে আবির্ভূত হয়। যাকে জোঁকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ অসদাচরণ কারীনী। যার মোহর ধারণার চেয়েও বেশী। এমন নারীকে আল্লাহ তা'আলা (শাস্তি স্বরূপ) যার ওপর চান চাপিয়ে দেন। আর কারোর ওপর চেপে থাকলে (নাজাত দেওয়ার জন্য) নামিয়ে দেন।[১১২]

গরীব ভাইয়ের সদকাও কবূল করা উচিত

হযরত যায়েদ বিন হারেসা রা. এর একটি মাদী ঘোড়া ছিল। নাম তার শিবলাহ্। এটি হযরত যায়েদের যাবতীয় সম্পদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ছিল। একদিন তিনি তার এ প্রিয় জিনিষটি সদকাহ্ করে দেন। রাসূল সা. তার এ সদকা গ্রহণ করে তার পুত্র হযরত উসামা বিন যায়েদ রা. এর আরোহনের জন্য দিয়ে দেন। (হযরত যায়েদ রা. এর নিকট এ দানটি ভাল লাগল না, কারণ এভাবে তার দান তারই ঘরে ফিরে এল।) নবী কারীম সা. হযরত যায়েদের চেহারার দিকে তাকিয়ে তার ভাল না লাগার বিষয়টি অনুধাবন করলেন। ফলে রাসূল সা. বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার এ সদকা কবূল করেছেন। (তাই এ ঘোড়া যে-ই পাক না কেন, তাতে তোমার সওয়াবের কোন কম করা হবে না।[১১৩]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আবদে রাব্বিহি রা. যিনি ফেরেস্তাকে স্বপ্নে আযান দিতে দেখেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল সা. এর সামনে হাজির হয়ে আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার এ বাগানটি সদকাহ্ করছি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. কে দিয়ে দিলাম, যেখানে ইচ্ছা খরচ করুন। সদকাকারী সাহাবীর পিতা-মাতার নিকট এ সংবাদ পৌছলে তারা রাসূল সা. এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের রুটি-রুজি তো এ বাগানের ওপরই নির্ভরশীল। অথচ আমাদের সন্তান তা সদকা করে দিয়েছে। হুযূর সা. সে বাগিচা তার (আব্দুল্লাহ) পিতা-মাতাকে দিয়ে দিলেন। পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর সেই বাগিচা আবার সেই সদকাকারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহর মালিকানায় আসল।[১১৪]

---

[১১২]. হায়াতুস সাহাবা: খ.৩, পৃ.৫৬২।

[১১৩]. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ.২১২।

[১১৪]. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ২১৫।

দুনিয়ার প্রত্যেক বেদানার মধ্যে জান্নাতের একটি দানা থাকে

হযরত ইবনে আব্বাস রা. একদা একটি আনার উঠিয়ে তার মধ্যে থেকে একটি দানা খেয়ে নেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, আপনি এমনটি করলেন কেন? জবাবে বললেন যে, আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, দুনিয়ার প্রত্যেক বেদানার মধ্যে জান্নাতের দানাসমূহের মধ্যে একটি দানা রাখা হয়, হতে পারে এটিই সেই দানা। (তাবারানী) সহীহ সনদ।

ফায়দাঃ এ হাদীসটি সরাসরী রাসূল সা. থেকেও বর্ণিত আছে।[১১৫]

ঘুম না আসলে এ দু'আ পড়বে

মুসনাদে আহমদে আছে, রাসূল সা. আমাদেরকে একটি দু'আ শিখাতেন এবং বলতেন যে, ঘুম না আসার রোগ দূর করার জন্য এটি পড়বে

بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.[116]

হযরত ইবনে আমর রা. এর নিয়ম ছিল, তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে যে সচেতন হতো, তাকে এ দু'আ মুখস্থ করিয়ে দিতেন। আর যে অবুঝ হতো, তার গলায় তা লিখে ঝুলিয়ে দিতেন। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ীতে এ হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে হাসান ও গরীব বলেছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ খ. ৩, পৃ. ৪৬৯)

---

[১১৫]. আত-তিব্বুন নবী, কানযুল উম্মাল, জান্নাতকে হাসীন মানাযিরঃ মওলানা ইমদাদুল্লাহ আনওয়ার, পৃ.৫৫৮।

[১১৬]. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, যখন কেউ ঘুমে আতংকের শিকার হয় (লাফিয়ে ওঠে) তাহলে সে বলবে:

بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.

এর দ্বারা শয়তান তাকে ক্ষতি করতে পারবে না। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) বয়োঃপ্রাপ্ত সন্তানকে এ দু'আ শিক্ষা দিতেন। আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের গলায় তা কাগজে লিখে ঝুলিয়ে দিতেন। আবূ দাউদ, তিরমিযী। (মিশকাত শরীফ: পৃ. ২১৭, বাবুল ইসতেআরাহ, খ.২, পৃ.১৯১) মুহাম্মদ আমীন।

হযরত আনাসকে রাসূল সা. এর ৫টি উপদেশ

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন রাসূল সা. আমাকে ৫টি উপদেশ দান করেন। ১. হে আনাস! পূর্ণ অযু কর, দীর্ঘ হায়াত পাবে।

২. আমার যে কোন উম্মতের সাথে সাক্ষাত হলে সালাম দিবে, নেকী বাড়বে।

৩. ঘরে সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে, কল্যাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

৪. চাশতের নামায পড়তে থাকো, পূর্বেকার আল্লাহ ওয়ালারা তা নিয়মিত পড়ত।

৫. হে আনাস! ছোটদের ওপর দয়া করো, বড়দেরকে সম্মান করো, তাহলে কেয়ামতের দিন আমার সাথে থাকতে পারবে।[১১৭]

মুআবিয়া রা. উদ্দেশ্যে আয়েশা রা.-এর চিঠি

হযরত মুআবিয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়শা রা. এর নিকট পত্র লিখলাম। তাতে বলেছিলাম, আমাকে কিছু নসীহত করুন। সংক্ষিপ্ত বাক্যে কিছু উপদেশ দান করুন। জবাবী পত্রে হযরত আয়শা রা. এ সংক্ষিপ্ত নসীহত করেন:

"তোমার ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। আম্মা বা'দ! আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আল্লাহকে রাজী করতে থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের অভাব-অভিযোগের যাবতীয় দুঃশ্চিন্তা ও তার বোঝা থেকে হেফাযত করবেন। আর তার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর যে আল্লাহ তা'আলাকে নারাজ করে মানুষকে রাজী করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের সোপর্দ করে দিবেন। -আস্ সালামু আলাইকুম। (তিরমিযী)[১১৮]

হযরত আবূ বকর রা. কে নবীজীর তিনটি উপদেশ

হুযূর সা. বলেন, শোন আবূ বকর! ৩টি বস্তু সম্পূর্ণ সত্য।

১. কোন ব্যক্তি যদি কারো দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা না করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ইয্যত ও মর্যাদা দান করবেন।

---

[১১৭]. প্রাগুক্ত: খ.৩, পৃ.৫২৮।

[১১৮]. মাআরেফুল হাদীস: খ.২, পৃ. ১৬২।

২. যে ব্যক্তি দয়া ও সদ্ব্যবহার করতে থাকবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক মযবূত করার উদ্দেশ্যে দান করতে থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বরকতসহ আরও দিবেন।

৩. আর যে ব্যক্তি সম্পদের আধিক্যতার উদ্দেশ্যে ভিক্ষা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে বরকত উঠিয়ে নিবেন এবং নাই নাই এমন কে বিপদে তাকে ফাঁসিয়ে দিবেন। এ হাদীস আবূ দাউদেও আছে।[১১৯]

দু'আ কবূলের জন্য কিছু কালিমা

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব র. বলেন, আমি একদিন মসজিদে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ গায়েব থেকে একটি আওয়ায ভেসে আসল, যাতে বলা হল, হে সাঈদ! নিম্নোক্ত বাক্যটি পড়ে তুমি যে দু'আই করবে, তা কবূল করা হবে:

اللهم أنت مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون.

ফায়দা: হযরত সাঈদ বলেন, এই বাক্য দ্বারা আমি যে দু'আ-ই করেছি, তা কবূল হয়েছে। (রূহুল মাআনী, مليك مقتدر এর তাফসীর)

বান্দা ইউনুস পালনপুরী (মূল লেখক) নিজের জন্য এ দু'আ করে:

اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون فأسعدني في الدارين وكن لي ولا تكن علي وآتني في الدنا حسنة وفي الأخرة حسنة وقني عذاب النار.

উপরোক্ত দু'আটি আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য স্ত্রী ও সন্তানাদীসহ সমস্ত উম্মতের জন্য কবূল করুন। আমিন; কেননা তিনিই মালিক ও মুকতাদির।

দূর্ভাগা ব্যক্তির আলামত ৪টি

হাদীস শরীফে দূর্ভাগা ব্যক্তির ৪টি আলামত বলা হয়েছে। যথা:

১. চোখে অশ্রু প্রবাহিত না হওয়া।

২. কঠিন হৃদয়।

৩. অসীম আশা ও দীর্ঘ তামান্না।

৪. দুনিয়ার লিপ্সা।[১২০]

---

[১১৯]. ইবনে কাসীর: খ.৩, পৃ.২৩।

[১২০]. মাআরেফুল কুরআন: খ.৫, পৃ.২৭৯।

তাবলীগ কর্মীদের বৃহঃস্পতিবার রাতের প্রতি যত্নবান হতে হবে

তা'লীম ও তাবলীগের জন্য কোন দিন বা রাতকে নির্দৃষ্ট করে নেওয়া বিদআত নয়। তাকে নিজেদের কর্মসূচীর জন্য অবধারিত করে নেওয়াও বিদআত নয়। যেমন দীনি মাদরাসাগুলোতে দরসের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়কে নির্দ্ধারণ করে চলার মধ্যে কেউ বিদআতের আশঙ্কা করেনি।[১২১]

তাসাউফের সার কথা

হযরত থানভী র. বলেন, সমস্ত সুলূক ও তাসাউফের সার কথা হলো, নিজ শক্তি ও সামর্থ দিয়ে ইবাদতকে ইবাদতের রূপ দেওয়া আর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা। এ দ্বারাই আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। নিরাপদে থাকে আর উন্নতি করতে থাকে।[১২২]

পীর কুলের শিরোমনি হযরত আব্দুল কাদির জিলানী র. একদা জনৈক মুরীদকে খেলাফত দিয়ে বললেন, অমুক এলাকায় গিয়ে দীনের প্রচার-প্রসার কর। চলতে চলতে মুরীদ বলল, একটি নসীহত করুন, শায়েখ বললেন, দুইটি নসীহত করছি।

১. কখনও প্রভূত্বের দাবী করবে না।

২. কখনও নবুওয়াতের দাবী করবে না।

শিষ্য হতাশ হল, বলল এত বৎসর যাবত আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পরও আপনি এ আশংকা করেন যে, আমি প্রভূত্ব বা নবুওয়াতের দাবী করব?

শায়েখ বললেন, প্রথমে প্রভূত্ব ও নবুওয়াতের অর্থ বুঝ, তারপর কথা বলো। প্রভূত্ব এমন এক সত্ত্বার নাম, যার কথা অকাট্য হয়ে থাকে, তার সাথে কোন মতভেদ হতে পারে না। তাই যে মানুষ নিজ মতামতকে অকাট্য মতো বলে পেশ করে, যার সাথে কোনো মতবিরোধের সুযোগ থাকে না, তাকে প্রভূত্ব বলে।

আর নবী বলা হয়, যে নিজের মুখের সব কথাকে সত্য মনে করে। মিথ্যার নূন্যতম কোনো সম্পর্ক তার সাথে থাকে না। যে ব্যক্তি নিজ কথার ব্যাপারে উপরোক্ত বিশ্বাস পোষণ করে, সে প্রকারন্তরে নবী হওয়ারই দাবী

---

[১২১]. আপকে মাসাইল আওর উনকা হল্লঃ খ.৮, পৃ.২৭৫।

[১২২]. কাশকুলে মা'রেফাতঃ ৫২৩।

করল। এই মর্মে যে, আমার কথা ভুল হতেই পারে না। যেমন নবীদের কথা। অথচ তা তার ব্যক্তিগত মত।[১২৩]

নিজ স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করতে হবে

রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি মুহাব্বতের সাথে নিজ স্ত্রীর হাত ধরবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ৫টি নেকী দান করবেন। যদি স্ত্রীর সাথে মুয়ানাকা (কোলাকুলি) করে, তাহলে দশ নেকী, যদি চুম্বন করে, তাহলে বিশ নেকী, যদি সহবাস করে, তাহলে দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দান করবেন। তারপর যখন গোসল করতে যাবে, তখন পানি শরীরে প্রবাহিত হওয়ার আগেই তার গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং মর্যাদা উঁচু করে দিবেন। এবং তার এ গোসলের বিনিময়ে দুনিয়া ও তাঁর মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ববোধ করেন। আর বলেন, লক্ষ্য করো আমার এ বান্দার দিকে সে ঠাণ্ডার মধ্যে শীতের রাতে যানাবাত (বড় নাপাকী) থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করছে। সে ইয়াকীন করে যে, আমি তার রব, তোমরা সাক্ষ্য থাক, আমি তাকে মাফ করে দিলাম।[১২৪]

সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর নির্ভরতা

ইমাম ফখরুদ্দীন র. সম্ভবত সূরা ইউসূফের তাফসীরে এক জায়গায় লেখেন, আমি আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি যে, মানুষ যখন কোনো কাজে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর ওপর আস্থা রাখে আর ভরসা করে, তখন সে কাজ তার কঠিন ও দুর্বোধ্য হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহ তা'আলার ওপর আস্থা রাখে আর মাখলুকের উপর থেকে আস্থা উঠিয়ে নেয়, তখন সে কাজ অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারু রূপে সমাপ্ত হয়। এ অভিজ্ঞতা আমার জীবনের ঊষালগ্ন থেকে অদ্যাবধি (এখন আমার বয়স ৫৭) তাই এখন আমার দিলে এ কথা বসে গেছে যে, আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা ছাড়া কোন উপায় নেই। তাই সে অন্য কিছুর দিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ করবে না ও তার ওপর আস্থা রাখবে না।[১২৫]

---

[১২৩]. হেকায়াতুকা গুল দস্তা, মাওলানা আসলাম শেইখপুরী:৯২।

[১২৪]. আল-বারাকাহ: ৫৬, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান কর্তৃক রচিত: মৃত: ৭৮২।

[১২৫]. হায়াতে ফখর: ৩৮।

বাইআতের প্রামাণ্যতা

হযরত আউফ বিন মালিক আল আশজায়ী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আট বা নয়জন সাহাবী রাসূল সা. এর নিকট বসা ছিলাম। রাসূল সা. আমাদেরকে বললেন, তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের হাতে বাইআত গ্রহণ করবে না? আমরা হাত বাড়িয়ে বললাম, কি বিষয়ের ওপর বাইআত হব? রাসূল সা. বললেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, শুনবে ও মানবে। তারপর তিনি একটি কথা আস্তে বললেন, তা হল, কারো কাছে কোনো কিছু চাইবে না। আমি এই বাইআতের পর দেখেছি যে, উপস্থিত সাহাবীদের অনেকের উটের পিঠে বসাবস্থায় চাবুক পড়ে গেলে কাউকে উঠিয়ে দিতে বলতেন না, নিজেই উঠিয়ে নিতেন।[১২৬]

হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এর পাশে বসা কিছু সাহাবীকে তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না এবং চুরি করবে না, মর্মে আমার হাতে বায়আত হও।[১২৭]

এ হাদীস দু'টি দ্বারা বুঝা গেল ইসলাম ও জিহাদ ছাড়াও গুনাহ্ বর্জনও নিয়মতান্ত্রিক আনুগত্যের উদ্দেশ্যেও বাইআতের প্রথা। এটাই সুফী ও বুযুর্গদের সমাজে তরীকতের বাইআতের নামে পরিচিত। যাকে অস্বীকার কারা মূর্খতা বৈ কিছুই না।

দু'আ করে মৃত বাচ্চাকে জীবিত করা

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল সা. এর নিকট সুফ্ফায় বসে ছিলাম, এমন সময় একজন মুহাজির মহিলা তার এক প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেকে নিয়ে আসল। রাসূল সা. মহিলাকে মেহমান হিসাবে স্বাগত জানিয়ে নারীদের সাথে থাকতে দিলেন, আর ছেলেটিকে আমাদের (সুফ্ফাবাসী) মধ্যে শামিল করে দিলেন। কিছু দিন থাকতে না থাকতেই মদীনায় মহামারী ছড়িয়ে পড়ল। সে তাতে আক্রান্ত হলো এবং মারা গেলো।

---

[১২৬] মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী।
[১২৭]. বুখারী ও মুসলিম।

রাসূল সা. তার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং তাকে দাফন করার আদেশ দিলেন। এ আদেশ পেয়ে আমরা যখন তাকে গোসল দেওয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন রাসূল সা. বললেন, তার মাকে খবর দাও, তার মাকে খবর দেওয়ার পর তার মা আসল এবং রাসূল সা. এর পায়ের কাছে এসে বসল। আর রাসূল সা. এর বৃদ্ধা আঙ্গুল ধরে বলল, হে আল্লাহ! আমি আনন্দ চিত্তে ইসলাম কবূল করেছি এবং ঘৃণাভরে মূর্তিকে (পূজা) বর্জন করেছি। আগ্রহের সাথে তোমার পথে হিজরত করেছি। হযরত আনাস খোদার কসম দিয়ে বলেন, মহিলার কথা শেষ হতে না হতেই মৃত বাচ্চাটি পা নাড়ানো শুরু করল। এবং চেহারা থেকে পর্দা সরিয়ে ফেলল এবং জীবিত হয়ে উঠল। আর তার জীবিত থাকাবস্থায় রাসূল সা. ও তার মার ইন্তেকাল হলো।[১২৮]

জান্নাতের হুরদের মোহর

ইমাম সা'লাবী এ হাদীসটিকে হযরত আনাস রা. এর সূত্রে মরফু' হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। নবী কারীম সা. হযরত আনাস রা. কে বলেন, মসজিদ হুরদের মোহর। অর্থাৎ মসজিদ থেকে আবর্জনা বাহির করাই হুরের মোহর।

হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেন, মুষ্টিভরা খেজুর আর রুটির টুকরা হুরদের মোহর। এ হাদীসটি ইমাম সা'লাবীর বর্ণিত।

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, তোমরা দুনিয়ার নারীদেরকে বিপুল অর্থের বিনিময়ে বিবাহ কর, অথচ এক লোকমা খানা একটি খেজুর আর এক টুকরা রুটির বিনিময়ে যে হুর পাওয়া যায়, তাকে বর্জন করো।

হযরত সাবিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা রাতের আধারে তাহাজ্জুদ আদায় করত। একদা তিনি রতে স্বপ্নে এক অসাধারণ নারীকে দেখতে পান। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কে? জবাবে বলল, হাওরা নামের এক বাঁদী। তিনি তাকে বললেন, তোমাকে তুমি আমার সাথে বিবাহ বন্ধনে প্রস্তুত করো। হুর বলল, এ প্রস্তাব তুমি আল্লাহর কাছে দাও এবং আমার মোহর আদায় করো। তিনি বললেন, তোমার মোহর কি? সে বলল, তাহাজ্জুদের দীর্ঘ সময় ব্যয় করা। তারপর সে কবিতা রচনা করল, যার মধ্যে একটি কবিতা হলো:

---

[১২৮]. আল বিদায়াহ অন নিহায়া: খ.২, পৃ. ১৫৪।

وقم اذا الليل بدا وجهه وصم نهارا فهو من مهرها.

যখন রাতের আঁধার প্রকাশ পায়, তখন তুমি দাঁড়িয়ে যাও। আর দিনের বেলা রোযা থাকো। এটাই তোমার মোহর।[১২৯]

মু'মিনের বেঁচে যাওয়া যাওয়া শিফা, এটা হাদীস নয়

'মু'মিনের বেঁচে যাওয়া অতিরিক্ত খাবারের মধ্যে রোগের প্রতেষেধক আছে' নজমের বক্তব্যানুযায়ী এটা হাদীস নয়।

তবে ইমাম দারাকুতনী তার ইফরাদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, যে মু'মিনের উচ্ছিষ্ট খাওয়া তাওয়াযু তথা বিনয়ের আলামত। তাই উপরোক্ত উক্তিকে হাদীস হিসাবে চালিয়ে দেওয়া রাসূল সা. এর ওপর মিথ্যা আরোপের নামান্তর। ঠিক এমনিই এক জাল হাদীস মু'মিনের থুথু রোগের প্রতিষেধক।[১৩০]

ريق المؤمن شفاء 'মু'মিনের থুথু প্রতিষেধক।' কথাটি হাদীস না হলেও অর্থ যথার্থ। কেননা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, যখন কোনো মানুষ রাসূল সা. এর নিকট কোনো রোগ জাতীয় সমস্যা নিয়ে আসত বা কোনো ফোঁড়া বা ক্ষত নিয়ে আসত। তখন রাসূল সা. নিজ শাহাদাতের আঙ্গুলকে যমীনে লাগিয়ে ক্ষত স্থানে লাগাতেন এবং বলতেন, আমি আল্লাহর নামের বরকত অর্জন করছি। আমাদের যমীনের মাটি যাতে আমাদের কারোর থুথু লেগেছে। আল্লাহর নির্দেশে আমদের অসুস্থরা সুস্থ হয়ে যাবে।[১৩১]

নখ কাটার বিশেষ কোন পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি

নখ কাটার বিশেষ কোন পদ্ধতি রাসূল সা. থেকে বর্ণিত হয়নি। দুররে মুখতারের লেখক জুমাআর দিনে নখ কাটার ব্যাপারে দুইটি হাদীস বর্ণনা করে লেখেন: হাফেয ইবনে হাজার র. বলেন, যেভাবে সুবিধা হয় সেভাবে নখ কাটবে। রাসূল সা. থেকে না কোনো বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, না কোনো দিন নির্দ্ধারণ করা আছে।

---

[১২৯]. আত তাযকেরাহ, ইমাম কুরতুবী: খ.২, পৃ. ৪৭৮।

[১৩০]. কাশফুল খফা: খ.১, পৃ. ৪৫৮।

[১৩১]. কাশফুল খফা: খ.১, পৃ.৪৩৬।

বজলুল মজহুদে আছে, হাফেয ইবনে হাজার ও ইবনে দকীকুল ঈদ র. বলেন, রাসূল সা. থেকে নিশ্চিতভাবে নখ কাটার কোন বিশেষ পদ্ধতি বা দিন বর্ণিত হয়নি। তাই প্রচলিত কোনো পদ্ধতি বা দিনকে মুস্তাহাব মনে করা ঠিক হবে না।[১৩২]

কিছু জানোয়ারও জান্নাতী হবে

আল্লামা সায়্যিদ আহমদ হামারী র. আসবাহউন নাযায়ির-এর ব্যাখ্যাতে ৩৯৫ পৃ. শিরআতুল ইসলামের সূত্রে হযরত মুকাতিল র. থেকে বর্ণনা করেন, দশটি জন্তু জান্নাতে যাবে।

১. রাসূল সা. এর উটনী।
২. হযরত সালেহ আ. এর উটনী।
৩. হযরত ইবরাহীম আ. এর গো-বৎস।
৪. হযরত ইসমাঈল আ. এর দুম্বা।
৫. হযরত মূসা আ. এর গাভী।
৬. হযরত ইউনুস আ. এর মাছ।
৭. হযরত উযাইর আ. এর গাধা।
৮. হযরত সুলাইমান আ. এর পিঁপড়া।
৯. হযরত সুলাইমান আ. এর হুদ হুদ।
১০. আসহাবে ফীলের কুকুর।

মিশকাতুল আনওয়ারে বর্ণিত আছে, তাদেরও হাশর হবে।[১৩৩]

মান্নত করার জন্য কিছু শর্ত আছে

কেউ কুরআন মাজীদ খতম করার মান্নত করলে তা পুরা করা ওয়াজিব নয়। কারণ ইসলামী শরীয়তে মান্নত করার কিছু শর্ত আছে।

১. আল্লাহ তা'আলার নামে মান্নত করতে হবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মান্নত করা জায়িয নেই; বরং গুনাহ হবে।

২. মান্নত ইবাদত সংক্রান্ত কাজে হয়। ইবাদত নয় এমন কাজের মান্নত হয় না।

---

[১৩২]. বজলুল মজহুদঃ খ.১, পৃ. ৩৩।
[১৩৩]. ফতওয়ায়ে মাহমূদিয়্যাঃ খ.৫, পৃ.৩৭২।

৩. ইবাদতের শর্তের পরও সেই ইবাদত কোনো ক্ষেত্রে ফরয বা ওয়াজিব হতে হবে। যেমন: নামায, রোযা, হজ্ব ও কুরবানী ইত্যাদি। যদি এমন কাজের মান্নত করে যা কক্ষণও ফরয বা ওয়াজিব ছিল না। তার মান্নতও সঠিক নয়। সুতরাং কুরআন পাঠের মান্নত করলে তা আদায় করা জরুরী নয়।[১৩৪]

খাবারের আগে-পরে হাত ধৌত করার ফযীলত

হযরত সালমান রা. বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি, খানার বরকত পরের অযুর মধ্যে। এ কথা রাসূল সা. কে বললে তিনি বলেন, খানার বরকত খানার পূর্বের ও পরের অযুর মধ্যে। তিরমিযী ও আবূ দাউদের হাদীস।[১৩৫]

সহীহ হাদীসের সংখ্যা

ইমাম আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন আল বাগদাদী র. কিতাবুত তাময়ীয-এ ইমাম সুফয়ান সাওরী, ইমাম শো'বা, ইমাম ইয়াহইয়া, ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহদী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমা হুমাল্লাহুর সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেন যে, রাসূল সা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত মারফু' হাদীসের সংখ্যা চার হাজার চার শত (৪৪০০) যার মধ্যে কোনো পুণরুক্তি নেই।[১৩৬] সহীহ হাদীস সংকলনকারীগণও এ সংখ্যক বা তার কাছা কাছি হাদীস নিজ নিজ কিতাবগুলোতে উল্লেখ করেছেন।[১৩৭]

জুমুআর দিন যোহরের নামায জামাতের সাথে পড়া

মাসআলা: কিছু লোক যদি এক সাথে সফর করে, তাহলে যোহরের নামায জামাতের সাথে পড়তে পারে। (যদি জুমুআর নামায না পড়ে থাকে, তাহলে) যোহরের নামায জামাতের সাথেই আদায় করা উচিত।[১৩৮]

স্টিল বা লোহার চেইন ব্যবহার করা

ঘড়ির ফিতার জন্য চামড়াই যথাযথ। আর তা পাওয়া ও যায়। সুতরাং (লোহার চেইন ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা থেকে বাঁচার লক্ষ্যে) সাবধানতা বশত চামড়ার ফিতা ব্যবহারই যথাপোযুক্ত।[১৩৯]

---

[১৩৪]. আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল্ল: খ.৩, পৃ. ৪১৯।

[১৩৫]. মিশকাত শরীফ: ৩৬৬।

[১৩৬]. তাওযীহুল আফকার: খ.১, পৃ.৬২।

[১৩৭]. রিসালাহ, দারুল উলূম, দেওবন্দ: ১০. ১৯৮২/১০।

[১৩৮]. ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ: ৫৮, কদীম, খ.১, মাসাইলে সফর: ৬৯।

এলকোহলের ব্যবহার

জিজ্ঞাসা: পশ্চিমা দুনিয়ায় অধিকাংশ অষুধে ১% থেকে ২% পর্যন্ত এলকোহল মিশানো হয়। এ সকল অষুধগুলো সাধারণত সর্দি-কাশিসহ ঠাণ্ডা সংক্রান্ত সাধারণ রোগ-ব্যধিতে ব্যবহার করা হয়। প্রায় ৯০% অষুধে এলকোহল ব্যবহার করা হয়। তাই বর্তমানে এলকোহল মুক্ত অষুধ পাওয়া বা তালাশ করা অত্যন্ত কঠিন কাজে পরিণত হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষ অসম্ভবও বটে। এমতাবস্থায় এ সকল অষুধ ব্যবহারে শরীয়তের বিধান কি?

জবাব: এলকোহলের সমস্যা আজ আর পশ্চিমা দুনিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইসলামী দুনিয়াসহ সারা বিশ্বে আজ এ সমস্যা বিরাজ করছে।

ইমাম আবূ হানীফা র.-এর মতানুযায়ী এ সমস্যার সমাধান তো একেবারেই সহজ। কারণ ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ র. আঙ্গুর ও খেজুর ছাড়া অন্যান্য বস্তু দ্বারা তৈরী মাদক দ্রব্য অষুধ বা শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাওয়া বা ব্যবহারকে জায়িয বলেছেন, তবে মস্তিস্কে উন্মাদনা আসার আগ পর্যন্ত।[১৪০]

এ দিকে অষুধের মধ্যে যে এলকোহল মিশান হয়, তা খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়াও বিভিন্ন বনজ ফল, গম, মধু, চিনির শিরা ও যব ইত্যাদি দ্বারা তৈরী করা হয়।

তাই যদি অষুধের মধ্যে ব্যবহৃত এলকোহল আঙ্গুর বা খেজুর ছাড়া অন্য কোনো বস্তু দ্বারা প্রস্তুতকৃত হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ র. এর মতানুযায়ী তার ব্যবহার জায়িয। তবে শর্ত হলো, তা উন্মাদনা সৃষ্টির আগ পর্যন্ত হতে হবে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, এই দুই ইমামের মতানুযায়ী অষুধের মধ্যে ব্যবহৃত এলকোহল খেজুর বা আঙ্গুর দ্বারা প্রস্তুতকৃত হয়, তাহলে তার ব্যবহার না জায়িয। তবে যদি ডাক্তার এ কথা বলে যে, এ এলাকোহল যুক্ত অষুধ ছাড়া এর আর কোন ব্যবস্থা নেই, তাহলে খেজুর ও আঙ্গুরের হওয়া সত্ত্বেও তার ব্যবহার জায়িয। কেননা এমন পরিস্থিতিতে হানাফী মাযাহাবে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়িয।[১৪১]

---

[১৩৯]. ফাতাওয়া রহিমিয়্যা: খ.৬, পৃ. ২৭৯।

[১৪০]. ফতহুল কাদীর: খ.৮, পৃ.১৬।

[১৪১]. সিলসিলায়ে ফেকহী মাকালাত: মাওলানা তকী উসমানী।

মিসওয়াক সম্পর্কে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আল্লামা ইবনে কাসীর ইবনে খাল্লিকানের সূত্রে নিজ বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া খ. ১৩, ২০৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, আবূ সালামাহ নামে বসরায় একজন দুঃসাহসী লোক বসবাস করত। তার সামনে একদা মিসওয়াকের গুরুত্ব ও মহত্ব এবং ফযীলত বর্ণনা করা হলে সে তার প্রতি বিরাগী হয়ে বলল যে, আমি এ মিসওয়াক নিজ নিতম্বে ব্যবহার করব। সত্যই সে একদা তার গুহ্য দেশে মিসওয়াক ঘুরিয়ে তার এ অঙ্গিকার পূর্ণ করল। এ ভাবে মিসওয়াকের সাথে অসৌজন্যমূলক ও শিষ্টাচার বিরোধী আচরণ করার কারণে ঠিক নয় মাস পরে তার পেটে ব্যাথা শুরু হয়। তার পর ইঁদুরের মত একটি বন্য জন্তু তার পেট থেকে বের হয়। যার লেজ এক বিঘত চার আঙ্গুল লম্বা। পা ছিল চারটি, মাথা ছিল মাছের ন্যায়, চারটি দাঁত ছিল বাইরে বেরোনো। জন্ম নিয়েই এ জন্তুটি তিনবার চিৎকার করল। তারপর তার মেয়ে এসে জন্তুটির মাথা পিষ্ট করে তাকে মেরে ফেলল। আর তৃতীয় দিন লোকটিও মারা গেল।[১৪২]

চেয়ারে বসে বয়ান করার বৈধতার দলীল

শাইবান বিন ফররুখ বর্ণনা করেন, একদা আবূ রিফাআহ রাসূল সা. এর মজলিসে পৌছল। রাসূল সা. তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, একজন অপরিচিত লোক এসেছে। সে (আবূ রিফাআহ) দীন সম্পর্কে সম্পূর্ণ মূর্খ, তাই সে তা জানতে চায়। তারপর রাসূল সা. খুতবা ছেড়ে আমার দিকে ফিরলেন। এ সময় রাসূল সা. এর জন্য একটি চেয়ার আনা হলো, আমার ধারণা তার পায়া লোহার তৈরী ছিল। রাসূল সা. তার ওপর বসলেন এবং আমাকে ঐ দীন শিখাতে লাগলেন, যে দীন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিখিয়েছেন। তারপর তিনি তাঁর খুতবা পূর্ণ করেন।[১৪৩]

উনপঞ্চাশ কোটির হাদীস

যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে সে প্রতিটি দিরহামের বিপরীতে সাত লক্ষ দিরহামের সওয়াব পাবে। তারপর রাসূল সা. এ আয়াত পাঠ করেন:

---

[১৪২]. ফাযায়েলে মিসওয়াক: ৫০, লেখক: মাওলানা আতহার হুসাইন সাহেব।

[১৪৩]. মুসলিম, কিতাবুল জুমুআ: ২৮৭।

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বাড়িয়ে দেন।[১৪৪]

ইমাম আবূ দাউদ হযরত সাহল ইবনে মুআযের সূত্রে সে তার পিতার থেকে তিনি রাসূল সা. থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাস্তার নামায, রোযা এবং যিকির তার রাস্তায় খরচ করার মুকাবেলায় সাত শত গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ বার সাত লক্ষকে সাতশ দিয়ে গুণ দিন, ঊন পঞ্চাশ কোটি হয়।

অযুসহ মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তিও শহীদ

যে অযুসহ রাত্রে ঘুমায় এবং এ রাতে মারা যায়, সে শহীদ (মুসলিম)। যে ব্যক্তি পবিত্রাবস্থায় রাতে ঘুমায় সারা রাত তার সাথে একজন ফেরেশতা রাত যাপন করে, যে তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে থাকে। আর বলে, হে আল্লাহ! তুমি তোমার অমুক বান্দাকে ক্ষমা কর। কেননা সে পবিত্রাবস্থায় ঘুমিয়েছে।[১৪৫]

একটি পরীক্ষিত আমল

এটা হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী র. এর পূর্ব পুরুষ মাওলানা আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী র. এর বিশেষ শিষ্য হযরত মাওলানা মুফতী ইলাহী বক্স র. এর অসংখ্যবার পরীক্ষিত আমল। যদ্বারা আল্লাহর মা'রিফাত ও মুহাব্বত হাসিল হয়। আর আল্লাহর মা'রিফাত ও মুহাব্বত হাসিল হলে ইবাদত করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে বেশী থেকে বেশী মগ্ন হওয়ার জন্য অন্তরে তার মুহাব্বত জাগ্রত করা অত্যন্ত জরুরী। হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী র. এর বিশিষ্ট খলীফা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুফতী ইফতেখারুল হাসান সাহেব (মা. জি.) ও এ মহান লক্ষ্য ছাড়াও বিপদাপদ থেকে মুক্তি এবং উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিম্নের আমলটিকে বড় পরীক্ষিত হিসাবে বলেছেন। এবং সমস্যায় জর্জরিতদেরকে পড়ার জন্য তাকীদ করতেন।

পদ্ধতি: যে কোনো মাসের চাঁদ দেখার পর প্রথম জুমআ থেকে ধারাবাহিক সাত দিন পড়বে। যার জন্য সময় ও জায়গা নির্দ্ধারিত হতে হবে। চাই রাতে হোক বা দিনে।

---

[১৪৪]. ইবনে মাজাহ: ২০৩, হায়াতুস সাহাবাহ: খ.১, পৃ. ৫৬১।

[১৪৫]. মুসলিম।

আল্লাহর নামের এই বরকতপূর্ণ ওযীফাটি পড়বে। যদি কোনো গুরুত্বপূর্ন কারণে সময় বা জায়গার মধ্যে পরিবর্তন হয় তাতে সমস্যা নেই।

বি: দ্রঃ যদি কোনো ব্যক্তির এ দু'আ মুখস্থ না হয়, তাহলে সে যেন কমপক্ষে তার অনুবাদ পড়ে নেয়। ইনশাআল্লাহ বঞ্চিত হবে না।

শুক্রবার	يا الله يا هو	এক হাজার বার
শনিবার	يا رحمٰن يا رحيم	,,
রবিবার	يا واحد يا أحد	,,
সোমবার	يا صمد يا وتر	,,
মঙ্গল বার	يا حي يا قيوم	,,
বুধবার	يا حنان يا منان	,,
বৃহস্পতিবার	ياذاالجلال والإكرام	,,

শুক্রবার জুমুআর পর কমপক্ষে তিনবার এ দু'আ করবে,

হে আল্লাহ! আমি ঐ সমস্ত মুবারক এবং মর্যাদা পূর্ণ নামের দ্বারা দরখাস্ত করছি যে, আপনি মুহাম্মদ সা. ও তাঁর পরিবারের উপর রহমত প্রেরণ করুন। আমাকে আপনার নিকটতম বান্দাদের অন্তরভূক্ত করুন। আমাকে ইয়াকীনের ন্যায় মূল্যবান সম্পদ দান করুন। দুনিয়াবী রোগ-ব্যাধি, বিপদাপদ ও আখেরাতের শাস্তি থেকে আমাকে নিজ নিরাপত্তায় নিয়ে নিন। অত্যাচারী এবং শত্রুদের থেকে আমাকে হেফাযত করুন। তাদের মন পরিবর্তন করে দেন। অমঙ্গল থেকে মঙ্গলের দিকে নিয়ে আসুন। এ সব আপনারই ক্ষমতার মধ্যে।

হে আল্লাহ! আমার এ আবেদনকে কবূল করুন। আমি যা করছি, তা কেবলই আমার কিছু মেহনত। আস্থা ও নির্ভরতা শুধু আপনার ওপর। (বর্ণনাকারী: হযরত মাওলানা ইফতেখারুল হাসান সাহেব কান্ধলভী)

সাত হাজার বার তাসবীহ পড়া থেকে এ দু'আটি পড়া উত্তম

হযরত মুআয রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, ফযরের নামাযের পর রাসূল সা. এর মজলিসে কিছু ইলমী আলোচনা চলছিল। এ সময় রাসূল

সা. সাহাবায়ে কিরামকে কিছু বিশেষ জিনিষ শিক্ষা দিতেন। কিন্তু হযরত মুআয রা. প্রথম প্রথম সালাম ফিরিয়ে বাসায় চলে যেতেন। রাসূল সা. একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সকালে আমাদের মজলিসে কেন বসো না? হযরত মুআয রা. জবাব দিলেন, সকালে আমার সাত হাজার বার তাসবীহ্ পড়তে হয়, তাসবীহ্ পড়া বাদ দিয়ে কোথাও বসে গেলে এ ওযীফা পূর্ণ করা সম্ভব হয় না।

রাসূল সা. বললেন, আমি কি তোমাকে এমন দু'আ শিখাব, যা পাঠ করা এক হাজার তাসবীহ্ থেকেও উত্তম? হযরত মুআয বললেন, অবশ্যই! রাসূল সা. বললেন:

لا إله إلا الله عدد رضاه   لا إله إلا الله زنة عرشه

لا إله إلا الله عدد خلقه   لا أله إلا الله ملأ سماواته

لا إله إلا الله ملأ أرضه   لا إله إلا الله ملأ ما بينهما

لا إله إلا الله مثل ذالك معه   والله أكبر مثل ذالك معه

والحمد لله مثل ذالك معه

এই দু'আটি একবার পড়া, সাত হাজার বার তাসবীহ্ পাঠ করার সমান।

হযরত শায়খ র. নিজ কন্যাদেরকে এই দু'আ মুখস্থ করিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে দিয়ে তা পড়াতেন। একদা আমি হযরত শায়খকে জিজ্ঞেস করলাম, এসব কি? বললেন, দাঁড়াও আমি যখন ওপর যাব (মুজাহেরুল উলূম, সাহারানপুরের কুতুবখানা ওপরে ছিল) তখন আমার সাথে যাবে। তারপর যখন তিনি গেলেন, তখন কানযুল উম্মাল হাতে নিয়ে বললেন, ১ম খণ্ডের ৪৪২ পৃ. খোলো।

দাম্ভিকতাপূর্ণ একটি বাক্য সুশ্রীকে কুশ্রী করে

নওফল বিন মাহিরের বর্ণনা তিনি বলেন, নাজরানের একটি মসজিদে সুস্বাস্থ ও সুঠাম দেহের অধিকারী একজন যুবককে আমি দেখলাম, যার পেশী ছিল অত্যন্ত শক্ত, বীরত্বের প্রশ্নে যে ছিল জুড়ীহীন।

আমি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তার রূপ ও লাবণ্যতা দেখতে লাগলাম। সে আমাকে বলল, কি দেখছ?

আমি বললাম, আপনার রূপ ও লাবণ্যতা দেখছি। আর হতবাক হচ্ছি। সে বলল, তুমি আর কে আল্লাহও হতবাক হয়! নওফল বলল, এ কথা বলা মাত্রই সে খাটো হতে লাগল। আর তার রূপ- যৌবন শেষ হতে লাগল। সে ক্ষুদ্র আকৃতির হতে হতে এক সময় এক বিঘৎ হয়ে গেল। তারপর তাকে কোনো আত্মীয় হাতার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে গেল।[১৪৬]

কোনো যুগে গমের দানা খেজুরের আটির মত বড় হত

মুসনাদে আহমদে আছে, যিয়াদের যুগে একটি থলে পাওয়া গিয়েছিল, যার মধ্যে খেজুরের ন্যায় বড় বড় গমের দানা ছিল। তার ওপর লেখা ছিল এ দানা সে যুগে উদিত হত যে যুগে ন্যায়-নিষ্ঠা মানুষের জীবনে বিরাজমান ছিল।[১৪৭]

গুনাহগারের ৩টি জিনিষের প্রয়োজন

১. আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা, যাতে আযাব থেকে বাঁচে।

২. গোপনীয়তা, যাতে মানুষের লাঞ্চনা থেকে বাঁচে।

৩. পবিত্রতা, যাতে দ্বিতীয়বার গুনাহে লিপ্ত না হয়।[১৪৮]

স্বর্ণের দাঁতের শরয়ী বিধান

হযরত মাওলানা মনযুর আহমদ নু'মানী র. বলেন, মুম্বাইতে আমার অত্যন্ত সুভাকাঙ্খী দন্ত বিশেষজ্ঞ একজন ডাক্তার আছে। আমার ধারণামতে তাকওয়া ও দীনদারীর প্রশ্নে সে যথেষ্ট সজাগ। একদা মুম্বাইয়ের এক সফরে তার সাথে সাক্ষাত হলে সে জিজ্ঞাসা করল যে, কিছু রুগী এমন আছে, যাদের জন্য স্বর্ণ তৈরী দাঁত কার্যকরী, অন্য দাঁত দ্বারা সমস্যা সৃষ্টি হয়, শরীয়তের দৃষ্টিতে তাতে কোন সমস্যা নেই তো?

জবাবে তাকে আমি বলেছিলাম যে, স্বর্ণের তৈরী দাঁত লাগানোর অনুমতি শরীয়তে আছে। কিছু দিন হলো, তার একটি চিঠি পেলাম, তিনি তাতে লিখেছেন যে, জনৈক দীনদার ব্যক্তি দাঁতের সমস্যা নিয়ে আমার নিকট আসলে আমি তাকে স্বর্ণের দাঁত লাগানোর পরামর্শ দেই। তারপর সে চলে

---

[১৪৬]. ইবনে কাসীর: খ.৪, পৃ. ১২৩।

[১৪৭]. প্রাগুক্ত: খ.৪, পৃ. ১৭৬।

[১৪৮]. প্রাগুক্ত: খ.১, পৃ.৩৮৫।

যায়। দ্বিতীয় দিন সে এসে বলে যে, আমি একজন আলেমের কাছে শুনেছি যে, পুরুষের জন্য স্বর্ণের দাঁত লাগানো জায়িয নেই।

ডাক্তার সাহেব আমাকে লেখলেন, আপনি পূর্ণ মাসআলাটির ওপর গবেষণা করে বিস্তারিত আমাকে জানান। যদি সত্যিই স্বর্ণের দাঁত লাগানো জায়িয না হয়, তাহলে আগামীর জন্য আমিও সতর্ক হয়ে যাব। আর যদি জায়িয হয়, তাহলে একটু বিস্তারিত জানাবেন, যাতে নিজে পরিস্কার হতে পারি এবং ঐ মাওলানা সাহেব তার সিদ্ধান্তটি যাতে দ্বিতীয় বার যাচাইয়ের সুযোগ পায়। জনাব ডাক্তার সাহেবকে যে জবাব আমি লিখেছিলাম 'আল-ফুরআনে পাঠকের উপকারার্থে তা ছেপে দেওয়া হলো।

বি ইসমিহী সুবহানাহু তা'আলা
মুখলিসে মুকাররম!
আল্লাহ্ আপনার মুহাব্বত বাড়িয়ে দিন।
বাদ সালাম!

১৪ এপ্রিল আপনার পত্রটি পৌছেছে। আপনার নির্দেশ পালনার্থে আমি এ বিষয়ে সঠিক সমাধানে পৌছার জন্য কিতাব-পত্র ঘাটাঘাটি করেছি। যার আলোকে মনে হয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ যদি স্বর্ণের দাঁত বাঁধানোর পরামর্শ দেয়, তাহলে তা জায়িয হবে।

দলীল হিসাবে আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হযরত উরফুজাহ বিন আসআদ রা. এর হাদীসটি উল্লেখ করা যেতে পারে। যা মিশকাত শরীফেও বর্ণিত আছে।

হাদীসের ভাষ্য হচ্ছে: এক যুদ্ধে হযরত উরফুজাহ রা. এর নাক কেটে গেল। তিনি একটি রূপার নাক ব্যবহার করেন। কিন্তু কিছু দিন না যেতেই সেখানে দূর্গন্ধ সৃষ্টি হতে লাগল। এ অবস্থা দেখে রাসূল সা. বললেন, তুমি একটি স্বর্ণের নাক বানিয়ে ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দাও।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে এ শব্দে বর্ণনা করেন, অতঃপর রাসূল সা. আমাকে একটি স্বর্ণের নাক গ্রহণের আদেশ দিলেন।

এ হাদীসটি দ্বারা বুঝা গেল যে, রূপার দ্বারা তৈরী নাক থেকে দূর্গন্ধ বের হওয়ার কারণে রাসূল সা. তাকে স্বর্ণের নাক লাগানোর আদেশ দেন। এ দ্বারা

দাঁতের মাসআলাটিও পরিস্কার হয়ে যায়। যে কারণে ইমাম তিরমিযী ও আবূ দাঊদ র. ও এ হাদীসটি দ্বারা দাঁতের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। তাই ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটির ওপর যে শিরোনাম লিখেছেন তা হল, باب ما جاء في شد الأسنان لذهب (স্বর্ণ দ্বারা দাঁত বাঁধানো সম্পর্কিত হাদীসের পরিচ্ছেদ) আবওয়াবুল লেবাস, জামে তিরমিযী)।

ইমাম আবূ দাউদ এই হাদীসের ওপর যে শিরোনাম লিখেছেন তা হল, باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب। কিতাবুল খাতাম, সুনানে আবূ দাউদ।

আবূ দাউদের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ বজলুল মাজহুদ-এর ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে: "আর দাঁতের বিধানও এমন। কিয়াসের ভিত্তিতে যা নির্দ্ধারিত হয়েছে। সাথে সাথে স্বর্ণ দিয়ে দাঁত বাঁধা আর স্বর্ণের তৈরী দাঁত ব্যবহার করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।"

নসবুর রায়াহ ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়াহ গ্রন্থে এই মাসআলার সাথে সম্পর্কিত কিছু হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে মু'জামে আওসাত তাবারানীর বর্ণিত হযরত আমর ইবনুল আস রা. এর হাদীসটিও আছে। যার সারাংশ হচ্ছে যে, তাঁর সামনের দাঁত পড়ে গেলে রাসূল সা. তাঁকে স্বর্ণ দিয়ে বেঁধে নিতে বললেন। (فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد بذهب)

তার থেকে আর সুস্পষ্ট হাদীস আছে, যা ইমাম যাইলায়ী ইবনুল কানিই-এর মু'জামুস সাহাবার সূত্রে বর্ণনা করেন। আর তা হল, আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবন সালূল এর পুত্র আব্দুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন, ওহুদ যুদ্ধে আমার সামনের দাঁত পড়ে গেলে রাসূল সা. আমাকে সেই দাঁত স্বর্ণের লাগিয়ে নিতে বললেন। (فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ ثنية من ذهب) মুসনাদে আহমদের সূত্রের ইমাম যাইলায়ী র. বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান রা. নিজ দাঁতের ওপর স্বর্ণের কভার লাগিয়েছিলেন। (أنه ضبب أسنانه بالذهب)

তাবারানীর সূত্রে হযরত আনাস বিন মালিক রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর দাঁতও স্বর্ণের তার দ্বারা বাঁধাই করা ছিল।[১৪৯]

---

[১৪৯]. নসবুর রায়াহ: ইমাম যাইলায়ী: খ.৪, পৃ.২৩৭।

এ সকল হাদীসের আলোকে এ কথা পরিস্কার হয়ে গেল যে, প্রয়োজনের তাকীদে স্বর্ণের দাঁত ব্যবহার জায়িয আছে, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে চিকিৎসা সম্পর্কিত প্রয়োজন ছাড়া কেবলই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ এবং অহংকার বশতঃ এ স্বর্ণ ব্যবহার করে, তাহলে তা জায়িয হবে না। যারা না জায়িয বলেছেন, তারা সম্ভবত হেদায়াহ ও ফিকহে হানাফীর কিছু কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ র. এর জায়িয হওয়ার পক্ষে মতামত দেখলেও ইমাম আবূ হানীফা র. এর না জায়িয হওয়ার পক্ষে মত দেখে এ কথা বলে থাকেন। হেদায়ার লেখক অবশ্য ইমাম আবূ হানীফার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করেছেন। তিনি বলেন, দাঁতে স্বর্ণের ব্যবহারের কোন প্রয়োজন দেখাচ্ছেন না। রূপা ব্যবহারই যথেষ্ট।[১৫০]

এটা দ্বারা অনুমান করা যায় যে, অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি স্বর্ণের দাঁতের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে, যে প্রয়োজন রূপা দ্বারা পূর্ণ হবে না বলে মত প্রকাশ করে, তাহলে ইমাম সাহেবের মূলনীতি অনুযায়ীও অনুমতি হবে। এটা ছাড়াও উপরোক্ত হাদীসগুলির আলোকে ইমাম মুহাম্মদের মতের ওপর ফতওয়া হওয়া উচিত। বাস্তবতা আল্লাহই ভাল জানেন।[১৫১]

চাটুকার ব্যক্তি শহীদের কাতারে অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে না

হযরত উমর রা. একদিন জনসম্মুখে বললেন, তোমাদের কি হল যে, তোমরা মানুষকে একে অপরের মানহানী করতে দেখ, অথচ তাতে বাধা দাও না।

উপস্থিত লোকজন বলল, আমরা তার গালি-গালাজকে ভয় পাই। কারণ আমরা কিছু বললে সে আমাদের মান-সম্মানের ওপর হামলা করবে। যদি ঘটনা এমনই হয়, তাহলে তোমরা শহীদদের কাতারে শামিল হতে পারবে না।

ইবনে আসীর এ হাদীসটির বর্ণনা করার পর তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এ সকল চাটুকার ঐ সমস্ত সাক্ষ্যদাতাদের কাতারে শামিল হতে পারবে না, যারা পূর্বের নবীদের উম্মতের বিরুদ্ধে নবীদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।[১৫২]

---

[১৫০]. হেদায়া: খ.৩, পৃ.৩৮৮।

[১৫১]. আল ফুরকান, রবিউল আখের: ১৩৯৩ হি.।

[১৫২]. মাআরেফুল কুরআন: খ.৭, পৃ.৩১২।

সাথীদের ৬টি 'غ' সম্বলিত বাক্য থেকে বাঁচা একান্ত জরুরী, আর এ বাঁচার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার অগ্রগতির আশা করা

১. (غلو) গুলু (অতিরঞ্জন) থেকে বেঁচে থাকা। لا تغلو في دينكم (তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করো না।

২. (غل) গিল (বিদ্বেষ) থেকে বেঁচে থাকা। لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের ব্যাপারে কোন বিদ্বেষ জন্মানোর সুযোগ দিও না।

৩. (غرور) গুরুর (দাম্ভিকতা) ولا تصعر خدك للناس (তুমি মানুষের থেকে নিজের মুখ ফিরাইও না)

৪. (غلفت) গাফলত (উদাসিনতা) ولا تكن من الغافلين (উদাসিনদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।)

৫. (غيبت) গীবত (পরনিন্দা) الغيبة أشد من الزنا (পরিণতির প্রশ্নে গীবত যিনার থেকেও জঘন্য)

৬. (غصه) গুস্‌সা (ক্রোধ) ولو كنت فظا غليظ القلب...الآية (যদি আপনি কঠিন রুষ্ট হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তাহলে তারা (সাহাবায়ে কিরাম) আপনার সংস্পর্শ বর্জন করত। ফলে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। এবং তাদের জন্য ইস্তেগফার করুন। বিশেষ বিশেষ কাজে তাদের থেকে পরামর্শ নিতে থাকুন। তারপর যখন কোন মযবুত সিদ্ধান্তে পৌছেন, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন।

চল্লিশ বৎসর বয়সে কুরআনের এই দু'আটি পড়া

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.[১৫৩]

---

[১৫৩]. মাআরেফুল কুরআন: খ.৭, পৃ.৮০৬, সূরা আহক্বাফ: ১৫।

হযরত আবূ বকর রা. এর ফযীলত

১. হযরত আবূ বকর (রা.) কে জান্নাতের আটটি দরজা দিয়েই ডাকা হবে।

২. হযরত আবূ বকর (রা.) এর ইন্তেকালের সময় ফেরেশতারা বলেছে,

يا أيها النفس المطمئنة (হে প্রশান্ত আত্মা) (মাআরেফুল কুরআন)।

৩. আল্লাহ তা'আলা তাকে সালাম দিয়েছেন। (হাদীস)

৪. হযরত আবূ বকরই একমাত্র সাহবী যার পিতা-মাতা সন্তানদি সকলেই মুসলমান হয়েছিল। রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত আছে যে, এ বিরল সৌভাগ্য কেবল হযরত আবূ বকরের জন্য অর্জিত হয়েছিল। (মাআরেফুল কুরআন: رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ এর ব্যাখ্যা দেখুন)

চার মাস পর গর্ভপাত ঘটান মানব হত্যার শামিল

সন্তানাদিকে জীবিত দাফন করা, হত্যা করা কঠিন গুনাহ ও মস্তবড় যুলুম। চারমাস পর গর্ভপাতও সন্তান হত্যার মধ্যে শামিল হবে। কেননা, চার মাস পর ভ্রুনের মধ্যে রূহ এসে যায়। যে কারণে তা এক জীবিত মানুষের সমপর্যায়ের হয়ে যায়। কোনো ব্যক্তি যদি গর্ভবতী নারীর পেটে আঘাত করে, আর তার দ্বারা গর্ভপাত ঘটে, তাহলে রক্তপণ (দিয়াত دية) হিসাবে একটি দাস অথবা সমপরিমাণ অর্থ আদায় করতে হবে। গর্ভপাতের সময় যদি বাচ্চা জীবিত থাকে, আর পরে মারা যায়, তাহলে একজন বড় মানুষকে হত্যার বদলা পরিমাণ দিয়াত দিতে হবে। চারমাস পূর্বেও গর্ভপাত ঘটানো বড়সড় কোনো কারণ ছাড়া হারাম। তবে পূর্বের ন্যায় গর্হিত কাজ হিসাবে তা বিবেচিত হবে না। কেননা, তা পূর্ণাঙ্গ কোন প্রাণকে হত্যা নয়।[১৫৪]

জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত ঔষুধ ও ব্যবস্থাদির শরঈ বিধান

আজকের দুনিয়ায় ব্যবহৃত গর্ভ সঞ্চার প্রতিরোধক যত ঔষুধ বা ব্যবস্থা জারী আছে, রাসূল সা. তাকেও এক ধরণের জীবিত সন্তান দাফন বলে সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ তা একটি নিরুত্তাপ দাফন। (জুযামা বিনতে ওহাব-এর সূত্রে ইমাম মুসলিমের বর্ণনা)

---

[১৫৪]. তাফসীরে মাযহারী, মাআরেফুল কুরআন: খ.৮, পৃ.৬৮৩।

যে সমস্ত হদীসে আযল তথা গর্ভে বীর্য না পৌছার মত ব্যবস্থাদি আছে, সেখানে রাসূল সা. কে চুপ থাকতে অর্থাৎ মৌন সম্মতি জানাতে দেখা গেছে। অবশ্য তা সমস্যাপূর্ণ অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, তা যেন স্থায়ীভাবে সন্তান গ্রহণের পথকে ব্যহত না করে।[১৫৫]

বর্তমানকালে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য যত ঔষুধ ও ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়, তার মধ্যে স্থায়ীভাবে জন্ম বিরতি করণের মত কিছু ব্যবস্থাও আছে। শরীয়তে যার কোনই অনুমোদন নেই।[১৫৬]

বক্ষব্যধি দূর করার নবুওয়তী ব্যবস্থা

হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. বর্ণনা করেন, আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম। নবী কারীম সা. আমার খোঁজ-খবর নিতে আসলেন। তিনি হাত মুবারক আমার কাঁধ বরাবর নিচে রাখলেন। তাঁর হাতের শীতলতা আমার সারা বুকে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর তিনি বললেন, সা'দের বুকে কাঁপুনি হচ্ছে, তাকে হারিস বিন কালদাহের নিকট নিয়ে যাও। সে সফীফে রোগ দেখা-শোনা করে। ডাক্তার যেন তাকে সাতটি আজওয়া খেজুর আঁটিসহ টুকরা টুকরা করে খাওয়ায়ে দেয়।

ফায়দা: খেজুরের ফযীলতের ব্যাপারে এ হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্ববাহী। কেননা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই প্রথম সীনার কাঁপুনি চিহ্নিত করা হয়েছে।[১৫৭]

বক্ষব্যধি দূর করার জন্য একটি পরীক্ষিত আমল

বুকের ওপর হাত রেখে একশত এগার বার سبحان الله وبحمده পড়ে ফুঁ দিয়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ ফায়দা হবে। দু'আটি অনেকবার পরীক্ষিত।

দাওয়াতের ময়দানে নবী কারীম সা. এর সংকট ও সম্ভাবনা

১. কখনও রাসূল সা. কে দুই ধনুকের প্রশস্ততার মাঝে আটকানো হয়েছে।

---

[১৫৫]. মাযহারী।

[১৫৬]. মাআরেফুল কুরআন: খ.৮, পৃ.৬৮৩।

[১৫৭]. মুসনাদে আহমদ, আবূ নুআইম, আবূ দাউদ।

২. কখনও আবূ জাহেলের যুলুম ও অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত হতে হয়েছে।

৩. কখনও সাক্ষ্য দাতা ও সুসংবাদ দাতার উপাধি দেওয়া হয়েছে।

৪. কখনও কবি, যাদুকর এবং পাগলের সম্বোধন পেতে হয়েছে।

৫. কখনও لولاك لما خلقت الأفلاك (তোমার মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখেই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছি।) এ জাতীয় উক্তির সম্বোধন পেয়েছেন।[১৫৮]

৬. কখনও لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا (আমি চাইলে তোমার মত প্রত্যেক গ্রামে একজন বার্তা বাহক (নবী) পাঠাতাম) এমন সম্বোধনও করা হয়েছে।

৭. কখনও সমস্ত ধন ভাণ্ডারের চাবি হুযূরের সা. দরজায় রেখে দেওয়া হয়েছে।

৮. কখনও এক মুষ্টি যবের জন্য আর শাহমাহ ইহুদীর দরজায় হাজির হতে হয়েছে।[১৫৯]

হযরত উমর রা. এর ৬টি নসীহত

১. যে বেশী হাসে, গাম্ভির্যতা লোপ পায়।

২. যে বেশী ঠাট্টা করে, মানুষ তাকে গুরুত্বহীন ও মর্যাদাহীন মনে করে।

৩. যে কথা বেশী বলে, তার স্খলন বেশী ঘটে।

৪. যার ভুল-ভ্রান্তি বেশী হয়, তার লজ্জা কমে যায়।

৫. যার লজ্জা কমে যায়, তার পরহেযগারী কমে যায়।

৬. যার পরহেযগারী কমে যায়, তার হৃদয় মারা যায়।

চুরি ও শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্তি

ঘুমানোর পূর্বে একুশ বার بسم الله পড়লে চুরি ও শয়তানীর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে। সাথে সাথে অতর্কিত মৃত্যুর হাত থেকেও রক্ষা পাবে।

---

[১৫৮]. হাদীসটি অত্যন্ত পরিচিত ও ব্যাপক আলোচিত হওয়া সত্ত্বেও হাদীসের বড় বড় পণ্ডিতদের নিকট তা জাল হাদীস বলে পরিচিত। যেমন ইমাম সাগানী, আল্লামা পাটনী, মোল্লা আলী কারী এবং শায়খ আজলুনী ও শওকানী, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীও তাকে জাল হাদীস বলেছেন। (ইমদাদুল ফতওয়া: খ.৫, পৃ. ৭৯, প্রচলিত জাল হাদীস: খ.১, পৃ. ১৮৬-৮৮)।

[১৫৯]. মাকতুবাতে সা'দী: ৫৩৪।

যালিমের ওপর বিজয়

কোন যালিমের সামনে পঞ্চাশ বার بسم الله পড়লে আল্লাহ তা'আলা যালিমকে পরাস্ত করে পাঠককে বিজয়ী করবেন। (খাযায়েনে আমাল: ৫)

দারিদ্রতা ও ধনাঢ্যতা

দারিদ্রতা সাতটি কারণে আসে।

১. তাড়া হুড়ো করে নামায পড়লে।
২. দাঁড়িয়ে পেশাব করলে।
৩. পেশাবের জায়গায় অযু করলে।
৪. দাঁড়িয়ে পানি পান করলে।
৫. মুখ দিয়ে বাতি নিভালে।
৬. দাঁত দিয়ে নখ কাটলে।
৭. হাত বা আঁচল দিয়ে মুখ পরিস্কার করলে।

বিত্ত আসে ৭টি কাজ দ্বারা

১. কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা।
২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার দ্বারা।
৩. আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দ্বারা।
৪. সমস্যা ও দারিদ্রতায় জর্জরিতদের সাহায্য করলে।
৫. গুনাহ করে ক্ষমা চাইলে।
৬. পিতা-মাতা আর আত্মিয় স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করলে।
৭. সকালে সূরা ইয়াসিন আর সন্ধ্যায় সূরা ওয়াকেয়াহ পড়লে।[১৬০]

মেধা ও স্মৃতি শক্তির জন্য

সূর্য উদয়ের সময় সাত শত ছিয়াশি বার بسم الله الرحمن الرحيم পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করলে মেধার অনুর্বরতা দূর হয়ে যাবে এবং স্মৃতি শক্তি মযবূত হয়ে যাবে।

---

[১৬০]. তা'মীরে হায়াত, সেপ্টেম্বর, ২০০০, ২৩-২৫।

ইয়াদ ও স্মরণ শক্তির জন্য

১. সূরা الم نشرح لك কাগজে লিখে তা পানিতে গুলিয়ে খেয়ে নিবে। এ ব্যবস্থা কুরআন ইয়াদ ও ইলম অর্জনের জন্য নির্দ্ধারিত।

২. যার স্মৃতি শক্তি দূর্বল, সে সাতদিন নিম্নের আয়াতগুলো রুটির মধ্যে লিখে খেয়ে নিবে। শনিবারে লিখবে: فتعالى الله الملك الحق, রবিবারে লিখবে: رب زدني علما, সোমবারে লিখবে: سنقرئك فلا تنسي, মঙ্গলবারে লিখবে: إنه يعلم الجهر وما يخفي, বুধবারে লিখবে: لا تحرك به لسانك لتعجل به, বৃহস্পতিবারে লিখবে: إن علينا جمعه وقرآنه, শুক্রবারে লিখবে: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه। সকালে অযু করে লিখে খাবে। انشاء الله স্মৃতি শক্তি মযবুত হবে।[১৬১]

(চাকরী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে) সূরা দোহার বৈশিষ্ট্য

আমেলীনের নিকট সূরা দোহা একটি ফল দায়ক সূরা হিসাবে পরিচিত। এ সূরাতে নয়টি জায়গায় 'ك' হরফ এসেছে। আপনি ফজরের নামায পড়ে নিজ স্থানে বসে পড়তে থাকুন। প্রতিটি কাফ (ك) এর স্থানে يا كريم নয় বার পড়েন। এ ভাবে নয় দিন আমল করলে চাকুরী পাওয়া যাবে। আল্লাহ না করুন যদি এর পরও চাকুরী না পাওয়া যায়, তাহলে সাতাশ বার করবে। এবং প্রত্যেক কাফ (ك) এর স্থানে সাতাশ বার يا كريم পড়বে। আল্লাহর অনুগ্রহে চাকুরী ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে।[১৬২]

ইমাম মালেক-এর ঘটনা

ইমাম মালেক র. এর ওপর তার কিছু শত্রুরা হামলা করলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। সমকালীন শাসক গোষ্ঠী এর প্রতিশোধ নেওয়ার

---

[১৬১]. ফালাহে দারাইন, খাযানায়ে আমাল: ৭১-এর সূত্রে।

[১৬২]. খাযানায়ে আমাল: পৃ. ১১, সূত্রে শরয়ী এলাজ।

ইচ্ছা ব্যক্ত করলে ইমাম মালেক র. ঘোড়ার পিঠে উঠে শহরে প্রদক্ষিণ করে এ ঘোষণা দিলেন যে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। কারোর কোন প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার নেই।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল-এর ঘটনা

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে খলীফা কোড়া মারত। ইমাম সাহেব প্রতিদিন মাফ করে দিতেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, কেন ক্ষমা করে দেন। জবাবে বললেন, আমার কারণে কেয়ামতে রাসূল সা. এর কোন উম্মতের শাস্তি হোক তা আমি চাই না। আর তাতে কী-ই বা ফায়দা।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহামের ঘটনা

একদা হযরত ইবরাহীম বিন আদহামকে সিপাহীরা জুতা মারতে লাগল। পরে তারা জানতে পারল যে, তিনি অনেক বড় বুযুর্গ। তাই ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আসল। তিনি বললেন, তোমাদের দ্বিতীয় জুতা মারার আগেই প্রথম জুতা মাফ করে দিয়েছি। বড়দের এ ধরণের অসংখ্য ঘটনা দ্বারা ইতিহাসের পাতা ভর্তি।

অসুস্থাবস্থায় দু'আ

যে ব্যক্তি অসুস্থাবস্থায় এই দু'আ চল্লিশ বার পড়বে, যদি সে ঐ অসুস্থকালীন সময়ে মারা যায়, তাহলে শহীদের মর্যাদা পাবে। আর সুস্থ হলে, সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.[163]

খালি মাথায় সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়

ইসলাম উন্নত চরিত্র, সুস্থ রুচীর শিক্ষা দেয়। চরিত্রহীন ও অসামাজিকতা থেকে বাধা দেয়। এ কারণে খালি মাথায় বাজার ও অলী-গলীতে ঘুরাফেরা করাকে ইসলাম মানবীয় উৎকর্ষতা ও ভদ্রতার পরিপন্থী মনে করে। তাই ফুকাহাগণ বলেছেন, এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য ইসলামী বিচারলয়ে গ্রহণযোগ্য নয়।

---

[১৬৩]. উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম (সা.): ৫৭৮।

মুসলিম সমাজে খালি মাথায় চলাফেরার এ চিত্র পশ্চিমা দুনিয়া থেকে এসেছে। অথচ খালি মাথায় ঘুরাফেরা করা ইসলামী সমাজে দৃষ্টিকটু বিষয় হিসাবে বিবেচিত হত।[১৬৪]

নামাযের বরকত

আতা আরযাককে তার স্ত্রী দুই দিরহাম দিয়ে বলল, আটা কিনে আনতে। বাজারে গিয়ে দেখেন একটি গোলাম দাঁড়িয়ে কাঁদছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আমার মুনিব আমাকে বাজার করার জন্য দুই দিরহাম দিয়েছিল, কিন্তু তা হারিয়ে গেছে। সে আমাকে এখন মারবে। সে উক্ত দিরহাম দুইটি তাকে দিয়ে দিল এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নামাযে রত ছিল। আর অপেক্ষা করছিল; কিন্তু তার এ অপেক্ষা তাকে কোনো সুফল দেয়নি। সন্ধ্যা হলে একজন বন্ধুর দোকানে গিয়ে বসে পড়ল। বন্ধু একটি ঢাকনা হাতে দিয়ে বলল, এটি নিয়ে যাও চুলা গরম করার কাজে লাগবে। আপনার খেদমত করার মত এ মুহূর্তে আমার হাতে আর কিছুই নেই। লোকটি উক্ত ঢাকনা প্যাকেটে ভর্তি করে ঘরে চলে গেল। নামাযের পর গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল, যাতে ঘরের লোকজন ঘুমিয়ে পড়ে, ঝগড়ার কোনো সুযোগ না আসে। গভীর রাতে ঘরে এসে দেখে, তারা রুটি তৈরী করছে। জিজ্ঞাসা করলেন, আটা কোথায় পেলে? জবাবে বলল, ঐ থলের মধ্যেই পেয়েছি, যে থলে আপনি বাজার থেকে এনেছেন। পরিবারের লোকজন বলল, সর্বদা ঐ দোকানদার থেকে আটা আনার চেষ্টা করেন, যার থেকে আজকে এনেছেন। লোকটি বলল, ইনশাআল্লাহ আগামীতে এভাবেই করব।[১৬৫]

সন্তানাদির অসংযত আচরণ ও তার প্রতিকার

সন্তানাদির সীমালংঘন ও বেয়াদবী সাধারণত পিতা-মাতার গুনাহের ফলাফল। তাই এ সমস্যার থেকে যদি পরিত্রাণ পেতে চাই, তাহলে আল্লাহর সাথে সম্পর্কোন্নয়ন করে তিনবার সূরা ফাতিহা পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে বাচ্চাকে পান করাবে।[১৬৬]

---

[১৬৪]. ফতওয়ায়ে রহীমিয়্যা : খ.৩, পৃ. ২২৪, আপকে মাসায়েল: খ.৮, পৃ. ৪৭।

[১৬৫]. রওযর রিয়াহিন:২৬০।

[১৬৬]. আপকে মাসায়েল:খ.৭, পৃ.২০৮।

মিথ্যা অপবাদের শাস্তি

ইমাম যুরকানী মুয়াত্তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে একটি বিরল ঘটনা উল্লেখ করেছেন, মদীনার পার্শ্বে একটি বস্তিতে একজন নারী মারা গেল। অন্য এক জন তাকে গোসল দিতে লাগল। গোসল দিতে দিতে যখন তার হাত মৃত মহিলার রানে পৌঁছল, তখন সে উপস্থিত নারীদেরকে বলল, বোনেরা আমার! এ মহিলার অমুক পুরুষের সাথে অসৎ সম্পর্ক ছিল।

মহিলার এ কথার কারণে আসমানী শক্তির কাছে সে গ্রেফতার হয়ে গেল। তার হাত রানের সাথে সেঁটে গেল। সে টানতে লাগল, কিন্তু হাত পৃথক হয় না। হাত টানলেই রান সহ এসে পড়ে। এ ভাবে সময় যেতে যেতে রাত হতে লাগল, মৃতের আত্মীয়-স্বজন তাকে দ্রুত করতে বলল। যাতে জলদী দাফন করা যায়। গোসল দাতা মহিলা বলল, আমি তো তাকে ছাড়তে চাচ্ছি, কিন্ত সে তো আমাকে ছাড়ে না। রাত শেষ হয়ে এমনিভাবে দিন এসে পড়ল,; কিন্তু ছুটল না। পূর্বের ন্যায় সেঁটে রইল।

মুসীবতের এ পাহাড় দেখে মৃতের আত্মীয়-স্বজন উলামাদের খেদমতে হাযির হলো। বিস্তারিত ঘটনা একজন আলিমের নিকট বলার পর তিনি বললেন, চাকু দিয়ে গোসল দাতার হাত কেটে দাফন দিয়ে দাও। কিন্তু উক্ত মহিলার আত্মীয়রা বলল, আমরা আমাদের এ আত্মীয়কে বিকলাঙ্গ হতে দেব না। ফলে তার হাত যেভাবে আছে, সেভাবেই থাকবে। এ মতভেদের কারণে তারা অন্য একজন আলেমের নিকট গেল, তিনি বললেন, চাকু দিয়ে মৃতের রান কেটে দাও। কিন্তু মৃত মহিলার আত্মীয়রা বলল, আমরা এ লাশকে এ ভাবে ক্ষত-বিক্ষত করাকে মেনে নিতে পারি না। এভাবে তিন দিন তিন রাত অতিবহিত হলে দূর্গন্ধ ছড়াতে লাগল। এ দিকে এ সংবাদ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। সমস্যার কোনো কুল-কিনারা না দেখে তারা মদীনার প্রধান বিচারপতি ইমাম মালেকের নিকট যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সিদ্ধান্ত মুতাবিক তারা ইমাম মালেক র. এর নিকট গিয়ে বিস্তারিত ঘটনা শুনাল।

ইমাম মালেক র. বললেন, আমাকে ওখানে নিয়ে চলো। সেখানে গিয়ে ইমাম মালেক পর্দার আড়াল থেকে গোসল দাতা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার হাত যখন মৃতের রানে সেঁটে দিয়েছিল, তখন তোমার মুখ থেকে কি

কোনো কথা বের হয়েছিল? মহিলা বলল, হ্যাঁ বের হয়েছিল। বললেন, কী কথা ছিল? বলল, মৃতের অমুক পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্ক ছিল।

ইমাম মালেক র. বললেন, তোমার অভিযোগের পক্ষে কি প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষি আছে? বলল, না। তবে কি সে কখনও তোমার সামনে স্বীকার করেছে? বলল, না। তাহলে তুমি এ মিথ্যা অপবাদ কেন দিয়েছ? মহিলাটি বলল, সে একটি কলসি কোলে নিয়ে ঐ পুরুষটির দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। ইমাম মালেক র. মহিলাটির কথা শুনে কুরআন মাজিদে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, কুরআন কী বলে? তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন:

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدهم ثمانين جلدة.

অর্থ: যারা স্বতি-সাধ্বী নারীদেরকে মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারপর চারজন সাক্ষি হাযির করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো।

তুমি একজন মৃত নারীর ওপর মিথ্যা অপবাদ লাগিয়েছ। অথচ এ ব্যাপারে তোমার নিকট কোনো সাক্ষী নেই। আমি প্রধান বিচারপতি হিসাবে নির্দেশ দিচ্ছি, হে জল্লাদ! এ মহিলাকে মারা শুরু করো, তার ওপর শরয়ী দণ্ড কার্যকর করো। জল্লাদ মারতে মারতে ৭০টি মেরে শেষ করার পরও হাত রানের সাথে লেগেছিল। ৭৫ হওয়ার পরও হাত লেগে ছিল। ৭৯ পরও ছোটেনি। যখন ৮০ টি পূর্ণ হল, তখন হাতটি নিজে নিজেই আলাদা হয়ে গেল।[১৬৭]

আত্মীয়তার বন্ধনের উপকারীতা

আমাদের সর্দার নবী কারীম সা. বলেন,

১. আত্মীয়তার বন্ধনের মাধ্যমে হৃদ্যতা বাড়ে।
২. সম্পদ বৃদ্ধি পায়।
৩. দীর্ঘায়ু লাভ হয়।
৪. রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততা আসে।
৫. দূর্ভাগ্য জনক মৃত্যু থেকে রক্ষা হয়।
৬. বিপদাপদ দূর হতে থাকে।
৭. রাষ্ট্রের বসতি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

---

১৬৭. মওত কি তৈয়ারী: ৫২, বুসতানুল মুহাদ্দিসীন।)।

৮. গুনাহ মাফ করা হয়।

৯. ভাল কাজগুলো কবূল হতে থাকে।

১০. জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ বাড়ে।

১১. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারীর সাথে আল্লাহ তা'আলা নিজ সম্পর্ক মযবূত করেন।

১২. যে জাতির মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী আছে, সে জাতির ওপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়।

রাসূল সা. বলেন, তোমরা মানুষের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কগুলোকে জানার চেষ্টা করো, যাতে তাদের সাথে বন্ধন মযবূত করতে পার। এ বন্ধনের মাধ্যমে মুহাব্বত বাড়ে। সম্পদ বাড়ে। মৃত্যুর সময় দেরীতে আসে। (অর্থাৎ, আয়ুতে বরকত হয়)।[১৬৮]

যে ব্যক্তি তার আয়ু বৃদ্ধি এবং রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততার কথা চিন্তা করে সে যেন আত্মীয়তার বন্ধনকে মযবূত করে।[১৬৯]

যে ব্যক্তি তার আয়ু বৃদ্ধি ও রিযিকের প্রশস্ততা কামনা করে, আর অকস্মাৎ মৃত্যু থেকে রক্ষা পেতে চায়, সে যেন আল্লাহকে ভয় আর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচারণ করতে থাকে।[১৭০]

যে ব্যক্তি সদকা দেয় এবং আত্মীয় স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার আয়ু বৃদ্ধি করবেন এবং হঠাৎ মৃত্যু থেকে তাকে রক্ষা করবেন। আর বিপদাপদ থেকে তাকে রক্ষা করবেন।

রেহেম (আত্মীয়তার বন্ধন) রহমতের একটি শাখা। তাকে আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখব। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।[১৭১]

---

[১৬৮]. তিরিমিয।

[১৬৮]. বুখারী ও মুসলিম।

[১৬৮]. তারগীব ও তারহী।

[১৬৯]. বুখারী ও মুসলিম

[১৭০]. তারগীব ও তারহীব

[১৭১]. বুখারী

তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ জাতির ওপর রহমত বর্ষণ করেন না, যে তার আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে না।[১৭২]

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ও তাদের সাথে অসদাচরণ করা এমন দুইটি গুনাহ্ যার শাস্তি সাথে সাথে দুনিয়াতে এসে যায়, আর আখেরাতে এর জন্য আযাব রয়েছে।[১৭৩]

যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১৭৪]

একদা রাসূল সা. কোনো সফরে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে একজন গ্রাম্য সাধারণ মানুষ এসে লাগাম ধরে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কোনো আমল বলে দিন, যা করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে। আর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। জবাবে রাসূল সা. বললেন, এক আল্লাহর ইবাদত করো তার সাথে আর কাউকে শরীক করো না। নামায পড়, যাকাত প্রদান করো, আর আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ। লোকটি চলে যাওয়ার পর রাসূল সা. বললেন, যদি সে আমার এ কথাগুলো মান্য করে, তাহলে সে জান্নাত পাবে।

—বুখারী ও মুসলিম।

রাসূল সা. বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোনো এক জাতি দ্বারা কোনো দেশকে আবাদ করেন এবং সে দেশকে সম্পদের অধিকারী করেন। আর শত্রু ভাবাপন্ন মানসিকতা নিয়ে সে দেশকে দেখেন না। প্রশ্ন করলেন, সাহাবায়ে কিরাম তাদের ওপর এ দয়া কেন? জবাবে বললেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার কারণে। এই নিকটজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কারণে।[১৭৫]

তিনি বলেন, যে নরম প্রকৃতির হয়, সে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় মঙ্গল অর্জন করতে পারে। কোন দেশে সুজলা-সুফলা হওয়ার জন্য সে দেশে আত্মীয়তার বন্ধন মযবূত হতে হবে, নিকটজনদের সাথে সদাচারণ জারী থাকতে হবে। এবং ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার অনুশীলন থাকতে হবে। এতে সে দেশের জনগণের আয়ু বাড়বে।[১৭৬]

---

[১৭২]. শুয়াবল ঈমান, বায়হাকী

[১৭৩]. তারগীব ও তারহীব।

[১৭৪]. বুখারী, মুসলিম।

[১৭৫]. তারগীব ও তারহীব।

[১৭৬]. প্রাগুক্ত।

একদা এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার থেকে একটি বড় অন্যায় হয়ে গেছে, আমার তওবা কবূল হওয়ার পথ কি?

রাসূল সা. বললেন, তোমার মা জীবিত আছে? সে বলল, না। খালা জীবিত আছে? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল সা. বললেন, যাও তার সাথে উন্নত চরিত্র ও মাধুর্যের আচরণ কর।[১৭৭]

একদা ভরা মজলিসে রাসূল সা. বললেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়দের অধিকার রক্ষা করে না, সে যেন আমাদের সাথে না বসে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি উঠে নিজ খালার গৃহে গেল, যে খালার সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। সে তার খালার কাছে অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে এসেছিল। তারপর সে এসে আবার রাসূল সা. এর দরবারে বসে পড়ল। রাসূল সা. তাকে দেখে বললেন, ঐ জাতির ওপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয় না, যে জাতি তার নিকটাত্মীয়ের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়।

তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক জুমার রাতে বান্দার যাবতীয় আমল ও ইবাদত আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করা হয়। যে ব্যক্তি নিজ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দূর্ব্যবহার করে, কেবল তার আমল কবূল হয় না।[১৭৮]

আত্মীয়তার বন্ধন সংক্রান্ত একটি বিরল ঘটনা

একদা রাসূল সা. নারীদেরকে দানের প্রতি উৎসাহিত করলেন। দানের মত কিছু না থাকলে ব্যবহৃত অলংকার দিয়ে দাও। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর স্ত্রী হযরত যয়নাব রা. ইবনে মাসউদকে বললেন, শরয়ী বিধানগত কোনো সমস্যা না থাকলে আমার অলংকারগুলো আমি তোমাকে দিয়ে দেই, কারণ তুমিও তো অভাবি। তবে, এ বিষয়টি তুমি গিয়ে রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করো। হযরত ইবনে মাসউদ রা. বললেন, না; বরং তুমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করো।

হযরত যয়নব গিয়ে রাসূল রা. এর দরজায় হাযির। তখন সেখানে অন্য একজন মহিলাও উপস্থিত ছিল। সমস্যা উভয়ের একই। হুযূরের ব্যক্তিত্বের কারণে কারোর সাহসে হচ্ছিল না যে, ভিতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে। ইতিমধ্যে

---

[১৭৭]. প্রাগুক্ত।

[১৭৮]. প্রাগুক্ত।

হযরত বেলাল রা. ঘর থেকে বের হলেন, তাঁরা উভয়েই তাঁকে বললেন, রাসূল সা. কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো যে, দুই জন মহিলা জানতে এসেছেন তারা তাদের স্বর্ণালংকারগুলো সদকা হিসাবে নিজ স্বামী ও কোলের এতীম সন্তানদের জন্য খরচ করতে পারবে কি-না? সাথে সাথে তারা হযরত বেলালকে এও বলে দিলেন যে, আমাদের পরিচয় দিও না।

হযরত বেলাল রা. গিয়ে বসার সাথে সাথে রাসূল সা. বললেন, কে জিজ্ঞাসা করছে? হযরত বেলাল বললেন, একজন আনসারী মহিলা, অপরজন যয়নাব রা.। রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, কোন যয়নাব? হযরত বেলাল বললেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের স্ত্রী। রাসূল সা. বলেন, যাও তাদেরকে বলে দাও যে, তাদের দ্বিগুণ সওয়াব হবে। প্রথমত সদকার সওয়াব, দ্বিতীয়ত: আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার।

যিকির ও দু'আর উপকারীতা

যে বক্তি প্রত্যেক হাঁচির সময় الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان.
এ দু'আ পড়বে সে কখনও কান ও মাড়ির দাঁতে ব্যাথা অনুভব করবে না।[১৭৯]

আবূ রাফের সন্তানাদির মাতা হযরত উম্মে সালমা রা. রাসূল সা. কে বললেন, আমাকে কিছু দু'আ শিখিয়ে দিন, তবে যেন বেশী না হয়। নবী কারীম সা. বলেন, দশবার الله أكبر পড়, আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ইহা আমার জন্য। দশবার سبحان الله পড়, আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ইহা আমার জন্য। তারপর বল اللهم اغفرلي (হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর) আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করবেন। এভাবে বার বার বলতে থাক। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে প্রতিবার ক্ষমা করবেন।[১৮০]

রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি নিম্নের দু'আগুলো পড়তে থাকে, তার এ দুআগুলো লিখে নেওয়া হয়। তারপর তা আরশের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়,

---

[১৭৯]. হিসনে হাসীন, ইবনে আবূ শায়বা: ৩৩৫।
[১৮০]. হিসনে হাসীন, তাবারানী: হযরত আবূ উমামা (রা.) পৃ. ৪০৭।

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله العظيم وأتوب إليه.

ঐ ব্যক্তির কোন গুনাহ এ দু'আকে মুছতে পারবে না। কেয়ামতের দিন যখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন উক্ত দু'আকে সেভাবেই লিপিবদ্ধাবস্থায় পাবে।[১৮১]

হযরত হাসান বসরী র. বলেন, একদা হযরত সামুরা বিন জুনদুব রা. আমাকে বলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস শোনাব না যা আমি রাসূল সা. থেকে একাধিকবার শুনেছি। তারপর হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর রা. থেকেও একাধিকবার শুনেছি। হযরত হাসান বসরী র. বলেন, অবশ্যই শুনান। হযরত সামুরা রা. বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এ দু'আ পড়বে এবং আল্লাহর কাছে চাইবে, আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত চাহিদা পূরণ করবেন।[১৮২]

১. اللهم أنت خلقتني হে আল্লাহ! তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ।

২. وأنت تهديني, তুমিই আমাকে হেদায়েত দিবে।

৩. وأنت تطعمني, তুমিই আমাকে খানা খাওয়াও।

৪. وأنت تسقيني, তুমিই আমাকে পান করাও।

৫. وأنت تميتني, তুমিই আমাকে মৃত্যু দান কর।

৬. وأنت تحييني, তুমিই আমাকে জীবন দান কর।

আদম সন্তানের আসল রূপ

যে নিজেকে চিনেছে সে তার প্রভুকেও চিনেছে।

আবূ নু'আইম মুহাম্মদ বিন কা'ব আল কুরাযী থেকে বর্ণনা করেন, আমি তাওরাতে পড়েছি অথবা ইবরাহীম আ. এর মাযহাবে পেয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার সাথে ইনসাফ করনি। আমি তোমাকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব দান করেছি। তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ একজন মানুষ বানিয়েছি এবং তোমাকে আমি মাটির নির্যাস (খাবার) থেকে

---

[১৮১]. হিসনে হাসীন, বাযযার, ইবনে আব্বাসের সূত্রে, পৃ. ৪০১।

[১৮২]. তাবারানী আওসাত, হাসান সনদে, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, মুনতাখাব হাদীস: ইলম, যিকির ও দু'আ: ৪৪২)।

সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাকে বীর্য বানিয়ে একটি সংরক্ষিত জায়গায় (গর্ভাশয়) রেখেছি। তারপর বীর্যকে টুকরায় পরিণত করেছি। তারপর রক্তের টুকরাকে হাড্ডিতে পরিণত করেছি। এবং হাড্ডিকে গোস্তের পোষাক পরিয়ে দিয়েছি। সর্বশেষ (রূহ দান করে) তাকে এক নতুন সৃষ্টির রূপ দিয়েছি। হে আদম সন্তান বল, আমি ছাড়া আর কে এ কাজে সক্ষম?

তারপর গর্ভে থাকাবস্থায় আমি নাড়ি-ভূঁড়িকে আদেশ দিলাম, যাতে সে ছড়িয়ে পড়ে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আদেশ দিলাম, যাতে সে পৃথক হয়ে পড়ে। ফলে নাড়ি-ভূঁড়ি সংকীর্ণতার থেকে রক্ষা পেয়ে প্রশস্ত হয়ে পড়ল। এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্রিত থাকার পর পৃথক হয়ে পড়ল। তারপর তোমাকে তোমার মায়ের পেটের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে আমি আদেশ দিলাম, যাতে সে তোমাকে তোমার মায়ের পেট থেকে বাহির করে। এরপর (ফেরেশতারা) কোমল পরশে তোমাকে বাহির করে। তোমাকে একজন দূর্বল মাখলুক, তোমার দাঁত ছিল না, যা দিয়ে তুমি খানা চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে। আর না থুতনী ছিল, যা দিয়ে তুমি চিবাইবে। তাই আমি তোমার মায়ের বুকে একটি লাইন চালু করেছি। যা দিয়ে শীতকালে গরম দুধ, আর গরম কালে ঠাণ্ডা দুধ আসে। আর এ দুধ আমি সৃষ্টি করি চামড়া, গোস্ত, রক্ত এবং বিভিন্ন শিরা-উপশিরার মাঝ থেকে (কিন্তু তার কোনো চিহ্ন এই দুধে থাকে না।) এরপর আমি তোমার মায়ের অন্তরে তোমার প্রতি করুনা সৃষ্টি করে দিয়েছি। আর তোমার পিতার অন্তরে ভালোবাসা। তাই তারা কষ্ট-মেহনত করে, তোমাকে প্রতিপালন করে। তোমাকে খানা খাওয়ায়। এবং তোমার ঘুমের আগে তারা ঘুমায় না।

হে আদম সন্তান! তোমার জন্য এগুলো আমি এ জন্য করি নেই যে, তুমি তার যোগ্য ছিলে, আর না আমি কোনো সমস্যায় পড়েছি, যার সমাধানের জন্য এ কাজগুলোর প্রয়োজন ছিল। হে আদম সন্তান! যখন তোমার দাঁত চিবানোর যোগ্য হল এবং তোমার মাঁড়ি চূর্ণ-বিচূর্ণ করা শুরু করল, তখন আমি তোমার জন্য শীতের সময় শীতের ফল, আর গরমের সময় গরমের ফলের ব্যবস্থা করেছি। অতঃপর তুমি এখন অনুভব করেছ যে, আমি তোমার রব (প্রভু)। কিন্তু তার পরও তুমি আমার অবাধ্য হয়েছ। এখন তুমি আমার অবাধ্য হয়েও আমাকে আবার ডাকতে থাক, আমি তোমার নিকটে আছি, তোমার ডাকে আমি সাড়া দিব। আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে মাফ করে দিব।

আল্লাহ কর্তৃক বন্টনের উপর সন্তুষ্ট থাকার মধ্যে মানুষের কল্যাণ নিহিত

হে আদম সন্তান! আমি আমার ইবাদতের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করেছি। ফলে তুমি খেল-তামাশায় মত্ত হয়ো না। তোমার রিযিক নির্দ্ধারণ করে দিয়েছি। তাই দৌড়-ঝাঁপ করো না। আমি আমার ইয্যত ও জালালের কসম দিয়ে বলছি, যদি তুমি আমার বন্টনকৃত রিযিকের ওপর সন্তুষ্ট থাক, তাহলে আমি তোমার হৃদয়কে প্রশান্ত করে দিব। শরীরকে শান্তি দায়ক করব। আর তুমি আমার নিকট প্রশংসিত থাকবে। আর যদি তুমি আমার বন্টনের ওপর সন্তুষ্ট না থাক, তাহলে তোমার ওপর (বিভিষিকাসহ) দুনিয়াকে চাপিয়ে দিব। তারপর তুমি জঙ্গলের বন্য প্রাণীর ন্যায় ছুটা-ছুটি করতে থাকবে। কিন্তু তাতেও আমার বন্টনের চেয়ে বেশী জুটবে না। এবং তুমি তাতে আমার কাছে নিন্দার পাত্রে পরিণত হবে। যেমন: তাওরাতে আছে।

বিচারকের জন্য আসল সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, দুইজন মহিলার দুইটি বাচ্চা ছিল। বাঘ এসে একটি বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিল। তারপর উভয় মহিলা একে অন্যকে বলতে লাগল, যে বাচ্চাটি বাঘ নিয়েছে, তা তোমার বাচ্চা আর যেটা রয়ে গেছে, তা আমার বাচ্চা। এই ভাবে ঝগড়া করতে করতে তারা হযরত দাউদ আ. এর নিকট পৌছল। তিনি বেঁচে যাওয়া বাচ্চাটি বড় মহিলাকে দিয়ে বললেন, নাও এটা তোমার বাচ্চা।

এ ফায়সালার পর তারা বাহির হল, রাস্তায় হযরত সুলাইমান আ. এর সাথে সাক্ষাত হতে তিনি উভয়কেই ডাকলেন এবং বললেন, একটি চাকু আন, আমি বাচ্চাটিকে কেটে দুই টুকরা করে দুই জনকে দিয়ে দিব। আর ছোট মহিলাটি হায়-হুতাশ করতে লাগল। আর বলতে লাগল, আপনি এমনটা করবেন না। বাচ্চাটি তাকে দিয়ে দেন। এটা তারই বাচ্চা, আমার প্রয়োজন নেই। হযরত সুলাইমান আ. ঘটনার বাস্তব চিত্র বুঝে ফেললেন। আর তাই বাচ্চাটি ছোট মহিলাকে দিয়ে দিলেন।[১৮৩]

---

[১৮৩]. বুখারী, মুসলিম, তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.৩, পৃ.৩৮৭।

জান্নাতবাসীদেরকে চুড়ি পরানোর রহস্য

ঈমান আর আমলে সালেহ সম্পাদনকারীদেরকে আল্লাহ তায়ালা এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়েছে। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের চুড়ি পরান হবে। মোতীও পরান হবে। সেখানে তাদের পোষাক হবে রেশমের কাপড়।[১৮৪]

প্রশ্ন হতে পারে যে, চুড়ি পরিধান করা তো মহিলাদের কাজ। কারণ তা তাদেরই অলংকার। পুরুষের জন্য তা দৃষ্টিকটু মনে করা হয়।

জবাব: (প্রাচীনকালে) রাজা-বাদশাহদের প্রথা ছিল, তারা মাথায় তাজ আর হাতে চুড়ি পড়ত। যেমনটি হাদীসে পাওয়া যায় যে, হযরত সুরাকা বিন মালিক রা. ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যখন হিজরতের পথে রাসূল সা. কে গ্রেফতার করতে গিয়েছিল। আর আল্লাহর আদেশে তার ঘোড়া যমীনে ধসে গিয়েছিল। অতঃপর তার তওবা এবং হুযূর সা. এর দু'আর বরকতে সে রক্ষা পেয়েছিল। এমনই মুহূর্তে রাসূল সা. হযরত সুরাকা বিন মালিককে এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন যে. পারস্যের বাদশাহর হাতের চুড়ি মুসলমানদের হাতে যুদ্ধলব্ধ মাল হিসেবে আসলে তা তোমাকে দেওয়া হবে। হযরত উমর রা. এর শাসন আমলে যখন সেই চুড়ি মুসলমানদের হাতে আসল, তখন গণীমতের মালে হযরত সুরাকা তা দেখে এ ঘটনার বরাত দিয়ে চাইলেন। হযরত উমর রা. সাথে সাথে তা দিয়ে দিলেন।

মোটকথা মাথায় তাজ ব্যবহার করাও যেমন সর্বসাধারণের বৈশিষ্ট্য, তেমনি হাতে চুড়ির ব্যবহারও সর্বসাধারণের জন্য নয়; বরং তা শাহী মর্যাদার প্রতীক হিসাবে মনে করা হয়। এ কারণে জান্নাতের অধিবাসীদেরকে এ চুড়ি পরান হবে। উপরোক্ত আয়াতে এবং সূরা ফাতিরে চুড়ির ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণের হবে। কিন্তু সূরা নিসার মধ্যে বলা হয়েছে, তা রূপার হবে। এ কারণে মুফাস্সিরীনগণ বলেছেন, জান্নাতীদের চুড়ি তিন প্রকার ধাতু দ্বারা তৈরী হবে। স্বর্ণ, রূপা ও মোতী। যার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টির কথা এ আয়াতে দেখলেন।[১৮৫]

---

[১৮৪]. সূরা হজ্ব: ৩৩।

[১৮৫]. মাআরেফুল কুরআন: পৃ. ২৩৮, পারা ১৭।

জ্বিনদের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার নববী ব্যবস্থা

ইবনু আবী হাতিমে আছে, এক অসুস্থ ব্যক্তিকে জ্বিন বিরক্ত করছিল। সে হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর নিকট আসলে তিনি নিম্নের আয়াতটি পড়ে ফুঁক দিলেন।

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ. فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ. وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهاً آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ. وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ.[১৮৬]

তারপর সে সুস্থ হয়ে গেল। এ ঘটনা রাসূল সা. এর কানে পৌঁছলে রাসূল সা. বললেন, আব্দুল্লাহ! তুমি তার কানে কী পড়েছিলে? হযরত আব্দুল্লাহ আবার পাঠ করে তা শুনিয়ে দিলেন। রাসূল সা. বললেন, আব্দুল্লাহ! তুমি এ আয়াতগুলো পাঠ করে তাকে জ্বালিয়ে দিয়েছ।

তিনি আরও বলেন, যদি কোন ঈমানদার লোক একীনের সাথে এ আয়াতগুলো পাহাড়েরর ওপর পড়ে, তাহলে পাহাড়ও নিজ জায়গা থেকে টলে যাবে।[১৮৭]

সফরে বাহির হয়ে সকাল-সন্ধ্যা এই দু'আ পড়বে

আবূ নুআঈম বর্ণনা করেন, রাসূল সা. সাহাবায়ে কিরামের একটি সৈন্য বাহিনী পাঠালেন। যাওয়ার পথে তিনি তাদেরকে এই নির্দেশ দেন যে, সকাল-সন্ধ্যা এ আয়াত তিলাওয়াত করবেঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ.

সাহাবী বলেন, আমরা নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যা এ আয়াত তিলাওয়াত করতাম। আল হামদুলিল্লাহ! আমরা সুস্থ ও বিজয়ী বেশে গণীমতের মালসহ ফিরে এসেছি।

---

[১৮৬]. সূরা মু'মিনূন: ১৫-১৮

[১৮৭]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.৩, পৃ. ৪৭৩।

পানিতে ডুবে যাওয়ার থেকে বাঁচার জন্য এ দু'আ পড়বে

নবী কারীম সা. বলেন, আমার উম্মত পানিতে ডুবে যাওয়ার থেকে বাঁচার জন্য নৌযানে উঠার আগে যেন এ দু'আ পড়েঃ

আব্দুল্লাহ বিন সালামের বেদনা বিধূর বক্তৃতা

ইমাম বগভী র. নিজস্ব সূত্রে আব্দুল্লাহ বিন সালামের বক্তৃতা বর্ণনা করেন, যে বক্তৃতাটি তিনি হযরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের সামনে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতারা মদীনা চার পাশে মদীনায় রাসূল সা. এর আগমনের সময় থেকে নিয়ে অদ্যাবধি বেষ্টন করে আছে। আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যদি তোমরা হযরত উসমানকে হত্যা কর, তাহলে এ সকল ফেরেশতা চলে যাবে আর কখনও ফিরে আসবে না। আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে যে তাকে হত্যা করবে, কেয়ামতের দিন সে কর্তিত হাত নিয়ে আল্লাহর সামনে উঠবে। তেমাদের জানা উচিত যে, আল্লাহর তলোয়ার আজও খাপের মধ্যে। যদি তা একবার বের হয়, তাহলে তা আর খাপের মধ্যে ঢুকবে না। কেননা যখন কোন নবীকে হত্যা করা হয়, তখন সত্তর হাজার মানুষ মারা যায়। আর যখন কোন খলীফাকে হত্যা করা হয়, তখন পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ মারা যায়।[১৮৮]

সুতরাং হযরত উসমান রা. এর হত্যার মধ্য দিয়ে যে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা চলতেই ছিল। হযরত উসমান রা. এর হত্যাকারীরা আল্লাহ তা'আলার বিশাল নেআমত ও দ্বীনের স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত যাবতীয় খোদায়ী রহমতকে অস্বীকার করেছিল। যার ফলাফল হিসাবে ইসলামী সমাজে রাফেযী-খারেজীর মত বিভ্রান্ত দলের জন্ম হয়েছিল। খুলাফায়ে রাশেদীনের বিরুদ্ধাচরণই যাদের একমাত্র মিশন ছিল (ইসলামে এমন অনাকাঙ্খিত একটি ধারাবাহিকতা হযরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের দ্বারা শুরু হয়েছিল)। হযরত আলীর রা. সন্তান হযরত হুসাইন রা. এর শাহাদাতও এ ধারাবাহিকতার একটি হৃদয় বিদারক অধ্যায়।[১৮৯] نسأل الله الهداية وشكر نعمته.

---

[১৮৮]. মাযহারী।

[১৮৯]. মাআরেফুল কুরআনঃ খ. ৬, পৃ. ২৭, পারাঃ ১৮, সূরাঃ নূর।

মসজিদের আদব ১৫টি

১. মসজিদে প্রবেশের পর কিছু মানুষকে বসা দেখলে সালাম করবে, আর কেউ না থাকলে বলবে, السلام علينا وعلي عباده الصالحين.

অবশ্য এই সালাম তখনই দিবে, যখন মসজিদের লোকেরা নামায, তিলাওয়াত বা কোন তাসবীহতে রত না থাকবে। যদি কোন তাসবীহ বা তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকে, তাহলে সালাম দিবে না। কারণ তা জায়িয নেই।

২. মসজিদে গিয়ে বসার পূর্বে দুই রাকাত تحية المسجد পড়বে। অবশ্য যদি মাকরূহ সময় না হয় তাহলে পড়বে, অর্থাৎ সূর্য উদয়, সোজা মাথার ওপর অথবা ডোবার সময়।

৩. মসজিদে বেচা-কেনা করবে না।

৪. ঢাল-তলোয়ারসহ অস্ত্র কোষ মুক্ত করবে না।

৫. মসজিদে নিজ হারিয়ে যাওয়া জিনিসের এ'লান করবে না।

৬. মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলবে না।

৭. মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলবে না।

৮. মসজিদে বসার জয়গা নিয়ে কারোর সাথে ঝগড়া করবে না।

৯. কাতারে বসা বা দাঁড়ানোর জায়গা না থাকলে, সেখানে ঢুকে মানুষকে কষ্ট দিবে না।

১০. নামাযরত কোন ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাবে না।

১১. শরীরের কোন অংশ নিয়ে খেলা করবে না।

১২. নিজ আঙ্গুল ফুটাবে না।

১৩. মসজিদে থু থু ফেলা বা নাক পরিস্কার করা থেকে বিরত থাকবে।

১৪. নাপাক থেকে দূরে থাকবে, সাথে কোন বাচ্চা বা পাগলকে আনবে না।

১৫. মসজিদে বেশী বেশী যিকির করবে।

ইমাম কুরতুবী র. এ পনেরটি আদাব লেখার পরে লেখেন যে, যে ব্যক্তি এ আদাবগুলো রক্ষা করে চলবে, মসজিদ তার জন্য একটি নিরাপত্তামূলক জায়গা হয়ে গেল।[১৯০]

---

[১৯০]. মাআরেফুল কুরআন: খ.৬, পৃ. ৪১৬, পারা: ১৮, সূরা: নূর।

দীনের তা'লীমের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা-ও মসজিদের হুকুমে

তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়্যানের থেকে বর্ণিত আছে, কুরআনে في بيوت শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যেমন তার মধ্যে মসজিদও অন্তর্ভূক্ত, তেমনি প্রত্যেক ঐ সমস্ত জায়গা যেখানে কুরআনের শিক্ষা, দীনের তা'লীম এবং ওয়ায ও নসীহত, যিকির হয় সবই তার মধ্যে শামিল। যেমন: মাদরাসা ও খানকাহ। সুতরাং তার আদাবের প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত।[১৯১]

মসজিদ উঁচু তথা সমুন্নত রাখার (في بيوت أذن الله أن ترفع) এর অর্থ:

أذن الله أن ترفع আল্লাহ তা'আলা মসজিদকে সমুন্নত রাখার ইজাযত দিয়েছেন, তার অর্থ হলো আদেশ দিয়েছেন। আর সমুন্নত করার অর্থ হলো, যথাযথ মর্যাদা দেওয়া। হযরত ইবনে আব্বাসের মতে মসজিদ সমুন্নত করার অর্থ, তাতে অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। -ইবনে কাসীর॥

ইকরিমা ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, মসজিদ সমুন্নত করার অর্থ: তা নির্মাণ করা। যেমন কা'বা গৃহ নির্মাণ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت কাওয়ায়েদে উঁচু করার দ্বারা (رفع القواعد) উদ্দেশ্য ভবন নির্মাণ করা।

হযরত হাসান বসরী র. বলেন, رفع القواعد, দ্বারা উদ্দেশ্য মসজিদের বড়ত্ব নিজ অন্তরে পোষণ করা এবং নাপাকী থেকে তাকে মুক্ত রাখা। যেমন: হাদীস শরীফে আছে, মসজিদে কোন নাপাকী আনা হলে তা দ্বারা মসজিদ এমনভাবে সংকুচিত হতে থাকে, যেমন আগুন দ্বারা মানুষের চামড়া সংকুচিত হতে থাকে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে দুর্গন্ধযুক্ত নাপাক জিনিষ বের করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করে দিবেন।[১৯২]

---

[১৯১]. প্রাগুক্ত খ.৪, পৃ. ১৭।

[১৯২]. ইবনে মাজাহ।

হযরত আয়শা সিদ্দীকা রা. বলেন, রাসূল সা. আমাদেরকে ঘরের মধ্যেও মসজিদ বানানোর আদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ গৃহাভ্যন্তরে এমন একটি জায়গা নির্বাচন করা যেখানে নামায পড়া হবে এবং মসজিদের মত তাকেও পবিত্র রাখার চেষ্টা করা হবে।[১৯৩]

সারকথা হল, (تُرفَعَ) শব্দের মধ্যে মসজিদ নির্মাণ, তার মর্যাদা এবং তাকে পবিত্র রাখার চেষ্টা সবই শামিল। পবিত্র রাখার মধ্যে যাবতীয় নাপাকী থেকে পাক রাখা ও যাবতীয় দূর্গন্ধ থেকে মুক্ত রাখার বিষয়টিও গণ্য। এ কারণে রাসূল সা. রসুন খেয়ে মুখমণ্ডল পরিস্কার না করে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন। যা হাদীসের কিতাবগুলোতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে। সিগারেট, হুক্কা এবং তামাক ও জর্দা দিয়ে পান খেয়ে মসজিদে প্রবেশেরও একই হুকুম। এ কারণেই মসজিদে কেরোসিন জ্বালানো ঠিক নয়। কারণ তাতেও দূর্গন্ধ আছে।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, হযরত উমর রা. বলেন, রাসূল সা. কে দেখেছি, যাদের মুখ থেকে পিয়াজ বা রসুনের গন্ধ বের হত, রাসূল সা. তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। এবং বলতেন, কেউ পিয়াজ ও রসুন খেতে চাইলে ভাল মত পাকিয়ে খাবে, যাতে তার দূর্গন্ধ না থাকে।

হযরত ফুকাহায়ে কিরামগণ এ হাদীস দ্বারা এ মাসআলা বের করেছেন যে, কারো কোন অসুস্থতার কারণে যদি শরীর থেকে এমন দূর্গন্ধ বের হয় যে কারণে তার নিকট কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে দাঁড়ান সম্ভব নয়, তাহলে মসজিদে আসা থেকে বিরত থাকা উচিত। তার নিজেই নিজ ঘরে নামায পড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।[১৯৪]

রফয়ে মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য

সাহাবা ও তাবেয়ীনদের সামগ্রিক জামাতের নিকট রফয়ে মাসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য মসজিদ নির্মাণ ও তাকে যাবতীয় অসংগতি থেকে হেফাযত করা।

---

[১৯৩]. কুরতুবী।

[১৯৪]. প্রাগুক্ত: খ.৬, পৃ. ৪১৪।

সাথে সাথে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। অনেকে আবার মসজিদের বাহ্যিক সৌন্দর্য ও সুশ্রী বৃদ্ধিকেও অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

হযরত উসমান রা. মসজিদে নববী পূণ:নির্মাণের সময় শাল গাছের কাঠ দিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিলেন। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয র. মসজিদে নববীতে শৈল্পিক সৌন্দর্য ও স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষতার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এবং ইহা সাহাবাদের যুগ ছিল। কিন্তু কেউ তাতে প্রশ্ন উত্থাপন করেনি। পরবর্তী যুগের শাসকরা তো তাদের মসজিদগুলো নির্মাণে মোটা অংকের অর্থ বরাদ্ধ করত। ওলীদ বিন আব্দুল মালিক দামেস্কের জামে মসজিদের নির্মাণ ও শ্রী বৃদ্ধিতে সিরিয়ার বার্ষিক আয়ের তিনগুণের বেশী সম্পদ খরচ করেছিল। তার নির্মিত মসজিদ আজও আছে।

ইমাম আবূ হানীফা র. এর নিকট প্রসিদ্ধী অর্জন এবং আলোচিত হওয়া ছাড়া কেবল আল্লাহর ঘরের বড়ত্ব ও মর্যাদার খাতিরে মসজিদ সুন্দরভাবে নির্মাণ করে, নকশাসহ স্থাপত্য শিল্পের বিরল দৃষ্টান্ত বানানোর চেষ্টা করে, তাতে কোন সমস্যা নেই।[১৯৫]

হযরত উমরকে জনৈক বৃদ্ধার নসীহত

একদা উমর রা. সাহাবাদের একটি জামাত নিয়ে জরুরী একটি কাজে রওনা করলেন, পথিমধ্যে এক বৃদ্ধার সাথে সাক্ষাত হল। সে লাঠি ভর করে ঝুঁকে ঝুঁকে পথ দিয়ে চলছিল। হযরত উমরকে দেখে বৃদ্ধা বলল, উমর! থাম। হযরত উমর থেমে গেলেন। মহিলা সোজা লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেল। সে বলতে লাগল, উমর! আমার চোখের সামনে তোমার তিনটি কাল কেটেছে।

তোমার একটি কাল তো উট চরাতে চরাতে কেটেছে। রোদের প্রচণ্ড মরু উত্তাপে তুমি ভাল করে উটও চরাতে পারতে না। রাতে যখন তুমি উটগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরতে, তখন তোমার পিতা খাত্তাব তোমাকে এই বলে মারত যে, তোর দ্বারা উট চরানোর মত সাধারণ কাজও সম্ভব নয়। (তার বোন তাকে বলত, উমর! তোমার দ্বারা তো প্রাথমিক কোন কাজও সম্ভব নয়)। বৃদ্ধা বলল, উমর! তুমি তখন উট চরাতে তোমার মাথার ওপর চট বা কম্বলের একটি টুকরা থাকত, হাতে থাকত পাড়ার একটি যষ্টি।

---

[১৯৫]. প্রাগুক্ত: খ.৪, পৃ. ১৫।

তারপর আসল তোমার দ্বিতীয় কাল। যখন মানুষ তোমাকে উমায়ের বলে ডাকত। কারণ হল, আবু জাহেলের নাম ছিল উমর। আর সে নিষেধ করেছিল যে, আমার নামে নাম যেন না রাখে। সুতরাং ২য় হিজরীতে বদরের যুদ্ধে আবু জাহেলের মৃত্যুর পর তোমাকে মানুষ আবার উমর বলা শুরু করল।

তারপর এখন চলছে তোমার তৃতীয় কাল। যখন মানুষ তোমাকে উমরও বলে না, উমায়েরও বলে না; বরং আমীরুল মু'মিনীন বলে ডাকে।

এ ভূমিকার পর বৃদ্ধা হযরত উমরকে বলল, প্রজাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমীরুল মু'মিনীন হওয়া সহজ কাজ; কিন্তু প্রজাদের অধিকার আদায় কঠিন কাজ। প্রতিটি হকের ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং প্রত্যেকের হক তাকে পৌঁছে দাও। এ সব কথা শুনে হযরত উমর রা. কাঁদতে লাগলেন। দাঁড়ি বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল। উপস্থিত সাহাবীগণ বৃদ্ধাকে বলল, যথেষ্ট হয়েছে, এবার বিদায় নাও। হযরত উমর রা. কান্নার কারণে আওয়ায করে বলতে পারলেন না। হাতের ইশারায় সাহাবীদেরকে নিষেধ করে দিলেন থাম। তাকে বলতে দাও। সে এভাবে অনেক কিছু বলে বিদায় নিল। উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করল, এ বৃদ্ধা কে? সে আপনার এত সময় নষ্ট করল। হযরত উমর রা. বললেন, যদি সে সারা রাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকত, তাহলে উমর মোটেও এখান থেকে সরত না ফজরের নামায ছাড়া। তারপর হযরত উমর রা. বললেন, এ মহিলা খাওলা বিনতে সা'লাবা। যার কথা সপ্তম আসমানের ওপর থেকে শুনা হয়। যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله... الخ

অর্থ: আল্লাহ শুনেছেন ঐ মহিলার কথা, যে নিজ স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত।

তাই যার কথা সপ্তম আসমানে শোনা হয়, তার কথা উমরের না শোনার সুযোগ কোথায়?[১৯৬]

---

[১৯৬]. ইসলাম মেঁ আমানদারী কি হায়সিয়্যাত ও মাক্বাম: ১৮, বয়ান হযরত মাওলানা ইফতেখারুল হাসান সাহেব কান্ধলভী।

হযরত ইয়াহইয়া উন্দুলুসীর আমানতদারী

ইয়াহইয়া উন্দুলুসী হাদীস শরীফ পড়াতেন। (উন্দুলুস তথা স্পেনে এক যুগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেস করে হাদীস শাস্ত্রের কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হত। হাফেয ইবনে আব্দুল বার, আল্লামা হুমাইদী, শাইখে আকবরের মত ব্যক্তিত্ব এ মাটিতেই জন্মিয়েছেন) অসংখ্য মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হত।

একদা হযরত ইয়াহইয়া ছাত্রদেরকে একটি লম্বা ছুটির ঘোষণা শুনালেন। ছাত্ররা জানার চেষ্টা করল যে, হযরত এত লম্বা অনির্দিষ্ট সময়ের ছুটি কেন ঘোষণা করলেন? জবাবে তিনি বললেন, আমাকে আফ্রীকার শেষ সীমা কায়রওয়ানে যেতে হবে। ছাত্ররা জিজ্ঞাসা করল, হযরত কেন সেখানে যাবেন? এটাতো এক দূর্বোদ্ধ সফর। কেননা মাঝে বড় বড় জঙ্গল আছে। যেখানে বসবাস করে হিংস্র সব জীব-জন্তু। জবাবে তিনি বললেন, একজন সব্জী বিক্রেতা আমার নিকট সাড়ে তিন আনা তথা এক দিরহম পায়। তা পরিশোধ করতে যাচ্ছি। ছাত্ররা বলল, হযরত দিরহাম তো একটাই। এ কথা শুনে তিনি বলেন, আমার নিকট একটি হাদীস পৌছেছে, নিজ সূত্রে সে হাদীস শুনিয়ে দিলেন। এই ভাবে এক লাখ, এক লাখ, এক লাখ, এক লাখ, এক লাখ, এক লাখ অর্থাৎ ছয় লাখ নফল সদকা করার মধ্যে এই সওয়াব নেই, যে সওয়াব একজনের এক দিরহাম হক আদায় করার মধ্যে আছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের অধিকার সঠিকভাবে আদায় করেছে, তাদের ওসীলায় আমাদেরকে ঈমানের যাবতীয় চাহিদা পূরণের তৌফিক দান করুন। হে আল্লাহ! তুমি কবূল কর।[১৯৭]

এক হাজার খণ্ডের তাফসীর গ্রন্থ

حدائق ذات بهجة নামে এক হাজার খণ্ডের একটি তাফসীর গ্রন্থ আছে। অবশ্য তার অস্তিত্ব এখন পাওয়া মুশকিল। পঁচিশ খণ্ড ছিল তার মধ্যে সূরা ফাতিহার তাফসীর। আর বিসমিল্লাহর সাফসীর ছিল ৫খণ্ড ব্যাপী।[১৯৮]

আত্তাহিয়্যাতু (التحيات) শেখার জন্য এক মাসের সফর

এ বিশাল তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বর্ণিত আছে, (روى) শিরোনামে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, যেখানে অবশ্য কোন সূত্র উল্লেখ করা হয়নি।

---

[১৯৭]. প্রাগুক্ত: পৃ. ৩০।

[১৯৮]. ইলম কেইসে সীখে: পৃ. ৫২, প্রাগুক্ত লেখক।

ঘটনাটি হল এমন, ৭০ বা ৮০ বছরের এক বৃদ্ধ হযরত উমর রা. এর শাসনামলে সিরিয়া থেকে মদীনায় সফর করল। হযরত উমর রা. তার অবস্থা অবলোকন করলেন যে, সে প্রচণ্ড রোদে সফর করার কারণে চুলগুলো সম্পূর্ণ সাদা। হযরত উমর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এসেছ? এ বৃদ্ধাবস্থায় এমন দীর্ঘ সফরের কী প্রয়োজন ছিল? বৃদ্ধ বলল, التحيات শিখতে এসেছি। শুধু এ টুকু শুনে হযরত উমর রা. এমন কান্না শুরু করলেন যে, গ্রন্থকার লেখেন যে তাঁর দাঁড়ি অশ্রুতে সিক্ত হয়ে গেল। আর নিচে পড়তে লাগল। অনেক সময় কান্না-কাটির পর বললেন, ঐ আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যার হাতে আমার জান, তোমাকে কখনও শাস্তি দেওয়া হবে না। কেন? জবাবে তিনি বলেন, সে দ্বীনের একটি কথা শিক্ষা করার জন্য নিজ গৃহ ত্যাগ করে উটের পিঠে সময় কাটিয়েছে।

তাশাহহুদ শিক্ষা করার সফরের কারণ কি?

প্রশ্ন হতে পারে যে, সিরিয়াতে তাশাহহুদসহ নামায শিক্ষা দেওয়ার মত কেউ ছিল না? জবাব হ্যাঁ ছিল। সেখানেও বড় বড় সাহাবাগণ গমন করেছেন। তারপরও কেন মদীনার দিকে সে সফর করল?

তাশাহহুদ বর্ণনাকারী সাহাবাগণ

তার কারণ, তাশাহহুদ বর্ণনাকারী চব্বিশজন সাহাবী বর্ণিত শব্দের মধ্যে পার্থক্য পাওয়া যায়। যেমন বর্ণনায় পাওয়া যায়ঃ

شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله.

সারকথা হল, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এর التحيات এক রকম। হযরত আয়শা রা. এর التحيات আরেক রকম। হযরত জাবির রা. এর التحيات আরেক রকম, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর التحيات আরেক রকম। কিন্তু আমাদের ইমাম আবূ হানীফা র. ইবনে মাসউদের التحيات গ্রহণ করেছেন। একে অন্য التحيات এর উপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণসমূহ হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ বর্ণনা করেছেন।

ইনায়াহ, ফতহুল কাদীর এবং অন্যান্য কিতাবে এ সকল কারণগুলো সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হল, ঐ বৃদ্ধলোকটি মদীনায় প্রচলিত التحيات কোনটি তা জানার জন্য এ দীর্ঘ সফর করেন। কারণ তখন মদীনায় এমন সাহাবী বেঁচে ছিলেন, যারা রাসূল সা. এর পিছনে التحيات পড়েছেন। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন বলবে, যে রাসূল সা. কে কোন التحيات পড়তেন? আর এ উদ্দেশ্যেই এই সফর।

নবী কারীম সা. এর আখলাক

একদা কুবায় গমণের জন্য রাসূল সা. গাধার খালী পিঠে উঠলেন। হযরত আবূ হুরাইরা রা. সাথে ছিলেন। রাসূল সা. তাকে বললেন, আস আবূ হুরাইরা! তুমিও আস। হযরত আবূ হুরাইরা রা. এর শরীর বেশ ভারী ছিল। উঠতে গিয়ে না পেরে রাসূল সা. কে ঝাঁপটি দিয়ে ধরেন। কিন্তু তাতে রাসূল সা. পড়ে যান। রাসূল সা. আবার আরোহন করলেন। বললেন, তোমাকেও উঠিয়ে নেই? বলল, আপনার ইচ্ছা। রাসূল সা. বললেন, ওঠ! উঠার ইচ্ছা করে এবারও ব্যর্থ হলেন। হুযূরকে নিয়ে এবারও পড়ে গেলেন। হুযূর সা. আবার উঠানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলে, আবূ হুরাইরা রা. বলেন, ঐ পবিত্র সত্ত্বার কসম, যিনি সত্য দ্বীন দিয়ে আপনাকে পাঠিয়েছেন। আপনাকে তৃতীয়বার আর ফেলতে চাই না। ফলে আর ইচ্ছা নেই।

কোন এক সফরে একটি ছাগল রান্নার সিদ্ধান্ত হল। জনৈক ব্যক্তি বলল, জবাই করার দায়িত্ব আমার ওপর। দ্বিতীয় জন বরল, চামড়া আমি আলাদা করব। তৃতীয় একজন বলল, রান্নার দায়িত্ব আমার ওপর। রাসূল সা. বলেন, জ্বালানীর সংগ্রহ করা আমার দায়িত্ব। সফরের সাথীরা বলল, আপনার পক্ষ থেকে আমরা করে নিব। জবাবে রাসূল সা. বলেন, আমি জানি তোমরা আমার পক্ষ থেকে করে দিবে; কিন্তু আমার জন্য এটা ভাবাও কঠিন যে, আমি আমার সাথীদের মধ্যে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলব। এ কাজটি আল্লাহর নিকটও পছন্দনীয় নয়, যে ব্যক্তি তার সাথীদের মাঝে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে চলবে।

নবী কারীম সা. কোন সফরে নামাযের জন্য যাত্রা বিরতী করলেন। জায়নামাযের দিকে যেয়ে আবার ফিরে এলেন। জিজ্ঞাসা করা হল, এভাবে গিয়ে

আবার ফিরে আসলেন কেন? জবাবে বললেন, উট বাঁধার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। সাহাবায়ে কিরাম রা. বললেন, এ সামান্য কাজে এমন কষ্ট করার দরকার কী? আমরা খাদেমরা তো উপস্থিত আছি। তাদের কাউকে বললেই হয়। রাসূল সা. বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কারোর থেকে সহযোগীতা না নেয়। চাই তা মিসওয়াক ভাঙ্গার মত সামান্য কাজই হোক না কেন।

রাসূল সা. হযরত সাহাবায়ে কিরামের সাথে বসে খেজুর খাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে হযরত সুহাইব রা. ব্যাথা যুক্ত একটি চোখ ঢেকে মজলিসে হাযির হয়ে গেলেন। সালাম দিয়ে খাবারের প্রতি ঝুঁকে পড়লেন। রাসূল সা. বললেন, চোখে ব্যাথা নিয়ে মিষ্টি খাচ্ছ! জবাবে হযরত সুহাইব বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ভাল চোখটির পক্ষ থেকে মিষ্টি খাচ্ছি।

একদা টাটকা খেজুর খাওয়ার সময় চোখ ব্যাথা নিয়ে হযরত আলী রা. হাযির হলেন, খেজুরের কাছে আসলে রাসূল সা. বললেন, আলী! চোখে ব্যাথা নিয়ে খেজুর খাবে? এ কথা শুনে হযরত আলী রা. খেজুর থেকে দূরে সরে গিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ পর উভয়েই একে অন্যের প্রতি দেখতে লাগল। এক সময় রাসূল সা. তাঁর দিকে একটি খেজুর ছুঁড়ে মারলেন। কিছুক্ষণ পর আরেকটি, কিছুক্ষণ পর আরেকটি এই ভাবে সাতটি খেজুর ছুঁড়ে মারলেন। তারপর বললেন, বেজোড় সংখ্য খেলে কোন সমস্যা হয় না।[১৯৯]

মূল্য বৃদ্ধির আশায় খাদ্য-শস্য জমা করা মরণ ব্যাধির কারণ

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, হযরত উমর রা. মসজিদ থেকে বাহির হয়ে খাদ্য-শস্য ছড়িয়ে থাকতে দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এ খাদ্য কোথা থেকে? উপস্থিত লোকেরা বলল, বিক্রির জন্য। হযরত উমর রা. দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! এর মধ্যে বরকত দান করুন। লোকেরা বলল, এ খাদ্য গুদাম চড়া মূল্যে বিক্রি করার জন্য এখানে জমা রাখা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কে জমা করেছে? লোকেরা বলল, ফররুখ, হযরত উসমান রা. এর গোলাম, অপর জন আপনার আযাদকৃত গোলাম। হযরত উমর রা. উভয়কেই ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এমনটা কেন করলে? জবাব দিলেন, আমরা আমাদের পয়সা দিয়েই কিনি, ফলে যখন ইচ্ছা বিক্রি করব। এ অধিকার

---

[১৯৯]. মাসিক মাহমূদ: পৃ.২০, জুন, ২০০১।

আমাদের আছে। হযরত উমর রা. বললেন, শোন! আমি হযরত রাসূলে কারীম সা. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মূল্য বৃদ্ধি হলে বিক্রি করার নিয়তে খাদ্য-শস্য জমা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নিঃস্ব করে দিবে বা কুষ্ঠরুগী বানিয়ে দিবেন।

এ কথা শুনামাত্রই হযরত ফররুখ বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করছি। আর এ অঙ্গিকার করছি যে, এমন কাজ আর করব না। কিন্তু হযরত উমর এর গোলাম বলল, আমরা তো নিজ বৈধ সম্পদ দিয়েই কিনি, তাহলে লাভ করার উদ্দেশ্যে বিক্রি করলে ক্ষতি কি? ঘটনাটির বর্ণনাকারী আবূ ইয়াহইয়া বলেন, তারপর আমি তাকে কুষ্ঠ রুগী হিসাবে ঘুরাফেরা করতে দেখেছি।

ইবনে মাজাহ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি মূল্য বৃদ্ধির আশায় মুসলমানদের সম্পদ আটকিয়ে রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাকে নিঃস্ব করে দিবেন।[২০০]

মানুষের তিন বন্ধু

ইলম তথা জ্ঞান, সম্পদ ও সম্মান মানুষের এই তিন বন্ধু ছিল। একদিন তাদের বিদায়ের মুহূর্ত আসল। ইলম বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে বলল, আমাকে পাঠশালায় তালাশ করো। সম্পদ বলল, আমাকে উচ্চ বিত্তদের এবং শাসক শ্রেণীর বালাখানায় তালাশ করো। সম্মান নিরব ছিল। ইলম ও সম্পদ তার নিরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে একটি দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করে বলল, যদি আমি কারোর থেকে বিচ্ছিন্ন হই, তাহলে আর তার সাথে সাক্ষাত করি না।

দাঈর গুণাবলী ১০টি

১. فلذالك فادع সুতরাং আপনি ডাকতে থাকুন।

২. واستقم كما أمرت যেভাবে আপনাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে; সেভাবে অবিচল থাকুন।

৩. ولا تتبع أهوائهم আপনি তাদের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।

৪. قل أمنت بما أنزل الله من الكتاب আপনি বলে দিন, আল্লাহ তা'আলা যতগুলো কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার ওপর ঈমান রাখি।

---

[২০০]. ইবনে মাজাহ: খ.১, পৃ. ৩৭২।

৫. أمرت لأعدل بينكم এবং আমাকে তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

৬. الله ربنا وربكم আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের রব।

৭. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم আমাদের আমল আমাদের জন্য, তোমাদের আমল তোমাদের জন্য।

৮. لا حجة بيننا وبينكم তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোন বিতর্ক নেই।

৯. الله يجمع بيننا আল্লাহ আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন।

১০. وإليه المصير এবং এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, তার কাছেই ফিরতে হবে।

হাফেয ইবনে কাসীর বলেন, এ আয়াতটি দশটি বাক্যকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। আর প্রত্যেকটি বাক্যে বিশেষ কিছু বিধান অন্তর্ভূক্ত আছে। ফলে প্রতিটি বাক্যে বিধানের একেকটি অনুচ্ছেদ আছে। এর একমাত্র উদাহরণ কুরআন মাজীদে আয়াতুল কুরসী ছাড়া আর নাই। কারণ আয়াতুল কুরসীতেও দশটি বিধানের দশটি অনুচ্ছেদ আছে।[২০১]

তওবার বাস্তবতা

তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। শরয়ী পরিভাষায় গুনাহ থেকে ফিরে আসাকে তওবা বলা হয়। এ তওবা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত।

১. যে গুনাহে লিপ্ত আছে, তা সাথে সাথে বর্জন করবে।
২. অতীতে যা হয়েছে, তার ব্যাপারে লজ্জিত হবে।
৩. আগামীতে তা না করার দৃঢ় সংকল্প করবে।

শরয়ী কোন বিধান নষ্ট করলে তার তওবা উক্ত বিধান আদায় বা কাজ সকরার মাধ্যমে সম্ভব। আর যদি তা বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে অতিরিক্ত আরও একটি শর্ত কার্য্যকর হবে, তা হল বান্দার হক পৌছানো বা তার থেকে ক্ষমা চাওয়া। আর যদি ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে

---

[২০১]. মাআরেফুল কুরআন: খ.৭, পৃ. ৬৮০

তার উত্তরাধিকারদেরকে পৌঁছাবে। আর তারাও না থাকলে, উক্ত হক রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা দিবে। যদি রাষ্ট্রে এভাবে সম্পদ গ্রহণের কোন ব্যবস্থা বা বন্টনের সুষ্ঠ নিয়ম না থাকে, তাহলে সদকাহ করে দিবে। আর যদি অর্থ বহির্ভূত হক থাকে, যেমন: কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেওয়া, গালি-গালাজ করা বা তার গীবত করা, তাহলে যেভাবে সম্ভব তার মনকে তুষ্ট করে তার কাছে ক্ষমা চাইবে।[২০২]

সবকিছু নিয়তের ওপর

শেখ সা'দী র. বলেন, এক বাদশাহ ও একজন দরবেশের ইন্তেকাল হলে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, বাদশাহ জান্নাতে আর দরবেশ জাহান্নামে বিচরণ করছে। কোন বুযুর্গের নিকট ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, বাদশাহ সিংহাসনে থাকলেও এই দরবেশী সে কামনা করত, আর ঈর্ষান্বিত হত। অন্য দিকে দরবেশ দরিদ্র ও রিক্ত হস্ত হওয়া সত্ত্বেও বাদশাহকে দেখে ঈর্ষান্বিত হত।

অনুরূপভাবে কেউ মসজিদ থেকে যদি এ কথা মনে মনে জপতে থাকে যে, তাড়াতাড়ি নামায শেষ হলে আমি আমার কাজে যাব। তাহলে সে যেন মসজিদ থেকে বের হয়েই গেল। অনুরূপভাবে কেউ বাজারে, কিন্তু সর্বদা তার খেয়াল কখন নামায শুরু হয়, তাহলে সে নামাযের মধ্যেই আছে। একেই انتظار الصلوة بعد الصلوة বলা হয়। খানকায় বসে থাকার নাম যুহদ নয়। আমরা কোথায় যে আছি, সবই কেয়ামতের দিন পরিস্কার হয়ে যাবে। فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون, যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে জান্নাতী আর যার বদীর পাল্লা ভারী হবে, সে জাহান্নামী।[২০৩]

টিভির সাথে কবরে যাওয়ার এক ভীতিকর কাহিনী

টিভি দেখার ঘটনা যখন থেকে ব্যাপক ভাবে শুরু হয়েছে, তখন কবরে আযাব হওয়ারও বিভিন্ন ঘটনা সামনে প্রকাশ পাচ্ছে। এ কারণে ইহা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা শিক্ষার জন্য এ

---

[২০২]. মাআরেফুল কুরআন: খ.৮, পৃ. ৬৯৫

[২০৩]. হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব মুজাদ্দেদী, সুহবতে বা আহলে দিল থেকে সংগৃহিত। তা'মীরে হায়াত: পৃ. ২১, ১০ ডিশেম্বর: ২০০১।

ঘটনাগুলো প্রকাশ করেন। এ জন্যই টিভির ধ্বংসাত্মক পরিণতি নামক একটি পুস্তিকা (টিভি কি তাবাহকারীয়াঁ) প্রকাশ পেয়েছে। যার মধ্যে এক নারীর একটি বিভৎস চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। মাসটি ছিল রমযান। এক মা ও তার কন্যা বাড়িতে থাকত। মা তার কন্যাকে বলছে, বাড়িতে আজ মেহমান আসবে, তাই ইফতারী তৈরী করতে হবে। আস তুমি আমার সহযোগীতা কর।

কন্যা পরিস্কার ভাষায় জবাব দিল, এখন টেলিভিশনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান শুরু হবে। তাই এখন আসতে পারছি না। এটা শেষ হলে আসব। সময় কম থাকায় মা তার কন্যাকে বলল, ওসব এখন ছাড়, আগে কাজ কর। কিন্তু কন্যা মায়ের কথা শুনেও না শোনার ভান করল। এ অনুষ্ঠান দেখার জন্য মেয়েটি টিভি নিয়ে এবার ওপর তলায় চলে গেল। ভাবতে লাগল যে, যদি নিচে থাকি, তাহলে মা বার বার ডাকবে, আর দেখতে নিষেধ করবে। তাই সে ওপরের তলার এক বদ্ধ রুমে গিয়ে ছিটকিনি লাগিয়ে অনুষ্ঠান দেখা শুরু করল। এ দিকে মা নিচ থেকে ডাকছিল; কিন্তু সে কোন পরওয়া করল না। ইতিমধ্যে মায়ের জন্য যতদূর ইফতারী তৈরী করা সম্ভব তা সে করে নেওয়ার পর মেহমান চলে আসল। মেহমান ইফতারী করতে বসলে মা এবার ইফতারীতে শরীক হওয়ার জন্য মেয়েকে ডাকল। কিন্তু মেয়েটি তাতেও কোন জবাব দিল না। কিন্তু তাতে মায়ের সন্দেহ জাগল। মা এবার ওপরে গিয়ে দরজার কড়া নাড়াল। কিন্তু ভিতর থেকে কোন জবাব এল না। মা এবার তার পিতা ও ভাইদেরকে ওপরে ডাকল। তারাও আওয়ায করলে কোন জবাব না আসায় দরজা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিল। দরজা ভেঙ্গে ভিতরে গিয়ে দেখে টিভির সামনে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে আছে। এবার লাশ উঠানোর চেষ্টা করা হল, কিন্তু লাশ উঠল না। মনে হল, কয়েক টন ভারী হয়ে পড়ে আছে।

সকলের মনে একই প্রশ্ন লাশ উঠছে না কেন! এই মধ্যে এক ব্যক্তি যেই টিভি উঠাল, দেখে যে লাশ উঠে গেল। এভাবে টিভি উঠালে লাশ হালকা হয়ে যায়। আর টিভি রেখে দিলে লাশ ভারী হয়ে যায়। এ ভাবেই টিভির সাথে এনেই তাকে গোসল দেওয়া হল এবং দাফন করা হল। এভাবে তাকে যখন জানাযার খাটিয়ায় রাখা হল, তখন মনে হল খাটিয়ার ওপর কোন পাহাড় রাখা হয়েছে। যখনই টিভি রাখা হয়, তখনই তা হালকা হয়ে যায়। পরিবারের সকলেই তাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। তারপর এভাবেই

টিভির সাথে ঘর থেকে বের করা হল, এবং জানাযা পড়ে কবরস্থানে আনা হল। আগে টিভি পরে জানাযা এ ভাবেই তাকে বাসা থেকে কবরস্থান পর্যন্ত এনে দাফন করা হলে লোকজন বলল, চলো টিভি ফিরিয়ে নিয়ে যাই। টিভিটি যখন তারা কবরস্থান থেকে সরাল সাথে সাথে লাশ কবর থেকে বেরিয়ে পড়ল। কত বড় বিভিষিকাময় দৃশ্য। হে বিজ্ঞজনেরা! এটা থেকে শিক্ষা অর্জন কর। লোকজন তাড়াতাড়ি টিভিকে আবার পূর্বের জায়গায় রেখে দিল। এবং লাশ কবরে রেখে কবর বন্ধ করে দিল। দ্বিতীয় আরেকবার টিভি সরালে লাশ আবার উঠে এসেছিল। তাই মানুষ এ সকল দৃশ্য দেখে সিদ্ধান্ত দিল যে, সে তো টিভির সাথেই কবরে যাবে, এ ছাড়া তার আর কোন পথ নেই।

সেই সিদ্ধান্ত মুতাবিক সর্বশেষে তাকে দাফন করা হল এবং টিভিকে তার মাথার কাছে রেখে দেওয়া হল। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক)

একটু ভাবুন! এ মেয়েটির হাশর কি ভাবে হবে? কী পরিণতিই বা তার হবে। শিক্ষার্জনের জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দেখিয়ে দিলেন। এখনও যদি আমরা সংশোধন না হই, তাহলে তা আমাদেরই ব্যর্থতা।[২০৪]

মানুষের অন্তর চার প্রকার হয়

মুসনাদে আহমদে রাসূলে কারীম সা. বলেন, মানুষের অন্তর চারপ্রকার।

১. স্বচ্ছ অন্তর, যা প্রজ্জলিত বাতির জ্বলতে থাকে।

২. ঐ অন্তর যা পর্দাবৃত হয়।

৩. ঐ অন্তর যা সম্পূর্ণ বক্র হয়।

৪. ঐ অন্তর যার (সরলতা ও বক্রতা দ্বারা) মিশ্রিত হয়।

প্রথম অন্তরটি হল, মু'মিনের, যা জ্যোতির্ময় হয়। দ্বিতীয় অন্তরটি কাফেরের, যা পর্দা দিয়ে ঢাকা। তৃতীয়টি মুনাফিকের অন্তর, যে জানে আর অস্বীকার করে। চতুর্থটি ঐ মুনাফিকের, ঈমান ও নেফাক উভয়ের মিলন স্থল।

ঈমানের উদাহরণ ঐ সবজি বাগানের ন্যায়, যা পাক ও স্বচ্ছ পানি দ্বারা জন্মে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর নেফাকের উদাহরণ ঐ মরুভূমির ন্যায়, যা পূঁজ ও রক্ত দ্বারা ভর্তি। ফলে এ দূর্গন্ধযুক্ত মরুভূমিতে যে ভাল বস্তুই পড়ুক না কোন,

---

[২০৪]. তা'মীরে হায়াত: ১০, ডিশেম্বর: ২০০১)।

এ পূঁজ ও দূর্গন্ধের কাছে তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। আর পূঁজ তার ওপর প্রাধান্য লাভ করে। এ হাদীসের সূত্র অত্যন্ত মযবূত।[২০৫]

অহংকারের আলামত ২টি

হাদীস শরীফে আছে, অহংকারের আলামত ২টি।

(১) সত্যকে অস্বীকার করা।

(২) মানুষকে হেয় মনে করা।[২০৬]

প্রত্যেক কাজে ভারসাম্যতা চাই

এক রাতে নবী কারীম সা. হযরত আবূ বকরের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখেন তিনি নিচু স্বরে নামাযে ক্বিরাত পড়ছেন। তারপর হযরত উমর রা. কে দেখেন তিনি উচ্চ স্বরে ক্বিরাত পড়ছেন।

সকালে রাসূল সা. হযরত আবূ বকরকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি যে সত্ত্বার সাথে কথা বলছিলাম, সে আমার কথা শুনছিল। হযরত উমর রা. কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমার উদ্দেশ্য ঘুমন্তদেরকে জাগানো আর শয়তানকে তাড়ান। নবী কারীম সা. হযরত আবূ বকর রা. কে বললেন, তোমার আওয়াযকে একটু উঁচু কর, আর উমর রা. কে বললেন, তোমার আওয়াযকে একটু নিচু কর।[২০৭]

সবচেয়ে ঈর্ষনীয় বান্দা

হযরত আবূ উমামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, আমার সাথী ও সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে ঈর্ষান্বিত মু'মিন ঐ ব্যক্তি যে পার্থিব উপায়-উপকরণের প্রশ্নে জীর্ণ-শীর্ণ, তবে নামাযের পরিমাণ তার অনেক বেশী। রবের ইবাদত সে ইহসানের (إحسان) সাথে করে। আর আল্লাহর আনুগত্যই তার শিআর তথা প্রতীক। আর এসবই সে গোপনে, চক্ষুর অন্তরালে করে। সে নিজেকে গোপন করতে চায়। মানবাঙ্গুলের লক্ষ্যে সে পরিণত হয়নি। তার রুটি ও প্রয়োজনাতিরিক্ত নেই। এবং তা নিয়েই সে

---

[২০৫]. তাফসীরে কাসীর: খ. ১, পৃ. ৮৯।

[২০৬]. মুসলিম শরীফ: মিশকাত: ৪৩৩।

[২০৭]. ইবনে কাসীর: সূরা বনী ইসরাঈল: ১১০, তাফসীরে মসজিদে নববী: ৭৯৮।

সন্তুষ্ট। তারপর রাসূল সা. হতবাক লোকের ন্যায় হাতে চুটকী বাজিয়ে বললেন, তার মৃত্যু তাড়াতাড়ি হল। তার ওপর ক্রন্দনকারীর সংখ্যাও সীমিত, পরিত্যাক্ত। সম্পদও তার কম।[২০৮]

ফায়দাঃ রাসূল সা. এর কথার উদ্দেশ্য হল, আমার দোস্ত ও আল্লাহর বান্দাদের রং-রূপ যদিও ভিন্ন ভিন্ন হবে। তার মধ্যে সবচেয়ে ঈর্ষার পাত্র ঐ ব্যক্তি যার পার্থিব সামান ও সম্পদ একেবারেই হালকা হবে। কিন্তু নামায ও ইবাদতের ময়দানে তার সামান অনেক ভারী।

এ দিকে সে এতই প্রচার বিমূখ যে, কেউ আসতে যেতে তার দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারাও করে না। এ দিকে প্রয়োজনের বেশী তার নিকট রুযী নেই। অথচ সে তাতে অস্থির হয় না। যখন মৃত্যু আসে, তখন অতি সংক্ষিপ্তাকারে আসে, তার বিদায়ের অর্থ তার সব কিছুরই বিদায়। কারণ তার পিছনে সম্পদের ঢের, প্রাচুয্য, প্রাসাদ আর বা-বাগিচার বন্টনের লড়াই, না তার জন্য বিলাপকারী এর কোন কিছুই থাকবে না। নিঃসন্দেহে সে ঈর্ষনীয় সাথী। সে আল্লাহর ঈর্ষার পাত্র। আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহর এমন বান্দাদের থেকে আজকের দুনিয়া খালী নয়।[২০৯]

হযরত আবূ বকর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের আশ্চর্যজনক ঘটনা

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. লেখেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. ইসলাম ও নবুওয়াত প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে ব্যবসার জন্য সিরিয়ায় গমন করেন। সিরিয়ার নিকটে পথে একটি স্বপ্ন দেখেন, বুহাইরা নামক এক পাদ্রীর নিকট ব্যাখ্যা চাইতে তিনি বলেন, আপনার জাতির মধ্যে এক নবীর আবির্ভাব ঘটবে। আপনি তার জীবদ্দশায় তার সহযোগী হবেন। আর তার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হবেন। এভাবেই তিনি তার এ স্বপ্নকে গোপন করেন।

এক সময় রাসূল সা. নবী হিসাবে আবির্ভূত হলেন। নবুওয়াতের এ'লান শুনে হযরত আবূ বকর রা. হাযির হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার দাবীর দলীল কি? তখন রাসূল সা. বলেন, দলীল ঐ স্বপ্ন, যা তুমি সিরিয়ার পথে

[২০৮]. মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।

[২০৯]. মাআরেফুল কুরআন: খ.২, পৃ.৮৮।

দেখেছিলে। হযরত আবূ বকর রা. খুশীতে কোলাকুলি করলেন এবং হুযূরের কপালে চুমা দিলেন।[২১০]

পরিবার-পরিজনের সুস্থতার জন্য এক পরীক্ষিত আমল

এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মনে নিজ জান, সন্তানাদি, সম্পদ ও পরিবার-পরিজন সম্পর্কে ক্ষতির আশংকা অনুভব হয়। নবী কারীম সা. বললেন, সকাল-সন্ধ্যা এ দু'আ পড়তে থাক:

بسم الله علي ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي.

কিছু দিন পর উক্ত সাহাবী রা. আসলে রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কী অবস্থা? তিনি জবাব দিলেন, ঐ সত্ত্বার কসম, যিনি আপনাকে হক (দীন) দিয়ে প্রেরণ করেছেন এখন আমার সকল ভয় দূর হয়ে গেছে।[২১১]

দুনিয়া অন্বেষণকারীর গুনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব নয়

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেন, এমনটা হওয়া সম্ভব কি? কেউ পানির ওপর চলবে, তার পা ভিজবে না? জবাবে বলা হল, হযরত এটা তো হওয়া সম্ভব নয়। এভাবেই দুনিয়াদার গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না।[২১২]

ফায়দা: দুনিয়াদার বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে, দুনিয়াকেই লক্ষ্য বানিয়ে চলে। সে কিভাবে গুনাহ থেকে বাঁচবে। হ্যাঁ, যার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত আর দুনিয়ার কাজ-কর্মকেও সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের জন্য করে, তাহলে সে দুনিয়াদার নয়। দুনিয়ার মধ্যে বাহ্যিকভাবে ডুবে থাকা সত্ত্বেও গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে।[২১৩]

---

[২১০]. খাসায়েসে কুবরা: খ.১, পৃ. ২৯, কাশফুলে মা'রেফাত: ৯৭, হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব।

[২১১]. কানযুল উম্মাল; খ.২, পৃ. ৬৩৬, কাশফুলে মা'রেফাত: পৃ. ৭৫।

[২১২]. শুআবুল ঈমান: বায়হাকী।

[২১৩]. মারেফুল হাদীস: খ.২, পৃ.৭০।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে দুনিয়া থেকে বাঁচায়

হযরত কাতাদা বিন নু'মান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে মুহাব্বত করতে থাকেন, তখন তাকে দুনিয়া থেকে এমন ভাবে দূরে রাখেন, যেমন তোমাদের মধ্যে কেউ (মৃগী) রুগীকে পানি থেকে দূরে রাখ এই মনে করে যে, পানি তার জন্য ক্ষতিকারক।[২১৪]

ফায়দা: দুনিয়া মূলতঃ তাই, যা আল্লাহ তা'আলা থেকে উদাসিন করে দেয় এবং যাতে লিপ্ত হলে আখেরাতের রাস্তা সংকুচিত হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাকে মুহাব্বত করেন এবং বিভিন্ন পুরুস্কার দ্বারা পুরুস্কৃত করতে চান, তাকে এ মূল্যহীন মৃত দুনিয়া থেকে সেভাবে রক্ষা করেন, যেভাবে আমরা কোন রুগীর জন্য পানি ক্ষতিকারক জেনে তাকে পানি থেকে হেফাযত করি।[২১৫]

স্বচ্ছন্দ প্রত্যাশী স্ত্রীকে হযরত আবূ দ্দারদা রা.-এর জবাব

হযরত আবূ দ্দারদা রা. এর স্ত্রী উম্মুদ দ্দারদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ দ্দারদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি অমুক-অমুকের মত সম্পদ ও ক্ষমতার জন্য চেষ্টা কেন কর না? জবাবে তিনি বললেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের সামনে একটি বড় ঘাঁটিসহ পান করতে পারবে না। এ জন্য আমার মনে হয়, সে ঘাঁটি পার হওয়ার জন্য হালকা-পাতলা থাকি। (এ কারণে পদ ও মালের জন্য চেষ্টা করি না।)[২১৬]

কোন ভাইয়ের বিপদে উল্লসিত হয়ো না

হযরত ওয়াসেলা বিন বাসকা' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, তুমি কোন ভাইয়ের বিপদে উল্লাস প্রকাশ করো না। যদি এমন কর, তাহলে সম্ভাবনা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মুসীবতের থেকে নাজাত দিয়ে তোমাকে তাতে ফেলবে।[২১৭]

---

[২১৪]. তিরমিযী, মুসানাদে আহমদ।

[২১৫]. মাআরেফুল হাদীস: খ.২, পৃ. ৭০।

[২১৬]. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, মাআরেফুল হাদীস: খ.২, পৃ. ৮৯।

[২১৭]. জামে' তিরমিযী।

ফায়দা: যখন দুই ব্যক্তির মাঝে মতভেদ দেখা দেয়, আর এ মতভেদ চলতে চলতে শত্রুতা আর বিদ্বেষের রূপ নেয়, তখন দেখা যায় যে, একের বিপদে অন্যে উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। যাকে শামাতাত (شماتت) বলা হয়। হিংসা আর পরশ্রীকাতরতার মত এ বদ অভ্যাসও আল্লাহ্ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করে। এ কারণে এর শাস্তি কখনও আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। এইভাবে যে, বিপদগ্রসস্থকে মুক্তি দিয়ে উল্লসিত ব্যক্তির ওপর সে বিপদ চাপিয়ে দেন।[২১৮]

রিয়াকারী ব্যক্তির জন্য অপদস্ততার শাস্তি

হযরত জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি সুনাম বা প্রসিদ্ধির জন্য কোন কাজ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ব্যাপক প্রসিদ্ধি দিবেন। আর যে ব্যক্তি দেখানোর জন্য কোন কাজ করবে, তাকে আল্লাহ্ তায়ালা ব্যাপকভাবে দেখাবেন।[২১৯]

ফায়দা: উদ্দেশ্য হল পরিচিতি অর্জন এবং মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করলে, তার একটি শাস্তি হল, সে কাজকে অর্থাৎ তার নেফাকীকে খুব প্রচার-প্রসার করা হবে। এবং সবার সামনে প্রকাশ করা হবে যে, এ দূর্ভাগা এ কাজ আল্লাহর জন্য করত না বরং নাম-কাম এবং পরিচিতি অর্জনের জন্য করত।

সার কথা, জাহান্নামের শাস্তির পূর্বেই একটি শাস্তি দেওয়া হবে। আর তা হল, তার নেফাকীর পর্দা বিদীর্ণ করে অভ্যন্তরীন খারাবী দেখিয়ে দেওয়া হবে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে হেফাযত করুন।[২২০]

দীনের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনকারীদের জন্য কঠিন সতর্কবাণী

হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. ইরশাদ করেন, শেষ যামানায় এমন কিছু ধোকাবাজ সৃষ্টি হবে, যারা দ্বীনের পর্দার অন্তরালে দুনিয়াকে শিকার করবে। তারা মানুষের সামনে নিজের বুযুর্গী ও খোদা ভীরুতা প্রকাশ করার জন্য ভেড়ার চামড়ার (জীর্ণ-শীর্ণ) পোষাক পরিধান

[২১৮]. মাআরেফুল হাদীস: খ.২, পৃ.২২০।
[২১৯]. বুখারী ও মুসলিম।
[২২০]. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ৩৩৪।

করবে। তাদের মুখ চিনির চেয়েও বেশী মিষ্টি হবে। কিন্তু তাদের হৃদয় হবে হিংস্র বাঘের থেকেও কঠিন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হল, তারা কি আমার সুযোগদানের দ্বারা ধোকায় পড়ল? না আমার প্রতি অভয় হয়ে আমার সাথে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করছে।

সুতরাং আমি কসম দিয়ে বলছি, আমি ঐ সকল ধোকাবাজদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দিব, যা পণ্ডিত ও বিজ্ঞজনদেরকেও হতবাক করবে।[২২১]

ফায়দা: এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহর প্রিয় আবেদ-যাহেদ বান্দাদের আকৃতি যে সকল রিয়াকার গ্রহণ করবে, নিজের আসল চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত নরম নরম কথা বলে সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে নিজের ভক্ত বানিয়ে তাদের দ্বারা দুনিয়া অর্জন করবে, তারা সর্ব নিকৃষ্ট রিয়াকার। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালার সতর্কবাণী, তারা মৃত্যুর পূর্বে চরম বিশৃঙ্খলার শিকার হবে।[২২২]

সহজ হিসাব

হযরত আয়শা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কিছু নামাযে রাসূল সা. কে এ দু'আ করতে শুনেছি: اللهم حاسبني حسابا يسيرا।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার হিসাব সহজ করে দাও।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সহজ হিসাব বলতে কী বুঝায়? জবাবে রাসূল সা. বলেন, বান্দার আমল নামায় দৃষ্টি দেওয়া হবে আর তাকে ক্ষমা করা হবে। (অর্থাৎ কোন জিজ্ঞাসা বা জবাবদিহীতার সম্মুখিন করা হবে না) হে আয়শা! সে দিন যার আমল নামায় কোন প্রশ্ন তোলা হবে, সে-ই দূর্ভাগ্যের শিকার হবে। তার পরিণতি-ই খারাপ হবে।[২২৩]

আল্লাহর জন্য রাতে জাগ্রত ব্যক্তিদের বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে জীবিত করার পর একটি সমান প্রশস্ত ময়দানে একত্রিত করা হবে। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে

---

[২২১]. জামে' তিরমিযী।

[২২২]. মাআরেফুল হাদীস: খ.২, পৃ. ৩৩৪।

[২২৩]. আহমদ, প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ২৩০।

জনৈক ঘোষক ঘোষণা দিবে, কোথায় ঐ সমস্ত লোক, যারা রাতে নিজ পার্শ্বদেশকে বিছানা থেকে পৃথক রাখত, (অর্থাৎ বিছানা থেকে দূরে সরে তাহাজ্জুদ পড়ত) তারা এ আহ্বান শুনে দাঁড়িয়ে যাবে। তবে তাদের সংখ্যা বেশী হবে না। তারপর তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। তারপর সমস্ত হাশরবাসীর হিসাব নেওয়া হবে।[২২৪]

উম্মতে মুহাম্মদী বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে

হযরত আবূ উমামাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, আমার রব আমার সাথে এ ওয়াদা করেছেন যে, বিনা হিসাবে আর বিনা শাস্তিতে সত্তর হাজার উম্মতকে জান্নাতে পৌঁছাবেন। আর প্রতি হাজারের সাথে আরও সত্তর হাজার হবে। এবং আমার প্রতিপালকের অঞ্জলীর তিন অঞ্জলী বরাবর আমার উম্মতের মধ্য থেকে বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ফায়দা: যখন দুই হাত ভর্তি করে কাউকে কিছু দেওয়া হয়, তখন তাকে হাসিয়াহ (حثية) বলা হয়। (বাংলা অঞ্জলী বলা হয়) যাকে হিন্দী বা উর্দূতে লপ ভর্তি করে দেওয়া বলে।

তাহলে হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা রাসূল সা. এর সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজারকে বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে নিবেন। তার মধ্যে আবার প্রতি হাজারের সাথে সত্তর হাজারকে নিবেন। এটা ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা তার নিজ করুণায় উম্মতের এক বৃহদাংশকে বিনা হিসাব ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে নিবেন।

سبحانك وبحمدك يا أرحم الراحمين.

সতর্কবাণী: এ সকল হাদীসের প্রকৃতার্থ তখনই অনুধাবন করা যাবে, যখন এর বাস্তবার্থ আমরা স্বচক্ষে দেখব। এ দুনিয়াতে আমাদের মেধা ও জ্ঞান এতটাই সীমাবদ্ধ যে, এ সকল ঘটনাবলীর উপলব্ধিই আমাদের জন্য কঠিন হয়ে

[২২৪]. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান।

পড়ে। পত্রিকায় লেখা অনেক ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও দেখা ছাড়া তা সহজে বুঝতে পারি না।[২২৫] (صدق وبقا عز وجل...وما أوتيتم من العلم لا قليلا)

দু'আর মাধ্যমে গায়বী খাযানা থেকে রুযীর ব্যবস্থা

হযরত আবূ হুরাইরা রা. এর বর্ণনা, তিনি বলেন, রাসূল সা. এর যুগে এক আল্লাহর বান্দা স্ত্রী-পরিবারের নিকট এসে দেখল যে, তারা ক্ষুধার্তাবস্থায় সময় কাটাচ্ছে। একাগ্রতার সাথে দু'আ ও কান্নাকাটির জন্য জঙ্গলের দিকে রওয়ানা করল। তার স্ত্রী ছিল নেক ও দ্বীনদার। সে স্বামীকে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখে আল্লাহর রহমত ও করুণার ওপর ভরসা করে রুযীর জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। সে উঠে জাতার কাছে এসে তাকে প্রস্তুত করল। যাতে কোথাও থেকে যদি কোন গম বা যব আসে, তাহলে তা দ্রুত আটা বানানো যায়। তারপর সে চুলার ধারে এসে তা গরম করল। যাতে আটা হাতে আসার পর রুটি বানাতে দেরী না হয়।

এরপর সে নিজেও দু'আ করা শুরু করল এবং বরল, হে মালিক! আমাদেরকে রিযিক দাও। তারপর সে দেখল, জাতার পার্শ্বে যে জায়গা আটার জন্য প্রস্তুত করা হয়, যাকে জাতার গ্রাণ্ড বলা হয়, তা আটা দিয়ে ভরে গেছে। চুলার (তন্দুর রুটির চুলা) পার্শ্বে যতটি রুটি লাগার লেগে গিয়েছিল।

কিছু সময় পর স্বামী ফিরে এসে বলল, আমি যাওয়ার পর তুমি কিছু পেয়েছ কি? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। আমাদের প্রতিপালক তার গায়েবী ভাণ্ডার থেকে সরাসরী আমাদেরকে কিছু দিয়েছেন। এ কথা শুনে সে হতভম্ব হয়ে জাতা উল্টিয়ে দেখার চেষ্টা করল। এরপর একদিন এসব ঘটনা রাসূল সা. এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, জানা থাকা চাই যে, যদি সে জাতাকে এভাবে না উঠাত, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত জাতা এভাবে ঘুরত আর আটা বের হতে থাকত।[২২৬]

সম্পদের লিপ্সার ব্যাপারে হুযূর সা. এর নসীহত

হযরত হাকীম বিন হিযাম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সা. থেকে কিছু মাল চাইলাম। তিনি আমাকে তা দিয়ে দিলেন। আমি আবার

---

[২২৫]. আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত: খ.১, পৃ. ২৩৩-২৩৪)।

[২২৬]. মুসনাদে আহমদ, প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ৩১৮।

চাইলে তিনি আবার দিলেন। তারপর তিনি আমাকে নসীহত করেন, হে হাকীম! এটা সম্পদ সকলে কাছে প্রীতিকর ও সুস্বাদু বস্তু। ফলে যে ব্যক্তি তাকে লোভ-লালসা ছাড়াই উদারতা ও বদান্যতার সাথে গ্রহণ করবে, তার মধ্যে বরকত দেওয়া হবে। আর যে লোভ-লালসার সাথে গ্রহণ করবে, তার সম্পদে কোন বরকত রাখা হবে না। আর তার অবস্থা হবে ঐ ক্ষুধার্ত গাভীর মত, যে শুধু খেতে থাকবে, অথচ পেট ভরবে না। আর (মনে রাখবে) ওপরের হাত (দাতার হাত) নিচের হাত (গ্রহিতার হাত) থেকে উত্তম।

হাকীম ইবনে হিযাম বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কসম ঐ পবিত্র সত্ত্বার যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন। আমি মৃত্যু পর্যন্ত আর কক্ষণও কারোর নিকট কিছু চাইব না।[২২৭]

ফায়দা: বুখারী শরীফের অন্য এক জায়গায় আছে, হযরত হাকীম বিন হিযাম রা. তাঁর এ অঙ্গীকার এমনভাবে পূর্ণ করেন যে, হুযূর সা. এর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর ও উমর রা. এর শাসনামলে সকলের বেতন-ভাতা দেওয়ার সময় হযরত হাকীম রা. কেও ডেকে তাঁর অংশ নেওয়ার কথা বলা হলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

ফতহুল বারীতে হাফেয ইবনে হাজার র. মুসনাদে ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেন, আবূ বকর ও উমর রা. এর শাসনামলের পরও তিনি হযরত মুআবিয়া রা. এর যুগ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। অবশেষে চুয়ান্ন হিজরীতে একশত বিশ (১২০) বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। কিন্তু লম্বা সময়ও তিনি কারো কাছ থেকে কোন বেতন-ভাতা গ্রহণ করেননি।[২২৮]

যে কারোর সামনে নিজ মুসীবতের কথা প্রকাশ না করে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. রাসূল সা. থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন জ্ঞানী বা মালী মুসীবতের শিকার হয়, আর কাউকে তা না বলে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করার দায়িত্ব নিবেন।[২২৯]

---

[২২৭]. বুখারী ও মুসলিম।

[২২৮]. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ২৯৬।

[২২৯]. মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী।

ফায়েদা: ধৈর্যের অনেক স্তর আছে, তন্মধ্যে একটি হল, দুঃখ-দূর্দশার কথা কাউকে না বলা।

আর এমন ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য পূর্ণ ক্ষমার অঙ্গীকার করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করার দায়ীত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এসকল ওয়াদার ওপর একীন করা ও তার থেকে উপকৃত হওয়ার তৌফীক দান করুন।[২৩০]

রাসূল সা. এর নিজ কন্যাকে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা

হযরত উসামা বিন যায়েদ রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. এর কন্যা হযরত যয়নব রা. রাসূল সা. কে বলে পাঠালেন যে, তার সন্তানের শেষ সময় চলছে। তাই রাসূল সা. যেন একটু দেখে যান। জবাবে রাসূল সা. সালাম দিয়ে এ সংবাদ পাঠালেন যে, আল্লাহ তা'আলা কারোর থেকে কিছু নিয়ে নিলে তা নিজের মালই নিলেন, আর কাউকে কিছু দিলে তা নিজের মালই দিলেন।

মোটকথা, প্রত্যেক বস্তু সর্বদা-ই আল্লাহ তা'আলার হয়ে থাকে। কাউকে কিছু দিলে নিজের থেকে দেন, কারোর থেকে কিছু নিলে নিজেরটাই নেন। আর প্রত্যেক বস্তুর জন্য তার নির্দ্ধারিত একটি সময় আছে। তার সে সময় আসলে দুনিয়া থেকে তা উঠিয়ে নেওয়া হয়। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর, আর আল্লাহ তা'আলা থেকে তার প্রতিদান কামনা কর। হযরত যয়নব (রা.) কসম দিয়ে আবার আগমনের আবেদন জানালেন। তখন রাসূল (সা.) গমন করলেন।

রাসূল সা. এর সাথে তখন সা'দ বিন উবাদাহ, মুয়ায বিন জাবাল, উবাই বিন কা'বা, যায়েদ বিন সাবিতসহ আরও কিছু লোক সাথে ছিলেন। রাসূল সা. সেখানে পৌছলে হযরত যয়নব তার বাচ্চাকে রাসূল (সা.) এর কোলে দিলেন। যখন বাচ্চার শেষ নিঃশাস যাচ্ছিল বাচ্চার এ দৃশ্য দেখে রাসূল সা. এর চোখে পানি এসে গেল। এ দৃশ্য দেখে হযরত সা'দ বিন উবাদা রা. বললেন, এমন হচ্ছে কেন?

রাসূল সা. বললেন, এটা রহমত তথা দয়ার প্রতিক্রিয়া, যা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের অন্তরে দান করেন। আর আল্লাহর দয়া ঐ বান্দার

---

[২৩০]. প্রাগুক্ত: খ. ২,পৃ.৩০২।

ওপর হয়, যার দিলে দয়ার জোশ আছে। (আর যার অন্তর দয়ার গুণ থেকে মুক্ত সে আল্লাহর রহমতেরও যোগ্য নয়।)[২৩১]

ফায়দা: হাদীসের শেষাংশ দ্বারা বুঝা গেল, কোন দুঃখ বা কষ্টের কারণে চোখ দিয়ে পানি বের হওয়া ধৈর্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। সবরের চাহিদা শুধু এতটুকু যে, বান্দা মুসীবত ও দুঃখ-দূর্দশাকে আল্লাহর ইচ্ছা মনে করে আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবে। আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হবে না। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবে না। এবং তার নির্দ্ধারিত সীমা পার করবে না।

কিন্তু অন্তর এগুলো দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া, চোখ দ্বারা অশ্রু প্রবাহিত হওয়া, অন্তর বিগলিত হওয়া এই দয়াদ্র চেতনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, যা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের অন্তরে গোপন রেখেছেন। আর এগুলো আল্লাহর তা'আলার বিশেষ নিআমত। আর যে হৃদয় এ দয়াদ্র চেতনা থেকে বঞ্চিত, সে আল্লাহর করুণার দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত।

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ রা. অশ্রু প্রবাহিত হতে দেখে হতবাক হয়ে এ জন্য প্রশ্ন করল যে, তত সময় পর্যন্ত তার জানা ছিল না যে, অশ্রু প্রবাহিত হওয়া ধৈর্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।[২৩২]

আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দারা বিলাসী জীবন অতিবাহিত করে না

হযরত মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল সা. যখন আমাকে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন, তখন নসীহত করেছিলেন, মু'আয! আরাম প্রিয়তা বিলাসী জীবনকে বর্জন করবে। আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দারা বিলাসী ও আরাম প্রিয় হয় না।[২৩৩]

ফায়দা : দুনিয়ার আরাম ও স্বাচ্ছন্দের জীবন যদিও হারাম ও নাজায়িয নয়; কিন্তু আল্লাহর বিশেষ বান্দারা দুনিয়ার নেয়ামতকে বর্জন করে চলে।

اَللّٰهم لا عيش إلا عيش الأخرة.

হে আল্লাহ! আখেরাতের আরাম ছাড়া আর কোন আরামই নেই।[২৩৪]

---

২৩১. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

২৩২. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ৩০২।

২৩৩. মুসনাদে আহমদ।

২৩৪. প্রাগুক্ত: খ.২,পৃ. ৯৭।

চাকর ও ভৃত্যের অন্যায় ক্ষমা কর

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর বর্ণনা। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসুল সা. এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার গোলামের অপরাধ কত বার ক্ষমা করব? হুযূর সা. তার কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ রইলেন। লোকটি আবার বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার গোলামকে কত বার ক্ষমা করব? রাসূল সা. জবাবে বললেন, দৈনিক সত্তর বার।[২৩৫]

ফায়দা: প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য ছিল হযরত! যদি আমর গোলাম বা চাকর বার বার অন্যায় করে, তাহলে আমি কত সময় বা কত বার মাফ করতে থাকব? কত বার ক্ষমা করার পর তাকে শাস্তি দিব? রাসূল সা. বললেন, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, দৈনিক সত্তর বার অন্যায় করে, তা-ও ক্ষমা করে দিবে।

রাসূল সা. এর উদ্দেশ্য হল, অন্যায় এর ক্ষমা এমন কোন বস্তু নয় যে, তার সীমা নির্দ্ধারণ করতে হবে; বরং দয়া ও করুণার দিকে তাকালে যদি সত্তর বারও অন্যায় করে, তবুও তাকে ক্ষমা করা উচিত।

ফায়দা: বার বার বলা হয়েছে যে, সত্তর সংখ্যাটি কোন সীমা বুঝাবার জন্য নয়; বরং আধিক্যতা বুঝাবার জন্য। এ হাদীসের বিষয়টি আরও পরিস্কার।[২৩৬]

অন্তরের কাঠিন্যতা দূরকরার চিকিৎসা

হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সা. এর নিকট নিজ অন্তরের কাঠিন্যতা সম্পর্কে অভিযোগ করল। রাসূল সা. ইরশাদ করেন, এতীমের মাথায় হাত বুলাও, মিসকীনকে খানা খাওয়াও।[২৩৭]

ফায়দা: অন্তরের কাঠিন্যতা ও সংকীর্ণতা একটি আত্মিক ব্যাধি এবং মানুষের দূর্ভাগ্যের আলামত। প্রশ্নকারী রাসূল সা. কে নিজ ব্যাধির কথা জানিয়ে ব্যবস্থা পত্র জানতে চাইলেন। রাসূল সা. তাকে দুইটি কথা শিক্ষা দিলেন। প্রথমত: এতীমের মাথায় করুণার হাত ফিরানো। দ্বিতীয়ত: ফকীর-

---

[২৩৫]. তিরমিযী।

[২৩৬]. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ১৮৬।

[২৩৭]. মুসনাদে আহমদ।

মিসকীনকে খানা খাওয়ানো। রাসূল সা. এর ব্যবস্থাপত্র মনোবিজ্ঞানের একটি সূত্রকে সামনে রেখে দেওয়া হয়েছে; বরং ইহা দ্বারা মনোবিজ্ঞানের ঐ সূত্রটির সমর্থন ও যথাযথ প্রমাণিত হয়। সূত্রটি হল, কোন ব্যক্তির অন্তরে যদি কোন গুণের শুণ্যতা অনুভব করে অথচ সে তা অর্জন করতে চায়, তাহলে সে তার মধ্যে ঐ গুণের আবশ্যকীয় বিষয় অর্জনের চেষ্টা করবে, তাহলে আল্লাহ চাহেতো সেই গুণও এসে পড়বে।

অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত সৃষ্টির জন্য হযরত সুফিয়ায়ে কিরাম বেশী বেশী যিকিরের কথা বলেন, তার ভিত্তিও এ সূত্রের ওপর।

সারকথা হল, মিসকীনকে খানা খাওয়ানো ও এতীমের মাথায় হাত বুলানো দয়াদ্র চেতনার বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং কারোর অন্তর যদি এ চেতনা থেকে মুক্ত থাকে, আর সে লৌকিকতার জন্য হলেও এ কাজ করে, তাহলে তার হৃদয়ে রুক্ষতা ও রূঢ়তা দূর হয়ে নম্রতা ও দয়ার অবস্থা সৃষ্টি হবে।[২৩৮]

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. এর মর্যাদা

সহীহ বুখারীতে একটি আয়াতের অধীনে হযরত আবূ দারদা রা. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আবূ বকর ও উমর রা. এর কাছে কোন বিষয় নিয়ে মতভেদ হলে হযরত উমর রা. নারায হয়ে চলে গেলেন। এ দৃশ্য দেখে হযরত আবূ বকর রা. তাঁর মন তুষ্ট করার জন্য তাঁর নিকট গেলেন। কিন্তু হযরত উমর রা. তাতে তুষ্ট হলেন না; বরং নিজ ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাধ্য হয়ে হযরত আবূ বকর রা. ফিরে হুযূর সা. এর খিদমতে হাযির হলেন। এ দিকে কিছু সময় পর হযরত উমর রা. নিজ কর্মের ওপর লজ্জিত হয়ে রাসূল সা. এর খিদমতে হাযির হলেন এবং নিজের ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন।

হযরত আবূ দারদা রা. বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এতে রাসূল সা. অসন্তুষ্ট হলেন। হযরত আবূ বকর রা. যখন দেখলেন, হযরত উমরের ওপর হুযূরের বকুনি চলছে, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অন্যায় আমার ছিল। রাসূলে কারীম সা. বলেন, উমর! তোমার জন্য কি এতটুকুও সম্ভব ছিল না যে, আমার এক সাহাবীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। তোমার কি জানা নেই যে, যখন আমি আল্লাহর আদেশ পেয়ে এ ঘোষণা দিয়েছি যে,

---

[২৩৮]. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ১৯৭।

يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.

অর্থ: "হে মানুষ সকল! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে এসেছি।" তোমরা সকলেই আমাকে মিথ্যুক বলেছিলে, কেবল আবূ বকরই আমাকে সত্যায়ন করেছিল।[২৩৯]

মুস্তফা সা. এর মর্যাদা

হযরত আলী মুরতাজা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. এর ওপর একজন ইহুদীর কিছু ঋণ ছিল। সে এসে তার পাওনা চাইল। রাসূল সা. বললেন, এ সময়ে আমার কাছে কিছুই নেই। কিছু সময় দাও। ইহুদী খুব কঠিন ভাষায় দাবী করল এবং বলল আমার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আপনাকে ছাড়ছি না।

রাসূল সা. বললেন, তোমার ইচ্ছা; না ছাড়লে তোমার এখানে বসে থাকব। ফলে রাসূল সা. সেখানেই বসে পড়লেন। যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা এবং পরের দিন ফজরের নামাযা সেখানেই আদায় করেন। এসব ঘটনা দেখে সাহাবায়ে কিরাম ক্রোধান্বিত হলেন এবং ইহুদীকে ভয় দেখিয়ে রাসূল সা. কে ছাড়িয়ে আনতে চাচ্ছিলেন। রাসূল সা. সাহাবায়ে কিরামকে শাসালেন এবং বললেন, কী করছ? সাহাবায়ে কিরাম জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কিভাবে সহ্য করা সম্ভব যে, একজন ইহুদী আপনাকে বন্দী করে রাখবে? রাসূল সা. বললেন, আমাকে আমার প্রভু কোন চুক্তিবদ্ধ সংখ্যালঘুর ওপর যুলুম করতে নিষেধ করেছেন। ইহুদী এ সবই দেখছিল। সকালে উঠে সে বললো, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ইসলাম গ্রহণ করেই সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার সকল সম্পদের অর্ধাংশ আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলাম।

এবং আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আমি এ যাবতকাল যা কিছু করেছি, তা কেবল তাওরাতের নিম্নোক্ত কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য:

"মুহাম্মদ আব্দুল্লাহর পুত্র। মক্কায় তার জন্ম হবে। মদীনার দিকে সে হিজরত করবে। শাম তার দেশ হবে। না সে রুক্ষ মেজাযের অধিকারী হবে, না তার কথা রুক্ষ হবে। না সে বাজারে হৈ চৈ করবে। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা

---

[২৩৯]. কাসাসু মাআরেফুল কুরআন: সংগৃহিত, তা'মীরে হায়াত: ১০ অক্টোবর, ২০০১।

থেকে সে অনেক দূরে থাকবে।" আমি এ সকল গুণের সমন্বয় আপনার মধ্যে পেয়েছি। এ জন্যই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আর আপনি আল্লাহর রাসূল। আর ইহা হল আমার অর্ধ সম্পদ, যেভাবে ইচ্ছা খরচ করুন।

ইহুদী ছিল অনেক বড় সম্পদশালী। তার অর্ধ মালও কম নয়। এ হাদীসকে তাফসীরে মাযহারীতে, বায়হাকী দালায়েলুন নবুওয়াতের সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৪০]

ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির জানাযা রাসূল সা. পড়তেন না

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. এমন ব্যক্তিদের জানাযা পড়তেন না, যাদের ওপর অন্যদের হক আছে। এ জন্যই রাসূল সা. নামাযের আগে জিজ্ঞাসা করে নিতেন যে, তার ওপর কারো কোন হক তো নেই? এ কারণেই একদা একজন সাহাবীর জানাযা পড়া থেকে বিরত রইলেন। যখন হযরত আবূ কাতাদা রা. তাঁর ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব নিলেন, তখন জানাযা পড়লেন।

হযরত আবূ কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তির জানাযা পড়ানোর জন্য তার লাশ রাসূল সা. এর কাছে আনা হলে, তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়। কারণ তার কাঁধে অন্যের হক আছে। তখন হযরত আবূ কাতাদা রা. বললেন, তার এ হক আদায়ের দায়িত্ব আমার ওপর। রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, আদায় করবে তো? বললাম করব।

(বিঃ দ্রঃ) যখন রাসুল সা. এর বিজয়াভিযানের ধারাবাহিকতা শুরু হল, তখন ঋণগ্রস্থ মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ দায়িত্ব নিজেই নিয়ে নিতেন। (আপকে মাসায়েল আওর উন কা হল্লঃ খ.৩, পৃ. ১৩১, রাহমাতুল্লিল আলামীন:খ.১, পৃ.২৬৬) তারপর রাসূল সা. তার জানাযার নামায পড়ান।[২৪১]

শরীয়ত বিরোধী মনোবাঞ্চনা পূরণ এক ধরণের মূর্তি পূজা

أرأيت من اتخذ إلهه هواه.

"হে পয়গাম্বর! আপনি ঐ লোককে কি দেখেন না, যে নিজ প্রবৃত্তিকে খোদা বানিয়েছে।" (সূরা ফুরক্বান: ৪৩)

---

[২৪০]. কাসাসু মাআরেফুল কুরআন সংগৃহিত: তা'মীরে হায়াত, ১০ অক্টোবর: ২০০১।

[২৪১]. নাসাঈ শরীফ: ৩১৫।

এ আয়াতে ঐ ব্যক্তি ইসলাম ও শরীয়তের বিরুদ্ধে নিজ প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে চলছে, তার সম্পর্কে বলা হল, সে প্রবৃত্তিকে খোদা তথা উপাস্য বানিয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, শরীয়ত বিরোধী প্রবৃত্তির চাহিদা একটি মূর্তি যার পূজা কর হয়। তারপর দলীল হিসাবে তিনি এ আয়াত উল্লেখ করেন।[২৪২]

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পরিবারে লোকেরা সাধারণত বঞ্চিত হয়

وأنذر عشيرتك الأقربين. "নিজের নিকটতমদেরকে খোদভীতি প্রদর্শন কর।" ইবনে আসাকিরের মধ্যে আছে, হযরত আবূ দ্দারদা রা. মসজিদে বসে ওয়ায করছিলেন। ফতওয়ার জবাব দিচ্ছিলেন। মজলিস ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। প্রত্যেকের দৃষ্টি ছিল তাঁর চেহারার দিকে। সকলে আগ্রহভরে তাঁর কথা শুনছিলেন। কিন্তু তাঁর সন্তান ও ঘরের লোকেরা সম্পূর্ণ উদাসিন। তাঁর সাথে নিজ গল্প-গুজবে ব্যক্তি ছিল। জনৈক ব্যক্তি এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জবাবে বললেন, আমি রাসূল সা. থেকে শুনেছি, দুনিয়া থেকে বিরাগভাজন হন নবীগণ, আর তাদের জন্য নিজ নিজ পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করা সবচেয়ে কঠিন হয়। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন: وأنذر থেকে تعلمون পর্যন্ত।[২৪৩]

যাইতুন তেলের বরকত

شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ[২৪৪]

এ আয়াত দ্বারা যাইতুন ও তার বৃক্ষ বরকতপূর্ণ ও উপকারী এবং ফায়দাজনক বলে মনে হয়। উলামায়ে কিরাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে অসংখ্য উপকারীতা রেখেছেন। তাকে বাতিতে রেখে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। তার আলো অন্য তেলের আলো চেয়ে স্বচ্ছ ও পরিস্কার হয়। রুটির সাথে তরকারীর কাজেও ব্যবহার করা হয়। তার ফল ফলজ পণ্য হিসাবে খাওয়া হয়।

---

[২৪২]. কুরতুবী, মাআরেফুল কুরআন: খ.৬, পৃ. ৪৬৪।
[২৪৩]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.৪, পৃ. ৫৫।
[২৪৪]. সূরা নূর: ৩৫।

যাইতুনের তেল বের করার জন্য কোন মেশিন বা চরকার প্রয়োজন হয় না। স্বাভাবিক ভাবেই ফল থেকে বের হয়ে যায়। রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যাইতুনের তেল খাও এবং শরীরে মালিশ কর। কেননা, তা বরকতপূর্ণ গাছ।[২৪৫]

সূর্যের ওপর লেখা আল্লাহ তা'আলার ৮টি নাম

(১) الحي (২) العالم (৩) القادر (৪) المريد (৫) السميع (৬) البصير

(৭) المتكلم (৮) الباقي [২৪৬]

ইসলামী শরীয়তে কবি ও কাব্যের বিধান

وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ

অর্থ: "পথ ভ্রষ্টরাই কবিদের অনুসরণ করে।"[২৪৭]

উপরোক্ত আয়াতের শুরু থেকে কবিতা ও কাব্য চর্চা একটি নিন্দনীয় ও আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় কাজ হিসাবে বিবেচিত মনে হয়। কিন্তু সূরার শেষে এসে কিছু অবস্থাকে এ নিন্দার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে বুঝা গেল, কাব্য চর্চার পুরাটাই নিন্দনীয় নয়; বরং যে কবিতায় আল্লাহর নাফরমানী, তার স্বরণের মাঝে বাধা, মিথ্যা, অন্যায়ভাবে কারোর সমালোচনা, মর্যাদাহানী করা এবং অশ্লীলতার জন্য উৎসাহ যোগায়, তা নিন্দার যোগ্য। বা তাই অপছন্দনীয়। কিন্তু যে সমস্ত কবিতা এ সকল গুনাহ ও নোংরামী থেকে মুক্ত তাকে إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الخ আয়াতের মাধ্যমে বাদও দেওয়া হয়েছে। এ দিকে অনেক কবিতা এমন আছে, যা বিজ্ঞচিত কথা, নসীহতের দ্বারা পূর্ণ হওয়ার কারণে তার চর্চা আনুগত্য ও সওয়াব হিসাবে বিবেচিত হবে। যেমন: হযরত উবাই বিন কা'বের হাদীস إن من الشعر حكمة কিছু কবিতা হিকমত দ্বারা পর্ণ হয়ে থাকে।[২৪৮]

---

২৪৫. বগভী ও তিরমিযী, হযরত উমর রা. থেকে মারফূ' সনদে। মাযহারী, মাআরেফুল কুরআন: খ.৬, পৃ. ৪২৪।

২৪৬. ইয়াওকীত ওল যাওয়াহির বাহাস: ১৬।

২৪৭. সূরা শুআরা: ২২৪।

২৪৮. বুখারী শরীফ।

হাফেয ইবনে হাজার র. বলেন, হেকমত দ্বারা উদ্দেশ্য সত্য কথা, যা বাস্তব সম্মত। ইবনে বাত্তাল র. বলেন, যে কবিতার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ, তার যিকির, ইসলামের প্রতি মুহাব্বত থাকবে, তা গ্রহণীয় ও প্রশংসনীয়। আর হাদীসে এমন কবিতার কথাই বলা হয়েছে। আর যে কবিতার মধ্যে মিথ্যা ও অশ্লীলতা আছে, বর্জনীয় ও নিন্দার যোগ্য। নিম্নের হাদীসগুলো দ্বারাও এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়:

১. হযরত আমর বিন শরীদ নিজ পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সা. তার থেকে উমাইয়্যাহ বিন আবিস সলতের ১০০টি কবিতা শুনেছেন।

২. মুতারিফ বর্ণনা করেন, আমি হযরত ইমরান বিন হুসাইন রা. এর সাথে কূফা থেকে বসরা পর্যন্ত সফর করেছি। তিনি প্রতিটি জায়গায় আমাকে কবিতা শুনিয়েছেন।

৩. ইমাম তাবারী বড় বড় সাহাবা ও তাবেয়ী সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তারা কবিতা বলত এবং শুনত।

৪. ইমাম বুখারী র. বলেন, হযরত আয়শা রা. কবিতা পাঠ করতেন।

৫. আবূ ইয়ালা ইবনে উমর থেকে মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কবিতা এক প্রকার কথা, যদি তার বিষয়বস্তু ভালো হয়, তাহলে কবিতা ভালো আর যদি বিষয়বস্তু খারাপ হয়, কবিতাও খারাপ।[২৪৯]

তাফসীরে কুরতুবীর মধ্যে আছে, মদীনা মুনাওয়ারা জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে প্রসিদ্ধ দশ জন ফকীহ ছিলেন। যার মধ্যে উবায়দুল্লাহ বিন উৎবা বিন মাসউদ একজন প্রসিদ্ধ কথা শিল্পী কবি ছিলেন। আর কাযী যুবাইর বিন বাক্কারের কবিতা গুচ্ছের একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ছিল। তারপর কুরতুবী বলেন, আবূ আমর বলেন, বিষয়বস্তু ভাল হলে, তাকে কোনো বিজ্ঞ আলিম বা পণ্ডিত খারাপ বলতে পারবে না। কেননা বড় বড় সাহাবার মধ্যে কেউ এমন নেই যে, নিজে কবিতা রচনা করেনি বা অন্যের কবিতা পাঠ করেনি।

যে সমস্ত কতিবার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হলো, ঐ সকল লোক যারা কাব্য জগতে এত বেশী ব্যস্ত ও জড়িত হয়ে পড়েছে যে, যিকির, ইবাদত ও কুরআন থেকে উদাসিন হয়ে গেছে। ইমাম বুখারী (র.) এ

---

[২৪৯]. ফতহুল বারী।

সব কিছুকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। এবং সেখানে হযরত আবূ হুরাইরা রা. এর এ হাদীসও উল্লেখ করেছেনঃ

لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا.

অর্থ: কোনো ব্যক্তির পেট কবিতা দিয়ে ভরার চেয়ে পূঁজ দিয়ে ভরা উত্তম।

ইমাম বুখারী র. বলেন, আমার নিকট এর অর্থ হলো, যখন কাব্য চর্চা কুরআন, আল্লাহর যিকির ও ইলমী ব্যস্ততার ওপর প্রাধান্য পাবে। আর যদি কবিতা চর্চার ওপর ঐগুলোর প্রাধান্য থাকে, তাহলে তা নিন্দার ঊর্ধ্বে। অনুরূপ ভাবে যে কবিতায় অশ্লীল বিষয়, মানুষের কুৎসা আছে বা শরীয়ত বিরোধী বক্তব্য আছে, তা উম্মতের সম্মিলিত সিদ্ধানায়ুয়ী হারাম ও নাজায়িয। এ বিধান শুধু পদ্যের ক্ষেত্রেই নয়, গদ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[২৫০]

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. নিজ গভর্ণর আদী বিন নযলাহকে গভর্ণর পোষ্ট থেকে এ জন্যই বরখাস্ত করেছেন, সে অশ্লীল কাব্য চর্চা করত। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয র. এ অপরাধেই আমর বিন রবীআ ও আবুল আসকে দেশান্তর করেছিলেন। শেষে আমর বিন রবীআ তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়েছিল।[২৫১]

হযরত ইউসুফ আ. এর কবর সম্পর্কে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা

ইবনে আবী হাতেমের একটি হাদীস আছে, রাসূল সা. এক গ্রাম্য লোকের বাড়িতে মেহমান হলেন। সে রাসূল সা. কে অনেক সেবা-যত্ন করল। বিদায়ের মুহূর্তে রাসূল সা. বললেন, মদীনায় গিয়ে আমার সাথে সাক্ষাত করো। কিছু দিন পর গ্রাম্য লোকটি রাসূল সা. এর কাছে আসল। রাসূল সা. বললেন, কোন সমস্যা বা প্রয়োজন আছে? সে বলল, হাওদাসহ একটি উটনী দিন আর দুধ ওয়ালা একটি ছাগল দিন। রাসূল সা. বললেন, আফসোস! তুমি বনী ইসরাঈলের জনৈক বৃদ্ধা মহিলার ন্যায় কোনো কিছু চাওনি। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, বনী ইসরাঈলের মহিলার ঘটনা আবার কি?

---

[২৫০]. কুরতুবী।

[২৫১]. কুরতুবী, মাআরেফুল কুরআন: খ.৬, পৃ. ৫৫৪-৫৫৫।

তখন রাসূল সা. বললেন, হযরত মূসা আ. মিশর থেকে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে চলছিলেন। মাঝ পথে আঁধারের কারণে রাস্তা হারিয়ে লোকজনকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, এ বিদঘুটে আঁধারের কারণ কি? তখন বনী ইসরাঈলের উলামাগণ বললেন, হযরত ইউসুফ আ. ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে আমাদের থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, যখন আমরা মিশর ত্যাগ করব, তখন যেন তার মরা দেহ এখান থেকে নিয়ে যাই। হয়ত এ কারণে এ অন্ধকার সৃষ্টি হয়েছে।

হযরত মূসা আ. জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে কার জানা আছে যে, ইউসুফ আ. এর কবর কোথায়? সকলে বলল, আমাদের জানা নাই। তবে আমাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা মহিলার জানা আছে। হযরত মূসা আ. উক্ত বৃদ্ধার নিকট একজন লোক পাঠিয়ে দিয়ে বলল যে, সে যেন আমাকে হযরত ইউসুফ আ. এর কবরের সন্ধান দেয়। মহিলা বলল, দেখাব, তবে তার আগে নিজ প্রাপ্তি আদায় করে নিব। মূসা আ. বললেন, বল তোমার কী চাহিদা আছে? সে বলল, জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই।

মূসা আ.-এর জন্য তার এ চাহিদা অত্যন্ত ভারী মনে হল। কিন্তু তখনই ওহী আসল যে, তুমি তা মেনে নাও। মূসা আ. মেনে নিলেন, মহিলা তাকে একটি জলাশয়ের নিকট নিয়ে গেল। যার পানির রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। মহিলা বলল, এর পানিগুলো সেঁচে ফেল। পানি সেঁচার পর যখন যমীন দৃষ্টিগোচর হতে লাগল, তখন সে বলল, এখন এখানে খনন করো। খনন করার পর কবর দৃষ্টিগোচর হল। সেখান থেকে লাশ সাথে নিয়ে চলতে লাগল। রাস্তা দৃষ্টিতে আসতে লাগল। ফলে হারিয়ে যাওয়া রাস্তা পুনরুদ্ধার হল।[২৫২]

নীল নদের নিকট হযরত উমরের চিঠি

বর্ণিত আছে, যখন মিশর বিজিত হল, তখন হযরত আমর ইবনুল আসের নিকট মিশরবাসী এসে বলতে লাগল, আমাদের প্রাচীন প্রথানুযায়ী আমরা নীল নদকে একটি উপঢৌকন দেই। যদি না দেই, তাহলে এ নদে পানি আসে না। কাজটা আমরা এভাবে করি যে, কোন পিতা-মাতার আদুরে

---

[২৫২]. ইবনে কাসীর: খ.৪, পৃ. ৩৩।

কুমারী কন্যাকে তাদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, অনুনয়-বিনয় করে রাজি করে তাদের কোল থেকে নিয়ে আসি। তারপর তাকে সুন্দর কাপড় পরিয়ে দামী অলংকার দিয়ে সাজিয়ে নীল নদে নিক্ষেপ করি। তারপর তার পানিতে জোয়ার আসে। নতুবা সর্বাবস্থায় পানির মধ্যে ভাটা চলতে থাকে।

মিশর বিজেতা সিপাহসালার হযরত আমর ইবনুল আস রা. বললেন, এটা একটা জাহেলী প্রথা। ইসলাম এ সকল প্রথার অনুমতি দিতে পারে না। কারণ ইসলাম তো এ সকল কুসংস্কারকে মূলোৎপাটন করার জন্য এসেছে। সুতরাং তোমরা তা করতে পার না। অবশেষে তারা বিরত ছিল।

এ দিকে পুরা মাস শেষ হতে চলল, চাষাবাদের যোগ্য পানি জোয়ারের মাধ্যমে নীল নদে আসেনি। নদও আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। (চাষাবাদ না করতে পেরে) মানুষ সমস্যা অনুভব করে মিশর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে লাগল। এমন সময় মিশর বিজেতা হযরত আমর ইবনুল আস রা. কেন্দ্রীয় খলীফা হযরত উমর রা. কে বিষয়টি জানানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এক সময় জানিয়েও দিলেন। জবাবে হযরত উমর রা. বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। এখন আমি নীল নদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি পাঠাচ্ছি। চিঠিটি আপনি নদের মাঝে ফেলে দিবেন। হযরত আমর রা. চিঠিটি পেয়ে পড়লেন, যার মধ্যে লেখা ছিলঃ

"আল্লাহর বান্দা মুসলমানদের আমীর উমরের পক্ষ থেকে এ পত্র নীল নদের উদ্দেশ্যে। যদি তুমি নিজ সিদ্ধান্তেই প্রবাহিত হয়ে থাক, তাহলে তোমার আর প্রয়োজন নেই, তুমি থাম। আর যদি তুমি এক পরাক্রমশালী আল্লাহর ইচ্ছায় প্রবাহিত হও, তাহলে আমরা সেই আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করে দেন। বাহিনীর প্রধান চিঠিটি নিয়ে নীল নদে ফেলে দিল। এক রাত শেষ না হতেই ষোল হাত উচ্চতা দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়া শুরু হলো। সাথে সাথে মিশরের চেহারা পাল্টে গেল। শুষ্কতা সিক্ততায় দুর্দিন সুদিনে পরিণত হল। চিঠি পড়ার সাথে সাথে জনপদ থেকে জনপদ সুজলা-সুফলা হয়ে উঠল। নীল নদ তার স্ব-গতিতে প্রবাহিত হতে লাগল। ফলে প্রতি বছর যে জান উৎসর্গ করা হত, তা রক্ষা পেল। আর মিশর থেকে এ কুসংস্কার স্থায়ীভাবে বিদায় নিল।[২৫৩]

---

২৫৩. তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ খ.৪, পৃ. ২৩১।

সাপের মাধ্যমে হযরত হাসান-হুসাইনকে হেফাযত

হযরত সালমান রা. বর্ণনা করেন, আমরা রাসূল সা. এর পাশে বসা ছিলাম। এমন সময় হযরত উম্মে আইমান রা. আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হাসান-হুসাইন হারিয়ে গেছে। তখন বেলা বেশ পড়ে গেছে। শুনে সকলেই নিজ পথ ধরে তালাশ করতে বেরিয়ে পড়ল। আর আমি হুযূরের পথ ধরে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে হুযূর সা. এক সময় একটি পাহাড়ের পাদদেশে এস দাঁড়ালেন। সেখানে দেখেন হযরত হাসান ও হুসাইন একে অন্যকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একটি বিষধর সাপ নিজের লেজের ওপর দাঁড়িয়ে এদের দিকে ফিরে ছিল। যার মুখ থেকে অগ্নি শিখা বাহির হচ্ছিল। (সম্ভবত বাচ্চা দুটিকে আগে যাওয়ার থেকে বাধা দেওয়ার জন্যই আল্লাহ তা'আলা এ বিষাক্ত সাপ পাঠিয়েছেন।) রাসূল সা. দ্রুত সাপের পার্শ্বে গেলেন। সাপটি হুযূর সা. এর দিকে মুখ ফিরিয়ে একবার দেখল, তারপর একটা গর্তে ঢুকে পড়ল। তারপর নবী কারীম সা. তাদের দুই জনের নিকট গিয়ে তাদেরকে পৃথক করে দিলেন এবং উভয়ের চেহারায় হাত মুছে দিলেন। তারপর বললেন, তোমাদের ওপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক। আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের মর্যাদা কতই না বেশী। তারপর উভয়কে কাঁধে বসিয়ে রওয়ানা করলেন।

আমি (সালমান) বললাম, তোমাদের জন্য সুসংবাদ যে, তোমাদের বাহন অত্যন্ত দামী বাহন। রাসূল (সা.) এ কথা শুনে বললেন, এই দুই আরোহীও দামী আরোহী, তবে তাদের পিতা-মাতা তাদের থেকেও দামী ও সম্মানিত।[২৫৪]

হযরত মুহাম্মদ সা. এর মুখের লোকমার বরকতে

হযরত আবূ উমাম রা. বর্ণনা করেন, একজন নারী ছিল, যে পুরুষের সাথে নির্লজ্জ সব কথা-বার্তা বলত এবং সে বাচাল প্রকৃতির ছিল। একদা সে নবী কারমি সা. এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি একটি উঁচু জায়গায় বসে সারীদ খাচ্ছিলেন। মহিলাটি বলল, তাকে দেখে মনে হচ্ছে, গোলাম বসে বসে খাচ্ছে। রাসূল সা. বলেন, আমার থেকে বেশী গোলামী করতে পারে এমন বান্দা কে আছে?

---

[২৫৪]. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ. ৮৬৯।

এরপর সে মহিলা বলল, সে নিজেও খাচ্ছে, কিন্তু আমাকে খাওয়াচ্ছে না। হুযূর সা. বললেন, নাও, তুমিও খাও। সে বলল, আমাকে নিজ হাতে খাবার দিন। নবী কারীম সা. নিজ হাতে দিলে সে বলল, আপনার মুখে যা আছে, সেখান থেকে দিন। রাসূল সা. সেখান থেকেই দিলেন। সে তা খেয়ে নিল। (এ খাবারের বরকতে) তার লজ্জাহীনতার ওপর লাজুকতা বিজয় লাভ করল ও প্রভাব ফেলল। তারপর সে মৃত্যু পর্যন্ত আর কারো সাথে নির্লজ্জ কথা-বার্তা বলেনি।[২৫৫]

ইমাম আবু হানীফার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক কিছু ঘটনাবলী

প্রথম ঘটনা: জনৈক পুরুষ তার স্ত্রীকে অত্যন্ত মুহাব্বত করলেও স্ত্রী তেমন কোন মুহাব্বত করত না। কারণ স্ত্রী তালাকের প্রত্যাশা করত। কিন্তু স্বামী তালাক দিত না। স্ত্রী মুক্তি পাওয়াব জন্য চেষ্টা করত; কিন্তু স্বামী তা মেনে নিত না।

এক দিন উভয়েই বসে কথা-বার্তা বলছিল। একপর্যায়ে হাঠাৎ স্ত্রী চুপ করে গেল। স্বামী তো চেষ্ট করেও তাকে দিয়ে কথা বলাতে পারল না। বাধ্য হয়ে সে বলল, সুবহে সাদিকের আগে আগে যদি কথা না বল, তাহলে তোমাকে তালাক। স্ত্রী তো মহা খুশী। ব্যাস, সে চুপ হয়ে থাকল, কিভাবে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বেচারা এবার মস্ত বড় পেরেশানীতে পড়ল। সে প্রতি মুহূর্তে ডাকার চেষ্টা করছে; কিন্তু স্ত্রী কোনই জবাব দেয় না।

পুরুষটি বুঝে গেল যে, তার স্ত্রী তালাক নিতে চাচ্ছে। তাই সে এবার ফুকাহা ও মুফতীদের দরবারে দৌড় ঝাঁপ শুরু করল। যে ফকীহের কাছেই যায়, সেই বলে যে, যদি সকাল পর্যন্ত সে এভাবে চুপ থাকে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। কারণ এ শর্ত তো তুমিই দিয়েছ। ফলে যখন তা পাওয়া যাবে, তখন তা কার্যকর হবে। ফলে এখন রাস্তা একটাই আর তা হলো, সুবহে সাদিকের আগে অনুনয়-বিনয়ের মাধ্যমে তার মুখ থেকে কথা বের করা। নতুবা সুবহে সাদিক হলে সে তোমার হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। সকল ফকীহ একই জবাব দিল।

---

[২৫৫]. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ৭০৪।

অবশেষে সে ইমাম আবূ হানীফা র. এর নিকট গেল। সে মাঝে-মধ্যে এ ইমামের দরবারে আসত। কিন্তু ইমাম তাকে আজ দুঃশ্চিন্তা ও হতাশাগ্রস্থ বলে আবিস্কার করল। ইমাম সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করল, আর তোমার কী হল? সে বিস্তারিত ঘটনা শুনিয়ে দিল।

ইমাম সাহেব বললেন, যাও তালাক হবে না। নিশ্চিত থাক। সে প্রশান্ত হৃদয়ে ফিরে আসল। এবার সমকালের ফুকাহাগণ ইমাম আবূ হানীফার সমালোচনা করতে লাগল যে সে হারামকে হালাল বলে। স্পষ্ট ভাষায় আদেশ দিল, তালাক হবে না।

এদিকে সুবহে সাদিকের আধা ঘন্টা বাকী থাকতেই ইমাম সাহেব মসজিদে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে তাহাজ্জুদের আযান দেওয়া শুরু করল। মহিলাটি যখন আযানের আওয়ায শুনল, ভাবল সুবহে সাদিক হয়ে গেছে। তাই সে স্বামীকে বলল, তালাক হয়ে গেছে। এবার তোমার কাছে থাকব না। কিন্তু অনুসন্ধান করে জানা গেল যে, সুবহে সাদিক হয়নি, বরং এ আযান তাহাজ্জুদের ছিল। লোকজন স্বীকার করল, সত্যই ইমাম সাহেব ফকীহ ও মুদাব্বির।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ একদা কুফায় একটি গৃহে চুরি হল, চোর যাওয়ার সময় ঘরের লোকদেরকে কসম দিয়ে বাধ্য করল যে, যদি আমাদের পরিচয় তুমি কারোর কাছে প্রকাশ কর, তাহলে তোমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। বেচারা অসহায়ের মত বাধ্য হয়ে কসম দিল। আর এ দিকে চোর ঘরের সমস্ত সামানপত্র নিয়ে পালিয়েছে। এখন ঘর ওয়ালা বহুত পেরেশান। সে চিন্তা করল যদি আমি এখন চোরের ঠিকানা কারোর কাছে বলে দেই, তাহলে মাল তো পাওয়া যাবে, কিন্তু স্ত্রী বিদায় নিবে। আর যদি চোরের কথা কারোর কাছে না বলি, তাহলে স্ত্রী তো থাকবে, কিন্তু সামানগুলো আর পাব না। ঘর এভাবে খালী থাকবে। ফলে সে এখন মালপত্র ও স্ত্রী কোনটাকে বর্জন আর কোনটাকে গ্রহণ করবে? এমন একটা টানা-পোড়েনের মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। এ ঘটনা কারোর কাছে বলতেও পারছে না।

সে একদিন ইমাম সাহেবের দরবারে উপস্থিত হল বহুত দুঃশ্চিন্তা নিয়ে। ইমাম সাহেব তাকে দেখে বললেন, বহুত হতাশাগ্রস্থ মনে হচ্ছে তোমাকে? সে বলল, হযরত ! সমস্যার কথাটি আমি বলতেও পারছি না। ইমাম সাহেব বললেন, সামান্য কিছু বল।

সে বলল, হযরত! যদি আমি বলি, তাহলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। ইমাম সাহেব বললেন, তাহলে সংক্ষিপ্ত করে বল। সে বলল, হযরত! চুরি হয়ে গেছে। এ দিকে আমি অঙ্গীকার করেছি যে, চোরদের পরিচয় বললে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। অথচ চোর কে তা আমার জানা আছে। সে এ মহল্লারই। ইমাম সাহেব বললেন, নিশ্চিন্ত থাক। তোমার স্ত্রী তো যাবে-ই না, উপরন্তু তোমার মালও তোমার হাতে ফিরে আসবে।

কুফায় আবার হৈ চৈ শুরু হল। মানুষ বলাবলি করতে লাগল যে, ইমাম আবূ হানীফা কী করছে? এটা তো একটি অঙ্গীকর, যা তাকে পূর্ণ করতেই হবে। ফলে সে হয় মাল হারাবে, নয় স্ত্রী হারাবে। কিভাবে সে এ কথা বলল যে, মালও যাবে না, স্ত্রীও হারবে না? এ কারণে সকল ফুকাহাগণ অস্থির হয়ে উঠলেন।

ইমাম আবূ হানীফা র. তাকে বললেন, এখন যাও। কাল যোহরের নামায মহল্লার মসজিদে এসে পড়বে। ইমাম সাহেব যোহরের নামায ঐ মসজিদে পড়েন। নামাযের পর এ'লান করা হলো, মসজিদের দরজা নামাযান্তে বন্ধ করে দেওয়া হবে। কেউ বাহিরে যেতে পারবে না। এরপর একটি দরজা খুলে দেওয়া হল, যার এক পার্শ্বে নিজে বসলেন, অন্য পার্শ্বে তাকে বসালেন। প্রতি মুসল্লি বাহির হওয়ার সময় যদি সে চোর না হয়, বলবে সে চোর নয়। আর প্রকৃত চোর বাহির হওয়ার সময় কিছু না বলে চুপ করে বসে থাকবে। এ ভাবে তার বলা ছাড়াই সমস্ত চোর ধরা পড়ে গেল। ফলে চোরও ধরা পড়ল, মালও হাতে আসল। স্ত্রীও ঘরেই রইল। অর্থাৎ তালাক হয়নি। এ ভাবেই সমস্যাটির সমাধান হল। এ সব ছিল তার মেধার ফলাফল।[২৫৬]

দেশদ্রোহী, ডাকাত ও পিতা-মাতার হত্যাকারীর জানাযা নেই

প্রশ্ন: হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে, না ফাঁসী দেওয়া হবে? তার জানাযা সম্পর্কে বিধান কি? যদি পিতা-মাতার হত্যাকারী হয়, তাহলে তার জানাযার বিধান কি? ফাসেক, পাপাচার ও যিনাকারীর মৃত্যুতে তার জানাযার বিধান কি?

জবাব: জানাযা প্রত্যেক গুনাহগার মুসলমানের পড়া উচিত। তবে বিদ্রোহী এবং ডাকাত, সরাসরি মুকাবালা করতে গিয়ে যদি মারা যায়, তাহলে তার

---

[২৫৬]. প্রাগুক্ত: খ.৩, পৃ. ১৩২।

জানাযা পড়া উচিত। অনুরূপভাবে কেউ যদি তার পিতা-মাতার কাউকে হত্যা করে, তাহলে কিসাস হিসাবে তাকেও হত্যা করা উচিত এবং তার জানাযা না পড়া উচিত। হ্যাঁ, সে যদি স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, তাহলে তার জানাযা পড়া যেতে পারে। তবে দ্বীনের লাইনে বড়রা যেন তার জানাযা না পড়ে।[২৫৭]

চিল্লার ভিত্তি

প্রশ্ন: তাবলীগের লোকেরা চিল্লায় বাহির হওয়ার জন্য বেশী তাকীদ দিতে থাকে। চিল্লার কি কোন ভিত্তি আসলেই আছে? কী কারণে তারা চিল্লা লাগাতে বলে?

জবাব: লাগাতার চল্লিশ দিন আমলের অনেক ফযীলত আছে। চল্লিশ দিন ধারাবাহিক আমলের দ্বারা রূহের ওপর ভাল প্রভাব পড়ে। হযরত মূসা আ. তূর পর্বতে চল্লিশ দিন এ'তেকাফ করেছিলেন। তারপর তাওরাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সুফিয়ায়ে কিরামের খানকাতেও চিল্লার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সুতরাং একেবারেই ভিত্তিহীন নয়।

এক হাদীসে রাসূল সা. ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবত তাকবীরে উলার সাথে জামাতে নামায পড়বে, তাকে দুইটি পুরুস্কার দেওয়া হবে। প্রথমত: জাহান্নাম থেকে মুক্তি, দ্বিতীয়ত: নেফাক থেকে মুক্তি।[২৫৮]

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, মানুষের অবস্থা পরিবর্তনে চিল্লার বিশেষ ভূমিকা আছে। সাথে সাথে এ-ও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, বীর্য যখন নারীর গর্ভে যায়, তো প্রথম চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর রক্তটুকরা, তার পর গোশতের রূপ নেয়। তারপরের চিল্লায় পূর্ণ গোশতের শক্ত টুকরার আকার ধারণ করে। তারপর সেখান থেকে এক চিল্লার পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং হাড্ডি জন্ম নেয়। এভাবে তিন চিল্লা তথা চার মাস পর তার মধ্যে প্রান আসে।[২৫৯]

হযরত উমর ফারুক রা. এর যুগে এক নারীর ওপর এক ব্যক্তি আশিক হয়ে পড়ল। এভাবে এক সময় সে উদ্ভ্রান্তের মত হয়ে গেল। কিন্তু মহিলাটি সতিসাধ্বি এবং বুদ্ধিমতি। সে লোকটিকে বলল, চল্লিশ দিন হযরত উমর রা.

---

[২৫৭]. আপকে মাসায়েল আওর উন কা হল্ল: খ.৩, পৃ. ১৩২।

[২৫৮]. তিরমিযী শরীফ: খ.১, পৃ. ৩৩।

[২৫৯]. বয়ানুল কুরআন।

এর পিছনে তাকবীরে উলার সাথে নামায পড়, তারপর তোমার প্রস্তাব বিবেচনা করব। চল্লিশ দিন এভাবে নামায পড়ার পর তার চিত্র পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তার রূপক ইশক বাস্তব ইশকের রূপ নিল। এতদিন সে ঐ মহিলার আশেক ছিল। এখন সে আল্লাহর আশেক ও প্রেমিক হয়ে গেল। আল্লাহর প্রেম তার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হতে লাগল। এ ঘটনা হযরত উমর রা. এর কানে পৌঁছলে তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। নিশ্চয়ই নামায নির্লজ্জ ও অন্যায় কাজ থেকে বাধা দেয়।[২৬০]

নোট: এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে হেকমত ও প্রজ্ঞার ঝর্ণা চালু করে দিবেন।[২৬১]

আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়বে কি না?

প্রশ্ন: আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জানাযা জায়িয কি না?

জবাব: নিঃসন্দেহে আত্মহত্যা কবীরা গুনাহ। কিন্তু শরীয়ত তার জানাযা পড়ার অনুমতি দিয়েছে। যদি দীনের লাইনে বড়রা মানুষের শিক্ষার জন্য তার জানাযা থেকে বিরত থাকে, তার অবকাশ তাদের জন্য রয়েছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের জন্য তার জানাযা পড়া জরুরী। বিনা জানাযায় দাফন করবে না।

হাদীস শরীফে আছে, মুসলমানদের নামাযে জানাযা তোমাদের ওপর জরুরী। চাই সে গুনাহগার হোক বা নেককার।[২৬২] যদি কেউ আত্মহত্যা করে, চাই ইচ্ছা করেই হোক, তাকে গোসল দেওয়া ও তার জানাযা পড়া চাই। এরই উপর ফাতাওয়া।[২৬৩] সঠিক জবাব আল্লাহই ভাল জানেন।[২৬৪]

শুক্রবারে মৃত্যুর ফযীলত

প্রশ্ন: জুমুআর দিনের ফযীলতের কথা (হাদীসে) বর্ণিত হয়েছে। এ ফযীলত কখন থেকে কখন পর্যন্ত কার্যকরী হবে।

---

[২৬০]. আনকাবূত: ৪৫, ফাতাওয়ায়ে রহিমীয়্যা: খ.৬, পৃ. ৩৮৪।

[২৬১]. রূহুল বয়ান, মাআরেফুল কুরআন: খ.৪, পৃ. ৫৮।

[২৬২]. দুররে মুখতার।

[২৬৩]. দুররে মুখতার, শামী: খ.১, পৃ. ৮১৫।

[২৬৪]. ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়্যাহ: খ.১, পৃ. ৩৬৮।

জবাব: হাদীস শরীফে জুমুআর দিনে বা রাতে ইন্তেকালকারী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, সে মুনকার ও নাকীরের জবাবদিহিতা থেকে নিরাপদে থাকবে। হাদীস শরীফে এমন আছে, আট ব্যক্তিকে কবরে প্রশ্ন করা হবে না। তন্মধ্যে যে শুক্রবার দিনে বা রাতে মারা যায়।[২৬৫]

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, কোন মুসলমান শুক্রবার দিনে বা রাতে মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করেন।[২৬৬]

নবীদের নামের উৎস

১. আদম শব্দের অর্থ গম ভক্ষক। এ নামটি তাঁর শরীরের রংয়ের পরিচায়ক।

২. নূহ অর্থ আরাম। পিতা তাকে আরামের যোগ্য বলে নির্দ্ধারণ করেছিল।

৩. ইসহাক অর্থ হাসুটে। হযরত ইসহাক আ. সর্বদাই হাস্যোজ্জল চেহারায় থাকতেন। এক কারণে তাকে ইসহাক নামে ডাকা হত।

৪. ইয়াকুব অর্থ: পশ্চাদগমনকারী। তিনি তার ভাই ইসহাকেরর সাথে জোড়া সন্তান হিসাবে ভুমিষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু পরে আসেন। এ জন্য তাকে এ নামে ডাকা হয়।

৫. মূসা অর্থ পানি হতে বহির্গমনকারী। তাকে সিন্দুক থেকে বাহির করার কারণে তাকে এ নামে ডাকা হয়।

৬. ইয়াহইয়া অর্থ দীর্ঘ জীবনের অধিকারী। বৃদ্ধ পিতা-মাতার দীর্ঘ আশা পূরণের প্রতীক।

৭. ঈসা অর্থ লাল রং। চেহারা ফুলের আকৃতিতে হওয়ার কারণে তাকে এ নামে ডাকা হয়।

পাঁচ ব্যক্তি আল্লাহর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকে

হযরত মুআয বিন জাবাল রা. কে বলতে শুনেছি, ১. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বাহির হয়, সে আল্লাহর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে প্রবেশ করে।

---

[২৬৫]. দুররে মুখতার মাআশ শামী: খ.১, পৃ. ৭৯৮।

[২৬৬]. আহমদ, তিরমিযী, মিশকাত: ১২১, মুহাম্মদ আমীন।

২. যে কোনো অসুস্থ রুগীকে দেখতে যায়, সেও আল্লাহর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে।

৩. যে সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে যায়, সেও আল্লাহর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে।

৪. যে সাহায্য করতে শাসকের কাছে যায়, সেও নিরাপত্তা বেষ্টনীতে।

৫. যে ঘরে বসে থাকে কারোর গীবত বা নিন্দা জ্ঞাপন করে না, সেও আল্লাহ তা'আলার বেষ্টনীতে।[২৬৭]

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে আসার এক চমৎকার ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. অন্তিম সয্যায় ছিলেন। লোকজন তাকে দেখতে আসছিল। এ ব্যপারে রাসূল সা. এর শিক্ষা হল, রুগীকে দেখতে এসে বেশীক্ষণ যেন অপেক্ষা না করে। যতদ্রুত সম্ভব বেরিয়ে আসবে। অসুস্থ রুগীর পাশে বেশী সময় কাটাবে না। কেননা অনেক সময় রুগীর নির্জনতার দরকার হয়, সে মানুষের উপস্থিতিতে নিজ কাজ-কর্মগুলো স্বাভাবিকভাবে করতে পারে না। এ কারণে দ্রুত চলে এসে তার আরামের ব্যবস্থা করা উচিত।

যাই হোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বিছানায় শুয়ে ছিলেন। এক লোক তাকে দেখতে এসে এমনভাবে বসল যে, আর যাওয়ার কথা যেন তার মনে নেই। এ দিকে অনেক মানুষ সংক্ষিপ্ত সাক্ষাত করে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু তার কোন যাওয়ার আলামত নেই। এ দিকে হযরত আব্দুল্লাহ এ অপেক্ষায় আছেন যে, সে বিদায় নিলে নিজের একান্ত কিছু কাজ সেরে নিবেন। কিন্তু সে যায় না, আবার বলতেও পারে না।

অনেক সময় অপেক্ষার পর লোকটার মধ্যে যখন উঠার কোন আলামত দেখা যাচ্ছে না। তখন তিনি বললেন, অসুস্থতার এক কষ্ট তো আছে; কিন্তু এই যে সাক্ষাতকারীরা এসে আরেক মুসীবত চাপাচ্ছে, এর সমাধান কি?

তিনি ভেবেছিলেন, হয়ত সে বিষয়টি বুঝে চলে যাবে। কিন্তু সে তাতেও বুঝল না। বলল, হযরত অনুমতি দিলে দরজা বন্ধ করে দেই। যাতে কেউ আসতেই না পারে। হযরত ইবনুল মুবারক বললেন, হ্যাঁ, বন্ধ করো তবে, ভিতর থেকে না করে বাহির থেকে করো।

---

[২৬৭]. হায়াতুস সাহাবাঃ খ.২, পৃ. ৮১৫।

কিছু লেক সমাজে আছে, যাদের সাথে কখনও এমন আচরণ বাধ্য হয়ে করতে হয়। তবে সর্বদাই এমন করবে না। যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবে যে, আমার আচরণের দ্বারা কেউ যেন এ কথা না মনে করে যে, আমাকে বর্জন করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে এ সকল সুন্নতের ওপর আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দ্বান করুন।[২৬৮]

হুযূর সা. এর সাথে সাক্ষাত কিভাবে সম্ভব

বুযুর্গানেদীন লিখেন, যে ব্যক্তির মনে নবী কারীম সা. এর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ জাগে, সে শুক্রবার রাতে নিম্নের নিয়মে দুই রাকাত নামায পড়বে। প্রথমে সূরা ফাতিহা পড়ে এগারোবার আয়াতুল কুরসী, এগার বার সূরা ইখলাস পড়বে। এই নিয়মে দ্বিতীয় রাকাত নামাযও পড়বে। অবশেষে সালাম ফিরিয়ে একশত বার এই দরুদ শরীফ পড়বে:

اللهم صلي علي محمد النبي الأميّ وعلى أله وأصحابه وبارك وسلم.

যদি কোন ব্যক্তি কয়েকবার এ আমল করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে রাসূল সা. এর সাক্ষাত করাবেন। তবে শর্ত হল, আকাংখা ও কামনা প্রবল হতে হবে এবং গুনাহ বর্জন করতে হবে।[২৬৯]

আট ধরণের মানুষকে কবরে প্রশ্ন করা হবে না

শামীতে আছে, কবরে যাদের কাছে প্রশ্ন করা হবে না, তারা আট ধরণের মানুষ। যথা:

(১) শহীদ (২) ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পাহারাদার। (৩) মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী। (৪) মহামারীর সময় মহামারী ছাড়া অন্য কোন অসুস্থতায় মারা গেলে। যদি সে অসুস্থতার ওপর ধৈর্যধারণ করে এবং সওয়াবের আশা করে (৫) সিদ্দীক (৬) শিশু (৭) শুক্রবার দিনে বা রাতে মৃত্যুবরণকারী (৮) প্রত্যেক রাতে সূরা মুলুক পাঠকারী। অনেকে আবার এর সাথে সূরা সিজদাকেও মিলিয়েছেন। অনেকে মৃত্যুর সময় قل هو الله أحد পাঠকারীকেও এ

---

[২৬৮]. ইসলাহী খুতুবাত: খ.৬, পৃ.২০৯।

[২৬৯]. প্রাগুক্ত: খ.৬, পৃ. ১০৪।

তালিকার অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ব্যাখ্যাকারক এ তালিকায় নবীদের নামও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কারণ তাঁরা মর্যাদায় সিদ্দীকীনদের থেকেও আগে।[২৭০]

ইবরাহীম ইবনে আদহামের পিতার খোদাভীতি

বর্ণিত আছে যে, একদা আদহাম র. এর পিতা বুখারার বাগিচা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি একটি পানির ড্রেনের পার্শ্বে বসে অযু করছিলেন। যে ড্রেনটি বাগিচার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল। তিনি দেখলেন ড্রেনের ওপর দিয়ে একটি আপেল ভেসে আসছে। মনে মনে ভাবলেন এ আপেলটি খেলে কি-ই বা হবে? তাই হাতে নিয়ে খেয়ে ফেলেন। কিছুক্ষণ পরেই মনে হলো, আমি তো ফলটির মালিকের অনুমতি নেইনি। ফলে কাজটি নাজায়িয হয়েছে। এ কারণে তিনি বাগিচার মালিককে জানাতে গেলেন, যাতে তার অনুমতিক্রমে ফলটি হালাল হয়ে যায়।

সুতরাং আনুমানিক যেখান থেকে এ ফলটি আসার সম্ভাবনা ছিল সেখানে গিয়ে মালিকের অনুসন্ধান করল। তারপর দরজায় গিয়ে আওয়ায দিল। আওয়ায শুনে একটি ছোট মেয়ে বেরিয়ে এল। তিনি তাকে বললেন, আমি বাগিচার মালিকের সাথে সাক্ষাত করতে চাই। তাকে একটু পাঠিয়ে দাও। মেয়েটি বলল, সে মহিলা। তিনি বললেন, তাহলে জিজ্ঞাসা কর; আমি আসি? তারপর মালিক অনুমতি দিলে তিনি মহিলার নিকট গেলেন এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। মহিলা বলল, এ বাগানের অর্ধ আমার আর বাকী অর্ধ বাদশাহর। সে বলখের সফরে গেছে। বুখারা থেকে যা দশ দিনের রাস্তা। মহিলা তার অর্ধ ফলের দাবী ক্ষমা করে দিল।

বাকী রইল আধা ফল। সে তা মাফ করাতে বলখে গেল। সে সেখানে পৌছে দেখল যে, বাদশাহর বাহন বিশাল বাহিনীর সাথে যাচ্ছে। এমন সময় সে বাদশাহকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হলো। বাদশাহ বলল, এখন তো আমি কিছু বলতে পারছি না। আগামী কাল আমার কাছে এসো। এ দিকে বাদশাহর ছিল এক সুন্দরী কন্যা। দুনিয়ার বড় বড় বাদশাহর পুত্রদের পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব এসেছে; কিন্তু কন্যার পিতা তা গ্রহণ করেনি। কারণ

---

[২৭০]. শামী: খ.১,পৃ.৫৭২।

কন্যা ইবাদতকারী আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে মুহাব্বত রাখত। ফলে তার ইচ্ছা ছিল কোনো মুত্তাকী পরহেযগার ছেলের সাথে তার বিবাহ হোক।

বাদশাহ যখন ঘরে ফিরল, তখন নিজ কন্যাকে আদহামের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। সাথে সাথে এ-ও বলল, আমি এমন মুত্তাকী কোথাও দেখিনি। সে অর্ধ ফল হালাল করার জন্য বুখারা থেকে এখানে এসেছে। কন্যা এ সব শুনে বিবাহে রাযী হয়ে গেল। আদহাম যখন পরের দিন বাদশাহর নিকট আসল। তখন বাদশাহ বলল, আমার কন্যাকে বিবাহ না করলে আপনার খাওয়া আধা ফলটির ক্ষমা হবে না। আদহাম সম্পূর্ণ অস্বীকার করার পরও উপায়ান্তর না দেখে বিবাহে রাযী হয়ে গেল।

সুতরাং বাদশাহ আদহামের সাথে তার কন্যাকে বিবাহ দিয়ে দিল। আদহাম যখন কন্যার সাথে নির্জন গৃহে একত্রিত হল, তখন সে সেখানে সুসজ্জিত বর্ণিল গৃহে পরমা সুন্দরী এবং অলংকারে ঢাকা এক নারীকে আবিস্কার করল। আদহাম সে গৃহে প্রবেশ করে এক কোনায় গিয়ে নামাযে লিপ্ত হলো। আর এভাবে সকাল হয়ে গেল। এমনি করে সে সাত সাতটি রাত পার করল। এখনও বাদশাহ তার আধা ফল মাফ করেনি। ইতিমধ্যে সে বাদশাহর নিকট মাফের সংবাদ দিয়ে লোক পাঠাল। বাদশাহ বলল, আমার কন্যার সাথে যতক্ষণ সহবাস না হবে, ততক্ষণ ক্ষমা করব না। তারপর আবার রাত্র আসল, সে বাদশাহর কন্যার সাথে সহবাস করতে বাধ্য হলো। তারপর তিনি গোসল করে নামায পড়লেন। এক সময় সিজদারত অবস্থায় চিৎকার দিয়ে মুসল্লার ওপর মারা গেলেন। মানুষ খোঁজ নিয়ে দেখেন তিনি মারা গেছেন।

তারপর এ কন্যার থেকে ইবরাহীম জন্মেছিল। যেহেতু ইবরাহীম (র.) এর নানার কোন পুত্র ছিল না, তাই পুরা সাম্রাজ্য তিনিই পেয়েছিলেন। সর্বশেষে তার বাদশাহী ছাড়ার ঘটনাও সকলের জানা আছে। তাও এ খোদাভীতির কারণেই।[২৭১]

একটি নেকীর কারণে জান্নাতে প্রবেশ

কেয়ামতের দিন জনৈক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, যার নেকী ও বদীর পাল্লা বরাবর হবে। তার নেকীর পাল্লাকে ঝুঁকানোর মত আর একটি নেক কাজও

---

[২৭১]. সফর নামায়ে ইবনে বতুতা: খ.১, পৃ. ১০৬।

নেই। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও, কোনো মানুষ তালাশ করে পাও কি না, যে এ মুহূর্তে তোমাকে একটি নেকী দিয়ে সাহায্য করবে। সে হতাশ হয়ে তালাশ করতে থাকবে। কিন্তু যার কাছেই যাবে, সেই বলবে, আমি নিজের ব্যাপারেই শংকিত, না জানি আমার পাল্লা হালকা হয়ে যায় কি না?

নেকীর প্রয়োজনীয়তা তোমার থেকে আমার বেশী। এসব কথা শুনে সে নিরাশ হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করবে, তোমার কী প্রয়োজন? সে বলবে, আমার একটি নেকীর প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের তাকীদে আমি অসংখ্য মানুষের সাথে সাক্ষাত করেছি, তাদের হাজার হাজার নেকী থাক সত্ত্বেও তারা আমার সাথে কার্পণ্য করেছে। লোকটি বলবে, (বিচারের ব্যাপারে) আমার আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হয়ে গেছে। আমার আমল নামায় একটি নেকী ছাড়া আর কোনো নেকী নেই। আর আমার ধারণা মুতাবিক এই নেকীটি আমার কোন ফায়দা দিবে না। তাই যাও, তুমি আমার পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসাবে নিয়ে যাও। (আর জান বাঁচাও)

সে ব্যক্তি নেকীটি নিয়ে আনন্দ করতে করতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে। জানা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তার কাছে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার কী অবস্থা? সে তার পূর্ণ ঘটনা শুনিয়ে দিবে।

তারপর আল্লাহ ঐ নেকী দাতাকেও ডাকবেন এবং বলবেন, তোমার বদান্যতা থেকে আজেকের এ দিনে আমার বাদন্যতা অনেকগুণ বেশী। ফলে যাও নিজ ভাইয়ের হাত ধরে সোজা জান্নাতে চালে যাও।[২৭২]

পিতার কল্যাণকামীতার কারণে জান্নাতে প্রবেশ

এমনিই আরেকটি ঘটনা। এক ব্যক্তির মীযানের দুই পাল্লাই বরাবর হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি না জান্নাতী না জাহান্নামী। ইতিমধ্যে এক ফেরেশতা একটি সহীফা এনে বদীর পাল্লায় রাখবে। যাতে উফ (أُفٍّ) শব্দ লেখা থাকবে। যা বলে পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া হত। (আরবীতে) উফ শব্দটি পাহাড়ের চেয়েও বেশী কঠিন শব্দ। ফলে তার জন্য জাহান্নামের ফায়সালা হবে।

---

২৭২. তাযকেরাহ: খ.১, পৃ. ৩১০, যুরকানী: ১২, পৃ. ৩৬০।

সে আল্লাহ তা'আলার নিকট জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইবে। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে বলবেন, হে পিতা-মাতার অবাধ্য! কিসের ভিত্তিতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাস? সে বলবে, হে রব! আমি জাহান্নামের যাত্রী, সেখান থেকে আমার মুক্তির কোন সুযোগ নেই। কারণ পিতা-মাতার অবাধ্য ছিলাম। এ মুহূর্তে আমি আমার পিতাকেও জাহান্নামে যেতে দেখেছি। তাই পিতার পরিবর্তে আমার শাস্তি দুই গুণ করা হোক। আর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হোক। এ কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা (কুদরতী) হাসি দিবেন। দুনিয়াতে অবাধ্য হয়ে আখেরাতে বাঁচাতে চাচ্ছ। ধর, তোমার পিতার হাত ধরে জান্নাতে যাও।[২৭৩]

আল্লাহর কাছে আমানত রাখার এক বিরল ঘটনা

আল্লামা দিময়ারী র. বলেন, অসংখ্য গ্রন্থে আমি এ বর্ণনাটি দেখেছি। হযরত যায়েদ বিন আসলাম নিজ পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। হযরত উমর রা. বসে বসে লোকজনের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় একজন লোক নিজের একটি ছেলেকে সাথে নিয়ে মজলিসে হাযির হল। হযরত উমর রা. বলেন, পিতা-পুত্রের মাঝে মিলের দিক দিয়ে এদের চেয়ে বেশী কাফের পিতা-পুত্রের তুল্য কোন সম্পর্ক দেখি নি।

সে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ছেলেটিকে তার মা মৃত্যুর পর জন্ম দিয়েছে। এ কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, বাচ্চাটির ঘটনা আমাকে শোনাও। তারপর লোকটি সব শোনাতে লাগল। সে বলল, একবার আমি সফরের ইচ্ছা করলাম। সে সময় সে গর্ভে ছিল। আমার স্ত্রী আমাকে বলল, তুমি এমতাবস্থায় আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ। যখন আমি গর্ভ সঞ্চারের কারণে অসুস্থ আছি। এ কথা শুনে আমি দু'আ পড়লাম:

أستودع الله ما في بطنك.

অর্থ: তোমার গর্ভকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আমানত রাখলাম।

এ দু'আ করে আমি সফরে চলে গেলাম। কয়েক বছর পর এসে দেখি ঘরে তালা লাগনো। অন্যদের থেকে জানার চেষ্টা করলাম আমার স্ত্রীর কথা। তারা বলল, সে তো মারা গেছে। আমি ا ﷲ পড়লাম। তারপর কবরস্থানে গেলাম।

---

[২৭৩]. আত্ তাযকেরাহ, কুরতুবী: খ.১, পৃ. ৩১৯, যুরকানী: খ.১২, পৃ.৩১৯।

আমি দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সাথে আমার চাচাতো ভাই ছিল। আমাকে সান্তনা দিল। তারপর আমরা ফিরে আসার ইচ্ছায় কয়েক গজ দূরে আসলাম। হঠাৎ কবরস্থানে এক টুকরা আগুন দেখলাম। আমি চাচাতো ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ আগুন কোত্থেকে? সে বলল, এ আগুন প্রতিরাতে ভাবীর কবরে জ্বলতে থাকে। এ কথা শুনে আমি إنا لله পড়লাম আর বললাম, সে তো নেককার, তাহাজ্জুদগুযার মহিলা ছিল। তুমি আমাকে আরেকবার কবরের কাছে নিয়ে যাও। সে আমাকে আবার কবরের কাছে নিয়ে গেল। আমি কবরস্থানে প্রবেশ করতেই সে সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আমি একা একাই স্ত্রীর নিকট গেলাম। গিয়ে দেখি কবর খোলা আর তার মধ্যে স্ত্রী বসা। আর এ ছেলেটি স্ত্রীর চার পাশে ঘুরতেছে। সে দৃশ্যের দিকে তাকানো অবস্থায় আমার কানে একটি আওয়ায আসল। হে আল্লাহর নিকট আমানতকারী! নিজ আমানত ফিরিয়ে নাও। যদি তুমি তার মাকেও আল্লাহর কাছে আমানত রাখতে, তাহলে তার মাকেও ফিরে পেতে। এ গায়বী আওয়ায শোনামাত্রই আমার ছেলেকে উঠিয়ে নিলাম। তারপর কবর সমান হয়ে গেল। হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি যে ঘটনা বর্ণনা করলাম, আল্লাহর কসম! তা সত্য।[২৭৪]

সাতাশ বছর পর প্রত্যাবর্তন

ইমাম রবীআতুর রাই এর পিতা আবূ আব্দুর রহমান ফররুখকে বনী উমাইয়্যা-এর শাসনামলে খুরাসানের দিকে একটি যুদ্ধের কাজে যেতে হয়েছিল। এ সময় হযরত রবীআ মায়ের গর্ভে ছিলেন। ফররুখ বিদায়ের সময় স্ত্রীর নিকট তেইশ হাজার দিনার খরচের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। খুরাসান যাওয়ার পর এমন কিছু ঘটনার সম্মুখিন হয়েছিলেন যে, সাতাশ বৎসর বাড়ি (মদীনা) ফেরার সুযোগ হয়নি।

রবীআর মাতা একজন বুদ্ধিমতি মহিলা ছিলেন। রবীআর কিশোর বয়সে পৌঁছা মাত্রই তিনি তার শিক্ষার জন্য উন্নত থেকে উন্নততর ব্যবস্থা নিলেন। এরই পিছনে তিনি তার যাবতীয় অর্থ ব্যয় করেন। সাতাশ বছর পর ফররুখ যখন বাড়িতে (মদীনা) ফিরল, তখন সে হাতে বল্লম নিয়ে ঘোড়ার ওপর বসে

---

[২৭৪]. হায়াতুল হাওয়ান: খ.২, পৃ. ১৯০।

দরজায় আঘাত করল। আওয়ায শুনে রবীআ দরজায় হাযির। পিতা-পুত্র সামনা-সামনি। কিন্তু উভয়ে কেউ কাউকে চিনে না। রবীআ পিতা ফররুখের রণ সাজে দেখে অপরিচিত ব্যক্তি মনে করে বলল "হে আল্লাহর দুশমন! তুমি কি আমার বাড়িতে হামলা করবে? ফররুখ বরল, না। তারপর সেও বলল, হে আল্লাহর দুশমন! তুমি আমার নিরাপত্তা বেষ্টনীতে কেন এসেছ?"

এভাবে বাক-বিতণ্ডা চলতে চলতে একে অন্যের সাথে হাতাহাতি শুরু হওয়ার উপক্রম। হৈ চৈ হতে হতে লোকজন জমা হওয়ার শুরু হল। এক সময় এ সংবাদ ইমাম মালিকের নিকট পৌছল। রবীআ তখন বয়সে ছোট হলেও তার যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের সংবাদ দূর-দূরান্তে চর্চা হচ্ছিল। যে কারণে ইমাম মালিক র. এর মত মানুষও তার দরসে শরীক হত। ইমাম মালিকসহ অন্যান্য ইমামরা রবীআর সাহায্যের জন্য এখানে এসে ছিলেন। ইমাম মালিক র. এখানে যখন পৌছেন, তখন রবীআ ফররুখকে বলতে ছিল, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে শাসকের হাতে তুলে দেওয়ার আগে ক্ষ্যান্ত হচ্ছি না। ফররুখ বলতে ছিল, তোমাকে বাদশাহর হাতে তুলে দেওয়ার আগে আমার জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়া মোটেও সম্ভব নয়। কারণ তুমি আমার স্ত্রীর নিকট। লোকজন উভয়ের মধ্যে সমাধানের চেষ্টা করছিল। চিল্লা চিল্লি চলছিল। এমতাবস্থায় ইমাম মালিক বিন আনাসের আগমন দেখে সব চুপ হয়ে গেল। ইমাম মালিক এসে ফররুখকে বলল, জনাব! আপনি আপাতত অন্য কোন জায়গায় বিশ্রাম নিন। ফররুখ বলল, এটা তো আমারই ঘর। আমার নাম ফররুখ। আমি অমুকের গোলাম।

হযরত রবীআর মা এ কথা শোনা মাত্রই বাইরে বেড়িয়ে এলেন। দেখা মাত্রই চিনে ফেললেন। বললেন এ ফররুখ আমার স্বামী। এ রবীআ আমার ছেলে। ফররুখ যখন খুরাসানে যাচ্ছিল, তখন সে গর্ভে ছিল।

এ ঘটনা প্রকাশের পর পিতা-পুত্র কোলাকুলি করে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল। আর কাঁদতে থাকল। তারপর ফররুখ ঘরে প্রবেশ করল। পুত্রের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, এই বুঝি আমর সন্তান। স্ত্রী বলল, হ্যাঁ।

কিছু সময় পর ফররুখ স্ত্রীর নিকট রেখে যাওয়া দীনারের কথা জিজ্ঞেস করল। আর বলল, নাও এই চার হাজার দিনারও রেখে দাও। এ দিকে

খুরাসানে যাওয়ার পূর্বে রেখে যাওয়া অর্থ রবীআর শিক্ষার পিছনে ব্যায় হয়ে গেছে। স্ত্রী প্রশ্নের জবাবে বলল, অর্থগুলো দাফন করে দিয়েছি। তাড়াহুড়ো করো না। কয়েক দিনের মধ্যে বের করে দিচ্ছি। এ দিকে সময় মত হযরত রবীআ মজিদে গমন করলেন। শুরু হল তার হাদীসের দরস। হযরত ইমাম মালিক, হাসান বিন যায়েদ ইবনু আলী র. এর মত মদীনার কিংবদন্তীরা তার দরসে শরীক ছিলেন।

দরসের সময় হলে রবীআর মাতা ফররুখকে বললেন, যাও মসজিদে নববীতে নামায পড়বে। নামাযান্তে তিনি দেখেন, হাদীসের এক বিশাল দরস শরু হয়েছে। তার শোনার আগ্রহ হল। আস্তে আস্তে কাছে আসতে লাগল। তাকে দেখে অন্যরা জায়গা করে দিল। হযরত রবীআ পিতার দিকে তাকালে দরসের ব্যাঘাত ঘটবে মনে করে মাথা ঝুঁকিয়ে নিলেন। এবং এমন ভঙ্গিমা পেশ করলেন, মনে হল তিনি পিতাকে একেবারেই দেখেননি। এভাবেই মাথা নিচু করে থাকায় ফররুখ তাকে মনে হল চেনেনি। তাই সে জিজ্ঞাসা করল, এ লোকটি কে? লোকেরা জবাব দিল। আবূ আব্দুর রহমানের পুত্র রবীআ।

ফররুখ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। আর বলতে লাগল আল্লাহ আমার সন্তানের মর্যাদা উঁচু করেছেন। ঘরে ফিরে স্ত্রীকে বললেন, আমি আজ তোমার পুত্রধনকে এমন মর্যাদার অধিকারী দেখেছি যে, আর কোন আলিম ও ফকীহকে এ মর্যাদার অধিকারী হতে দেখিনি।

হযরত রবীআর মা বললেন, এখন বলুন ঐ তেইশ হাজার দীনার আর এই ইলমী মর্যদার মধ্যে কোনটি আপনার নিকট প্রিয়? ফররুখ বলল, আল্লাহর কসম এ মর্যাদাই বেশী প্রিয়। রবীআর মা বললেন, আমি সব অর্থ এ সন্তানের পিছনে ব্যায় করেছি। ফররুখ বলল, তুমি অর্থগুলো সঠিক ক্ষেত্রে ব্যায় করেছ।[২৭৫]

---

২৭৫. এ ঘটনাটি এভাবেই বিভিন্ন কিতাবে লেখা হয়েছে। কিন্তু গবেষকরা এর সত্যতার ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। হাফেয যাহাবীসহ অনেকেই ইহাকে মিথ্যা ও জাল বলেছেন। (সাফাহাত মিন সবরিল উলামা আলা শাদায়িদিল ইলমি অত্ তাহসীল, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ: পৃ. ৩০৮, সংস্করণ:৩, অনুবাদক।

॥ প্রথম খন্ড সমাপ্ত ॥

মুক্তার চেয়ে দামী

দ্বিতীয় খন্ড

মাওলানা জামীল আহমাদ

কয়েকদিনের ক্ষুধার্ত নবী

'মুসনাদে হাফেয আবু ইয়ালাতে' একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে- রাসূল সা. একাধারে কয়েকদিন না খেয়ে ছিলেন। ক্ষুধায় রাসূল সা. কাতর হয়ে পড়লেন। স্ত্রীদের ঘরেও গেলেন, কিন্তু কোথাও কিছু পেলেন না। হযরত ফাতেমা রা. এর কাছে গিয়ে বললেন, 'মা! তোমার কাছে কোন খাবার আছে? আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে। উত্তর পেলেন, কিছুই নেই।

আল্লাহর নবী সা. বের হতেই ফাতেমা রা. এর বাঁদী দু'টি রুটি ও কিছু গোশত ফাতেমা রা. এর নিকট পাঠাল। তিনি এগুলো গ্রহণ করে একটি পাত্রে রেখে দিয়ে বললেন, আমার স্বামী, সন্তানও ক্ষুধার্ত। আমরা ক্ষুধার্ত থাকব, আল্লাহর শপথ এগুলো রাসূল সা. কে দেব। হাসান রা. বা হুসাইন রা. কে পাঠালেন রাসূল সা. কে ডেকে আনতে। পথেই ছিলেন তিনি। ফিরে আসতেই ফাতেমা রা. বলে উঠলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এই মাত্র কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি তা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। রাসূল সা. বললেন; মা! নিয়ে এসো। ফাতেমা রা. ঢাকনা খুলতেই দেখতে পেলেন পাত্রটি রুটি আর গোশতে ভরপুর। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বুঝে ফেললেন এ আল্লাহ্ তা'আলার বরকত। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। নবী করীম সা. এর ওপর দরূদ পড়ে ঐ পাত্র রাসূল সা. এর সামনে পেশ করলেন।

রাসূল সা. খাবার দেখে আল্লাহর প্রশংসা করে জানতে চাইলেন, মা! এগুলো কোথা থেকে এসেছে? উত্তর দিলেন, আব্বাজান! আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। তিনি যাকে চান অপরিমিত রিয্ক দান করেন। রাসূল সা, বললেন, মা! আল্লাহর শুকরিয়া। তোমাকেও আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাইলের সকল মহিলার সর্দারের মত করে দিয়েছেন। হযরত মরিয়াম আ. কে যখন আল্লাহ তা'আলা কোন নেয়ামত দান করতেন, তখন তাঁকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এই উত্তর দিতেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান তাকে অপরিমিত রিয্ক দান করেন। রাসূল সা. হযরত আলী রা. কে ডাকলেন। এরপর তিনি আলী রা., ফাতেমা রা., হাসান ও হুসাইন এবং রাসূল সা. এর স্ত্রীগণসহ, আহলে বায়াতের সকলেই পেট ভরে তৃপ্তিসহকারে খেলেন। এরপরেও পাত্রে খাবারের পরিমাণ এমন রয়ে গেল যেমনটি খাওয়ার আগে ছিল। প্রতিবেশীদের নিকটও পাঠালেন। এ হল প্রভুত কল্যান। আল্লাহর রবকত।[২৭৬]

ফায়দা : এ ঘটনা থেকে একদিকে রাসূল সা. এর ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করে নেয়ার শিক্ষা পাওয়া যায়, অন্যদিকে এ ঘটনার মাঝে দীনদার মহিলাদের জন্যও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, যখনই তারা আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্ত হবে আর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কে দিয়েছে? সে তখন উত্তরে বলবে-

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ–اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ এ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে চান তাকে অপরিমিত রিযিক দান করেন।[২৭৭]

ইমাম বুখারী র. এর রাগ দমন

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ সয়্যাদাফী র. বলেন, একবার আমি হযরত ইমাম বুখারী র. এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। দেখতে পেলাম বাড়ীর ভেতর থেকে একজন বাঁদী দ্রুত বের হয়ে গেল। পদাঘাতে কালির বোতল উল্টে পড়ে গেল। ইমাম সাহেব রেগে গিয়ে বললেন, কিভাবে চল? বাঁদী জবাব দিল, রাস্তা না থাকলে আমি কি করব?

---

[২৭৬] সূত্রঃ তাফসীরে ইবনে কাসীর-১,৪০৬।

[২৭৭] সুরা আল ইমরানঃ ৩৭।

ইমাম সাহেব এ জবাব শুনে স্বাভাবিকভাবে বললেন, ঠিক আছে, যাও আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। সয়্যাদাফী রহ. বলেন, আমি বললম সে আপনাকে রাগ বাড়ার কথা বলল আর আপনি তাকে মুক্ত করে দিলেন? তিনি বললেন, ও যা কিছু বলেছে এবং করেছে সে ক্ষেত্রে নবী করীম সা. এর হাদীসে এসেছে, হে আদম সন্তান! তোমার রাগ হলে তা দমন কর। তোমার ওপরও যখন আমার রাগ আসবে আমি তা হজম করে ফেলব। এক বর্ণনায় এসেছে, হে আদম সন্তান! যদি রাগের সময় আমাকে স্মরণ কর অর্থাৎ আমার হুকুম মেনে রাগকে দমন করতে পার তাহলে আমিও আমার রাগেরর সময় তোমাকে স্মরণ করব। অর্থাৎ ধ্বংস হতে তোমাকে রক্ষা করব।[২৭৮]

পত্রযোগে ইসলাম গ্রহণ

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. হিন্দুস্তানের রাজাদের নামে সাতটি পত্র লিখেন। তাদেরকে ইসলাম ও আনুগত্যের দাওয়াত দিলেন। ওয়াদা করলেন তারা যদি মেনে নেয় তাহলে তারা নিজ রাজ্যর অধিপতি হিসাবেই থাকবে। মুসলমানের জন্য যে অধিকার রয়েছে, তাদের জন্যও সে অধিকার থাকবে।

উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. এর পূতপবিত্র চরিত্রের সংবাদ আগে থেকেই তারা অবগত ছিল। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করল, এবং নিজেদের নাম পরিবর্তন করে ইসলামী নাম রাখল।[২৭৯]

অনাবিল শান্তির যুগ

ইয়াহইয়া বিন সাঈদ র. বলেন, আমাকে উমর ইবনে আবদুল আযীয র. যাকাত উসূলকরী হিসেবে আফ্রিকায় পাঠালেন। আমি যাকাত উসূল করলাম। কিন্তু এমন কাউকে পাওয়া গেল না যাকে যাকাত দেওয়া যায়। উমর ইবনে আবদুল আযীয র. সকলকে ধনী বানিয়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে সে টাকা দিয়ে কিছু গোলাম ক্রয় করে মুক্ত করে দিলাম।

অন্য এক কুরাইশী বলেন, উমর ইবনে আবদুল আযীযের র. খিলাফতের স্বল্প সময়ে সামাজিক অবস্থার এমন পরিবর্তন হল যে, লোকেরা যাকাতের

---

[২৭৮] সূত্রঃ তাফসীরে ইবনে কাসীর১: ৪৫৭।
[২৭৯] সূত্রঃ তারীখে দাওয়াত ও আযীমতঃ ১:৪৯।

সম্পদ নিয়ে রাস্তায় এ আশায় ঘুরে বেড়াত যে, কাউকে পেলেই দিয়ে দিবে এবং দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু নিরাশ হয়ে তাদের ফিরে যেতে হত। উমর ইবনে আবদুল আযীযের যুগে সকল মুসলমান ধনী হয়ে গিয়ে ছিল। যাকাত গ্রহীতা কেউ ছিল না।

সমাজে বড় বিপ্লব ঘটে গেল। মানুষের মন মানসিকতায় পরিবর্তন হল। তাঁর সমসাময়িক লোকেরা বলাবলি করত। আমরা ওয়ালীদের যুগ পেয়েছি। তখন মানুষের মাঝে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল বড় বড় অট্টালিকা ও বিলাসিতা। কারণ ওয়ালীদের ঝোঁক ছিল এগুলোর প্রতি। ফলস্বরূপ তার রাজ্যে এরই প্রভাব পড়েছিল। সুলাইমান ছিল খাদ্য আর নারীর পাগল। এজন্য তার যুগে বৈঠকের আলোচ্য বিষয় থাকতো খাদ্য আর নারী। কিন্তু উমর ইবনে আবদুল আযীযের যগের লোকদের মুখে মুখে শোন যেত নফল ইবাদাত, যিকির, তাসবীহ্। আর এগুলোই তাদের লক্ষ্য। চারজন লোক একত্রিত হয়েছে কি একজন অপরজনকে প্রশ্ন করছে, ভাই! রাতে তোমার আমল কী ছিল? তুমি কত পারা কুরআন পড়েছ? কবে কুরআন খতম করবে? মাসে কয়টি রোযা রাখ?[২৮০]

দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন

হযরত শাহ্ ফুলপুরী র. বলেন, মন হৃদয় একেবারেই পচে গেছে। হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন। স্থবির হয়ে গেছে ক্বলব। বছরকে বছর পার হলেও হৃদয়ের এ অবস্থা দূর হবার নয়। তাই প্রতিদিন অজু করে প্রথমে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে নিবে। এরপর সিজদায় গিয়ে রবের দরবারে অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয় নিয়ে নিজ কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত হয়ে কাঁদতে থাকবে আর ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।

এরপর ৩৬০ বার এ ওযিফা পাঠ করবে–

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

এ ওযিফাতে (يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ) আল্লাহর এ নাম দু'টিকে ইসম আজম বলা হয়েছে। এরপরেই রয়েছে বিশেষ বরকতপূর্ণ ঐ আয়াত যার অছিলায় ইউনুস

---

২৮০ সূত্র: তারীখে দাওয়াত ও আযীমত : ১/৫০।

আ. তিন ধরনের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। প্রথমত অন্ধকার হল, রাতের অন্ধকার। দ্বিতীয়ত পানির অন্ধকার। তৃতীয়ত মাছের পেটের অন্ধকার। এ তিন অন্ধকারে ইউনুস আ. এর অবস্থা কী হয়েছিল আল্লাহ তাআলা নিজেই বর্ণনা করেছেন– وَهُوَ مَكْظُوْم সে ছিল বিপদগ্রস্থ।[২৮১]

আরবী ভায়ায় كظم বলা হয় এমন ব্যাকুলতা ও অস্থিরতাকে যার মাঝে নীরবতা পাওয়া যায়। হযরত ইউনুস আ. কে এ আয়াতের বরকতে কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এরপরে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ এভাবেই আমি মুমিনদের মুক্তি দিয়ে থাকি।[২৮২]

এতে প্রতিয়মান হয় যে, আল কুরআনে কিয়ামত পর্যন্ত আগত দুঃখ, কষ্ট দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির পথ দেখান হয়েছে। যে ব্যক্তিই কোন দুঃখ বিপদাপদে নিপতিত হয়ে ব্যাথা ভরা হৃদয় নিয়ে এ কালিমা অধিক পরিমাণে পড়তে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা চাহেতো সেও ঐ দুঃখ বিপদ থেকে মুক্তি পাবে।[২৮৩]

একজন আদর্শ মা দাও, একটি আদর্শ জাতি দেব

ইমাম গায্যালী র. বড় আলেম ছিলেন এবং আল্লাহ ওলী ছিলেন। তাঁর জীবনি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর বেড়ে উঠার পেছনে তাঁর মায়ের বর্ণনাতীত ভূমিকা রয়েছে।

মুহাম্মদ গায্যালী আর আহমদ গাযালী র. দুই ভাই ছিলেন। তারা শিশুকালে ইয়াতীম থেকেই তাদের দু'জনেরই লালন-পালন হয়েছিল তাদের মায়ের হাতে। তাদেরকে উন্নতমানের তরবিয়ত দিয়েছিলেন মা। গড়ে তুলেছেন আদর্শ মানুষরূপে। শিক্ষার কেন্দ্র যদিও এক, কিন্তু উভয়ের মাঝে তবিয়ত-স্বভাবের ভিন্নতা ছিল। ইমাম গাযালী ছিল তার যুগের বড় বক্তা এবং মসজিদের ইমাম। আর তার ভাইও ছিল বড় আলেম, কিন্তু তিনি মসজিদে নামায না পড়ে ঘরে পড়তেন।

---

[২৮১] সূরা কালাম: ৪৮।

[২৮২] সূরা আল আম্বিয়া-৮৮।

[২৮৩] শরহে মাছনবী, মাওলানা রুমী উর্দূ।

একবার ইমাম গাযযলী র. তাঁর মাকে বললেন, মা! লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি এতো বড় বক্তা, ওয়ায়েয, আবার মসজিদের ইমাম, অথচ তোমার ভাই তোমার পেছনে নামায পড়ে না? মা, আপনি ভাইকে একটু বলে দিন সে যেন আমার পেছনে নামায পড়ে। মা ছেলেকে ডেকে উপদেশমূলক কথা বলে রাজি করালেন। পরবর্তী নামাযের সময় হলে ইমাম গাযালী র. নামাযের ইমামতি শুরু করলেন। তাঁর ভাইও তার পেছনে নিয়ত বাঁধলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এক রাকাত শেষ হয়ে দ্বিতীয় রাকাত শুরু হতেই তার ভাই নামায ছেড়ে দিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেন। ইমাম গাযলী র. নামায শেষ করে বিব্রতকর অবস্থায় পড়লেন। হতাশ হয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা কি হল, তোমাকে বড়ই চিন্তিত মনে হচ্ছে? ইমাম গাযালী বললেন, ভাইয়ের নামাযের জন্য মসজিদে না যাওয়াই ভালো ছিল। তিনি গেলেন আর এক রাকাত নামায পড়েই দ্বিতীয় রাকাতে জামাত ছেড়ে দিয়ে একাকী নামায পড়লেন। মা তাকে ডেকে জানতে চাইলেন, বাবা! এমন করলে কেন? ভাই উত্তরে বললেন, মা! আমি তার পেছনে নামায পড়ছিলাম। প্রথম রাকাত ঠিকমতোই পড়ালেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাকাতে তার মনোযোগ আল্লাহর দিকে ছিল না। তার ধ্যান অন্য কোথাও ছিল। এ জন্য তার পেছনে নামায ছেড়ে দিয়ে একাকী পড়েছি।

মা, ইমাম গাযালী (রহ.) কে বললেন, ব্যাপার কী? তিনি বললেন, মা! সে ঠিক কথাই বলেছে। নামাযের পূর্বে আমি ফিকাহের একটি কিতাব পড়েছিলাম। তাতে নফসের কিছু কঠিন মাসআলাহ্ ছিল যা বুঝতে খুবই চিন্ত াভাবনার প্রয়োজন। নামায শুরু হলে আমার মনোযোগ আল্লাহর দিকেই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় রাকাতে সে মাসায়ালাগুলো আমার অন্তরে এসে যায়, যার কারণে কিছুক্ষণের জন্য মনোযোগ ঐ দিকে চলে গিয়েছিল। ফলে আমার এ ভুল হয়ে গেছে। মা তখন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তোমরা কেউ আমার কাজে আসলে না। আমার মনের মতো করে কাউকে গড়তে পারলাম না।

এ কথা শুনে দুই ভাই হতাশ হয়ে পড়লেন। ইমাম গাযালী (রহ.) মাফ চাইলেন। মা আমার ভুল হয়ে গেছে, এমনটা হওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় ভাই বললেন, মা, আমার কাশফ হয়েছিল, অন্তর চক্ষু খুলে গিয়েছিল,

এ কারণেই নামায ছেড়ে দিয়েছি। আমি কেমন করে আপনার কাজে আসলাম না। আপনার মন:পুত হলাম না?

মা উত্তরে বললেন, তোমাদের একজন নামাযে দাড়িয়ে নেফাসের মাসআলায় মগ্ন থাকে। আর অপরজন তার পেছনে দাড়িয়ে তার অন্তরের দিকে তাকিয়ে থাক। তোমাদের কেউতো আল্লাহর দিকে মনোযোগী হতে পারলে না। তাই তোমরা কেউই আমার মন:পুত হলে না। যোগ্য হলে না।

আল্লাহর পথে শহীদ যারা

১. আল্লাহর পথে যে নিহত হয়েছে সে শহীদ।

২. পেটের পীড়ায় অর্থাৎ দাস্ত হয়ে মারা গেছে এমন ব্যক্তিও শহীদ।

৩. পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি শহীদ।

৪. দেয়ালে বা ছাদের নিচে চাপা পড়ে যে মারা গেছে সে শহীদ।

৫. নিউমোনিয়ায় ভুগে মৃত্যু বরণকরী শহীদ।

৬. অগ্নি দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

৭. গর্ভাবস্থায় মৃত্যু বরণকারীণী শহীদ।

৮. কুমারী অবস্থায় মৃত্যুবরনকারীণী শহীদ।

৯. গর্ভধারণের পর থেকে বাচ্চা জন্ম দেয়া এবং দুধ ছাড়ানোর সময় পর্যন্ত মৃত্যুবরনকারীণী মা শাহীদ।

১০. যক্ষায় আক্রান্ত মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

১১. প্লেগে মৃতুবরণকারী শহীদ।

১২. মুসাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

১৩. জিহাদের সফরে সাওয়ারী থেকে পড়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

১৪. ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

১৫. গর্তে পড়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

১৬. হিংস্র প্রাণীর থাবায় মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

১৭. নিজের সম্পদ, পরিবার-পরিজন, ধর্ম, দীন ও আত্মরক্ষার জন্য মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

১৮. যুদ্ধের ময়দানে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণকরী শহীদ।

১৯. শাহাদাতের মৃত্যু ছিল যার জীবনের কামনা, কিন্তু শাহাদাত ভাগ্যে জোটেনি। এ দুঃখ নিয়েই তার জীবন অতিবাহিত করেছে এবং সে যদি তার মনে এ বাসনা থাকা অবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ।

২০. যাকে অন্যায়ভাবে অত্যাচারী শাসক জেলে বন্দি করে রাখে, আর সে ঐ জেলেই মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ।

২১. একত্ববাদের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে সে শহীদ।

২২. জ্বরাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

২৩. অত্যাচারী বাদশাহকে তার সামনে দাঁড়িয়ে ভালো ও সৎকাজের আদেশ করা ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করা অবস্থায় বাদশাহ তাকে হত্যা করলে সে শহীদ।

২৪. দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তি শহীদ।

২৫. সৎ প্রেমিক তার প্রেমকে গোপন রাখা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে শহীদ।

২৬. নৌযানে বা যানবাহনে আরোহণকারী ব্যক্তি বমি করে বা অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে শহীদের বিনিময় পাবে।

২৭. যে ব্যক্তি প্রতিদিন এ দু'আ পঁচিশবার পড়বে, সে যদি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে শহীদের সাওয়াব পাবে।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِي الْمَوْتِ وَفِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

২৮. যে ব্যক্তি ইশরাক ও চাশ্‌ত্‌ নামাযের গুরুত্ব দেয় এবং মাঝেমধ্যে তিন দিন রোযা রাখে আর সর্বাবস্থায় নামায আদায় করে তার জন্যও রয়েছে শহীদের বিনিময়।

২৯. উম্মতের মাঝে বিশ্বাস ও আমলের ভ্রান্তির সময়ে সুন্নতের ওপর অবিচল থেকে মৃত্যুবরণকারীও শহীদ।

৩০. ইলমে দীনের সন্ধানরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

৩১. মানুষের মেহনানদারী আর কল্যাণে যে ব্যক্তি তার জীবনকে ব্যয় করেছে সেও শহীদের মর্যাদা পাবে।

৩২. যুদ্ধের ময়দানে আহত হয়ে মারা যায়নি; বরং কিছুদিন বেঁচে ছিল এবং পৃথিবীর কোন জিনিষের উপকার ভোগ করেছে সেও শহীদ।

৩৩. গলায় পানি আটকে মৃত্যুবরণকারী বা শ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

৩৪. যে মুসলমানদের শস্য-দানা একত্র করে সেও শহীদ।

৩৫. যে নিজ পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীদের জন্য উপার্জন করে সেও শহীদ।

৩৭. যে মুসলমান কোন রোগাক্রান্ত হয়ে এ দু'আ চল্লিশবার পড়ে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

আর সে রোগেই মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে শহীদের সাওয়াব পাবে। আর সুস্থ হয়ে উঠলে ক্ষমা প্রাপ্ত হবে।

৩৮. হাদীসে এও এসেছে, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদের সাথে থাকবে।

৩৯. জুমুআর রাতে মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

৪০. হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি বিনিময় ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আযান দেয় সে ঐ শহীদের মতো যে নিজের রক্তে হাবুডুবু খেতে থাকে। ঐ মুয়াযযিন যখন মারা যাবে তখন তার কবরে পোকা জন্মাবে না।

৪১. রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করেন। যে ব্যক্তি আমার ওপর দশবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর একশত বার রহমত অবতীর্ন করেন। আর যে ব্যক্তি আমার ওপর একশত বার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার দু'চোখের মাঝে নেফাকী এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির কথা লিখে দেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।

৪২. বর্ণিত আছে যে, ব্যক্তি সকাল বেলা তিনবার এই দোয়া–

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

এবং সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তেলওয়াত করবে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ক্ষমার জন্য দু'আ করতে থাকে। ঐ ব্যক্তি সেদিন মারা গেলে তার শহীদী মৃত্যু হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ আমল করবে সেও ভোর পর্যন্ত ঐ প্রতিদানের অধিকারী হবে।

৪৩. বর্ণিত আছে, রাসূল সা. এক ব্যক্তিকে অছিয়ত করলেন, তুমি রাতে ঘুমের সময় সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ে নিবে। পড়ে যদি ঘুমাও আর ঐ রাতে মারা যাও তাহলে তুমি শহীদী মৃত্যু পাবে।

৪৪. হঠাৎ মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

৪৫. হজ্জ্ব ও উমরা পালনকালে মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

৪৬. অজু অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

৪৭. রমযানমাসে বায়তুলমাকদাসে ও মক্কা-মদীনায় মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

৪৮.যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হয়ে ধৈর্যধারণ করে আর এমতবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

৪৯. যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হয়ে ধৈর্যধারণ করে আর এমতবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ।

৫০. সকাল সন্ধ্যায় এ আয়াত পাঠকারীও শহীদ .

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

৫১. বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি নব্বই বছর বয়সে মারা যাবে সে শহীদ।

৫২. দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তি শহীদ।

৫৩. বাবা মাকে সন্তুষ্ট রেখে যে ব্যক্তি মারা যায় সে শহীদ।

৫৪. পুণ্যবতী স্ত্রী এমতবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট, সেই মহিলা শহীদ।

৫৫. ন্যায়পরায়ণ বাদশা ও ন্যায়বিচারক কাজীও শহীদ।

৫৬. যে মুসলমান দুর্বল মুসলমানের সাথে সদাচারণ করে সে মুসলমানও শহীদ।[২৮৪]

কোন রোগীর সেবায় যেতে নেই

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. বলেন, আমি যখন চোখের ব্যথায় আক্রান্ত হলাম তখন রাসূল সা. আমাকে দেখতে এলেন, ইয়াদাত করলেন।[২৮৫]

---

[২৮৪] সূত্রঃ মাযাহেরে হক, ২:৩৪৭।

[২৮৫] আহমদ, আবু দাউদ।

এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, চোখের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করা ও তাকে দেখতে যাওয়া সুন্নত।

অন্যদিকে জামে সগীরের এক রেওয়াতের মর্মার্থ হল, তিন ধরনের রোগীর কোন সেবা নেই। ১. চোখ ব্যথা, ২.চোয়াল ব্যথা, ৩. ফোঁড়ায় আক্রান্ত।

উপরোক্ত উভয় হাদীস বিপরীতধর্মী। তাই উভয় হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে এভাবে বলা হবে- এ সকল রোগীর সেবায় তারা আসতে পারবে না যাদের জন্য রোগীর কষ্ট হয়। লোকজন আসলে তাদেরকে দেখার জন্য চোখ খুলতে হবে। চোয়াল আক্রান্ত ব্যক্তির কথা বলতে হবে যা তার জন্য কষ্টকর। অনুরূপ ফোঁড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি, সে ঠিক হয়ে স্বাভাবিকভাবে বসতে পাবে না। আর ফোঁড়া নিয়ে তার জন্য স্বাভাবিক হয়ে বসা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। হ্যাঁ, সেবার জন্য এমন লোক যদি আসে যাদের কারণে রোগীর কোন ধরণের কষ্ট অনুভব হবে না এ ধরনের লোকজন আসতে কোন সমস্যা নেই।[২৮৬]

একজন খোদাভীরু নারীর কথা

হযরত রাবেয়া বসরী রহ. ছিল আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত নারীদের একজন। কোন একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি সত্যের সন্ধান পেলেন কী করে? আল্লাহর সন্ধানের সূচনা কেমন করে হল আপনার?

তিনি বললেন, আমি তখন সাত বছরের শিশু। বসরায় দুর্ভিক্ষ চলছে। আমার বাবা-মা ইন্তেকাল করেছেন। বোনেরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। আমার আরও তিনজন বোন ছিল, তাই আমাকে রাবেয়া বলা হয় আমি ছিলাম চতুর্থ। এক অত্যাচারী জালিম আমাকে ছয় দিরহামে বিক্রি করেছিল। আমার মুনিব আমাকে দিয়ে কঠিন থেকে কঠিনতম কাজ করাত। একদিন কাজ করার সময় দেয়াল থেকে পড়ে গিয়ে আমার একটি হাত ভেঙ্গে গেল। চেহারাকে জমিনে রেখে আবেদন করলাম, হে দয়াময় আল্লাহ! আমি এক অসহায় ইয়াতিম মেয়ে। এক ব্যক্তির অধীনে আটকে পড়েছি। আমার ওপর দয়া কর। আমি তোমার সন্তুষ্টি চাই। তুমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলে রাজি হয়ে গেলে আমার কোন চিন্তা নেই। এর জবাবে আমি একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম,

---

[২৮৬] সূত্র: মাযাহেরে হক জাদীদ :২: ৩৫২।

হে দুর্বল নারী! চিন্তা কর না, কাল তুমি এমন মর্যাদার অধিকারী হবে যে, নিকটবর্তী আসমানবাসীরাও তোমাকে ভাল জানবে, ভালবাসবে। এরপর মালিকের বাড়িতে ফিরে এসে রোযা শুরু করে দিলাম। আর প্রতি সন্ধ্যায় ঘরের এক কোণে বসে ইবাদাত করতে লাগলাম।

একবার মাঝরাতে মুনাজাত করছিলাম, এলাহী! তুমিতো জান আমার বাসনা হল তোমার আদেশানুযায়ী জীবন যাপন, আমার চোখের জ্যোতি তো তোমার খেদমতের জন্য। আর তুমিতো অবগত আছ, যদি আমার মাখলুকের খেদমতের দ্বায়িত্ব না থাকত তাহলে চব্বিশ ঘন্টা তোমার ইবাদত করেই কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু তুমি আমাকে এক মাখলুকের হাতে বন্দী করে রেখেছ। আমি এ দু'আ করছিলাম। ওদিকে আমার মালিক আমার মাথার ওপর এক নূরের আলো ঝুলন্ত দেখতে পেল যার আলোতে পুরো ঘর আলোকিত হয়ে পড়েছে। পরের দিন মালিক আমাকে ডেকে খুব আদর করে মুক্ত করে দিল। এরপর তার অনুমতি নিয়ে লোকালয় থেকে বের হয়ে এমন বিরাণ ভূমির পথ ধরলাম যেখানে কোন মানুষের পদচিহ্ন নেই। আর সেখানে স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদতে মগ্ন হলাম। প্রতিরাতে হাজার রাকাত নামায পড়া শুরু করে দিলাম।

কিয়ামতের আলামতসমূহ

হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের নিকটতম সময়ে বাহাত্তরটি নিদর্শন প্রকাশ পাবে। ১. মানুষজন নামায ধ্বংস করে ফেলবে। অর্থাৎ নামাযের গুরুত্ব শেষ হয়ে যাবে। এ কথা বর্তমানে খুবই সুস্পষ্ট। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আজ অধিকাংশ মুসলমান নামাযের পাবন্দি করে না। কিন্তু রাসূল সা. একথা ঐ সময় বলেছেন, যে সময় নামযই ছিল 'ঈমান এবং কুফরেরর মাঝে পার্থক্যকারী'। সে সময়ের মানুষ যতই পাপিষ্ঠ বা অপরাধী হোক না কোন তারা নামায ছাড়তো না। সে সময়ই রাসূল সা. বলেছেন, মানুষেরা নামায ধ্বংস করতে থাকবে।

২. আমানত নষ্ট করতে থাকবে। ৩. সুদ খাবে। ৪. মিথ্যা বলাকে বৈধ মনে করবে। অর্থাৎ মিথ্যা বলা মানুষের স্বভাবে পরিণত হবে। ৫. সামান্য কারণেও রক্তের ঝর্না প্রবাহিত করবে। ৬. বড় বড় অট্টালিকা বানাতে থাকবে। ৭. দীনের বিনিময়ে দুনিয়া উপার্জন করবে। ৯. ন্যায়পরায়ণতা

দুষ্প্রাপ্য হবে। ১০. মিথ্যা সত্যে পরিণত হবে। ১১. রেশমি পোশাক পরিধান রীতি চালু হবে। ১২. অত্যাচার জুলুম ব্যাপক হয়ে যাবে। ১৩. তালাকের পরিমাণ বেড়ে যাবে। ১৪. হঠাৎ মৃত্যু বৃদ্ধি পাবে। ১৫. খিয়ানতকারীকে বিশ্বস্ত ভাবা হবে। ১৬. বিশ্বস্তকে খিয়ানতকারী মনে করা হবে। ১৭. মিথ্যাকে সত্য মনে করা হবে। ১৮. সত্যকে মিথ্যা মনে করা হবে। ১৯. অপবাদ লাগান ব্যাপক হয়ে পড়বে। ২০. বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও গরম লাগবে। ২১. সন্তান না হওয়ার কামনা করবে। ২২. কমিনা-নীচু শ্রেণীর লোকেরা বিলাসী জীবন যাপন করবে। ২৩. ভদ্রলোকদের নাকে শ্বাস আটকে যাবে। ২৪. রাজা বাদশা, মন্ত্রী সকলে মিথ্যাবাদী হবে। তারা সকাল সন্ধ্যায় মিথ্যা বলবে। ২৫. বিশ্বস্ত ব্যক্তি বিশ্বাস ভঙ্গ করবে। ২৬. নেতার পেশা হবে যুলুম অত্যাচার। ২৭. আমলকারী খারাপ হয়ে যাবে। ২৮. জানোয়ারের চামড়ার তৈরী উত্তম পোশাক পরবে অথচ তাদের অন্তর মৃত পচা গন্ধ থেকেও নিকৃষ্ট হবে। ২৯. সোনা-রুপার ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। ৩০. গুনাহ বৃদ্ধি পাবে। ৩১. নিরাপত্তা কমে যাবে। ৩২. কোরআনে কারীমের নুসখাকে নকশা করা হবে। ৩৪. উঁচু নিচু মীনার তৈরী করা হবে। ৩৫. কিন্তু হৃদয় বিরান হয়ে যাবে, অন্তর মরে যাবে। ৩৬. মদপান করা হবে। ৩৭. শরয়ী শাস্তির মাঝে ঢিলামি করা হবে। ৩৮. বাঁদী তার মনিবকে জন্ম দিবে। অর্থাৎ মায়ের ওপর খবরদারী করবে। ৩৯. নীচু শ্রেণীর লোকেরা ক্ষমতাধর হবে। ৪০. ব্যবসায় পুরুষদের সাথে মহিলারাও অংশ গ্রহণ করবে। ৪১. পুরুষেরা মেয়েদের অনুকরণ করবে। ৪২. মেয়েরা পুরুষদের অনুকরণ করবে। ৪৩. গায়রুল্লাহর নামে শপথ করবে। ৪৪. মুসলমানরাও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে। ৪৫. শুধুমাত্র পরিচিতজনদেরকেই সালাম দেয়া হবে। ৪৬. দুনিয়া অর্জনের জন্যে দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করবে। ৪৭. পরকাল দিয়ে দুনিয়া উপার্জন করবে। ৪৮. গনীমতের মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করবে। ৪৯. আমানতের সম্পদ লুটপাট করবে। ৫০. যাকাতকে জরিমানা মনে করবে। ৫১. সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সমাজপতি নিযুক্ত হবে। ৫২. সন্তান পিতার অবাধ্য হবে। ৫৩. মার সাথে দুর্ব্যবহার করবে। ৫৪. বন্ধুর ক্ষতিকে কোন দোষ মনে করবে না। ৫৫. স্ত্রীর অনুগত হবে। ৫৬. দুষ্ট লোকদের আওয়াজ মসজিদকে প্রকম্পিত করবে। ৫৭. গায়িকাদের সম্মান করা হবে। ৫৮. গান-বাজনা সঙ্গীতের যন্ত্রকে যত্ন করা হবে। ৫৯. চৌরাস্তায়

মদপান করা হবে। ৬০. অত্যাচারকে গৌরবের বিষয় মনে করা হবে। ৬১. আদলতে ন্যায়বিচার বিক্রী হবে। ৬২. পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ৬৩. কুরআনে কারীম গান বাজনার সুরে তিলাওয়াত করা হবে। ৬৪. পাখির চামড়া ব্যবহার করা হবে। ৬৫. পরবর্তী উম্মত পূবর্তীদেরকে গালি-গালাজ করবে। তাদের অভিশাপ দিবে। আজ দেখা যাচ্ছে অনেক লোক সাহাবাদের শানে বেয়াদবীমূলক মন্তব্য ছুড়ছে। অনেকে ইমামদের সম্পর্কে কটুক্তির তীর ছুড়ে মারছে। যাদের মাধ্যমে আমরা দীন পেলাম তারা ছিল মূর্খ। তারা কুরআন হাদীস বোঝনি। আমরাই দীন সত্যিকার ভাবে বুঝেছি। এ তাদের ধারণা। ৬৬. ভূমিকম্প হবে। ৬৭. মানুষের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাবে। ৬৮. আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য কোন শাস্তি এসে পড়বে। (আল্লাহর আশ্রয় চাই)

আমরা এখন ভেবে দেখি এর প্রতিটি আলামত কি পরিমাণে আমাদের সামনে বাস্তবায়ন হচ্ছে। আজ আমাদের ওপর যে শাস্তি আরোপিত হচ্ছে তা তো এ সকল বদ আমলেরই ফলাফল।

জীনদের দাওয়াতের সাফল্য

হযরত তামীমে দারী রা. বলেন, রাসূল সা. যখন নবুওয়াত প্রাপ্ত হলেন তখন আমি ছিলাম শামে। কোন প্রয়োজনে একবার ভ্রমণে বের হলাম, পথেই রাত হয়ে গেল। আমি বললাম, আজ এ উপত্যকায় জীন সর্দারের আশ্রয়ে রাত কাটাব। জাহেলী যুগে আরবদের ধারণা ছিল প্রত্যেক বন জঙ্গল ও উপত্যাকার সর্দার হল কোন জীন। সেখানে ঐ সর্দারের রাজত্ব চলে। আমি যখন বিছানায় শুয়ে পড়লাম, তখন একটি আওয়াজ আমার কানে আসল কিন্তু আমি কোন কিছু দেখতে পেলাম না। সে বলল, তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। কেননা জীনরা আল্লাহর মোকাবেলায় কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না। বলে উঠলাম, আল্লাহর শপথ করে বলছি তুমি কি বলছ? সে বলল, উম্মীদের মধ্য থেকে আল্লাহ একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। আমরা মক্কার 'হাজুন' নামক এলাকায় তার পেছনে নামায পড়েছি এবং মুসলমানও হয়ে গেছি। আমরা তার আনুগত্যকে বরণ করে নিয়েছি। এখন থেকে জীনদের সকল প্রকারের ধোঁকা প্রতারণা বন্ধ হয়ে গেছে। তারা এখন আকাশে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাদেরকে তারকা নিক্ষেপ

করে তাড়িয়ে দেয়া হয়। তুমি মুহাম্মদ সা. এর নিকট যাও। যিনি রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত রাসূল। এবং মুসলমান হয়ে যাও।

হযরত তামীমে দারী রা. বলেন, আমি সকালে ধীরে ধীরে আইউব বস্তিতে গিয়ে সেখানকার এক পাদ্রীকে পুরো ঘটনা বললাম এবং এর হাকীকত জানতে চাইলাম। সে বলল, জীন তোমাকে সত্য কথাই বলেছে। সেই নবী মক্কায় আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং মদীনায় হিজরত করে চলে যাবেন। তিনি সকল নবীর থেকে উত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তোমার আগে যেন কেউ তাঁর পর্যন্ত পৌছতে না পারে। দ্রুত যাও। হযরত তামীমে দারী রা. বলেন, আমি সাহস করে চলা শুরু করলাম এবং রাসূল সা. এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হলাম।[২৮৭]

যাবুর ও তাওরাতে উম্মতে মুহাম্মাদির স্তুতি

১. যাবূরে লিপিবদ্ধ আছে, উম্মতে মুহাম্মদিকে কিয়ামতের দিন নবীগণের নূর দেয়া হবে।[২৮৮]

২. তাওরাতে আছে উম্মতে মুহাম্মদির আযান আকাশ-বাতাসে ভেসে বেড়াবে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময় মত পড়বে, যদিও খড় কুটার ওপরও হয়। কোমরে লুঙ্গী বাঁধবে, অজুতে অঙ্গ-পতঙ্গ ধৌত করবে।[২৮৯]

নোটঃ খড়কুটাযুক্ত যমিনে নামায পড়বে। আলহামদুলিল্লাহ! একথা আমদের মাঝে বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে। আজকাল মুসলমানরা ষ্টেশন, ট্রেন, বাস ষ্টেশন- যেখানে জায়গা পায় সেখানে নামায আদায় করে নেয়।

জালেমের জুলুম থেকে বাঁচতে নববী আদর্শ

হযরত হুসাইন রা. কে রাসূল সা. ইসলামের দাওয়াত দিলেন। হুসাইন রা. বললেন আমার জাতি গোত্র আছে, আমি ইসলাম গ্রহণ করলে আমার জীবন শংকায় পড়ে যাবে। তাই আমি কী করব? রাসূল সা. তখন এ দু'আ পড়লেন–

اللهم استهديك لارشد امرى وزدنى فى علما ينفعنى

এ দু'আ পড়তেই হুসাইন রা. ঐ মজলিসে মুসলমান হয়ে গেলেন।

(হায়াতুস সাহাবা:১/৯৩)

---

২৮৭ হায়াতুস সাহাবা ৩: ৬৪৯।

২৮৮ হায়াতুস সাহাবা ১: ৪৫।

২৮৯ হায়াতুস সাহাবা ১: ৪৬।

আমি গুনাহগার তুমি ক্ষমাশীল

জান্নাতের দুপার্শ্বে স্বর্ণের পানি দিয়ে তিনটি লাইন লেখা রয়েছে। প্রথম লাইন- لَاالٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

দ্বিতীয় লাইনে- যা আমরা আগে প্রেরণ করেছি অর্থাৎ দান সদকা ইত্যাকার আমলের সাওয়াব বিনিময় অর্জন হয়ে গেছে। আর দুনিয়া যা ভোগ করেছি তার উপকার পেয়ে গেছি এবং দুনিয়াতে যা কিছু রেখে এসেছি তাতে আমাদের ক্ষতি হয়েছে। তৃতীয় লাইনে লেখা হল, বান্দা পাপি আর প্রভু ক্ষমাশীল (পাপ মোচনকারী)।

আল্লাহ তা'আলাও দাওয়াত দেন

(١) الله يدعوا الى دار السلام-

১. আল্লাহ তা'আলা শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন।

(সূরা ইউনুস: ২৫)

(٢) وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِه-

২. আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। (সূরা আল বাকার: ২২১)

(٣) يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

৩. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদাত কর। যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা মুত্তকী হতে পার। (সুরা আল বাকারা : ২১)

(٤) يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ.

৪. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন নিসা: ১)

(٥) يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْئٌ عَظِيْمٌ.

৫.হে মানুষ! ভয় কর, তোমাদের প্রতিপালককে, কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার।

(٦) يا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِه وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

৬. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর। তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মর না। (সূরা আল ইমরান: ১০২)

(٧) يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

৭.হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূল সা. এর এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। (সূরা আন্ নিসা: ৫৯)

(٨) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا.

৮. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেরদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে অগ্নি হতে রক্ষা কর। (সূরা আত তাহরীম: ৬)

(٩) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا.

৯. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর, বিশুদ্ধ তাওবা। (সূরা আত্ তাহরীম:৮)

(١٠) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

১০. হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর, যাতে সফলকাম হতে পার। (সূরা হাজ্জ: ৭৭-৭৮)

ধৈর্যের সময়

সময়মতো ধৈর্যধারণ করতে হয়। সময় চলে গেলে ধৈর্যের মাধমে সুফল পাওয়া যায় না। তা দ্বারা বিনিময় পাওয়া যায় না। বিনিময় তো তখনই পাওয়া যায় স্বেচ্ছায় দুঃখ কষ্টকে বরণ করে নিয়ে যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে এবং আল্লাহর রহমতের প্রতীক্ষায় থাকে। হাদীসে এসেছে, এক বুড়ির যুবক ছেলে মারা গেল। রাসূল সা. ঐ পথ ধরে কোথাও যাচ্ছিলেন, আর বুড়ি ছেলের মর্সিয়া গেয়ে কাঁদছিল। তখন রাসূল সা. বললেন, ধৈর্য ধর, বুড়ি রাসূল সা.কে চিনতে না পেরে উত্তর দিল, তোমার যুবক ছেলে মারা গেলে বুঝতে পারতে! রাসূল সা. চলে যেতেই কেউ তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল। তখন ঐ বুড়ি দৌড়ে এসে বলল, আমি ধৈর্য ধরব সবর করব। রাসূল সা. বললেন

اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى

দুঃখ কষ্ট পাওয়া মাত্রই ধৈর্যধারণ করলে বিনিময় পাওয়া যায়।

(সূত্র: খুতবাতে হাকীমুল ইসলাম, ৫: ৩৮০)

দেয়ালের উপদেশ শোন

বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি মারা গেল। তার দুটি ছেলে ছিল। উভয়ের মাঝে একটি দেয়ালের বন্টন নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল। উভয়ে যখন বিবাদে লিপ্ত, তখন দেয়াল থেকে একটি অদৃশ্য আওয়াজ এলো, তোমরা ঝগড়া কর না। কারণ আমার বাস্তবতা হল, আমি দীর্ঘদিন এক রাজ্যের মালিক ছিলাম, অধিপতি, এ দুনিয়ার বাদশা। একসময় আমি মারা গেলাম। অঙ্গ-পতঙ্গ মাটিতে পরিণত হল। এরপর কুমার আমাকে মাটির কলসের ঠিকরী বানাল। দীর্ঘদীন ঠিকরী হয়েই থাকলাম। কিছুদিন পর আমাকে ভেঙ্গে ফেলা হল। আমি চাড়ায় পরিণত হলাম। এরপর পরিণত হলাম বালুতে। কিছুদিন পর লোকেরা আমার শরীরের অশংগুলো মিলিয়ে মাটির ইট বানাল, ফলে তোমরা আমাকে আজ ইটের আকৃতিতে দেখতে পাচ্ছ। তাই বলছি, তোমরা এই পচা নিকৃষ্ট খারাপ দুনিয়া নিয়ে কেনই বা ঝগড়া করছ? তাই কবির ভাষায়–

غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچو تھی صدا

اور آج تم سے کیا کہو لحد کا بھی پتہ نہیں

আহ্! আহ্! এই দুনিয়া বড়ই ধোঁকাবাজ। ধ্বংসশীল হওয়া সত্ত্বেও মানুষের খুবই আপন, প্রিয়। তার বাহ্যিক চাকচিক্য দ্বারা মানুষকে করে পথহারা। পরকাল সম্পর্কে করে উদাসীন। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের অন্তরকে জান্নাতের নেয়ামতের আগ্রহ দিয়ে ভরে দিন।

সন্তানের দিক দিয়ে মানুষের প্রকার

সন্তানের দিক দিয়ে চার প্রকার। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۔ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ ــ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ــ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا ــ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ــ

আকাশমণ্ডলী ও জমিনের সমুদয় সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যে; তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। যাকে চান তাকে কন্যা সন্তান দান

করেন। আবার যাকে চান তাকে পুত্র সন্তান দান করেন। যাকে চান তাকে পুত্র কন্যা উভয়টাই দান করেন, আবার যাকে চান তাকে তিনি বন্ধা করে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি বেশি জানেন। ক্ষমতাও তিনি বেশী রাখেন।[২৯০]

এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে চারভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

১. যাকে শুধু ছেলে সন্তান দান করেছেন।

২. যাকে শুধু কন্যা সন্তান দান করেছেন।

৩. যাকে ছেলে-মেয়ে উভয় টাই দান করেছেন।

৪. যাকে ছেলে-মেয়ে কোনটাই দান করেননি।

মানুষের মাঝে এ ব্যবধান আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। এ ব্যবধানে পরিবর্তন ক্ষমতা কারো নেই।

পিতা-মাতার দিক দিয়ে মানুষ চার প্রকার

১. হযরত আদম আ. কে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার পিতা-মাতা কেউ নেই।

২. হযরত হাওয়া আ. কে পুরুষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার মা নেই।

৩. হযরত ঈসা আ. কে নারী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পিতা নেই।

৪. অন্যান্য মানুষকে পুরুষ-মহিলা উভয়ের থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ জন্য তাদের পিতা-মাতা উভয়ই আছে। فَسُبْحَانَ اللهِ الْعَلِيْمِ الْقَدِيْرِ.

ঈমানের দিক দিয়ে মানুষ চার প্রকার

ঈমানের দিক দিয়ে মানুষ চার প্রকার। রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, আদম সন্তানকে বিভিন্নভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।

১. কিছু মানুষ তো মুমিন হয়েই জন্ম গ্রহণ করে। মুমিন হিসাবেই জীবন যাপন করে। আবার মুমিন হয়েই মৃত্যুবরণ করে।

২. কেউ জন্ম গ্রহন করে কাফের হয়ে। জীবনও কাটায় কাফের হিসাবে, মৃত্যুবরণও করে কাফের অবস্থায়।

৩. কেউ জন্ম গ্রহণ করে মুমিন হয়ে। জীবন পরিচালনা করে মুমিন হিসাবেই। কিন্তু মৃত্যুবরণ করে কাফের হয়ে।

---

[২৯০] সূরা আশ শুরা : ৪৯-৫০।

৪. কেউ জন্ম গ্রহণ করে কাফের হয়ে। জীবন যাপনও করে কাফের হিসাবেই। কিন্তু মৃত্যুবরণ করে মুমিন হয়ে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনয়ন করে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ঈমানদার অবস্থায়। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে ঈমানের ওপর অটল রাখুন এবং ঈমানের ওপরই মৃত্যু দান করুন।

রাগের দিক দিয়েও মানুষ চার প্রকার

রাগের দিক দিয়ে মানুষ চার প্রকার: রাসূল সা. এর ঘোষণা–

১. কারো করো রাগ আসেও দ্রুত, যাও দ্রুত, এরা নন্দিতও নয় নিন্দিতও নয়।

২. কারো কারো রাগ আসেও বিলম্বে যায়ও বিলম্বে। এরাও নিন্দিত নয়, নন্দিত নয়।

৩. তোমাদের মাধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যার রাগ আসে দেরীতে কিন্তু রাগ পড়ে যায় দ্রুত। (আল্লাহ্ আমাদের সকলকে উত্তম বানিয়ে দিন।)

৪. সব চেয়ে হতভাগা ঐ ব্যক্তি যার রাগ আসে দ্রুত কিন্তু তার রাগ পড়ে বিলম্বে । (মিশকাত: ৪৩৭)

ঋণের দিক দিয়ে মানুষ চার প্রকার

১. কিছু লোক আছে যারা ঋণ আদায় করে দেয়ার ব্যাপারে উত্তম। কিন্তু ঋণ উসূল করার ক্ষেত্রে কঠোর। এ সকল লোক নিন্দিত নয় নন্দিতও নয়।

২. কেউ কেউ আছে যারা ঋণ আদায়ের ব্যাপারে বিলম্ব করে কিন্তু ঋণ উসূলের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করে। এরাও নিন্দিত নয় নন্দিতও নয়।

৩. তোমাদের মাধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে ঋণ পরিশোধ ও উসূলের ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা অবলম্বন করে।

৪. আর নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে ঋণ পরিশোধ ও উসূল উভয় দিকে খারাপ পন্থা অবলম্বন করে। (মিশকাত: ৪৩৮)

প্রথম সালামদাতা

হযরত আবু হুরয়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা আদম আ. কে সৃষ্টি করে যখন তাঁর মাঝে রুহ ফুঁকে দেন তখন হাঁচি এলে الحمد لله বলে উঠলেন। তার জাবাবে আল্লাহ বলেন, يرحمك الله তৎপর বললেন, হে আদম! ঐ স্থানে বসা ফেরেশতাদেরকেদ গিয়ে বল, السلام

عليكم। আদম আ. তাদের কাছে গিয়ে সালাম দিলেন। ফেরেশতাগণ উত্তর দিল, وعليكم السلام ورحمة الله আল্লাহ তা'আলা বললেন, এটাই হল তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের অভিবাদন। এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সালামের সূচনা হয়েছিল এভাবেই। আল্লাহ তায়ালা সব মানুষের পিতা আদম আ. কে আদেশ করেছিলেন ফেরেশতাদেরকে সালাম করতে।

হযরত আয়েশা রা. এর পারমর্শ

হযরত নাফে বলেন, আমি ব্যবসার মাল মিশর এবং শামে নিয়ে বিক্রি করতাম, একবার ইরাকে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। এ ব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার জন্য আয়েশা রা. এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, এমনটি কর না। কেননা আমি রাসূল সা. থেকে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা যখন তোমাদের কারো রিয্ক এর ব্যবস্থার জন্য কোনপথ বাতলে দেন, তোমরা ঐ বাতলে দেয়া পদ্ধতি ছেড়ে দিও না যে পর্যন্ত না তা নিজে নিজে পরিবর্তন হয়ে যায়।

হযরত উমর রা. এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত উমর রা. নিজে তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। একদিন রাসুল সা. কে দেখলাম, তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছেন। আমিও তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি সূরা হাক্কা তিলাওয়াত শুরু করলেন। শুনে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। শব্দের গাঁথুনি, চমকপ্রদ অলংকার সজ্জিত আলোচনা আমাকে আকৃষ্ট করে ফেলল। অন্তরে উদয় হল আরে কুরাইশরা তো সত্য কথাই বলে যে এ একজন কবি। মনে এ ধারণা আসতেই তিনি পাঠ করলেন এ আয়াত-

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ_

নিশ্চয়ই এই কুরআর এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা। ইহা কোন কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর, আমি সে সময় মনে মনে বললাম কবি তো নয় ঠিক আছে তবে গণক তো অবশ্যই। এ সময়ই তিনি তিলাওয়াত করলেন। وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ এ কোন গণকের কথা নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।

রাসূল সা.ধীরে ধীরে সূরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। হযরত উমর রা. বলেন, এই প্রথম আমার অন্তরে ইসলাম বাসা বাঁধে। আমি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করি ইসলামে সত্যতা। হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের এটাও একটা বিশেষ কারণ বলে বিবেচিত হয়।

স্বর্ণ জমা রাখার কুফল থেকে বাঁচার উপায়

হযরত শাদ্দাদ বিন আউস রা. বলেন, স্মরণ রেখ, রাসূল সা. বলেছেনঃ মানুষেরা যখন স্বর্ণ জমা করতে থাকবে তখন এ কালিমাগুলো বেশী করে পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَاَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَاَسْئَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْئَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَاَسْئَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ. اَنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ۔

মৃত্যু ব্যতীত কোন বিপদ স্পর্শ করবে না

মুসনাদে বায্‌যারে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তাতে রাসূল সা. বলেছেন, তোমরা বিছানায় যাওয়ার সময় যদি সূরা ইখলাস পাঠ কর তাহলে মৃত্যু ব্যতীত সকল বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।[২৯১]

ওঝাগিরির (ঝাড়ফুঁক দেয়া) বিনিময়

বুখারী শরীফে 'ফাযায়েলে কুরআন' অধ্যায়ে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে– তিনি বর্ণনা করেন, আমরা একবার সফরে বের হলাম। একস্থানে তাঁবু ফেললাম। হঠাৎ একজন বাঁদী এসে বলল, গোত্র প্রধানকে সাপে দংশন করেছে, বাড়িতে আমদের কোন লোকজন নেই। আপনাদের মাঝে এমন কেউ আছেন কি যিনি ঝাড়ফুঁক দিতে পারেন? আমাদের এক সাথী উঠে ঐ বাঁদীর সাথে চলে গেল। আমাদের জানা ছিল না যে, সে ঝাড় ফুক দিতে পারে। সে গিয়ে কিছু পড়ে ফুঁ দিল, আল্লাহর রহমতে রোগী সুস্থ হয়ে উঠল। তাকে ত্রিশটি ছাগল হাদিয়া দিল। আমাদের আপ্যায়নের জন্য অনেক দুধ পাঠাল।

সে ফিরে এলে আমরা তাকে বললাম, তুমি ঝাঁড়ফুক জান? সে বলল, আমিতো শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়েছি। আমরা বললাম, রাসূল সা.

---

[২৯১] তাফসীরে ইবনে কাসীর ১: ৩২।

কে জিজ্ঞাসা না করে এ মাল আমরা গ্রহণ করতে পারি না। মদিনায় এসে আমরা রাসূল সা. কে জানালাম। তিনি বললেন, সে কী করে জানতে পারল এ সূরা পড়ে ফুঁ দেয়া যায়? ঐ মালকে তোমরা বন্টন করে নাও। আর আমার জন্যও এক ভাগ রেখ।[২৯২]

রাসূলের দান অমৃত সমান

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. এর নিকট এক ভিক্ষুক এলে রাসূল সা. তাকে কিছু খেজুর দিলেন। এতে ভিক্ষুক অসন্তুষ্ট হল এবং খেজুর না নিয়েই চলে গেল। কিছুক্ষণ পর অপর এক ভিক্ষুক এলে তাকে ঐ খেজুরই দেয়া হল। দ্বিতীয়জন তা খুবই আনন্দের সাথে গ্রহণ করল, আর বলতে লাগল, আল্লাহর রাসূল সা. আমকে এগুলো দান করেছেন। রাসূল সা. তাকে অতিরিক্ত বিশ দেরহাম দেয়ার হুকুম দিলেন।

আরও বর্ণিত আছে রাসূল সা. বললেন, একে উম্মে সালামা রা. এর কাছে নিয়ে যাও। তার কাছে চল্লিশ দিরহাম আছে তাকে দিতে বল।[২৯৩]

লোক দেখানো আমলের কোন দাম নেই

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের ভালো কাজের আমলনামা আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এই আমল গ্রহণ কর, এই আমল ছুড়ে মার। তখন ফেরেশতারা আবেদন করবে- হে আল্লাহ! আমাদের জানামতে এ লোকের আমল ভালো। উত্তর পাবে তার যে আমলগুলো ফেলে দেয়া হচ্ছে- এগুলো ঐ আমল যাতে আমার সন্তুষ্টির মুখ্য ছিল না; বরং তা ছিল লৌকিকতাপূর্ণ। আজ ঐ আমলই কেবল গ্রহণীয় হবে যা ছিল শুধুই আমার জন্য। আমার সন্তুষ্টিই ছিল যার মুখ্য।[২৯৪]

তোমরা কি নূর পেতে চাও

হাফেজ আবু বকর বায্যার রা. তার কিতাবে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি রাতে এ আয়াত পড়বে আল্লাহ

---

[২৯২] তাফসীরে ইবনে কাসীর১: ৩০।

[২৯৩] ইবনে কাসীর ৩: ৫৭

[২৯৪] বায্যার ইবনে কাসীর: ৩ :২৮২।

তা'আলা তাকে এ পরিমাণ নূর দান করবেন যার পরিমাণ হল আদন থেকে মক্কা পর্যন্ত।[২৯৫]

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَايُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا.

যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। (কাহাফ: ১১০)

কল্যাণ, বরকত ও শিফার দাওয়াহ

ইবনে জারীর হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন কোন রোগ থেকে মুক্তি চায় সে যেন কুরআনে কারীমে কোন একটি আয়াত কাগজে লিখে বৃষ্টির পানি দিয়ে ধৌত করে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তার মহরের টাকা দিয়ে মধু কিনে ঐ পানির সাথে মিশিয়ে পান করবে। এতে মুক্তির কয়েকটি কারণ একত্রিত হবে। কুরআন কারীম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা– وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা মুমিনের জন্য অরোগ্য ও রহমত।

(সূরা বনী ইসরাইল: ৮২)

দ্বিতীয় আয়াত– وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ. আকাশ থেকে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি। (সূরা ক্বাফ: ৯)

আরো বলেন- فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا.

সন্তুষ্টিচিত্তে তারা মহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করবে। (সূরা আন নিসা:৪) মধু সম্পর্কে আল্লাহর বাণী فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ.

মধুতে রয়েছে মানুষের জন্য মুক্তি। (নাহল: ৬৯)

ইবনে মাজাহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে- রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন সকালে মধু চেটে খাবে তাকে কোন বিপদ স্পর্শ করতে পারবে না। (ইবনে কাসীর ৩. ১২৯)

ফায়দা: চার জিনিস কল্যাণকর ও বরকতময় এবং নিরাময়কারী।

১. কুরআন কারীম, ২. বৃষ্টির পানি, ৩. মধু, ৪. স্ত্রীর মহর।

---

[২৯৫] ইবনে কাসীর ৩: ২৮৬।

উলামায়ে কেরাম লেখেন, যখন কোন ব্যক্তি তার করবারে স্ত্রীর মহরের কিছু অংশ মিলাবে আল্লাহ তা'আলা ঐ কারবারে উন্নতি দান করবেন। মহরের সম্পদ উভয়ের জন্যই মঙ্গলজনক।

মুমিনদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ

বর্ণিত আছে আল্লাহ তা'আলা চিরস্থায়ী জান্নাত বানিয়ে তাতে গাছ রোপণ করা শেষ করলেন। তখন গাছকে লক্ষ্য করে বললেন, কিছু বল, তখন গাছ নিম্নের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করল–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَفِظُوْنَ. اَلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَا نُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ. فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ. اُولٰئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ. الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

নিঃসন্দেহে সেসব ঈমানদার মুক্তি পেয়েছে, যারা নিজেদের নামাযে একান্ত বিনয়ানবত হয়, যারা অনর্থক বিষয় থেকে ফিরে থাকে, যারা রীতিমত যাকাত কিংবা পুরুষদের বেলায় নিজেদের অধিকারভুক্ত দাসীদের ওপর এ বিধান প্রযোজ্য নয়। এখানে হেফাজত না করার জন্যে তারা কিছুতেই তিরস্কৃত হবে না, অতঃপর এ বিধিবদ্ধ উপায় ছাড়া যদি কেউ অন্য কোন পন্থায় যৌন কামনা চরিতার্থ করতে চায়, তাহলে তারা সীমালংঘণকারী বলে বিবেচিত হবে, যারা তাদের কাছে রক্ষিত আমানত ও অন্যদের দেয়া প্রতিশ্রুতিসমূহের হেফাযত করে, যারা নিজেদের নামাযসমূহের ব্যাপারে সমধিক যত্নবান হয়। এ লোকগুলোই হচ্ছে মূলত যমীনে আমার যথার্থ উত্তরাধিকারী, জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারও এরা পাবে; এরা সেখানে চিরকাল থাকবে।[২৯৬]

আমি কি মু'মিন হতে পেরেছি

এ আয়াতে সফল মুমিনদের ছয় গুণ বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে-

১. বিনয় ও নম্রতার সাথে নামায পড়ে, অর্থাৎ শরীর ও মন আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে নামায পড়ে। ২. অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকে। ৩.

---

[২৯৬]. সূরা আল মুমিনুণঃ ১-১১।

সম্পদের যাকাত প্রদান করে অর্থাৎ জান মাল শরীর থেকে পবিত্র রাখে। ৪. আমানাত রক্ষা করে। ৫. ওয়াদা পালন করে অর্থাৎ মুয়ামালা ঠিক রাখে। ৬. নামায সঠিকভাবে আদায় করে। এতে নামাযের গুরুত্ব পরিষ্কার হয়ে ওঠে। নামযই শুরু এবং নামাযের ওপরই শেষ। (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

এ হল মুমিনের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ। ভাগ্যবান ব্যক্তি এ সংবাদকে বরণ করে নিবে। উল্লিখিত গুণে নিজেকে গুণান্বিত করবে। আল্লাহ চাহে তো সে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী হবে।

গোটা কুরআন ছিল যার চরিত্র

ইমাম নাসায়ী রহ. কিতাবুত তাফসীরে ইয়াযিদ বিন বানুস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আয়েশা রা. কে প্রশ্ন করলেন, রাসুল সা. এর চরিত্র ছিল কুরআনুল কারীমের বাস্তবরূপ। এরপর আয়েশা রা. উপরোক্ত দশটি আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন। এই ছিল রাসূল সা. এর চরিত্র ও গুনাগুণ।[২৯৭]

অদৃশ্যের সাথে কথা

ইবনে আবি হাতেমে বর্ণিত আছে, এক বুযুর্গ বলেন, এক সময় আমি রোম সৈন্যদের হাতে বন্দি হলাম। একদিন পাহাড়ের চূড়া হতে অদৃশ্য এক আওয়াজ শুনতে পেলাম, হে আল্লাহ! খুবই আশ্চর্যের বিষয়, তোমাকে চিনে অথচ তোমাকে ছাড়া অন্য সত্তার কাছে আশা-আকাঙ্খা পূরণের কামনা করে।

আল্লাহ! এটাও আশ্চর্যের বিষয় যে, তোমাকে চিনে অথচ অন্যের নিকট তার প্রয়োজন পূরণার্থে গমন করে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে উচ্চ আওয়াজে বলে উঠল, বড় আশ্চর্যের বিষয় হল, তোমাকে চিনে অথচ অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোন কাজ করে যে কাজ তুমি অসন্তুষ্ট হও।

একথা শুনেই উচ্চৈঃস্বরে জানতে চাইলাম, তুমি জ্বিন না মানুষ? উত্তর এল- মানুষ। তুমি ঐ কাজ থেকে মানোযোগ সরিয়ে নাও যাতে তোমার উপকার হয় না। আর ঐ কাজে আত্মনিয়োগ কর যাতে তোমার উপকার হয়।[২৯৮]

---

[২৯৭] মাআরেফুল কুরআন ২: ২৯৩

[২৯৮] তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪-৪৭৪

নাজাতও তিনে, ধ্বংস তিনে

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেছেন- তিনটি জিনিস মুক্তি দেয় এবং তিনটি জিনিস ধ্বংস করে। মুক্তিদানকারী তিনটি হল-

১. নির্জনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা। ২. সুখে দুঃখে সত্য বলা। ৩. সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় মাঝারি ধরনের ব্যয় করা।

ধ্বংসকারী তিন জিনিস- ১. কুপ্রবৃত্তির আনুগত্য করা। ২. লোভ ও কৃপণতা করা। ৩. অহংকার করা। অহংকার করা সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

প্রভুর রহমতের আশায়....

হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা আনসারীর রা. মৃত্যুর পর তাঁর তরবারীর খাপে একটি কাগজ পাওয়া গেল যাতে লেখা ছিল, তুমি তোমার প্রভুর রহমতের সুযোগ খুঁজতে থাক। খুবই সম্ভব তুমি দু'আ করছ আর প্রভু রহমতের জোশে আছেন। তাহলে তোমার ঐ ভাগ্য মিলে যাবে যার পর আর কখনো তোমার দুঃখ বা আফসো করতে হবে না।[২৯৯]

তোমরা কি কেউ বড় হতে চাও

বায়হাকীর শু'আবুল ঈমানে আছে- ফারুকে আজম উমর রা. মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে মানুষ! তোমরা বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন কর। কারণ আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, যে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তাকে উঁচু করেন। ফলে তার নিজের নিকট নিজকে ছোট মনে হয়। আর সে মানুষের চোখে বড় বনে যায়। আর যে গর্ব অহংকার করে আল্লাহ তাকে হীন করেন। ফলে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট এবং নিজের দৃষ্টিতে বড় হয়ে থাকে। এমনকি সে মানুষের দৃষ্টিতে কুকুর এবং শুকর থেকেও নিকৃষ্ট বলে বিবেবিচত হয়। -(মিশকাত : ৪৩৪)

কোন গাছ মুসলমানদের সাথে মিল রাখে

বুখারী শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূল সা. এর নিকট বসা ছিলাম। রাসূল সা. বললেন, আমাকে বলত, কোন গাছা মুসলমানের মত। যার পাতা শীত গ্রীষ্ম কোন সময়ই ঝরে না। আর সব ঋতুতেই ফল দেয়?

---

[২৯৯]. ইবনে কাসীর।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমি ভাবলাম বলে ফেলি, সে গাছটি হল খেজুর গাছ। কিন্তু দেখলাম আবু বকর, উমর রা. তাঁরাও ঐ মজলিসে চুপ করে বসে আছেন, তাই আমিও চুপ রইলাম।

–রাসূল সা. বললেন, সে গাছটি হল খেজুর গাছ।

ঐ মজলিস শেষ করে চলে যাওয়ার সময় আব্বাকে বললাম এ ঘটনা। তিনি বললেন, প্রিয় ছেলে! যদি তুমি এ উত্তর দিতে তাহলে এটাই হত আমার সব থেকে আনন্দের বিষয়। (ইবনে কাসীর ৩ : ২২)

ভাই! হিংসা ত্যাগ কর

তাবরানীতে আছে, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মাঝে তিনটি বদ অভ্যাস থেকেই যাবে।

১. শুভাশুভের নিদর্শন ২. হিংসা ৩. কু-ধারণা।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল এর প্রতিকার কী? বললেন, হিংসা করলে ইস্তেগফার করবে। কু-ধারণা সৃষ্টি হলে বাদ দিয়ে দিবে বিশ্বাস করবে না। আর যখন শুভা-শুভের নিদর্শন নিবে চাই তা ভালো কাজের হোক বা খারাপ কাজের হোক তা থেকে পিছ পা হবে না এবং পুরা করবে।[৩০০]

মরণ যেদিন ডাক দিবে....

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ_

বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন কর সেই মৃত্যু তোমাদের সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর কাছে এবং তোমাদেরকে জানান হবে যা তোমরা করতে।

–(সূরা জুমুআ: ৮)

রাসূল সা.-এর ভবিষ্যদ্বাণী উম্মতে মুহাম্মাদীর চারটি স্বভাব

আবু ইয়ালাতে বর্ণিত আছে, আমার উম্মত জাহেলী যুগের চারটি কাজ কখনো ছাড়বে না- ১. বংশের গৌরব ২. মানুষকে বংশ তুলে গালি দেয়া ৩. তারকার কাছে বৃষ্টি কামনা করা ৪. মায়্যিতের জন্য বিলাপ করা।

---

[৩০০] ইবনে কাসীর, সূরা হুজুরাত: ১২।

তিনি আরো বলেন, বিলাপকারীনী মহিলা যদি তাওবা করা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তাকে দূর্গন্ধযুক্ত পায়জামা ও খুজলীযুক্ত চাদর পরানো হবে। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, রাসূল সা. বলেছেন, বিলাপকারী বিলাপ শ্রবণকারীদের ওপর অভিশাপ পড়ুক। (ইবনে কাসীর)

নিরাময়হীন রোগের ঔষধ

হযরত বাগবী ও সালামী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন- তিনি একবার এক কঠিন রোগে আক্রান্ত লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. তার কানে সূরা মুমিনের এ আয়াতগুলো পড়ে ফুঁ দিলেন, আর এতেই সুস্থ হয়ে গেল।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ۔ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ۔ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ۔ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ۔

তোমরা কি সত্যি সত্যিই এটা ধরে নিয়েছ, আমি তোমাদের এমনিই অনর্থক পয়দা করেছি এবং তোমাদের কখনোই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না? না, তা কখনো নয় মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা, তিনিই সব কিছুর যর্থার্থ মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, সম্মানিত আল্লাহ তা'আলা, সম্মানিত আরশের একক অধিপতিও তিনি, তার কাছে যার (জন্যে) কোন রকম সনদ নেই (সে যেন জেনে রাখে), তার হিসাব তার মালিকের কাছে যথার্থই মজুদ আছে; সেদিন তারা কোন অবস্থায়ই সফলকাম হবে না যারা তাঁকে অস্বীকার করেছে।

(সূরা মুমিনঃ ১১৫-১১৮)

রাসূল সা. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তার কানে কী পড়ে ফুঁ দিয়েছিলে? আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বললেন, এ আয়াত পড়ে.....। রাসূল সা. বললেন, ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এ আয়াত পড়ে পাহাড়ের ওপর ফুঁ দেয়া হয় তাহলে পাহাড় তার জায়গা হতে সরে যেতে বাধ্য হবে। (কুরতুবী-মাযহার)

সুস্থ ও ঐশ্বর্যশীল হওয়ার পদ্ধতি

সুস্থতা ও ঐশ্বর্য ৮টি জিনিসের মধ্যে নিহিত। যথা : ১. কুরআনুল কারীম ২. সদকা ৩. যমযমের পানি ৪. আত্মীয়তার বন্ধন ৫. সূরা ফাতিহা ৬. কালো জিরা

(এক প্রকারের বীজ যা ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়) ৭. মধু ৮. ফাযায়েলে হজে শায়খুল হাদীস হযরত জাকারিয়া রহ. কানযুল উম্মালের বরাত দিয়ে লেখেন, এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যদি হজ্জ কর তাহলে সম্পদশালী হবে। ভ্রমণ কর সুস্থ থাকবে। অর্থাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে শরীরে মন সুস্থ হয়ে ওঠে।

মেয়েদের থাকে এক শয়তান, ছেলেদের দশ

স্বজাতীয় ফেৎনা থেকে বাঁচতে হলে তার সকল পথ বন্ধ করা পয়োজন। দাঁড়িহীন উঠতি বয়সী ছেলেদের বয়সী ছেলেদের সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। তাবেঈনদের কেউ মন্তব্য করেছেন, দীনদার আবেদ যুবকের জন্য হিংস্র প্রাণী থেকেও ভয়ংকর হল দাড়িহীন ছেলেদের গমনাগমন।

হাসান বিন যাকওয়ান বলেন, সম্পদশালী বাচ্চাদের সাথে বেশি ওঠা বসা কর না। তাদের অবয়ব মেয়েদের মতো হয়ে থাকে। তাদের ফিৎনা কুমারী মেয়েদের থেকেও ভয়ংকর। (শুআবুল ঈমান:৪-৩৫৮)

কারণ কুমারী মেয়ে কোন না কোন অবস্থায় বৈধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু ছেলেরা কখনোই বৈধ হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক বলেন, হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. একবার হাম্মাম খানায় প্রবেশ করে দেখতে পেলেন সুন্দর একটি ছেলেও এসেছে। তখন তিনি ঐ ছেলেকে বের করে দিতে বললেন। কেননা মহিলাদের সাথে থাকে একটি শয়তান, আর ছেলেদের সাথে থাকে দশেরও অধিক শয়তান। (শুআবুল ঈমান: ৪-৩৬০)

এজন্য রাসূল সা. আদেশ করেছেন, সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হলে বিছানা পৃথক করে দাও। যাতে জীবনের শুরুতেই বদ অভ্যাসমুক্ত হয়ে ওঠে। সন্তানদের প্রতি খেয়ালও রাখবে যাতে করে বড় ছেলেদের সাথে নির্জন সময় না কাটায়। কয়েকটি ছেলে একই রুমে অবস্থান করলে প্রত্যেকের বিছানা, ভিন্ন ভিন্ন হওয়া জরুরি। এ আলোচনার আলোকে এ দিকটি পষ্কিার হয়ে ওঠে যে, কাম-প্রবৃত্তি পূরণের একমাত্র পন্থা হলো নিজের স্ত্রী ও দাসী। এ ছাড়া অন্য কোন পন্থায় কাম প্রবৃত্তি পূরণের বৈধতা নেই। পর্দা ও মহিলাদের সংশ্রব থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যই হল সমাজে কাম প্রবৃত্তি পূরণের অবৈধ পথ বন্ধ করে দেয়া। যে ব্যক্তি এ সকল দিক লক্ষ্য রেখে লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করবে, বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত দিবেন ইনাশাল্লাহ।

রাসূলের চাদর কাফন হল যার

হযরত সাহল বিন সা'দ বর্ণনা করেন। একবার এক মহিলা রাসূল সা. এর দারবারে একটি চাদর নিয়ে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ চাদরটি আমি নিজ হাতে বুনেছি এবং আপনার নিকট নিয়ে এসেছি। আপনি কবুল করবেন এবং পোশাক হিসেবে পরবেন।

রাসূল সা. আগ্রহ ভরে তা গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণ পর ঐ চাদরকে লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করে মজলিসে তাশরিফ আনলেন। ঐ সময় সাহাবী হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা. আবেদন করলেন, আল্লাহর রাসূল আমাকে এটা দিয়ে দিন। এটা খুবই উত্তম জিনিস। রাসূল সা. বললেন, ঠিক আছে। কিছুক্ষণ পর মজলিস থেকে ভেতরে চলে গেলেন। এর অল্পক্ষণ পর লুঙ্গি পরিবর্তন করে ঐ চাদরখানা আবেদনকারীকে দিয়ে দিলেন।

এতে সাহাবাযে কেরাম আবেদনকরীকে বললেন, তুমি তো ভাল করেই জান রাসূল সা. কোন প্রার্থীকে বিমুখ করেন না, তুমি এ চাদর চেয়ে ভাল করনি। উত্তরে ঐ সাহাবী বললেন, আমার কাফনে এ চাদর ব্যবহার করার জন্যই চেয়েছি। হযরত সাহল রা. বলেন, সত্যিই আবদুর রহমান বিন আউফ রা. এর ইন্তেকাল হলে ঐ চাদরে তাঁকে কাফন দেয়া হয়েছিল।[৩০১]

তোমার সন্তান তোমার কর্মে গড়া

এ বিষয়টি গভীরভাবে পড়বে, কেউ যেন ভুলে না যায়। ইসলামের শিক্ষা হল স্বামী স্ত্রী কখনোই একেবারেই বস্ত্রহীন যেন না হয়। সতর ঢেকে রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে। রাসূল সা. ইরশাদ করে- তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে যায় তখন সে সতর ঢেকে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। জানোয়ারের মতো একবারে উলঙ্গ হয়ে না যায়। লজ্জার দাবী হল, স্বামী স্ত্রী একে অপরের লজ্জাস্থান দেখবে না। হযরত আয়েশা রা. বলেন, জীবনে কোনদিন আমি রাসূল সা. এর সতর দেখিনি তিনিও আমার সতর দেখেননি।

এদিকে লক্ষ রাখতে হবে। পিতা-মাতার কার্যকলাপের প্রভাব সন্তানের ওপর প্রভাব ফেলে। যদি আমরা লজ্জা শরমের দিক লক্ষ করে জীবন

---

[৩০১] বুখারী১: ৩৮১, ২:৮৬৪, ৮৯২, মাকারিমুল আখলাক: ২৪৫।

পরিচালিত করি, তাহলে আমাদের সন্তানরাও এ গুণে গুণান্বিত হবে। আর যদি লজ্জা শরমের বালাইকে দূর করে চলি তাহলে এ কু-প্রভা আমাদের সন্তানদের ওপর পড়বে। আজ টিভির পর্দার মাধ্যমে এ অপসংস্কৃতি কৃষ্টি-কালচার আমাদের সমাজে ঢুকে পড়েছে। আমাদের মনে সেই আমাদের প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, মালিক সব সময় আমাদেরকে দেখেন। আল্লাহ আমাদেরকে এই নিকৃষ্ট অবস্থায় দেখে ফেললে এটা আমাদের জন্য কতইনা ভয়াবহ ব্যাপার। লজ্জা শরম নিয়েই জীবন চালান প্রয়োজন। এ লজ্জা শরমই আমাদেরকে এ সকল বদ চরিত্র থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। লজ্জা শরমকে অবজ্ঞা করে চললে ফুকাহায়ে কেরাম আরও একটি স্মৃতি শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। জরুরি প্রয়োজনীয় কথা মনে থাকে না।

আল্লামাহ শামী রহ. লেখেন মানুষের মাঝে ভুলে যাওয়ার রোগ সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ হল লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা করা এবং তা চেয়ে চেয়ে দেখা।

(শামী ১: ২২৫ কিতাবুত তাহারাত)

পরনিন্দার ভয়াবহতা

পরনিন্দা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে ইমাম গাযালী রহ. একটি ঘটনা বলেন, এক ব্যক্তি গোলাম কিনতে বাজারে গেল। একটি গোলাম পছন্দ হল। বিক্রেতা বলল, এর মাঝে কোন দোষ নেই তবে একটু পরনিন্দার অভ্যাস রয়েছে। ক্রেতা এতে রাজি হয়ে ক্রয় করে নিয়ে আসল। কিছুদিন পরই এই গোলাম তার পরনিন্দার একটি খেল খেলল, তার মালিকের স্ত্রীকে নির্জনে গিয়ে বলল, আপনার স্বামী আপনাকে পছন্দ করে না। তাই এখন তার লক্ষ্য হল একটি বাঁদী ক্রয় করা। এজন্য সে রাতে শুতে আসলে তার মাথা থেকে কয়েকটি চুল কেটে আমাকে দিবেন। যাতে তা দিয়ে আমি যাদু করতে পারি। ফলে আপনাদের মাঝে আবার সম্পর্ক ঠিক হয়ে যাবে। স্ত্রী তার কথা মত প্রস্তুতি নিল। ওদিকে গোলাম মুনিবকে গিয়ে বলল, আপনার স্ত্রী পরকীয়ায় পড়েছে। এখন আপনাকে পথ থেকে দূর করতে বদ্ধপরিকর। তাই সাবধানে থাকবেন।

রাতে সে স্ত্রীর নিকট গিয়ে স্ত্রীর হাতে ক্ষুর দেখতে পেল। বুঝে ফেলল গোলাম সত্যই বলেছে। স্ত্রী কিছু বলার আগেই ক্ষুর দিয়ে স্ত্রীকে মেরে ফেলল। এ ঘটনা স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন যখন জানতে পারল তারা এসে

স্বামীকে হত্যা করল। এভাবেই একটি সুন্দর পরিবারে রক্তের হোলিখেলা শুরু হয়ে গেল। মোটকথা, পরনিন্দা এমনই এক রোগ যার কারণে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে বাধ্য। এজন্য হযরত হুযাইফা রা. বলেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি- 'পরনিন্দকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৩০২]

তোমাদের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ

হযরত আবদুর রহমান বিন গুনম এবং হযরত আসমা বিনতে য়াযীদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, সর্বোত্তম হল ঐ বান্দা যাকে দেখে আল্লাহর কথা মনে হয়। আর নিকৃষ্ট হল ঐ ব্যক্তি যে পরনিন্দা করে বেড়ায়। বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা তৈরী করে এবং ভালো উন্নত চরিত্রের অধিকারীদের গায়ে দোষ লাগিয়ে দেয়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।[৩০৩]

ব্যবসায় ধোঁকা দেয়ার শাস্তি

আবদুল হামীদ বিন মাহমুদ মাগুলী বলেন, আমি একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন কিছু লোক তাঁর খিদমতে এসে বলল আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। আমরা যখন যাতুস সিফা নামক এলাকায় পৌছলাম তখন আমাদের এক সাথী মৃত্যুবরণ করল, আমরা তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করলাম। কবর খনন করতে গেলে দেখতে পেলাম বড় একটি কালো সাপ পুরো কবরকে ঘিরে রেখেছে। আরেকটি কবর খনন করলাম সেখানেও ঐরকম সাপ দেখতে পেলাম। আমরা মৃত ব্যক্তিকে ঐ অবস্থায় রেখে আপনার নিকট এসেছি আমরা এখন কী করব? হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন, এ সাপ হল তার খারাপ কাজের রূপ। যে কাজে সে অভ্যস্ত ছিল। যাও, তাকেক ঐ কবরেই দাফন কর। আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি তার জন্য পুরো পৃথিবী খনন কর তাহলেও তার কবরে ঐ সাপ দেখতে পাবে। অবশেষে তাকে ঐ কবরেই দাফন করা হল।

ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে ঐ লোকগুলি তার স্ত্রীর নিকট তার কারবার সম্পর্কে জানতে চাইলে। স্ত্রী বলল, তার পেশা ছিল শস্য বিক্রী করা, আর

---

[৩০২] মুসলিম শরীফ, মিশকাত: ৪১১।
[৩০৩] মিশকাত: ৪১৫।

প্রতিদিন ঐ শস্যের বস্তা থেকে ঘরের খরচ বের করতেন। আর ঐ পরিমাণ ভুষি মিলাতেন। অর্থাৎ ধোঁকা দিয়ে শস্যের সাথে ভুষি বিক্রী করতেন।

(বায়হাকী শুআবুল ঈমান)

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পোশাক পরিধানকারী ব্যক্তি

বুখারী শরীফে হযরত আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল সা. একবার আমাদের মাঝে খুতবা দানের জন্য দাঁড়ালেন। বললেন, তোমাদেরকে উলঙ্গ শরীর, খালি ও খৎনা বিহীন অবস্থায় একসাথে পুনরুত্থান করা হবে। যেমনি আমাদেরকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং এটা আল্লাহর রাস্তায় থাকার কারণে করা হয়েছিল। আর সৃষ্টির মাঝে সর্বপ্রথম যাকে পোশাক পরানো হবে তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম আ.।

অন্য বর্ণনায় আছে কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম ইবরাহীম আ. কে কিবতী কাপড়ের দুটি পোশাক পরোনো হবে। এরপর রাসূল সা. কে আরশের ডান পার্শ্বে আকর্ষণীয় পোষাকে সজ্জিত করা হবে। প্রশ্ন হল, হযরত ইবরাহীম আ. কী কারণে এ সম্মানের অধিকারী হবেন? এ সম্পর্কে ইমামদের ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। আল্লামা কুরতুবী র. বলেন, এর কারণ হল নমরুদ যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপের আদেশ করল তখন তাঁকে উলঙ্গ করা হয়েছিল। এর প্রতিদান স্বরূপ তাঁকে সর্বপ্রথম পোশাক পরানো হবে। আল্লামা হালীমী র. বলেন, পৃথিবীতে যেহেতু ইবরাহীম আ. আল্লাহ তায়ালাকে বেশি ভয় করতেন। এজন্য তাঁকে তখন পোশাক পরানো হবে, যাতে করে তার হৃদয় শান্ত হয়। কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য এ ব্যবহার করা হবে।

এ সম্মানজনক আচরণ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর ওপরও তাঁর প্রাধান্য পাওয়া আবশ্যক করে না। কারণ আমাদের নবীকে যে উত্তম পোশাক পরানো হবে তা ইবরাহীম আ. এর পোশাক থেকে শতগুণে উত্তম। যদিও প্রথম নন কিন্তু তাঁর উত্তম পোশাকেই রাসূল সা. এর শ্রেষ্ঠত্ব মর্যাদার বার্তা বহন করবে। -(ফাতহুলবারী ১৪ : ৪৮৬)

হাউজে কাউসারের পানির উপযুক্ত যারা

কিয়ামতের দিন সকাল উম্মতই হাউজে কাউসারের পানি পান করে ধন্য হবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু ভাগ্যবান কিছু লোক থাকবে যাদেরকে সর্বপ্রথম

পান করান হবে। তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল সা. ইরশাদ করেন, হাউজে কাউসারের পাড়ে আগমনকারী সর্বপ্রথম দল হল দরিদ্র মুহাজিরগণ। দুনিয়াতে তারা থাকবে উষ্কখুষ্ক চুলে। তাদের পোশাক থাকবে ধূলি মলিন। সুখে শান্তিতে বসবাসকারী নারীদেরকে যারা বিবাহ করতে পারেনি এবং যাদের জন্য ঘরের দরজা খোলা হয় না।[৩০৪]

অর্থাৎ তাদের বেশ ভূষা দেখে সচ্ছল নারীরা তাদেরকে বিবাহ করবে না, আর তারা যদি কারো দরজায় গিয়ে করাঘাত করে তাদের জন্য দরজা খুলতেও পছন্দ করবে না। দুনিয়ায় তাদের এ করুণ পরিণতি হবে। অথচ পরকালে সবার আগে হাউজে কাউসারের পানি পান করিয়ে সম্মান জানানো হবে।

কে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি

শৌখিন ফ্যাশন পছন্দকারীকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন না। নবী করীম সা. এ ধরনের ব্যক্তিকে উম্মতে মুহাম্মদির সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন। রাসূল সা. বলেন, আমাদের উম্মতের মধ্যে নিকৃষ্ট ঐ সকল লোক যারা সচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং ঐ অবস্থায় পালিত হয়ে বড় হয়। আর সব সময় বিভিন্ন ধরনের খাদ্য খায় ও রং বেরং এর পোশাক পরিধান করে এবং এ চিন্তায়ই বিভোর থাকে, আর অহংকার করে চিবিয়ে কথা বলে। হযরত উমর রা. বলেন, তোমরা বারবার গোসলখানায় যাওয়া এবং বারবার চুল পরিষ্কার করা থেকে বেঁচে থাক। দামি কার্পেট ব্যবহার থেকেও বেঁচে থাক। কারণ আল্লাহর বন্ধুরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপনে মনোযোগী হয় না।

-(কিতাবুযযুহদঃ ২৬৩)

সর্বোত্তম সম্পদ হল শান্তি ও নিরাপত্তা

দুনিয়ার জীবনে দুনিয়ার প্রতি মত্ত না হওয়াই হল মানুষের শান্তির পথ। জীবন এমন ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে যতই দুঃখ কষ্টে দিন অতিবাহিত করুক তবুও তার ভেতরটা বড়ই শান্তি ও আনন্দের। যে শান্তি অনেক বড় সম্পদশালীরাও উপভোগ করতে পারে না। এজন্য রাসূল সা. বলেছেন, দুনিয়া বিমুখতাই হল শরীর ও অন্তরের মূল প্রশান্তি।

---

[৩০৪] তিরমিযী শরীফ ২ঃ ৬৭।

পৃথিবীতে বড় সম্পদ হল শান্তি ও নিরাপত্তা। যদি শান্তিই না থাকে তাহলে সকল সম্পদই অনর্থক। এ শান্তি আমরা তখনই অর্জন করতে পারব। যখন আমরা জীবন ধারণ পরিমানুযায়ী সম্পদ অর্জন করব, আর আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করব।

হযরত লোকমান হাকীম বলেন, দুনিয়া বিমুখতা মানুষের উত্তম গুণ। যে দুনিয়া বিমুখ হবে সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই একনিষ্ঠভাবে ইবাদাত করার সুযোগ পাবে। আর যে ইখলাসের সাথে আমল করবে আল্লাহ তাকে পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে ধন্য করবেন। -(কিতাবুয্যুহ্দ: ২৭৪)

জান্নাতে সবার শেষে প্রবেশকারী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. ইরশাদ করেন, সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারীর অবস্থা হবে- সে জাহান্নামে হেলে দুলে চলতে থাকবে আর জাহান্নামের আগুনে ভস্ম হতে থাকবে। বহু কষ্ট করে জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং উঠে বসবে। জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে থাকবে, মনের অজান্তেই বলে উঠবে- সে সত্তা বড়ই বরকতপূর্ণ যে আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি আমাকে এমনই এক নেয়ামত দান করেছেন যা পূর্বাপর আর কাউকে দান করেননি। এরপর সে তার সামনে ছায়াদার একটি গাছ দেখতে পাবে। তখন সে আবেদন করবে, হে রব্বে কারীম! আমাকে ঐ গাছের নিকটবর্তী কর আমি একটু ছায়ায় বসব এবং পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করব। একথা শুনে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে বান্দা! আমি যদি তোমার এ আশা পূরণ করি তাহলে তুমি আরো আবদার করবে। বান্দা বলবে, পরওয়ারদেগার- না। আর কিছু চাব না। এ বলে পাকা ওয়াদা করবে। আল্লাহ তা'আলা তার এ আহ্বান গ্রহণ করবেন। তিনি তো তার অধৈর্য সম্পর্কে সম্যক অবগতই আছেন। তখন তাকে গাছের ছায়ায় পৌছে দিবেন। সে ঐ গাছের ছায়ার নিচে বসে পানি পান করবে।

কিছুক্ষ পর তার সামনে আর একটি গাছ লাগান হবে। যে গাছটি পূর্বের গাছটি থেকে আরো সুন্দর ও ছায়াদার। বান্দা তখন ঐ গাছটির নিকটে যাওয়ার আবেদন করবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে বান্দা! কি ব্যাপার তুমি না আর কোন আবেদন করবে না। আল্লাহ তা'আলা তার অধৈর্যের ব্যাপারে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তার আবেদন অনুযায়ী ঐ গাছের নিকটবর্তী করে দিবেন। আর বান্দা ঐ গাছের ছায়া ও পানি দ্বারা উপকৃত হবে।

এরপর তৃতীয় আর একটি গাছ তার সামনে দেখতে পাবে যা পূর্বের দু'টি থেকে বহুগুণে উত্তম ও জান্নাতের একেবারে নিকটে। বান্দা ঐ গাছের নিকটবর্তী হওয়ারও আবেদন করবে। সর্বশেষে তাকে ঐ গাছের ছায়ায় পৌছান হবে আর সেখানে তাকে জান্নাতবাসীদের আওয়াজ শুনান হবে। বান্দা তখন আবেদন করবে, হে রব্বে কারীম! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে লক্ষ করে বলবেন কি ব্যাপার? তোমার আবেদন করা কখন শেষ হবে? তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে আমি তোমাকে দশ দুনিয়ার সমান জান্নাত দান করব? বান্দা অবাক হয়ে বলবে, হে রব্বে কারীম! আপনি রাব্বুল আলামীন হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছেন?

এ পর্যন্ত বর্ণনা করে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. হাসতে শুরু করলেন। উপস্থিতিদেরকে বললেন, আমার কাছে তোমরা জানতে চাইলে না, আমি কেন হাসছি? সকলে জানতে চাইল, আপনি কেন হাসছেন, উত্তরে তিনি বলেন- রাসূল সা. ও এ ঘটনা বর্ণনা করে হেসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম যখন হাসার কারণ জানতে চাইলেন তখন তিনি বললেন, রাব্বুল আলামীনের হাসির কারনে আমি হাসছি। কেননা, বান্দা যখন একথা বলবে, আল্লাহ আপনি রাব্বুল আলামীন হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছেন! রাব্বুল আলামীন তখন বলবেন, আমি তোমর সাথে ঠাট্টা করছি না। আমি যে জিনিস করার ইচ্ছা করি তা পূরণ করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখি।[৩০৫] নোট: আল্লাহর হাসির অর্থ হল তাঁর সন্তুষ্টি।

সব কুলহারা মুসলমান

মিশরের এক মজলিসে এক ব্যক্তি নিয়মিত আযান দিত। জামাতে শরীক হত। চেহারায় ইবাদতের নূর ঝলমল করত। ঘটনাক্রমে একদিন আযান দেয়ার জন্য মিনারে উঠল। দৃষ্টি ছিল পার্শ্ববর্তী এক ইয়াহুদী তরুণীর প্রতি। তার প্রেমে মত্ত হয়ে ছিল। আযান না দিয়ে সোজা ঐ তরুণীর নিকটে গিয়ে পৌছল। তরুণী তাকে দেখে বলল, কি ব্যাপার? আমার ঘরে কেন এসেছ? উত্তরে বলল, তোমাকে আপন করে নেয়ার জন্য এসেছি। তোমার সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমাকে উন্মাদ করে ফেলেছে। তরুণী বলল, আমি অসামাজিক কোন কাজ করতে আগ্রহী নই। লোকটি বলল, আমি তোমাকে

[৩০৫]. মুসলিম শরীফ ১: ১০৫।

বিবাহ করব। তরুণী বলল, কী করে এটা সম্ভব? তুমি মুসলমান আমি ইহুদী, তাছাড়া আমার আত্মীয়রা কোনভাবেই মেনে নিবে না। লোকটি বলল, প্রয়োজনে আমি ইহুদী হব। ফলে সে ঐ তরুণীর জন্য ইহুদী হয়ে গেল। (আল্লাহর কাছে পানা চাই) কিন্তু এখনও ঐ দিনই শেষ হয়নি। এক কাজে ঐ লোকটি ছাদে উঠল। ঘটনাক্রমে ছাদ থেকে পড়ে গেল এবং মৃত্যুবরণ করল। আফসোস হাজার দুঃখ, দীনহারা হল। তরুণীও হাতছাড়া হল।[৩০৬]

শয়তান নাকের বাঁশিতে রাত কাটায়

এক হাদীসে একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সকাল বেলা ঘুম হতে জেগে নাকে তিনবার পানি দিয়ে নাক ঝাড়বে। কারণ হল শয়তান মানুষের নাকের বাঁশিতে রাত কাটায় এবং নাকেই মল-মূত্র ত্যাগ করে। এ জন্য মানুষ ঘুম থেকে জাগ্রত হলে দেখা যায় নাকে অনেক ময়লা। এগুলোতে শয়তানের মল মূত্রের প্রভাব রয়েছে। অজুতে নাকে বেশি করে পানি ঢাললে এর কু-প্রভাব দূর হয়। হাদীসের ভাষ্য হল, হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুম থেকে জেগে অজু করে তখন যেন সে তিনবার নাক ভাল করে পরিষ্কার করে নেয়। কেননা শয়তান নাকের বাঁশিতে রাত কাটায়।[৩০৭]

সারাদিন যিকিরের তুলনায় উত্তম কালিমা

হযরত আবূ উসামা রা. বলেন, রাসূল সা. একদিন আমাকে ঠোঁট নাড়তে দেখলেন। রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু উসামা! ঠোঁট নেড়ে তুমি কী পড়ছ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর যিকির করছি। রাসূল সা. তখন বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কালিমা বলে দিব যা তোমার রাত দিন যিকির করা থেকেও বেশি উত্তম? আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলবেন। তখন তিনি বললেন, এ কালিমাগুলো-

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ ـ سُبْحَانَ اللهِ مِلْاءُ مَا خَلَقَ ـ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا فِي الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ ـ سُبْحَانَ اللهِ مِلْاءُ مَا فِي الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ ـ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا اَحْصَى كِتَابَه ـ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْئٍ ـ سُبْحَانَ اللهِ مِلْاءُ كُلِّ شَيْئٍ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ ـ اَلْحَمْدُ

---

[৩০৬]. আত তাযকির: ৪৫।

[৩০৭] বুখারী শরীফ ১: ৪৬৫ হাদীস ৩১৮৯।

لله ملأ ما في الأرض والسماء- والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء- الحمد لله ملء كل شيء-

তাবরানীতে বিষয়টি এভাবে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সা. বললেন, আমি কি তোমাকে এমন এক কালিমা বাতলে দিব না যাতে তুমি এত পরিমাণ সাওয়াবের অধিকারী হবে যে, তুমি যদি দিন রাত ইবাদাত করে ক্লান্ত হয়ে যাও তবুও সে পরিমাণ সাওয়াবের অধিকারী হবে না।

আমি বললাম, অবশ্যই। রাসূল সা. তখন বললেন, الحمد لله শেষ পর্যন্ত পড়। কিন্তু এ কালিমা সংক্ষিপ্ত। এরপর রাসূল সা. বললেন, سبحان الله অনুরূপভাবে الله اكبر শেষ পর্যন্ত পড়।[৩০৮]

শেষ ভাল যার সব ভাল তার

হাজ্জায বিন ইউসুফ বনু উমাইয়ার খলীফাদের মাঝে এক অত্যাচারী গভর্নর ছিল। নিজ হাতে তরবারী দিয়ে এক লাখ মানুষ হত্যা করেছে। যাদেরকে তার আদেশে হত্যা করা হয়েছে তাদের হিসাব না হয় বাদই দিলাম। বহু সাহাবা তাবেঈকে হত্যা করেছে, বন্দি করেছে।

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, প্রত্যেক উম্মত যদি তাদের মুনাফেকদেরকে কিয়ামতের ময়দানে নিয়ে উপস্থিত হয়, আর আমরা এক হাজ্জায বিন ইউসুফ সাকাফীকে উপস্থিত করি তাহলে আমাদের পাল্লাই ভারি হবে। হাজ্জায বিন ইউসুফ যখন মরণ ব্যধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে কাতরাতে শুরু করল, তখন তার মুখ দিয়ে এ দু'আই শুধু বের হত- হে আল্লাহ! তোমার বান্দারা আমার সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না। কিন্তু তোমার প্রতি আমার আশা হল, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিবে। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ন্যায় বিচারক খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ.-এর কাছে হাজ্জাযের মৃত্যুক্ষণে তার এ দু'আ বড়ই ভালো লাগল। হাজ্জাযের মৃত্যু তার নিকট ঈর্ষা হয়ে দাঁড়াল। হযরত হাসান বসরী রহ. কে যখন হাজ্জাযের মৃত্যুর এ কাহিনী শুনান হল তখন তিনি অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, সত্যিই কী হাজ্জায এ

---

[৩০৮]. হায়াতুস সাহাবাহ ৩: ৩৩৬।

দু'আ করেছিল। লোকেরা বলল, হ্যাঁ, সে এ দু'আ করেছিল? তখন তিনি বললেন, হয়তো আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।[৩০৯]

দু'আ কবুল করাতে চান

হাদীসে এসেছে, নিচের এ কালিমা পড়ে যে দু'আ করা হবে তা কবুল হবে-

لَاالٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ[৩১০]

বাতাসে ওড়ার কারামত

বায়েযিদ বোস্তামী রহ. এক চমকপ্রদ উপদেশ দান করেছেন- যদি কাউকে দেখ সে কারামত দেখিয়ে বাতাসে উড়ে বেড়ায়। তবুও তোমরা তার ধোঁকায় পড় না। আগে দেখে নাও সে শরীয়তের হুকুম আহকাম কি রূপ মেনে চলে। শরীয়তের ব্যাপারে তার মূল্যায়ন কী?[৩১১]

পঞ্চম হয়ো না

রাসূল সা.-এর ইরশাদ ফরমান- এক. আলিম হও। দুই. ইলম অর্জনকারী হও। তিন. মনোযোগসহ শ্রবণকারী হও। চার. আহলে ইলমকে মহব্বতকারী হও। পঞ্চম হয়ো না। তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর পঞ্চম হলো আলেম ও আহলে ইলমদের সাথে বিদ্বেষ পোষণকারী।[৩১২]

বিপদ থেকে উত্তরণ ও উদ্দেশ্য পূরণের বিশেষ দু'আ

শুরু ও শেষে এগারো বার দরূদ শরীফ পড়ে এ আয়াত তিলাওয়াত করবে, নিম্নের হিসাব অনুযায়ী পড়বে, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

এক. অনিষ্ট ও ফিৎনা থেকে বাঁচার জন্য পড়বে ৩৪১ বার।

দুই. রিযক- এ প্রশস্ততা ও ঋণ পরিশোধের জন্য পড়বে ৩০৮ বার।

তিন. বিশেষ কাজ পূরণ হওয়ার জন্য পড়বে ১১১ বার।

চার. দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য পড়বে।

(হযরত আবারারুল হক সাহেবের বয়ান)

---

[৩০৯] . এহইয়াউল উলূম ৪: ৪০১।

[৩১০] মুন্তাখাবুল হাদীস ৫৪৬।

[৩১১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১১: ৩৫।

[৩১২] মুনতাখাবে হাদীস: ৩০৯।

রাতের মোকাবেলায় এক

হাদীসে আছে- এক. কু-ধারণা থেকে বেঁচে থাক, কু-ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। দুই. কারো দুর্বলতার সুযোগ খুঁজবে না। তিন. চরবৃত্তি-গোয়েন্দাগিরি কর না। চার. একে অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ো না। পাঁচ. হিংসা কর না। ছয়. বিদ্বেষ পোষণ কর না। সাত. পরনিন্দা কর না।

এ সাতটি এমনই হীন ও অসাধু কাজ যা জাতীয় ঐক্যকে টুকরো টুকরো করে দেয়। এ থেকে বেঁচে থাকা খবই প্রয়োজন। আর ঐ উত্তম গুণ যা তোমাকে সকলের নিকট প্রিয় করে তুলবে তা হলো- .كونوا عباد الله اخوانا

আল্লাহর বান্দারা! তোমার পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যাও।[৩১০]

একটু ভেবে দেখ কী করছি আর কী হচ্ছে

আল্লাহর ঘোষণা- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ (অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য) অসার বাক্য ক্রয় করে দেয়। -(সূরা লোকমান: ৬)

এ দ্বারা গান, বাজনা, আসবাবপত্র এবং প্রত্যেক ঐ জিনিস যা মানুষকে কল্যাণকর কাজ থেকে উদাসীন করে ফেলে। গল্প কাহিনী নভেল অশ্লীল দৃশ্যাবলী সবই এর আওতায়। টিভি, ভিসিআর, রেডিও, টেলিফিল্মও এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূল সা. এর যুগে গুটি কয়েক লোকজন গান বাজনার জন্য বাঁদী কিনে নিয়ে আসত। ওরা গান শুনিয়ে মন জয় করার চেষ্টা করত। উদ্দেশ্যও ছিল যেন মানুষ এ দিকে ধাবিত হয় এবং কুরআন থেকে বিমুখ হয়ে দূরে থাকে।

ইসলাম লৌকিকতা পছন্দ করে না

সূরা সা'দ এর আয়াত- وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ অর্থাৎ যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। -(সূরা আস সা'দ: ৮৬)

এ আয়াত সামাজিক জীবনে লৌকিকতা ও কৃত্তিমতা প্রদর্শনকে নিষেধ করেছে। রাসূল সা. ও বলেছেন, আমাকে লৌকিকতা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। -(বুখারী শরীফ ৭: ২৯০)

---

[৩১০] বুখারী, মুসলিম, মাআরিফুল হাদীস ২: ২১২।

হযরত সালমান রহ. বলেন, রাসূল সা. আমাদেরকে বলেছেন তোমাদের নিকট মেহমান আগমন করলে লৌকিকতা দেখায়ো না।

এ দ্বারা বুঝা যায়, সামাজিক সব সময়ই আমাদের লৌকিকতার উর্ধ্বে থাকতে হবে। যে লৌকিকতা আমাদের সামজ পরিচালনার মাপকাঠিতে পরিণত হয়েছে তাকে ইসলামে সমর্থন করে না। ইসলাম সরলতা, অনাড়ম্বরতার প্রতি উৎসাহিত করেছে। -(তাফসীরে মসজিদে নববী)

সন্তানদের প্রতি ইনসাফ কর

সূরা মায়েদায় আল্লাহ তা'আলা বলেন- اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى সুবিচার কর, ইহা তাকওয়ার নিকটতর। -(সূরা আর মায়েদাঃ ৮)

হযরত নু'মান বিন বশীর রা. বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু অতিরিক্ত দান করলেন, এতে আমার মা বললেন, আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত এ দানের সাক্ষী রাসূল সা. কে না বানাবেন ততক্ষণ আমি এতে সমর্থন করব না। ফলে আমার পিতা রাসূল সা. এর খিদমতে উপস্থিত হল। রাসূল তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এভাবে দান করছ? উত্তরে তিনি না বললেন। রাসূল সা. তখন বললেন, আল্লাহকে ভয় কর, সন্তানদের ওপর ন্যায় বিচার কর। ইনসাফ কর। আর শুনে রাখ, আমি কোন জুলুমের সাক্ষী হতে প্রস্তুত নই।[৩১৪]

সূর্যের ইবাদত-বন্দেগী

হযরত আবু যর রা. বলেন রাসূল সা. বলেছেন, জান! সূর্য ডুবে কোথায় যায়? বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল সা. বললেন, আরশের নিচে গিয়ে আল্লাহকে সিজদা করে, আর পুনরায় উদয় হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে তখন তাকে উদয় হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। অতিসত্বর এমন সময় আসবে যখন সূর্য সিজদা করবে কবুল করা হবে না। উদয় হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবে। অনুমতি দেয়া হবে না। সূর্যকে বলা হবে যেখান থেকে এসেছ সেখানেই ফিরে যাও। ফলে পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে। আল্লাহ তা'আলা একথাই বলেছেন এভাবে- وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا, সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। রাসূল সা. বলেন, সূর্যের নির্দিষ্ট স্থান হল আরশের নিচে। (বুখারী ও মুসলিম:৪৪২)

---

[৩১৪] বুখারী, মুসলিম, তাফসীরে মসজিদে মক্কী : ২৮৮।

বাতাসের প্রকার

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন, বাতাস আট প্রকার- চারটি রহমতের এবং চারটি দুঃখের। রহমতে চারটি হল- ১.সঞ্চালন কারী বায়ু ২.সুসংবাদবাহী বায়ু ৩.কল্যান স্বরূপ প্রেরিত বায়ু ৪.ধূলি ঝঞ্ঝা।

দুঃখের কষ্টের চারটি হল- ১. বন্ধ্যা বায়ু। ২. ঝঞ্ঝা বায়ু। ৩.প্রবল বাতাস। ৪. গর্জনকারী বায়ু। প্রথম দু'টি শুষ্ক এবং অপর দুটি আর্দ্র।

আল্লাহ যখন আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন বাতাস পরিচালনায় নিযুক্ত ফেরেশতাকে আদেশ করলেন, ওদের ধ্বংস কর। ঐ ফেরেশতা তখন আবেদন করল, হে আল্লাহ! বাতাসের খাজানাকে কি চালনির মতো ছিদ্র করে দেব? আল্লাহ বলেন, না, না। এমন করলে পুরো পৃথবী ওলট পালট হয়ে যাবে। তুমি আংটির মতো ছিদ্র করে দাও। এ সামান্য ছিদ্র দিয়েই এমন প্রবল বাতাস প্রবাহিত হল যে, এ বাতাস যেখানেই পৌছেছে সেখানেই ভূষির মতো সব উড়ে গেছে। যে জিনিসের ওপর দিয়ে অতিক্রম করেছে তাকে ধূলিসাৎ করে চলে গেছে। -(ইবনে কাসীর)

সম্মানের মাপকাঠি তাকওয়া, বংশ নয়

মানুষের মান মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্ব আত্মমর্যাদা অনুরূপ নীচতা হেয় দুর্বলতা অপদস্থতা এগুলোর সম্পর্ক বংশের সাথে নয়। বরং ব্যক্তি যে পরিমাণ সচ্চরিত্রের অধিকারী, ভদ্র এবং মুত্তাকী ঐ পরিমানই সে আল্লাহর নিকট সম্মানী। বংশের বাস্তবতা তো হল সকল মানুষ এক মহিলা ও এক পুরুষ আদম হাওয়া আ. থেকেই সৃষ্ট। বংশীয় পরিচয় হল সমাজে পরিচিত হওয়ার জন্য। এতে সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তি সম্মানিত বংশে জন্ম নিয়েছে- সে স্বাভাবিকভাবেই সম্মানিত হবে। তবে তার জন্য এটা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতস্বরূপ। সে এ নিয়ে গর্ব করতে পারবে না। একে সফলতা ও সম্মানের মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করবে না। অন্যকে হেয় ভাববে না, হ্যাঁ শুকরিয়া আদায় করবে। না চাইতে সে এ নেয়ামত লাভ করেছে। অহংকার ও গর্ব না করাও শুকরিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এ নেয়ামতকে দুশ্চরিত্র বদ অভ্যাস দিয়ে পরিবর্তন করে না দেয়। সম্মানের মাপকাঠি বংশ নয়। তাকওয়াই হল মাপকাঠি। আর মুত্তাকী অন্যকে কখন হেয় মনে করবে? অন্যকে নিচু ভাবার সময় কোথায় মু'মিনের?

সত্যিকার মুমিন

হারিস বিন মালিক রা. একবার রাসূল সা. এর নিকট গেলে রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, হারিস সকাল কীভাবে অতিবাহীত কর? জবাবে হারিস রা. বললেন, একজন মু'মিনের মতো করে। রাসূল সা. বললেন, বুঝে শুনে কথা বল। সব জিনিসেরই একটা বাস্তব রূপ আছে। তোমার ঈমানের বাস্তব রূপ কী? হারিস রা. বললেন, আমি নিজেকে দুনিয়ার মোহাব্বত থেকে গুটিয়ে নিয়েছি। রাত জেগে ইবাদাত করি। দিনে রোযা রেখে পিপাসায় কাতরাই। আর নিজেকে একথা বলি যেন আমার রবের আরশ খুলে দেয়া হয়েছে। তাতে আমি দেখতে পাচ্ছি জান্নাতীরা পরস্পরে সাক্ষাৎ করছে। জাহান্নামীরা গ্রেফতার হচ্ছে। রাসূল সা. তখন বললেন, হে হারিস! সত্যিই তুমি ঈমানের হাকীকত পর্যন্ত পৌছেছ। তার ওপর অটল থাকার চেষ্টা কর। একথা রাসূল সা. তিনবার বললেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

বিচারের রায় হবে দু'পক্ষের সমঝোতায়

ইমাম শাবী র. বলেন, কাজী শুরাইহ্ এর নিকট একবার বসেছিলাম, এমন সময় এক মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে অবিযোগ নিয়ে এলো। আদালতে নিজের অভিযোগ পেশ করতে গিয়ে কেঁদে ফেলল। তার ক্রন্দন আমাকে প্রভাবিত করল। তাই শুরাইহ্কে বললাম, আবু উমাইয়া! এ মহিলার ক্রন্দনেই প্রকাশ পায় সে মাজলুম এবং অসহায়। এর প্রতিকার অবশ্যই করতে হবে। আমার এ প্রতিক্রিয়া শুনে কাজী শুরাইহ্ বলল, হে শাবী! ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা তাকে কূপে ফেলে ইয়াকুব আ. এর নিকট কেঁদে কেঁদেই বলেছিল। অর্থাৎ একদিকের বক্তব্য শুনে বিচার করা উচিত নয়। দুদিকের বক্তব্যই শুনতে হবে। অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করবে। এরপর সিদ্ধান্ত দিবে, বিচার করবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

গীবতের শাস্তি

একজন তাবেঈ। যার নাম রুবঈ র.। তিনি নিজের কাহিনী বর্ণনা করেন- এক মজলিসে পৌছলাম, দেখলাম লোকেরা পরস্পরে আলাপ-আলোচনা করছে। আমিও ঐ মজলিসে কিছুক্ষণ বসলাম। কথায় কথায় গীবত শুরু হয়ে গেল। আমার খুবই কষ্ট লাগল। আমি কোন মজলিসে বসা

আর সেখানে গীবত হচ্ছে। মজলিস থেকে উঠে পড়লাম। কারণ কোন মজলিসে গীবত চলতে থাকলে মানুষের কর্তব্য হল তা বন্ধ করে দেয়া। বন্ধ করা ক্ষমতা না থাকলে কম পক্ষে এতটুকু করা যে, গীবতে শরীক না হয়ে ঐ মজলিস ত্যাগ করা। তাই উঠে এলাম। একটু পরে ঐ মজলিসে আবার উপস্থিত হলাম। মনে করলাম গীবত শেষহয়ে গেছে। কথা বলছিল এদিক সেদিকের। কিন্তু অল্পক্ষণ পর আবার গীবত শুরু হল, আমার হিম্মত দূর্বল হয়ে ছিল আমি মজলিস ত্যাগ না করে শুনতে থাকলাম। এরপর আমিও দু একটি কথাও বললাম গীবতের।

মজলিস শেষে বাড়িতে ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম, কালো মোটা একলোক একটি পাত্রে গোশত নিয়ে আমার নিকট এলো। গভীরভাবে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম এ হল শূকরের গোশত। কালো লোকটি আমাকে বলল, খাও শূকরের গোসত খাও। বললাম, আমি মুসলমান হয়ে শূকরের গোশ্‌ত কী করে খাব, সে বলল তোমার খেতেই হবে। এরপর সে গোশত আমার মুখে জোর করে চেপে ধরল। আমার মাতলামি ও বমি আসার উপক্রম হল, কিন্তু সে আমার মুখে গোশত চেপেই ধরে আছে। এ জোরাজুরিতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জাগ্রত হওয়ার পর যখন খানা খেতে গেলাম তখন আমি খানার মাঝে স্বপ্নে দেখা গোশতের দুর্গন্ধ টের পেলাম। আমার অবস্থা এই হয়েছিল যে, ত্রিশদিন পর্যন্ত যখনই খানা খেতে বসেছি তখনই ঐ শূকরের দুর্গন্ধি অনুভব করেছি। খানা খেতে গেলেই শূকরের গোশতের দুর্গন্ধ টের পেতাম। এ ঘটনা দ্বারা আল্লাহ সতর্ক করে দিল যে, সামান্য গীবত করেছিলাম, আর তার শাস্তি ত্রিশদিন অনুভব করেছি।[৩১৫]

উন্নতি ও অবনতি দীনের সাথে জড়িত

আল্লাহ তা'আলা মানুষের উন্নতি ও অবনতির মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন। মধুর মিষ্টতা যেমন মধু থেকে ভিন্ন করে দেখা যায় না, ফুলের সুবাসকে ফুল থেকে পৃথক করা যায় না অনুরূপভাবে দীনের কাজে ব্যর্থতাকেও মেনে নেয়া যায় না।

দীন কী? আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে কাজের আদেশ করেছেন তা পালন করা আর যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকার নামই হল দীন।

---

[৩১৫] . তামীরে হায়াত।

অবস্থার উন্নতি ও অবনতি ভিত্তি হল আমলের ওপর। আমলের অগ্রগতি ও দুর্গতির ভিত্তি হল ঈমানের ওপর। ঈমানের ঘাটতি হলে আমলের মাঝেও ঘাটতি হবে। আমলের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিলে আল্লাহ তা'আলার হালাতের মাঝে দুর্বলতা দেখা দিবে। এ জন্য মুসলমানদের অবস্থা পরিবর্তন হলে আল্লাহর অবস্থার মাঝেও পরিবর্তন হয়।

সবচেয়ে সম্মানিত আয়াত

হযরত উবাই বিন কা'ব রা. বলেন, রাসূল সা. আমাকে বললেন, হে আবুল মুনযির! (উবাই বিন কা'ব এর কুনিয়ত) তুমি কি জান কুরআনে কারীমের কোন আয়াত সবচেয়ে সম্মানি? উত্তরে বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল সা. আবার বললেন, হে আবুল মুনযির! তোমার জানা আছে কি কুরআনে কারীমের কোন আয়াত সবচেয়ে সম্মানিত? আমি উত্তরে বললাম, اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী সবচেয়ে সম্মানিত আয়াত। হযরত উবাই বিন কা'ব রা. বলেন, রাসূল সা. আমার সীনায় হাত রেখে বললেন, হে আবুল মুনযির! তোমার ইলম মুবারক হোক।[৩১৬]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আয়াতুল কুরসী কুরআনে কারীমের সবচেয়ে সম্মানিত আয়াত। সম্মানিত হওয়ার কারণ হল- এ আয়াতের মাঝে আল্লাহর একাত্মবাদের কথা, আল্লাহর জাত ও সিফাতের বড়ত্ব এবং মহত্ত্বের আলোচনা রয়েছে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে রক্ষক নিযুক্ত করা হবে

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সা. আমাকে রমযান মাসে সাদকা ফিতরের মাল ও যাকাতের মাল সংরক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। আমি দায়িত্ব পালন করতে শুরু করলাম। একরাতে এক আগন্তুক এসে দুই হাতে শস্য নিতে শুরু করল। তাকে গ্রেফতার করে বললাম তোমাকে রাসূল সা.-এর দরবারে নিয়ে যাব। সে বলল দেখ, আমি অসহায়, আমার কাঁধে দারিদ্রের কষাঘাত লেগে আছে। হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে রাসূল সা. বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার বন্দী কী

---

[৩১৬] মিশকাতহ ১৮৫।

করেছিল। বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার দুঃখ-দুর্দশার কথা বলল, ছেলে সন্তানদের কথা বললে আমার দয়া হল, তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূল সা. বললেন, সাবধানে থেক, সে তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে। পরদিন দায়িত্ব পালন করছি আর চোরের অপেক্ষায় আছি। কিছুক্ষণ পর সে এসে দুইহাতে শস্য নিতে শুরু করল। আমি তাকে বললাম, তোমাকে অবশ্যই রাসূল সা.-এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি খুবই গরীব, আমার কাঁধে স্ত্রী-সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়ভার, আমি আর আসব না। হযরত আবু হুরায়রা রা. বললেন, আমার দয়া হল। তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে রাসূল সা. আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার বন্দী কী করল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার দারিদ্রের কথা, বাচ্চাদের কথা বলল, আমার দয়া হল তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূল সা. বললেন, সাবধানে থেক, সে তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। রাসূল সা.-এর এ কথায় আমার বিশ্বাস হল যে সে আবার আসবে। পাহারা দিচ্ছি আর অপেক্ষা করছি। হঠাৎ সে এসে দুই হাত দিয়ে শস্য তার পাত্রে ভরতে শুরু করল। আমি তাকে আটকিয়ে বললাম, তোমাকে আজ রাসূল সা.-এর নিকট নিয়েই যাব। তুমি বারবার বলেছ আর আসবে না কিন্তু এসেছ। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাকে কয়েকটি কালিমা শিখিয়ে দেব। যদ্দারা আল্লাহ তোমার উপকার করবেন। তুমি যখন বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। তখন থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত হয়ে যাবে। সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকট আসতে পারবে না। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে রাসূল সা. বললেন, তোমার বন্দী কী করল। আমি বললাম, সে আমাকে কয়েকটি কালিমা শিক্ষা দিয়েছে যার ফলে আল্লাহ আমাকে উপকার করবেন। এজন্য তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূল সা. বললেন, শুনে রাখ, সে সত্য বলেছে যদিও সে মিথ্যাবাদী। তুমি কি জান এ ব্যক্তি কে, যাকে তুমি রাত্রে গ্রেফতার করেছ? আমি বললাম, না। রাসূল সা. বললেন, সে হল শয়তান।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করে ঘুমাবে তার মাল চুরি হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে এবং শয়তানের অনিষ্ঠ থেকেও মুক্ত থাকবে।

জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়

হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যখন পূর্ণ আদবের সাথে ও ভালো করে পূর্ণ অজু করে এ কালিমা পড়ে أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. তাহলে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে যাবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে।

অজুর ফলে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার হয়ে যায়। মুমিন বান্দা অনুভব করে, অজু করে অজুর অঙ্গ পরিষ্কার করে নিয়েছে। কিন্তু মূল ময়লা আবর্জনাতো হল ঈমানের দুর্বলতা, ইখলাসের ঘাটতি, আমলের মাঝে কমতি। ফলে মুমিন অজুর পরে কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে ঈমানকে সতেজ করে। আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা ও রাসূল সা. এর পূর্ণ অনুসারী হওয়ার ওয়াদা করে। এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার সিদ্ধান্ত হয়। এ জন্যই হাদীসে বলা হয়েছে, তার জন্য জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়া হয়।[৩১৭]

মিথ্যা ফেরেশতাদের দূরে সরিয়ে দেয়

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, বান্দা যখন কোন মিথ্যা কথা বলে তখন তার সংরক্ষণে নিয়োজিত ফেরেশতা মিথ্যার দুর্গন্ধের কারণে তার থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়।[৩১৮]

কথা হল বস্তুবাদী জিনিসের মাঝে যেমন সুগন্ধ-দুর্গন্ধ রয়েছে অনুরূপ সুকথা-কুকথার মাঝেও সুগন্ধ-দুর্গন্ধ রয়েছে। যা আল্লাহর ফেশেতারা অনুভব করতে পারে। যেমন আমরা বস্তবাদী জিনিসের সুগন্ধ-দুর্গন্ধ অনুভব করতে পারি। কখনো আল্লাহর ঐ সকল বান্দারাও অনুভব করতে পারে যারা বস্তুবাদের ওপর রুহানিয়াতকে প্রাধান্য দিতে সক্ষম।

মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনাকারীর জন্য হুমকি

মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা থেকে বাঁচা দরকার। হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন দুটি বিন্দু দিয়ে বলবেন এর মাঝে জোড়া লাগাও।[৩১৯]

---

[৩১৭] . মাআরিফুল হাদীস ৩: ৪৭-৪৮।

[৩১৮] তিরমিযী, মিশকাত: ৪১৩।

আমলের সুযোগ আমল

আমলের তৌফিক না হওয়ার অন্যতম কারণ হল হারাম উপার্জন থেকে মানুষ বেঁচে না থাকা। হালাল হারামের মাঝে কোন ব্যবধান মনে করে না। পয়সাই হয়ে ওঠে মুখ্য। চাই টাকা পয়সা যেভাবেই আসুক। সুদ-ঘুষ, জুয়া, ছিনতাই, চুরি, মিথ্যা, ধোঁকা হোক না কেন, টাকা পয়সা উপার্জন দরকার। এ টাকা পয়সার প্রভাবেই আমলের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।

মোটকথা ইবাদতের সুযোগ তখনই হয় যখন অন্তরে নূর থাকে। আর অন্তরে নূর থাকলে উপার্জন হালাল হয়। হালাল খাদ্য সহজ হয়। রিয্ক হালাল হলে অন্তরে অল্পে বরকত পাওয়া যায়। হারাম উপার্জন বেশি হতে পারে। কিন্তু হালাল উপার্জন সর্বদা সামান্যই হয়, বেশি হয় না। আল্লাহ যদি কাউকে বাড়তি দেন তা ভিন্ন কথা। কিন্তু নিয়ম হল প্রয়োজন অনুপাতে মিলে। আল্লাহ্ তাতে বরকত দেন এবং তাতে প্রভুত কল্যাণ দান করেন।

মুম্বাইর এক মহিলা প্রশ্ন করেছিল, নামায, রোযা, যিকির ও তিলাওয়াতের সুযোগ হয়না। কুরান খুলে বসে থাকি কিন্তু পড়ার তৌফিক হয় না। এ প্রশ্নের জবাবে আলোচনা করা হয়েছিল।

কথা কম বলে কাজ নেয়া চাই

হযরত আমর বিন আস রা. থেকে বর্ণিত। একবার এক লোক তাঁর উপস্থিতিতে দীর্ঘ ভাষণ পেশ করল। তখন তিনি বললেন, এ লোক যদি তার কথা সংক্ষেপ করত তাহলে তার জন্য উত্তম হত। আমি রাসূল সা.কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একেই উপযোগী মনে করি অথবা তিনি বলেন আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ আদেশ করা হয়েছে, কম কথা বলে কাজ সমাধা করবে। কেননা কথা ক্ষেত্রে সংক্ষেপেই উত্তম। (আবু দাউদ)

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, কথা দীর্ঘ হলে একঘেয়োমি এসে যায়। এও দেখা যায় অনেক সময় কোন কোন বক্তার কথা শ্রতাদেরকে মুগ্ধ করে। কিন্তু কথা দীর্ঘ হলে মানুষের মাঝে বিরক্তি ভাব চলে আসে এবং মুগ্ধতা চলে যায়। এ জন্য কথা সংক্ষেপ ও সকলে বুঝতে পারে এমন হওয়া চাই।

---

[৩১৭] মরণকে বাদ কিয়া হোগা, আশেকে এলাহী।

তিন সাহাবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র

হযরত আলী রা. এর সৈন্যবাহিনীর একটি অংশের নাম খাওয়ারেজ। যারা তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে হযরত আলী রা. এর সিদ্ধান্তকে কুরআনের বিপরীত মনে করে বিদ্রোহ করে বসল। যাদের সংখ্যা কয়েক হাজার। এরপর হযারত আলী রা.-এর বুঝানোর ফলে অনেকে সঠিক পথে ফিরে এলো। আর অনেকেই তাদের সিদ্ধান্তে অটল রইল। তারা ছিল এক হাজার। তারা যুদ্ধ কতেও প্রস্তুত হল। যার ফলে হযরত আলী রা. এর তাদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। তাদের অধিকাংশই মারা পড়েছিল সে যুদ্ধে। গুটি কয়েক জন অবশিষ্ট ছিল। এদের মধ্য থেকে তিন ব্যক্তি তথা বারক বিন আবদুল্লাহ, আমর বিন বকর তামিমী, আবদুর রহমান বিন মুলজিম এরা মক্কায় একত্র হয়ে আলোচনায় বসল। আলোচনার ফল দাঁড়াল সকল ফিৎনার মূর হল ক্ষমতার ব্যক্তিরা। এদেরকে খতম করার মাঝেই রয়েছে সমাধান। এজন্য তারা তিনজন সাহাবীকে টার্গেট করল। এক. হযরত মুয়াবিয়া রা.। দুই. হযরত আমর বিন আস রা.। তিন. হযরত আলী রা.। বারক বলল, মুয়াবিয়াকে হত্যার দায়িত্ব আমার। আমর তামিমী বলল, আমর বিন আসকে হত্যার দয়িত্ব আমার। আবদুর রহমান বিন মুলজিম বলল, আলী রা. কে হত্যার দায়িত্ব আমার। এরপর তারা পরস্পরে ওয়াদাবদ্ধ হল। এর জন্য তারিখ ঠিক করল সতেরই রমযানে ফজর নামায পড়ানোর জন্য যেই বের হবে তখনই তার ওপর হামলা হবে। সে সময়ে নামাযের ইমামতি খলীফার পক্ষ থেকে নিযুক্ত ব্যক্তিই করতেন। নিজেদের প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য বারক বিন আবদুল্লাহ মুয়াবিয়া রা.-এর দারুল হুকুমত দামেশকে রওয়ানা হল। আমর তামিমী মিসরে চলে গেল যেখানে আমীর হাকীম আমর ইবনে আস রা. ছিলেন। আর আবদর রহমান বিন মুলজিম হযরত আলী রা. এর দারুল হুকুমত কুফায় চলে গেল।

সতের রমযান সকালে ফজর নামায পড়ানোর জন্য হযরত মুয়াবিয়ার রা. গমনকালে বারক হঠাৎ করে আঘাত করে বসল। মুয়াবিয়া রা. টের পেয়ে নিজেকে বাঁচানোর জন্য দ্রুত দৌড় দিল কিন্তু তার নিতম্বে কঠিন আঘাত লাগল। বারককে গ্রেফতার করা হল। এরপর তাকে হত্যাও করা হল। আঘাতের নিরাময়ের জন্য ডাক্তার ডাকা হল। আঘাত দেখে ডাক্তার বলল, তলোয়ারে বিষ মাখান ছিল। এর প্রতিকারের ঔষুধ হল দুটি- এক. লোহা

গরম করে ক্ষতস্থানে ছ্যাক দেয়া, যাতে গরম লোহা বিষকে টেনে নিবে আশা করা যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল- এমন এক ঔষধ তাকে পান করান হবে যার প্রভাবে তার সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমাত থাকবে না। হযরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, দেখ গরম লোহার ছ্যাক সহ্য করতে পারব না। আমাকে ঐ ঔষদই পান করাও। আমার দুই ছেলে ইয়াযিদ ও আবদুল্লাহই যথেষ্ট। ঐ ঔষধ তাঁকে পান করানোর ফলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

আমর তামিমী সিদ্ধান্তানুযায়ী আমর বিন আস রা. কে খতম করার জন্য মিসরে গেল। আল্লাহর ইচ্ছায় রমযানের রাতে তার কঠিন ব্যথা উঠল। যার ফলে ফজর নামাজের জন্য নিজে না গিয়ে খারেজ বিন হাবীবকে নামায পড়ানোর আদেশ করলেন। ফলে সে এসে ইমামের স্থানে দাঁড়াল। আমর তামিমী তাকে আমর বিন আস মনে করে গ্রেফতার করে মিসরের গর্ভনর আমর বিন আস রা. এর কাছে নিয়ে যায়। আমর তামিমী লোকদের নিকট জানতে চাইল এই লোকটি কে? বলা হল, ইনি মিসরের গভর্নর হযরত আমর বিন আস রা.। সে বলল, যাকে হত্যা করলাম সে কে? বলা হল সে ছিল খারেজ বিন হাবীব। তখন সে হযরত আমর বিন আস রা. কে লক্ষ করে বলতে শুরু করল, হে ফারুক! আমিতো তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। আমর বিন আস রা. বললেন, তুমি করেছিলে এ ইচ্ছা, আর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এটা যা হয়েছে। এরপর খারেয বিন হাবীবের কিসাস স্বরূপ আমর তামিমীকে হত্যা করা হল।

তৃতীয় হতভাগা আবদুর রহমান বিন মুলজিম সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন কুফায় চলে গেল। সতের রমযান সকালে ঐ কমিনা রাস্তায় ওৎ পেতে বসে রইল। আলী রা. এর নিয়ম ছিল, ঘর থেকে বের হলেই الصلوة الصلوة বলে লোকদেরকে নামাযের জন্য ডাকা ডাকি করতেন। সেদিনও তিনি তার মা'মাল পালন করছিল। হঠাৎ হতভাগা ইবন মুলজিম সামনে এসে কপালে আঘাত করে পালাল। কিন্তু লোকেরা ধাওয়া করে তাকে গ্রেফতার করল। হযরত আলী রা. এর সামনে আনা হলে বড় ছেলে হাসান রা. কে বললেন, যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে মুলজিমের বিচার নিজ হাতে করব। ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেব। ইচ্ছা করলে স্বরূপ হত্যা করব। আর যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে একে শরীয়ত অনুযায়ী কিসাস স্বরূপ হত্যা করবে। নাক কান

কেটে অঙ্গ বিকৃত করবে না। কারণ আমি রাসূল সা. থেকে শুনেছি, পাগলা কুকুরকেও যদি মারা হয় তবুও তোমরা কুকুরের অঙ্গ বিকৃত কর না। হযরত আলী রা. ইবনে মুলজিমের এ আঘাতে শহীদ হয়ে যান। এরপর হাসান রা. এর হুকুমে এ কমিনাকে হত্যা করা হয়। লোকজন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ইবনে মুলজিমের লাশকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলে।[৩২০]

কে বেশী লাভবান, বল তো

দুই ব্যক্তি মিলে মিশে কাজ করতো। এতে তাদের নিকট আট হাজার আশরাফী জমা হল। একজন ছিল অভিজ্ঞ। অপজন ছিল অনভিজ্ঞ। অভিজ্ঞ ব্যক্তি তার সাথীকে বলল, দেখ এখন একত্রে কাজ করা কঠিন। তাই এস আমরা পৃথক হয়ে যাই। ফলে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ বুঝে নিয়ে পৃথক হয়ে গেল। অভিজ্ঞ ব্যক্তি কিছুদিন পর ঐ এলাকার বাদশাহ মারা গেলে তার সিংহাসন এক হাজার দিনার দিয়ে কিনে নিল। সাথীকে ডেকে বলল, দেখছ আমি কি জিনিস কিনেছি? তার সাথী প্রশংসা করে বের হয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করল- আল্লাহ আমার সাথী দুনিয়ার সিংহাসন কিনেছে এক হাজার দিনার দিয়ে। আমি তোমার নিকট জান্নাতের সিংহাসন চাই। আমি তোমার নামে অসহায় দরিদ্রদের মাঝে খরচ করব। সে এক হাজার দিনার ফকির মিসকিনের মাঝে আল্লাহর নামে খরচ করল। কিছুদিন পর ঐ অভিজ্ঞ দুনিয়াদার ব্যক্তি এক হাজার দিনার খরচ করে বিবাহ করল। দাওয়াতে তার শরীক সাথীকে ডাকল। সাথী তার প্রশংসা করে চলে আসল। এরপর এক হাজার দিনার আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার নিয়ত করে আল্লাহকে বলল, হে আল্লাহ! আমার সাথী এত দিনার খরচ করে এখানকার এক মহিলাকে বিবাহ করল। আমি এ মূল্য দিয়ে তোমার নিকট হুর চাই। এরপর সে ঐ পরিমাণ মূল্য সদকা করে দিল।

কিছুদিন পর ঐ দুনিয়াদার তাকে ডেকে বলল, আমি দু'হাজার দিনার দিয়ে দুটি বাগান কিনেছি। দেখতো কেমন হয়েছে? সে বাগান দেখে প্রশংসা করে বের হয়ে এসে নিয়ম মাফিক আল্লাহর দারবারে আরজ করল, হে আল্লাহ! আমার সাথী দু'হাজার দিনার দিয়ে এখানাকার দু'টি বাগান কিনেছে।

---

[৩২০]. মাআরিফুল হাদীস ৮: ৩৯৯।

জান্নাতের দু'টি বাগান আমি চাই। আর তোমার রাস্তায় এ দু হাজার দিনার সদকা করে দিলাম। এরপর সে দু হাজার দিনার হকদারদের মাঝে বন্টন করে দিল। দুই শরীক মারা গেল। ফেরেশতারা সদকাকারীকে জান্নাতে পৌঁছে দিল। সেখানে সে এক সুন্দর ললনার সাক্ষাৎ পেল। সাথে সাথে দুটি বাগানও তাকে দেয়া হল। সে আরো অগণিত নিয়ামতের অধিকারী হল। এ সময় তার মনে পড়ল তার সাথীর কথা। ফেরেশতাদের কাছে জানতে পারল সেতো জাহান্নামে। ফেরেশতারা বলল, তুমি যদি তাকে দেখতে চাও তাহলে একটু ঝুঁকেই তাকে দেখতে পারবে। সাথীকে জাহান্নামে জ্বলতে দেখে বলল, তুমিতো আমাকে প্রতারণার নিকটবর্তী করে ফেলেছিলে। আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পায় আমি বেঁচে গেছি।[৩২১]

তোমাদের অন্তর যেন হয় রুমীদের শিল্পকর্ম

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রহ. মাওলানা রুমী রহ-এর বরাত দিয়ে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। একবার রোমক আর চীনাদের মাঝে বাকবিতণ্ডা বাধল। উভয় পক্ষের দাবি, তারা দক্ষ করিগর। রোমকরা বলল, আমরা সুনিপুণ শিল্পী। চীনরা বলে আমরা সুনিপুণ শিল্পী। বাদশাহর দরবারে বিচার পৌঁছল। বাদশাহ বললেন, তোমরা তোমাদের কাজ দেখাও। এরপর দেখে শুনে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত দিব। পরীক্ষার পদ্ধতি হল, বড় একটি ঘর নির্মাণ করে মাঝে পর্দা দিয়ে ব্যাবধান করে দেয়া হল। চীনদের বলা হল এ পাশের দেয়ালে তোমরা তোমাদের কাজ দেখাও। রোমকদের বলা হল ঐ পাশের দেয়ালে তোমাদের কাজ দেখাও।

চীনরা দেয়াল প্লাষ্টার করে রং-বেরং এর কাজ শুরু করল। হরেক পদের ফুল বিভিন্ন ধরনের লতা-পাতা এঁকে ভরে ফেলল। এদিকে রোমকরা দেয়াল প্লাষ্টার করে একটি ফুল পাতাও আঁকলো না এবং কোন রংও করল না; বরং তারা দেয়ালের প্লাষ্টারকে ঘষামাজা শুরু করল। এতটা পরিষ্কার ও আকর্ষণীয় করে তুলল যে, আয়নার মত স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়ে গেল।

উভয় দল যখন তাদের কারিগরী শেষ করে বাদশাহকে জানাল। বাদশা তখন মাঝের পর্দাকে সরিয়ে দিতে বলল। পর্দা সরিয়ে ফেলতেই চায়নাদের

---

[৩২১] তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪-৩৬৭-৩৬৮।

সকল শিল্পকর্ম রোমকদের দেয়ালে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল। বাদশা চিন্তায় পড়ে গেল কাদের বিজয়ী ঘোষণা করবে। একই শিল্প কর্ম দুদিকে শোভা পাচ্ছিল। শেষে রোমকদের বিজয়ী ঘোষণা করল। কারণ তাদের শিল্পকর্মই উত্তম, তারা নিজেদের কর্মও প্রদর্শন করেছে আর চায়নাদের কর্মকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

মাওলানা রুমী রহ. এ ঘটনা বর্ণনা করে উপদেশ দেন, হে প্রিয় দোস্ত! অন্তরকে রোমদের দেয়াল পরিষ্কার করার মত করে পরিষ্কার কর। অর্থাৎ অন্তরে ঘষামাজার পরিমাণ বাড়িয়ে দাও। যাতে করে ঘরে বসেই দুনিয়ার চাকচিক্য দেখে নিতে পার। অন্তরের কালিমা দূরে সরিয়ে দাও। নিক্ষেপ করে দাও। তাকে আল্লাহর নূরের আলোতে আলোকিত কর তাহলে ঘরে বসেই দুনিয়া ও আখেরাতের বাস্তবতা বুঝতে পার।

রাসূলের ভালবাসায় ধন্য যে জন

শামায়েলে তিরমিযীতে হযরত যাহের বিন হারাম আশজায়ীর র. একটি চমকপ্রদ গল্প বর্ণিত আছে। যাহের র. ছিল গ্রাম্য লোক। গ্রাম থেকে এনে মাঝে মাঝে কিছু হাদিয়া রাসূল সা. কে দিতেন। সবজি, তরকারী তার জন্য যেটাই সহজলভ্য হত রাসূল সা. এর জন্য তা নিয়ে হাজির হতেন। রাসূল সা. ও তার হাদিয়া সানন্দে গ্রহণ কতেন। অথচ তার বেশভূষা ছিল একবারেই নিম্নমানের। কিন্তু তার আখলাক-চরিত্র ছিল ভাল, ছিল ঈমানের পূর্ণতা।

একদিন হযরত যাহের র. মদীনার বাজারে কোন জিনিস বিক্রি করছিল। চুপিসারে রাসূল সা. তাকে পেছন থেকে চোখে হাত রেখে ধরে ফেললেন। তাই সে উচ্চ আওয়াজে বললেন কে? আমাকে ছেড়ে দাও। এরপর আড় চোখে দেখে চিনে ফেলল ইনি রাসূল সা.। চিনতেই চুপ করে রাসূল সা. এর সিনা মুবারকের সাথে নিজেকে চেপে ধরলেন এবং একে কল্যাণকর মনে করলেন। আর বললেন না আমাকে ছেড়ে দাও। এরপর রাসূল সা. বললেন, কে আছো এমন যে একে খরীদ করবে? হযরত যাহের রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বিক্রি করলে আপনি ঠকে যাবেন। আমার মতো এমন বিদঘুটে গোলামকে টাকা দিয়ে কে কিনবে? তখন রাসূল সা. বললেন, তুমি আল্লাহর নিকট মূল্যহীন নও বরং তুমি তার নিকট খুবই মূল্যবান।

(শামায়েলে তিরমিযী: ১৬)

এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসার কেন্দ্র হচ্ছে মানুষের অন্তর-কলব। যে তাকওয়ার উচ্চস্তরে পৌঁছে গেছে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ ভালবাসাও অর্জন করেছে। হাদীসে আছে- রাসূল সা. হযরত উসামাকে রা. বেশী ভালবাসতেন। অথচ সে ছিল কালো বর্ণের। একদিন হযরত আয়েশা রা.-কে রাসূল সা. বললেন, তুমি ভালবাস, কেননা আমি তাকে ভালবাসি।

আমার উম্মত বিপদে পড়বে যখন

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেন, আমার উম্মত পনের ধরনের অসৎকাজে লিপ্ত হবে। তখন তাদের ওপর বিপদ আসবে। কেউ প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী কী? রাসূল সা. বললেন,

১. গনীমতের সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করবে ২. আমানতের সম্পদকে গনীমত মনে করবে ৩. যাকাতকে জরিমানা ভাববে ৪. ইলম শিক্ষা করবে দুনিয়া প্রাপ্তির আশায় ৫. স্বামী স্ত্রীর অনুগত হবে ৬. স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হবে ৭. বন্ধুদের সাথে সৎ ব্যবহার করবে। পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করবে ৮. মসজিদে হৈচৈ করবে ৯. সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তি সমাজের সর্দার হবে ১০. নিকৃষ্ট ব্যক্তি সমাজপতি হবে ১১. অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সম্মান করা হবে ১২. লোকজন ব্যাপক হারে মদ পান করবে ১৩. পুরুষেরা রেশমি কাপড় পরবে ১৪. গায়ক-গায়িকা ও গান বাজনার যন্ত্রকে আপন ভাবা হবে ১৫. পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের গালি গালাজ করবে। তখন তোমরা সূর্য গ্রহণ, ভূমিকম্প, যমীন ডেবে যাওয়া, আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়া এবং পাথর বৃষ্টির অপেক্ষা করবে এবং ঐ বিপদের অপেক্ষায় থাক যা একের পরএক আসতে থাকবে। মালার সুতো ছিঁড়ে গেলে একের পর এক দানা যেমন খসে পড়ে।

(তিরমিযী ২: ৪৪)

পূর্ণিমার চাঁদও হার মেনে যায়

কানযুল উম্মালে হযরত আয়েশা রা. থেকে এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হযরত হাফসাহ বিনতে রাওয়াহা রা. এর কাছ থেকে সুই ধার আনলাম রাসূল সা. এর কাপড় সিলাই করব বলে। অন্ধকারে আমার হাত থেকে তা পড়ে গেল। অনেক খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না। এরপর যখন

রাসূল সা. ঘরে তাশরিফ আনলেন। আমি তখন তাঁর চেহারার নূরের আলোতে সুই দেখতে পেলাম। হাসি দিয়ে সুই উঠিয়ে নিলাম। হযরত আয়েশা রা. বলেন, وَشَمْسِيْ اَفْضَلُ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ لَنَا شَمْسٌ وَلِلْاَفَاقِ شَمْسٌ

আমার একটি সূর্য আছে। পৃথিবীবাসীদেরও একটি সূর্য আছে। আর আমার সূর্য পৃথিবীবাসীর সূর্য হতে অনেক উত্তম।[৩২২]

আমলহীন আলেম জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইলম অর্জন কর। যদি কোন ব্যক্তি পৃথিবীর সম্পদ উপার্জনের লক্ষ্যে ইলম অর্জন করে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না।[৩২৩]

হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করে কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়, অথবা ঐ ইলম দ্বারা অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে সে তার আবাস জাহান্নামে নির্ধারণ করল। (জামে তিরমিযী)

আল্লাহ তা'আলা নবীদের মাধ্যমে দীন এবং সর্বশেষে আসমানী কিতাব কুরআন নাযিল করেছেন এ জন্য যে, মানুষ এর মাঝে বাতলে দেয়া পথ অবলম্বন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে এবং জান্নাতের পথে চলবে। যদি এখন ঐ দীন এবং কুরআন শিক্ষা করা হয় দুনিয়া ও মনোবাসনা পূরণের জন্য তাহলে হবে অনেক বড় যুলুম। উপরোক্ত হাদীসদ্বয় সতর্ক করে দিচ্ছে, ইলমের উদ্দেশ্য ভিন্ন হলে জান্নাতের ঘ্রাণও নসীব হবে না। এজন্য ভোগ করতে হবে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

হযরত জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেন, ঐ আলিম, যে অন্যদের কল্যাণের শিক্ষা দেয়া অথচ নিজেকে ভুলে যায় তার উপমা হল ঐ বাতির মত যে নিজে ভস্ম হয়ে মানুষদেরকে আলো দান করে।[৩২৪]

হযরত আবু হুরায়রা রা, থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে ঐ আলিমকে যার ইলম তার কোন উপকার করেনি। কোন কোন গুনাহ তো এমন আছে যার শাস্তি সকলেই কঠিন মনে

---

[৩২২]. কানযুল উম্মাল ৩: ২৯।
[৩২৩] মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।
[৩২৪] মুজামে কাবীর, তাবারান।

করে যেমন, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, অন্যায়াভাবে হত্যা, জোর করে যিনা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, ইয়াতীম অসহায়দের ওপর জুলুম করে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। কিন্তু কিছু গুনাহ্ এমন আছে যা মানুষের দৃষ্টির ঊর্ধ্বে। মানুষ যেগুলোকে গুরুত্ব দেয় না অথচ আল্লাহর নিকট তা অত্যন্ত কঠিন ও বাস্তবতার দিক দিয়েও কবিরা গুনাহর মতই। তা হলো ইলমে দীন দুনিয়া উপার্জনের জন্য শিক্ষা করা। ইলম অনুপাতে না চলে বিপরীত চলাও এ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা ইলমের বাহকদের তাওফীক দান করুন যাতে তারা রাসূল সা. এর সতর্কবাণী সামনে রেখে অগ্রসর হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা এক হাজার মাখলুক সৃষ্টি করেছেন

হযরত জাবের রা. বলেন, হযরত উমর রা. এর যুগে এক বছর টিড্ডীর স্বল্পতা দেখা দিল। উমর রা. টিড্ডীর ব্যাপারে অনেক খোঁজ খবর নিলেন কিন্তু কোথাও টিড্ডী পাওয়া গেল না। বড় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিভিন্ন দিকে লোক পাঠালেন। ইয়ামানের দূত এক মুষ্টি টিড্ডী নিয়ে এসে উমর রা. এর সামনে পেশ করল। উমর রা. টিড্ডী দেখে বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার! আমি রাসূল সা.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা এক হাজার মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। যার ছয়শত হল পানিতে আর চারশত হল শুষ্ক জমিনে। এরমধ্যে টিড্ডী সর্বপ্রথম শেষ হয়ে যাবে। টিড্ডী শেষ হতেই অন্যান্য প্রাণী শেষ হতে শুরু করবে। মুক্তার মালার সুতা ছিঁড়ে যাওয়ার মত একের পর এক ধ্বংস হতে থাকবে।[৩২৫]

বেদুঈনদের আশ্চর্য প্রশ্ন

হযরত সুলাইম রা. বলেন, রাসূল সা. একদিন সাহাবাদেরকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বেদুঈনদের প্রশ্নের মাধ্যমে অনেক উপকৃত করেছেন। ১. একদিন এক বেদুঈন এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের আলোচনায় এমন এক গাছের কথা উল্লেখ করেছেন যার দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয়। রাসূল সা. তার নিকট প্রশ্ন করলেন কোন গাছ সেটি? উত্তরে সে বলল, বড়ই গাছ। কারণ সেটাতো কাঁটাযুক্ত। এরপর রাসূল

---

[৩২৫] মিশকাত: ৪৭১, হায়াতুস সাহাবা ৩: ৮২।

সা. বললেন, আল্লাহ কি এ ঘোষণা দেননি- فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ তারা থাকবে এমন এক উদ্যানে, যেখানে আছে কন্টকহীন কুলবৃক্ষ।[৩২৬]

আল্লাহ তা'আলা কাঁটা মুক্ত করে দিয়ে প্রতিটি কাঁটার স্থানে ফল গজিয়ে দিবেন। আর ঐ গাছে এমন ফল দান করবেন যে, প্রত্যেক ফলের স্বাদ হবে বাহাত্তর প্রকার। আর প্রতিটির স্বাদও হবে ভিন্ন ভিন্ন।

২. হযরত উতবাহ বিন আবদ সুলাইমী রা. বলেন, আমি একবার রাসূল সা. এর নিকট বসেছিলাম। এমন সময়ে এক বেদুঈন এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার নিকট জান্নাতের এমন একটি গাছের আলোচনা শুনেছি, যা আমার মতে তার থেকে অধিক কাঁটাযুক্ত আর কোন গাছ নেই। অর্থাৎ বাবলা গাছ। রাসূল সা. বললেন- আল্লাহ তা'আলা ঐ গাছের প্রতিটি কাঁটার স্থলে গোশতে পূর্ণ খাসির অণ্ডকোষের মত ফল দান করবেন। যার স্বাদ হবে সত্তর প্রকার। আর প্রতিটির স্বাদ হবে ভিন্ন ভিন্ন।

৩. হযরত উতবা বিন আবদ সুলাইম রা. বলেন, এক বেদুঈন এসে রাসূল সা. এর নিকট হাউজে কাউসার সম্পর্কে জানতে চাইল। জান্নাতের আলোচনা উঠলে ঐ বেদুঈন বলল, জান্নাতে কি ফলও পাওয়া যাবে? রাসূল সা. বললেন হ্যাঁ, জান্নাতে একটি গাছ থাকবে যার নাম তূবা। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সা. আরো কয়েকটি জিনিসের কথা বলেছিলেন কিন্তু আমার তা মনে নেই। বেদুঈন জানতে চাইল ঐ গাছটির কোন নমুনা কি আছে আমাদের এলাকায়। রাসূল সা. বললেন, না। তুমি কি শামে গেছ কখনও? উত্তরে-বলল, না। রাসূল সা. বললেন শামে এক প্রকার গাছ আছে যার নাম আখরোট। তূবা গাছটি কিছুটা ঐ আখরোট গাছের মতো। একটি শেকড়ের ওপর গজিয়ে ওঠে, আর তার ডাল পালা চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। ঐ বেদুঈন আবারো প্রশ্ন করল ঐ গাছের ছাল কত মোটা হবে? তিনি বললেন, একবারে কালো একটি কাক বিরতিহীন এক মাস আকাশে উড়ে যতদূর যেতে পারে তার ছাল ততো মোটা হবে। বেদুঈন আবার প্রশ্ন করল, শেকড় কত বড় হবে? রাসূল সা. বললেন, তোমার পালের একটি তরতাজা উট হাঁটা শুরু করে। আর হাঁটতে হাঁটতে বুড়ো হয়ে যায় এবং বুড়ো হয়ে যাওয়ার ফলে গলার নিচের হাড় ভেঙ্গে যায় তবুও ঐ গাছের একটি শেকড় চক্কর লাগিয়ে শেষ করতে পারবে না।

---

[৩২৬] সূরা আল ওয়াক্বিয়াঃ ২৮।

৪. ঐ বেদুঈন আবার জানতে চাইল, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতে কি আঙ্গুর থাকবে? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করল, আঙ্গুরের দানা কত বড় হবে? রাসূল সা. উত্তরে জানতে চাইলেন তোমার পিতা কি কখনও বড় ছাগল জবেহ করেছে? বেদুঈন বলল, হ্যাঁ, এরপর রাসূল সা. বললেন, তোমার পিতা কি ঐ ছাগলের চামড়া দিয়ে তোমাকে কখনো বালতি বানাতে বলেছে? বেদুঈন বলল, হ্যাঁ, রাসূল সা. বললেন, আঙ্গুরের দানা বালতির সমান হবে। বেদুঈন তখন বলল, আঙ্গুরের দানাই যখন বালতির সমান হবে। তবে তো একটি দানাই আমার ও আমার পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। রাসূল সা. বললেন, শুধু তোমার পরিবারই না বরং তোমার বংশের সকলের পেট এতেই ভরে যাবে।[৩২৭]

৫. হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, এক বেদুঈন এসে রাসূল সা. এর কাছে জানতে চাইল, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন মাখলুকের হিসাব কে নেবে? রাসূল সা. বললেন, আল্লাহ তা'আলা। বেদুঈন এ কথা শুনে বলে উঠল, কা'বার রবের শপথ, আমি তো মুক্তি পেয়ে গেছি। কেননা কারীম সত্তা যখন কাউকে দূর্বল পায় তখন তাকে ক্ষমা করেই দেয়।[৩২৮]

ছয় জিনিস প্রকাশের পূর্বে মৃত্যুই উত্তম

রাসূল সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের সামনে ছয়টি জিনিস যখন প্রকাশ হতে শুরু করবে তোমাদের জন্য তখন মৃত্যুই শ্রেয় হবে। হযরত আব্বাস গিফারী রা. বলেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, তোমরা ছয় জিনিসের ওপর দ্রুত মৃত্যু কামনা কর। অর্থাৎ এর পূর্বেই মারা যাও। এক. মূর্খ লোকদের নেতৃত্ব। দুই. পুলিশের আধিক্য। তিন. বিচারের রায় ক্রয়-বিক্রয়। চার. মানুষের রক্ত প্রবাহকে সাধারণ মনে করা। পাঁচ. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। ছয়. কুরআন কারীমকে গানের সুরে পড়া। কুরআনকে গানের সুরে তিলাওাতকারীকে আগে বাড়িয়ে দেয়া হবে যদিও তার দীনের বুঝ অল্প। কণ্ঠের কারণেই শুধু তাকে আগে বাড়িয়ে দেয়া হবে।

এ হাদীসের মাঝে রাসূল সা. এমন ভয়ানক ছয়টি জিনিসের আলোচনা করেছেন যা উম্মতের অবস্থাকে একেবারেই শেষ করে ফেলবে। সমাজে

---

[৩২৭]. হায়াতুস সাহাবাঃ ৩: ৬৬-৬৭।

[৩২৮]. হায়াতুস সাহাবা ৩: ৪১।

বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। ইসলামের চিত্র পাল্টে যাবে। সে সময় জীবন থেকে মৃত্যুই অনেকগুন উত্তম। রাসূল সা. এ বাণীর মর্ম হল এমন এক সময় আসবে যখন অযোগ্য মূর্খ ব্যক্তি সমাজপতি হবে। তাদের নেতৃত্ব মেনে নেয়া থেকে মৃত্যুই ভাল।

তিরমিযীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. বলেছেন, তোমাদের বিচারক ও নেতা হবে তোমাদের সমাজের সবচেয়ে হীন ও নিকৃষ্ট লোকেরা। কৃপণ লোকেরা হবে সম্পদের অধিকারী। তোমাদের কাজ কর্ম পরিচালিত হবে মহিলাদের পরামর্শে। সে সময় তোমাদের বেঁচে থাকার চেয়ে কবরে দাফন হয়ে যাওয়া উত্তম মনে হবে। (তিরমিযি ২: ৫২)

রাসূল সা. এর যুগে এ সময়ের মতো পুলিশ ছিল না। পুলিশের প্রয়োজন পড়তো মানুষকে অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য। অবস্থার প্রেক্ষাপটেই কেবল পুলিশের প্রয়োজন হত। কিন্তু আজকের চিত্র ভিন্ন, পুলিশ এবং এ জাতীয় লোকদের থেকে সাধারণ জনগণের ওপর অত্যাচার চলছে এর কোন শেষ নেই। রাস্তা ঘাটে গাড়ীঘোড়া চলাচলের সময় ছিনতাই ডাকাতি থেকে রক্ষা করা হল পুলিশের দয়িত্ব। অথচ এ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তারাই উল্টো রাস্তায় মানুষকে হয়রানি করছে। গোপনে ঘুষ গ্রহণ করছে। দিন দিন পুলিশের সংখ্যা বেড়েই চলছে অথচ সমাজের চিত্র আরো ভয়াবহ হচ্ছে। এ জন্যই রাসূল বলেছেন, যখন এমন হীন দুঃশ্চরিত্রের অধিকারী পুলিশের সংখ্যা বেড়ে যাবে সে সময় তোমাদের বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই উত্তম।

অন্য এক হাদীসে রাসূল সা. বলেছেন, দুই শ্রেণী লোকের অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। তবে ভবিষ্যতে তাদের আবির্ভাব ঘটবে।

এক. ঐ সকল মহিলা যারা পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ। সেজেগুজে রাস্তায় বের হবে। খালি মাথায় রাস্তায় চলাচল করবে। আর চলাচলের সময় উটের কুঁজের মতো মাথা দুলতে থাকবে। এ সকল মহিলা জান্নাতের বাতাসও পাবে না।

দুই. ঐ পুলিশ, (পি.আই.সি) যারা অসহায় গরীব লোকজনের সাথে জানোয়ারের মতো ব্যবহার করবে তারাও জান্নাতের সু-বাতাস পাবে না।

(মিশকাত ৩০৬, মুসলিম ২:২০)

রাসূল সা. এও বলেছেন, এমন এক যুগ আসবে যখন বিচারপতিরা বিচার বিক্রি করবে। ঘুষ দিয়ে বিচার নিজের পক্ষে নিয়ে যাবে। বিচারপতিরা বলবে, দেখ আমাদের কলম বলছে সিদ্ধান্ত তার পক্ষেই লেখবে যে মোটা ঘুষ পেশ করবে।

ভায়েরা! মনোযোগ দিয়ে শোন, রাসূল সা. তিন শ্রেণীর লোকদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।

১.ঘুষগ্রহীতা ২. ঘুষদাতা ৩. উভয়ের মাঝে সমন্বয়কারী। মুসনাদে আহমাদে হযরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত আছে- রাসূল সা. ঘুষদাতা, গ্রহিতা এবং উভয়ের মাঝে সমন্বয়কারীকে অভিশাপ দিয়েছেন।

রাসূল সা. আরও বলেছেন, এমন এক সময় আসবে, যখন খুন-খারাবি ব্যাপক আকার ধারণ করবে। সামান্য কিছুতেই একে অন্যের রক্ত প্রবাহিত করবে। কাকে হত্যা করছে কে মারা যাচ্ছে এর কোন পরোয়া করা হবে না। এমন বিশৃংখলাময় যুগে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই উত্তম।

তাই রাসূল সা. বিদায় হজে একধিকবার এ কথা বলেছেন, দেখ, আমার প'র তোমরা একে অন্যের গর্দান কেটোনা। হতে পারে এমন করলে তোমরা মুরতাদ বা কাফের হয়ে দীন থেকে বের হয়ে মারা যাবে। দীনও হারাবে দুনিয়াও হারাবে। এরপর হয়ে রাসূল সা. আরো বলেছেন, এমন এক যুগ আসবে যখন আত্মীয় স্বজন থেকে দূরে থাকাকে মুক্তি মনে করবে। কেউ কেউতো এজন্য দূরে অবস্থান করবে যাতে আত্মীয় স্বজনের কষ্ট হয়। আবার কেউ কেউ দূরে এ জন্য অবস্থান করবে যাতে আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য করতে না হয়। এক হাদীসে আছে, দু'টি কাজ সম্পাদনকারীর জন্য রয়েছে তিনটি সুসংবাদ। কাজ দুটি হল- এক. সদা আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত থাকা, তাকওয়া অবলম্বন করা। দুই. আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা। যে এ কাজ দুটি পালন করবে তার জন্য তিনটি সুসংবাদ রয়েছে। (১) আল্লাহ পাক দীর্ঘজিবী করবেন। হায়াতে বরকত দান করবেন। (২) খারাপ মৃত্যু থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন। (৩) আল্লাহ তার রিয্‌কে প্রাচুর্য দান করবেন।

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন কামনা করে, তার রিযকে প্রাচুর্য চায় এবং অপমৃত্যু থেকে রক্ষা পেতে চায়-

সে যেন আল্লাহকে ভয় করে, তাকওয়া অবলম্বন করে আর আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। (বায়হাকী)

রাসূল সা. ইরশাদ করেন, এমন এক যুগ আসবে যখন লোকেরা কুরআন কারীমকে গানের সুরে পড়বে। মানুষজন ক্রীড়া কৌতুক দেখার মতো একত্রিত হয়ে কুরআন শুনবে। তাদের মাঝে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না সে এখান থেকে কুরআন শুনে বুঝে সে অনুপাতে আমল করবে।

আজকাল হোটেলে, গাড়ীতে সুন্দর কণ্ঠের কারীদের কুরআন তিলাওয়াতের ক্যাসেট শোনা যায়। এ আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। দেখা যায় সেখানে বসে কেউ ধূমপান করছে, আবার চা পান করছে। পা নাড়াচ্ছে। আবার কেউ আহ! আহ! করছে। এগুলো কি কুরআনের সঙ্গে বেয়াদবী নয়? এক মুমিন কী করে একে সহ্য করতে পারে, মেনে নিতে পারে? এ জন্যই রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, যখন এমন যুগ আসবে তখন বেঁচে থাকার চেয়ে মৃতুই অনেক উত্তম।

নামাযের বদৌলতে ফোড়া থেকে মুক্তি

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন, হযরত আদম আ. এর গলায় একটি ফোঁড়া উঠল। আদম আ. নামায পড়তেই ফোঁড়া বুকে নেমে এলো। তিনি আবার নামায পড়লেন ফোঁড়া নেমে এলো পেটে-উদরে। আবার নামায পড়লেন ফোঁড়া নেমে এলো এবার টাখনুতে। তিনি আবার নামায পড়লেন ফোঁড়া নেমে এলো আঙ্গুলে। আবার তিনি নামায পড়লেন এবং নামায পড়তেই ফোঁড়া একদম চলে গেল। মুক্তি পেলেন ফোঁড়া থেকে।[৩২৯]

নামাযে আল্লাহর সাথে কথা বলা

এক. হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নামাযে থাক, ততক্ষণ তোমরা বাদশাহর দরজায় কারাঘাতকারী থাক। আর যে বাদশাহর দরজায় করাঘাত করে তার জন্য অবশ্যই দরজা খোলা হয়।

দুই. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, তোমরা তোমাদের প্রয়োজন ফরজ নামাযের পর আল্লাহর নিকট চেয়ে নাও।

---

[৩২৯] হায়াতুস সাহাবা ৩: ১৭।

তিন. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, এক নামায থেকে অন্য নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের সকল গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন কবীরা গুনাহ ছাড়া। **চার.** পরবর্তী নামায পূর্বের গুনাহের জন্য কাফফারা।

পাঁচ. হযরত আদম আ. এর আঙ্গুলে একটি ফোঁড়া উঠল। সে ফোঁড়া ধীরে ধীরে পেণ্ডুলী, টাখনু, উদর পেট হয়ে গর্দানে গিয়ে পৌছল। এরপর আদম আ. নামায পড়লেন, ফোঁড়া কাঁধের নিচে চলে এলো। আবার নামায পড়লেন, টাখনুতে এসে পৌছল। এরপর আবার নামায পড়লেন ফোঁড়া পায়ে এলো। এরপর আবার নামায পড়লেন ফোঁড়া একদম চলে গেল।[৩৩০]

এক মহিলার বিরল কাহিনী

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, এক মহিলা আমার নিকট এসে জানতে চাইল, আমার তাওবা কি কবুল হবে? আমি যিনা করেছি এতে আমার সন্তানও হয়েছে। ঐ সন্তানকে হত্যাও করে ফেলেছি। আমি তাকে বললাম, না, তুমি দু'টি অপরাধ করেছ। তোমার চক্ষু কখনো শীতল হবে না। তুমি কখনো সম্মান-মর্যাদা পাবে না। একথা শুনে মহিলা দুঃখ করে চলে গেল। পরবর্তী ফজর নামায আমি রাসূল সা. এর সাথে আদায় করে ঐ মহিলার ঘটনা তাঁকে জানালাম। আমার উত্তরও তাঁকে অবহিত করলাম। রাসূল সা. বললেন, তুমি খারাপ উত্তর দিয়েছ। তুমি কি এ আয়াত পাঠ কর নাই-

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ _ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا_ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا_ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ_ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا_

এবং যারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না, যে এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তারা নয়, যারা তওবা করে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩৩১]

---

[৩৩০] হায়াতুস সাহাবা :৩-১০৭।
[৩৩১] সূরা আল ফুরকান: ৬৮-৭০।

এরপর আমি ঐ মহিলাকে এ আয়াত শুনালে সে বলল, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার মুক্তির পথ খুলে দিয়েছেন। ইবনে জারীরের এক বর্ণনায় পাওয়া যায় ঐ মহিলা আফসোস করে তার নিকট থেকে চলে যাওয়ার সময় বলতে লাগল, হায় আফসোস, এ সৌন্দর্য কি জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে!

এ বর্ণনায় শেষে এও উল্লেখ আছে যে, আবু হুরায়রা রা. রাসূল সা. এর নিকট থেকে ফিরে এসে মদীনার সকল অলিগলিতে ঐ মহিলাকে খুঁজে ফিরেছেন কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মেলেনি। পরের রাতে ঐ মহিলা আবু হুরায়রা রা. এর কাছে উপস্থিত হলে রাসূল সা. এর উত্তর তাকে শুনিয়ে দিল। মহিলা এ উত্তর শুনেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ে বললেন, ঐ আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা যিনি আমাকে মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন। আমার থেকে যে গুনাহ্ প্রকাশ হয়েছে তা থেকে তাওবার পদ্ধতি বলে দিয়েছন। ঐ মহিলা নিজের একটি বাঁদী মুক্ত করে দিল এবং আল্লাহর নিকট সত্যিকার অর্থে তাওবা করল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪-২২)

আল্লাহ্ জাহান্নামীদের আর্তনাদও শুনবেন

রাসূল সা. বলেন, এক জাহান্নামী এক হাজার বছর ধরে আর্তনাদ করতে থাকবে, ইয়া হান্নানু! ইয়া হান্নানু! আল্লাহ্ তা'আলা একদিন জিবরাঈল আ. কে বলবেন, গিয়ে দেখ তো ও কি বলে? জিবরাঈল আ. গিয়ে দেখবেন, জাহান্নামীরা মাথা নুয়ে কান্না কাটি করছে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ অবস্থা বলবেন। আল্লাহ্ তখন বলবেন যাও অমুক স্থানে এক ব্যক্তি আছে তাকে নিয়ে এসো, জিবরাঈল আ. আল্লাহর আদেশে যাবেন এবং ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কেমন জায়গায় ছিলে? উত্তরে সে বলবে, আল্লাহ! এমনই এক স্থানে আছি সেখানে বসাও কষ্ট এবং শোয়াও কষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঠিক আছে, তাকে তার স্থানে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। সে তখন শংকিত হয়ে আবেদন করবে, হে আমার দয়াময় প্রভু! তুমি তখন একবার আমাকে ঐ স্থান থেকে বের করে এনেছ তুমিতো এমন সত্তা নও যে আমাকে আবার জাহান্নামে প্রবেশ করাবে। আমিতো তোমার

নিকট করুণার হাত পেতেছি। আল্লাহ! আমাকে দয়া কর। জাহান্নাম থেকে বের করে যখন একবার শান্তি দান করেছ তাতে তুমি আমাকে আর নিক্ষেপ কর না। এতে দয়ালু আল্লাহর রহমত উথলে উঠবে, রহমতের জোশ এসে যাবে, তখন তিনি বলবেন, ঠিক আছে আমার বান্দাকে ছেড়ে দাও।

(তাফসীরে ইবন কাসীর ৪: ১৯)

জাহান্নাম থেকে সর্বশেষে মুক্তিপ্রাপ্তজন

একদিন রাসূল সা. বললেন, আমি ঐ ব্যক্তিকে চিনি যে সর্বশেষে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে হল এক গুনাহগার ব্যক্তি। তাকে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তার বড় বড় অপরাধ বাদ দিয়ে ছোট ছোট অপরাধের কথা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ কর, ফলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে অমুক দিন ঐ কাজ করেছিলে? ঐ দিন ঐ কাজ কর নাই? এভাবে তাকে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করা হবে। একটাও অস্বীকার করতে পারবে না। সবই স্বীকার করবে। তাকে বলা হবে, তোমার গুনাহগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। তখন তার চোখ বড় হয়ে যাবে। অভিভূত হয়ে বলে উঠবে, হে পরয়ারদেগার! আমিতো আরো অনেক অপরাধ করেছি যেগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এ ঘটনা বলে রাসূল সা. এমন হাসি দিলেন যাতে মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা গেল।

(মুসলিম, ইবনে কাসীর: ৪-২১)

মানুষ যখন ঘুমাতে যায় ফেরেশতা তখন একটি নেকীর বিনিময় দশটি গুনাহ মুছে দেয়।

পাপকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হবে

হযরত সালমান রা. বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের আমলনামা দেয়া হবে। পড়তে শুরু করবে। দেখতে পাবে তাতে তার বদ আমলের কিছু তালিকা রয়েছে। এটা পড়ে সে কিছুটা নিরাশ হয়ে যাবে। সে সময় তার দৃষ্টি চলে যাবে নিচের দিকে। দেখতে পাবে তার সৎ কাজের তালিকা। ফলে তার দুশ্চিন্তা কিছুটা দূর হবে। ওপরের দিকে দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখতে পাবে বদ আমল গুলো নেকী দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গেছে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আল্লাহর দরবারে অনেক লোক পাহাড় সমান গুনাহ নিয়ে উপস্থিত হবে। জিজ্ঞাসা করা হল, তারা কারা? আবু হুরায়রা রা. বললেন, তারা হল যাদের পাপকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হবে।

(তাফসীরে ইবন কাসীর ৪:২১)

সকল অনিষ্ট থেকে বাঁচার উত্তম পথ

হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদিন বৃষ্টি ও অন্ধকার ঘেরা রাতে রাসূল সা. কে খুঁজতে শুরু করলাম। অবশেষে তাঁকে পেয়েও গেলাম। তখন তিনি আমাদের বললেন, তিনবার- সূরা ইখলাস قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ তিনবার সূরা ফালাক قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এবং সূরা নাস قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ সকাল সন্ধায় পড়ে নিবে। এটাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। -(মিশকাত ১৮৮)

সকল দুশ্চিন্তা দূর করার উত্তম পদ্ধতি

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তারই ওপর নির্ভর করি এবং তিনি আরশের অধিপতি।(সূরা আত তাওবা: ১২৯)

আবু দাউদের এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা সাতবার এ আয়াত পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির দুনিয়া আখেরাতের দুঃখ কষ্টের জন্য যথেষ্ট হবেন।

হযরক মুয়ায রা. ও তাঁর স্ত্রী

হযরত সাঈদ বিন মুসায়্যাব রা. বলেন, হযরত উমর রা. হযরত মুয়ায রা. কে সাদকা উসূল করার জন্য বনু কেলাবে পাঠালেন। তিনি সাদকা উসূল করে তাদের মধ্যেই বন্টন করে দিলেন। নিজের জন্য কিছু রাখলেন না। যে চট কাঁধে করে গিয়েছিলেন, ঐ চট নিয়েই ফিরে এলেন। স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞাসা করল সাদকা উসূলকারীরা যে হাদিয়া নিয়ে ঘরে ফিরে তা কোথায়?

হযরত মুয়ায রা. বললেন, আমার সাথে একজন পাহারাদার নিযুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। যার কারণে হাদীয়া গ্রহণ করতে পারিনি। স্ত্রী বলল,

আপনাকে তো রাসূল সা. এবং আবূ বকর সিদ্দীক রা. বিশ্বস্ত বলে জানতেন অথচ উমর রা. আপনার সাথে পাহারাদার নিযুক্ত করে পাঠালেন! উমর আপনাকে বিশ্বস্ত মনে করেনা। তাঁর স্ত্রী মহিলাদের মাঝে এ নিয়ে হৈচৈ শুরু করে দিল। আর উমর রা. এর নামে অভিযোগ করতে শুরু করল। উমর রা. একথা শুনে হযরত মুয়ায রা. কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি আমি তোমার সাথে কোন পাহারাদার নিযুক্ত করেছি? হযরত মুয়ায রা. বলেন, আমার স্ত্রীকে বুঝানোর আর কোন বাহানা পাইনি।

উমর রা. একথা শুনে হেসে তাঁকে কিছু হাদিয়া দিয়ে বললেন, স্ত্রীকে এগুলো দিয়ে খুশি কর। ইবনে জারীর র. বলেন, এখানে পাহারাদার বলতে আল্লাহকে বুঝিয়েছেন। -(হায়াতুস সাহাবা ৩:৪২)

স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যা বলতে পারবে

হযরত ইকরামা রা. বলেন, একদিন হযরত ইবনে রাওয়াহা রা. তাঁর স্ত্রীরে পাশে শুয়ে ছিল। তাঁর বাঁদীও ঘরের এক কোণে শুয়ে ছিল। ইবনে রাওয়াহা রা. বাঁদীর নিকট গিয়ে তার সাথে খোশগল্পে লিপ্ত ছিলেন। স্ত্রীর ঘুম ভেঙ্গে গেলে পাশে স্বামীকে না পেয়ে ঘাবড়ে গেল। সোজা বাইরে চলে এসে স্বামীকে বাঁদীর সাথে দেখল। ঘরে ফিরে এসে ছুরি নিয়ে বের হল। এরই মাঝে তিনি প্রয়োজন শেষ করে উঠে পড়েছেন। পথেই সাক্ষাৎ হল স্ত্রীর সাথে। স্ত্রীর হাতে উন্মুক্ত ছুরি দেখে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? স্ত্রীও বলল, কী ব্যাপার? তোমাকে যেখানে দেখেছি সেখানে পেলে এ ছুরি তোকার কাঁধে ঢুকিয়ে দিতাম। ইবনে রাওয়াহা রা. বললেন, আমাকে কোথায় দেখেছিলে? স্ত্রী বলল, তোমাকে বাঁদীর সাথে দেখেছিলাম। ইবনে রাওয়াহা রা. বললেন, আমি বাঁদীর কাছে যাইনি। তুমি আমাকে সেখানে দেখোনি। (আমি তার নিকট যাইনি কিছুই করিনি, যদি কিছু করতাম তাহলে আমি জুনুবী থাকতাম) রাসূল সা. আমাদেরকে জুনুবী অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। অথচ আমি এখন তোমাকে কুরআন শুনাতে পারব। তাঁর স্ত্রী বলল, ঠিক আছে, কুরআন পড়ে শোনাও। তখন তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করলেন-

أَتَا نَا رَسُوْلُ اللهِ يَتْلُوْ كِتَابَهُ- كَمَا لَاحَ مَشْهُوْرٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ-

আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এসেছেন যিনি আল্লাহর এমন এক কিতাব পড়েন যা আলোকময় অতি উজ্জ্বল সকাল প্রভাত থেকেও আলো ঝলমলে।

أَتَى بِالْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا– بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَاقَالَ وَاقِعٌ–

রাসূল সা. মানুষের কাছে আঁধারের পর হেদায়াতের আলো নিয়ে এসেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি যা বলবেন তা হবেই-

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ– إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ–

মুশরিকরা যখন বিছানায় শান্তির ঘুমে আচ্ছন্ন রাসূল সা. তখন ইবাদতে রাত পার করেছেন। বিছানা থেকে তাঁর বাহু অনেক দূরে।

এ কবিতা শুনে তার স্ত্রী বলল, আমি আল্লাহর ওপর ঈমান আনছি। আমার চোখের দেখাকে অবাস্তব বলে স্বীকার করছি। ইবনে রাওয়াহা রা. এ কাহিনী রাসূল সা. কে অবহিত করলেন। রাসূল সা. শুনে হাসলেন। যার ফলে তাঁর দন্ত মোবারক দেখা যাচ্ছিল।

ইলমের কোন ক্ষমতা নেই

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيْ آتَيْنَهُ آيَتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِيْنَ–

তাদেরকে ঐ বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও যাকে আমি নিদর্শন দিয়েছিলাম। অতঃপর সে তা অর্জন করে। ফলে শয়তান তার পিছু নেয়। আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উল্লিখিত আয়াতে যে ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তার নাম কুরআনে উল্লেখ নেই। ফলে ব্যক্তি নির্ধারণ নিয়ে তাফসীরবিদ সাহাবা তাবেঈনদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ মত যেটা হযরত ইবনে মারদূয়া হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন তাহল ঐ লোকের নাম ছিল বালআম বিন বাউরা। বনী ইসলাঈলের বড় আলিম ও সর্দার ছিল। ইলমের গভীরতা এবং আল্লাহর মারিফাত পূর্ণমাত্রায় ছিল। বড় আলেম, যাহেদ মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিল। ইসমে আজমও জানত। কিন্তু যখন মনের কু-প্রবৃত্তি ও দুনিয়ার আসক্তিতে ঝুঁকে পড়ে দুনিয়ার পূজারী হল তখন তার ইলম ও মারিফাত শেষ হয়ে গেল। মুহূর্তেই সে গোমরাহীতে ভেসে গেল। আল্লাহর ভালবাসা মাকবূলিয়াত দূর হয়ে গেল।

এ আয়াতে রাসূল সা. কে আদেশ করা হয়েছে, আপনি আপনার উম্মতকে এই শিক্ষণীয় ঘটনা শুনান। যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

বালআম বিন বাউরার ঘটনা

ফিরআউন সৈন্যবাহিনী নিয়ে যখন ডুবে গেল। মিসর বিজিত হয়ে বনী ইসরাঈলের হাতে চলে এলো তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে মূসা আ. আদেশ প্রাপ্ত হলেন দুর্দান্ত 'আমালিকা গোত্রের' বিরুদ্ধে জিহাদের। মূসা আ. তাঁর মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে কিনআনের ভূমিতে তাঁবু ফেললেন এবং বালকা শহরে হামলার সংকল্প করলেন। আমালিক গোত্র যখন দেখতে পেল, মূসা আ. তাঁর দল বল নিয়ে হামলার জন্য প্রস্তুত। তারা এও জানত মূসা আ. এর সাথে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করা যাবে না। ফিরআউন ও তার দল বল নিয়ে নির্বংশ হয়েছে। আমাদের পরিণতিও তার চেয়ে ভাল হবে না। এজন্য সকলে পরামর্শ করে গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে বালআম বিন বাউরার নিকট পাঠাল। তারা গিয়ে বলল, দেখুন মূসা আ. বড়ই ক্ষমতাধর ব্যক্তি। সৈন্য-সামান্ত নিয়ে এসেছে আমদের ওপর হামলা করতে। সে আমাদের ওপর বিজয় লাভ করতে চায় এবং আমাদের ভূমি থেকে আমাদেরকে বের করে দিতে এসেছে। আপনার নিকট আমাদের নিবেদন হল, এমন দু'আ করে দেন সে যেন ফিরে যায় এবং আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। বালআম বিন বাউরা উত্তরে বলল, দেখ, এটা হতে পারে না, কারণ তার দীন এবং আমার দীন একই। আমি তার বিরুদ্ধে দু'আ করি কিভাবে? আমি জানি তিনি আল্লাহর নবী, তার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছে অসংখ্য ফেরেশতা ও ঈমানদার লোকজন।

তাঁর বিরুদ্ধে দু'আ করলে আমি দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টা হারাব। অপদস্থ হব চিরদিনের জন্য।

এরপরও লোকজন যখন পীড়াপীড়ি করতে লাগল সে তখন বলল, ঠিক আছে আল্লাহর নিকট জেনে নেই তাঁর বিরুদ্ধে দু'আর অনুমতি আছে কিনা? নিয়ম মাফিক ইস্তেখারা বা অন্য কোন আমল সে করল। স্বপ্নে তাকে বলে দেয়া হল, মূসা আ. ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে কখনোই বদ দু'আ করবে না। বালআম এরপর পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে দিল যে, আমি বদ দু'আ করতে পারব না। আমাকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে।

কোন কোন বর্ণনা পাওয়া যায়, বালকার বাদশা কঠিন হুমকি দিল, যদি বদ দুআ না কর তাহলে তোমাকে শূলে চড়ানো হবে।

কোন কোন তাফসীরবিশারদ বলেন, বড় অঙ্কের ঘুষ হাদিয়ার নামে তার স্ত্রীকে দেয়া হল এবং স্ত্রীকেই তারা প্রস্তুত করে তুলল। কারণ বালআম তার স্ত্রীকে খুবই ভালবাসত। স্ত্রী তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলল।

বাদশাহর ভয়, গোত্র প্রধানদের পীড়াপীড়ি স্ত্রীর চাপ অন্যদিকে মালের আসক্তি তাকে অন্ধ করে ফেলল। পরিশেষে নিজের গাধার পিঠে আরোহণ করে বদ দু'আ করার জন্য হাসবান নামক অঞ্চলের দিকে রাওয়ানা হল যেখানে হযরত মূসার বাহিনী তাঁবু ফেলেছে। পতিমধ্যেই গাধা বসে পড়ল। জোর করে সামনে অগ্রসর হতে চাইল। এতেও সে সতর্ক হল না। তখন আল্লাহর আদেশে গাধা বলে উঠল, হে বালআম! তোমার ধ্বংস অনিবার্য, তুমি কি বুঝতে পারছ না, দেখো না আমার সামনে ফেরেশতারা দাঁড়ান আমাকে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না। আমাকে পেছনে ফিরে যেতে বলছে। এ ডাক শুনে বালআম কিছুটা শংকিত হয়ে গেল। কিন্তু শয়তান তাকে উৎসাহ দিল। ফলে সে সামনে অগ্রসর হয়ে বদ দু'আয় লিপ্ত হল।

ঐ সময় আল্লাহর লীলাখেলা দেখা গেল। মূসা আ. ও তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে যে শব্দ বলতে চাচ্ছিল সেগুলো উচ্চারণ হচ্ছিল আমালিকা গোত্রের বিরুদ্ধে, আর নিজ গোত্রের জন্য যে দু'আ করতে চাচ্ছিল সেগুলো হচ্ছিল মূসা আ. ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর পক্ষে।

আমালিকা গোত্র এ দৃশ্য দেখে চিৎকার শুরু করল। তারা বলল, তুমি আমাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করছ? বালআম বলল, আমার জিহ্বা আমার ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। যা কিছু বলছি এগুলো বলার ক্ষমতা আমার নেই। তার বদ দু'আর পরিণতি এমন হল- বালআমের জিহ্বা বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়ল, আর তার সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল। বালআম যখন দেখতে পেল, তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই শেষ তখন সে তার গোত্রকে বলল, আমি তোমাদের একটি কৌশল বলে দিচ্ছি, এটা করতে পারলে হয় তো তোমরা মূসা আ. ও তাঁর বাহিনীর ওপর বিজয় লাভ করবে।

বালআমের বাতলে দেয়া কূট চাল

বালআম গোত্র প্রধানদের বলল, তোমাদের সুন্দরী তরুণীদেরকে ব্যবসায়ীরূপে মুজাহিদ বাহিনীর নিকট পাঠাও। তাদের বলে দিও বনী

ইসরাঈলের কেউ যদি তাদেরকে উপহাস ও বিদ্রূপ করে তারা যেন প্রতি উত্তরে কিছু না বল, আর তারা যা চায় তাই যেন তাদেরকে দেয়। বালআম বুঝেছিল, মুজাহিদ বাহিনী অনেক দিন ধরে ঘর ছাড়া, স্ত্রী-স্বজনদের থেকে দূরে। অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি একবার অপকর্ম যিনা ব্যভিচারের ফাঁদে আটকে যায় তাহলে তারা কখনো সফল হবে না। সুন্দরী তরুণীদের পাঠাল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের একটি চাল সফল হল। এক ইসলাইলী তরুণীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হল। মূসা আ. এর নিষেধকে উপেক্ষা করে এ গুনাহ করেই বসল। ফল দাঁড়াল, বনী ইসরাইল এক মহামারীতে আক্রান্ত হল যার কারণে একদিনে সত্তর হাজার বনী ইসরাইল মারা গেল। ঐ ব্যভিচারী ইসরাইলী এবং তরুণীকে হত্যা করে তাদের লাশ প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হল। এরপর ঐ মহামারী দূর হল।

বালআমের উপমা

শুধু মানুষই নয়; বরং সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন হল ভেতরের গরম বাতাসকে বের করে দেয়া এবং বাইরের সবুজ শীতল ঠান্ডা বাতাস নাকের মাধ্যমে টেনে ভেতরে প্রবেশ করা। এছাড়া কোন পথ নেই বেঁচে থাকার। আর আল্লাহ তা'আলা এ জিনিসকে একদম সহজ করে দিয়েছেন। ফলে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী এ বাতাস সহজে ভোগ করে। কোন ধরনের কষ্ট ছাড়াই বাতাস আসা যাওয়া করে। কিন্তু কুকুর এমন এক দুর্বল প্রাণী যা হাওয়া বাতাস চলাচলের সময় হাঁপাতে থাকে। শ্বাস ছাড়ার জন্যও তার জিহ্বা বের করতে হয়, কষ্ট করতে হয়। যা অন্যান্য প্রাণীর বিশেষ বিশেষ সময়ে হয়ে থাকে, আর কুকুর সর্বাবস্থায়ই জিহ্বা বের করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়।

তাফসীরবিশারদগণ বলেছেন, যদিও এ আয়াতে বালআমের উদাহরণ বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ হুকুম সকলের জন্যই প্রযোজ্য। যে ব্যক্তিই আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলমে মারিফাত পেয়ে দুনিয়া লাভের আশায় মনের কু-প্রবৃত্তি পূরণের জন্য আল্লাহর হুকুম অমান্য করবে সেও এর অন্তর্ভূক্ত হবে।

এ ঘটনায় কায়েকটি শিক্ষণীয় উপদেশ পাওয়া যায়-

এক. ইলম, যুহুদ ও তাকওয়া নিয়ে গর্ব করতে নেই; বরং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য এবং ইলম ও আমলের ওপর অটল থাকার জন্য

সর্বদা দু'আ করতে হবে। মনে মনে এ ভয় করা-না জানি আমার কোন আমলের কারণে বালআমের মত শাস্তি ভোগ করতে হয়।

দুই. বালআমের এ শাস্তির কারণ হল নাফরমান গোমরাহ লোকদের হাদিয়া গ্রহণ, ফলে যালিম এবং পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে ওঠা বসা তাদের দাওয়াত ও হাদিয়া গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।

তিন. ভালো কাজও খারাপ কাজের প্রভাব অন্যের ওপর পড়ে। গুটি কয়েক অসহায় দরিদ্র লোকের আহাজারী, আল্লাহ ডাকের ফলে হাজারো বিপদাপদ দূর হয়, আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়। আবার কয়েক জনের অপকর্ম সমাজে বিপদ ডেকে আনে। এ ইসরাঈলীর নির্লজ্জতা সত্তর হাজার ইসরাঈলীকে ধ্বংস করেছে। এজন্য সমাজকে বেহায়া নির্লজ্জতা অশ্লীলতা থেকে বাঁচাতে হবে। নিজেও বাঁচবে অপরকেও বাঁচানোর চেষ্টা করবে। যে সম্প্রদায়ে যিনা ব্যভিচার ব্যপকভাবে ধারণ করে সে সম্প্রদায়ে আল্লাহর গযব অবশ্যম্ভাবী। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য ঘিরে ফেলবে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. রাসূল সা. থেকে বর্ণনা করেন, কোন জনপদে যখন যিনা ব্যভিচার, সুদী লেনদেন ব্যাপক হয়ে পড়ে তখন তারা তাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়া বৈধ করে নেয়।

মাসআলা ঃ শিক্ষা ও উপদেশ দেয়ার জন্য সত্য ঘটনা বলা এবং শোনা মুস্তাহাব। পার্থিব উপকারের জন্য ঘটনা বলা জায়েয। হাস্য কৌতুকের জন্য ঘটনা বললে সময় নষ্ট হয় বিধায় নিষিদ্ধ।[৩৩২]

সময় নষ্ট করা মানে নিজেকে ধ্বংস করা

সময় নষ্ট করা এক ধরনের আত্মহত্যা। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান হল- আত্মহত্যা করলে চিরদিনের জন্য দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়া হয়, আর সময় নষ্ট করলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবিতকেও মৃত করে ফেলে। মিনিট ঘন্টা এভাবে যে সময়গুলো নষ্ট হয় তা একত্র করলে দেখা যাবে মাস না; বরং কয়েক বছর নষ্ট হয়েছে। কথার কথা যদি কাউকে বলা হয় তোমার জীবন থেকে পাঁচ বছর কর্তন করা হল তাহলে সে অবশ্যই দুঃখ পাবে। অথচ সে বসে বসে অনর্থক সময় পার করছে, এতে তার কোন আফসোস নেই।

---

[৩৩২] তাফসীরে বাগবী, ইবনে কাসীর।

সময় নষ্টের ফলে বড় যে ক্ষতি হলো বেকার মানুষের মতো শারীরিক, মানুষিক রোগে আক্রান্ত হয়। হিংসা, লোভ, অত্যাচার, জুয়া, ব্যভিচার, মদ ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হয়ে যেমনি স্বাধীনচেতা বেকার লোক জন করে থাকে। মানুষের স্বভাবই হল তার মন মগজ ভাল কাজ না পেলে খারাপ কাজের প্রতি অবশ্যই আসক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং মানুষ তখনই সত্যিকার মানুষ হয়ে ওঠে যখন সে তার সময়কে মূল্যায়ন করে চলে। সময়কে একটু ও নষ্ট করে না। প্রতিটি কাজের জন্যই সময় নির্ধারণ করে নিয়েছে। সময় হলো কাঁচা মাটির মতো, যা বানাতে হবে তাই বানাতে পারবে। সময় এমনই এক সম্পদ যা আল্লাহ বিশেষভাবে দান করেছেন। যে সকল মহান লোকেরা সময়কে মূল্যায়ন করে, সময়কে সম্পদ মনে করে কাজে লাগায় তারা শারীরিক মানুষিক প্রশান্তি লাভ করে। সময়ের সৎ ব্যবহার করলে এক বেদুঈন হাবশীও সামাজিক হয়ে যায়, ভদ্র হয়ে ওঠে। এর কল্যাণে মূর্খ জ্ঞানী এবং নিঃস্ব ধনী হয়ে যায়।

সময় এমন এক সম্পদ যা ধনী গরীব, ফকীর বাদশা, শক্তিধর ও দুর্বল সমানভাবে ভাগ পায়। যে এর মূল্যায়ন করে সে সম্মানিত হয়, আর যে এর অবমূল্যায়ন করে সে অপদস্থ হয়।

চিন্তা করলে দেখা যাবে সমাজের নব্বই ভাগ মানুষ জানে না তারা তাদের অধিকাংশ সময় কোন কাজে ব্যয় করে। যে ব্যক্তি তার দু'হাত পকেটে রেখে ঘুরে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করে সে দ্রুতই অপরের পকেটে হাত ঢুকায়।

সফলতার একমাত্র পথ কোন সময় নষ্ট না করা। অলসতা বলতে কোন জিনিস নেই। কেননা অলসতা মানুষকে এমনভাবে ধ্বংস করে যেমন মরীচিকা লোহা ধ্বংস করে। বেকার জীবন মানুষের জন্য সমাধি তুল্য।

আল্লাহ বান্দাকে স্নেহময়ী মা থেকেও অধিক ভালবাসেন

সহীহ হাদীসে আছে, এক যুদ্ধবন্দী মহিলা ছেলেকে হারিয়ে পাগলের মতো খুঁজতে শুরু করল। নিজ বাচ্চা না পাওয়া পর্যন্ত অন্য যে বাচ্চাকেই কাছে পেয়েছে তাকে আদর করে গালের সাথে চেপে ধরেছে। শেষ পর্যন্ত বাচ্চা খুঁজে পেল। আনন্দে কোলে তুলে নিল বুকে চেপে ধরে বাচ্চার মুখে দুধ দিল। এ দৃশ্য দেখে রাসূল সা. সাহাবায়ে কেরাম রা. কে লক্ষ করে বললেন,

এই মহিলা কি আপন বাচ্চাকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারবে? সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, কখনো না। রাসূল সা. তখন বললেন, আল্লাহর শপথ, বাচ্চার প্রতি মায়ের যে পরিমাণ দয়া ভালবাসা তার থেকে অনেক গুন বেশি ভালবাসেন আল্লাহ তাঁর বান্দাকে। তিনি তাঁর বান্দার প্রতি রঊফুর রাহীম।

(তাফসীর ইবনে কাসীর ১: ২২১)

দুইজন মুসলমান সাক্ষী দিলে মুক্তি মিলে

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, আবুল আসওয়াদ রা. বলেন, আমি মদীনায় এসে দেখলাম লোকজন অসুস্থ। অনেক লোক মৃত্যুবরন করছে। উমর রা. এর নিকট গেলাম তখন এক জানাযা বের হল, মানুষেরা মৃত ব্যক্তির গুণাগুণ বলতে শুরু করল। উমর রা. তখন বললেন, তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। এরই মধ্যে অপর একটি জানাযা বের হল মানুষের। তার নিন্দা করতে শুরু করল। উমর রা. বললেন, তার জন্যও ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমি বললাম আমীরুল মুমিনীন! কী ওয়াজিব হয়েছে? তিনি বললেন, আমি ঐ কথাই বলেছি যা রাসূল সা. বলেছিলেন। যে মুসলমানের সততার সাক্ষ্য চার ব্যক্তি দিবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি বললাম, হুজুর যদি তিনজন দেয়? তিনি বললেন, তিনজন দিলেও। আমি বললাম, যদি দু'জন দেয়। তিনি বললেন, দু'জন দিলেও। আমি একজনের ব্যাপারে আর জিজ্ঞাসা করিনি।

ইবন মারদূয়াহর এক হাদীস আছে- রাসূল সা. বলেছেন, তোমরা অচিরেই ভালো মন্দ চিনতে পারবে। সাহাবারা বললেন, কিভাবে? রাসূল সা. বললেন, ভালোর প্রশংসা আর মন্দের সাক্ষ্যর মাধ্যমে। তোমরা হলে পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ১: ২২০)

হালাল খাদ্য দু'আ কবুলের জন্য শর্ত

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا- وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ- إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ-

হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে- তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা আল বাকারা: ১৬৮)

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে, রাসূল সা. বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি তা তাদের জন্য হালাল করে দিয়েছি। বান্দাদেরকে একাত্মবাদে বিশ্বাসী করেই সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু শয়তান দীনে হানীফ থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। আর আমার বৈধকৃত জিনিসকে তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছে। রাসূল সা. এর সামনে যখন এ আয়াত পাঠ করা হল তখন হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. দাঁড়িয়ে বললেন, হুজুর আমার জন্য দু'আ করেন যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার প্রার্থনা কবুল করেন। রাসূল সা. বললেন, হে সাদ, পবিত্র ও হালাল খাদ্য ভক্ষণ কর আল্লাহ্‌ তোমার দু'আ কবুল করবেন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তি হারাম খাদ্য খাবে অশুভ দুর্বিপাকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার ইবাদাত কবুল হবে না। যে ব্যক্তি হারাম পদ্ধতিতে গোশত ভক্ষণ করবে সে জাহান্নামী। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ১:২৩৫)

মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর

মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে, হযরত জাবির রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, হে লোকসকল! মহিলদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহর নাম নিয়ে তাদেরকে গ্রহণ করেছ। আল্লাহর নাম নিয়েই তাদের লজ্জাস্থানের বৈধ মালিকানা অর্জন করেছ। স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার হল- তোমাদের অপছন্দনীয় কাউকে যেন শয্যায় না নিয়ে আসে। যদি এমনটি করে তাহলে তাদেরকে প্রহার কর কিন্তু এমন প্রহার কর না যা প্রকাশ পায়। তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হল- তোমরা তাদের চাহিদা মতো পানাহার করাবে। পোশাক পরিধান করাবে। (ইবনে কাসীর)

স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য স্বামীর পরিপাটি হওয়া চাই

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ- وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ- وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

নারীদের তেমনি ন্যায় সংগত অধিকার আছে তাদের ওপর পুরুষদের।

(সূরা আল বাকারা: ২২৮)

এক ব্যক্তি এসে রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের ওপর স্ত্রীদের কী অধিকার? তিনি বললেন, তোমরা যখন খাবে তাদরেকে খাওয়াবে। তোমরা যখন পরিধান করবে তাদেরকে পরাবে। তাদের মুখে আঘাত করবে

না। গালি দিবে না। রাগ হয়ে তাদের অন্য কোথাও পাঠাবে না। তাদের ঘরেই রাখবে। এ আয়াত পড়ে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলতেন, স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য আমি সাজগোজ করতে পছন্দ করি, যেমন সে আমার সন্তুষ্টির জন্য বেশি বেশি সাজগোজ করে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ১: ৩১৩)

রহমত মিলবে না

বিধর্মীদের অনুকরণে আজ মুসলমানের ঘরেও ছবি-মূর্তি শোভা পায় এটা আজ ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অথচ ঘরে কোন প্রাণীর ছবি থাকলে রহমত হতে সে ঘর বঞ্চিত হয়। হযরত আবূ তালহা রা. হতে বর্ণিত রাসূল সা. ইরশাদ করেন- لَا تَدْخُلُ الْمَلٰئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ اَوْ تَصَاوِيْرُ অর্থ: সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না যে ঘরে রয়েছে কুকুর অথবা অন্য কোন প্রাণীর ছবি। (মিশকাত: ৩৮৫)

হযরত আয়েশা রা. আরো বলেন- আমি একবার ছবিযুক্ত একটি বালিশ ক্রয় করলাম। রাসূল সা. তা দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরে প্রবেশ করলেন না। চেহারা মুবারকে রাগের ছাপ দেখতে পেয়ে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিই ধাবিত হব। (অর্থাৎ তাওবা করব কিন্তু বলুন) আমার অপরাধ কী? ঘরে প্রবেশ না করেই বললেন, এ বালিশ কার? আয়েশা রা. বললেন, আপনার জন্য খরীদ করেছি বসে তাতে হেলান দিবেন। রাসূল সা. বললেন, এ ছবির নির্মতাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাকে বলা হবে, দুনিয়াতে যা বানিয়ে ছিলে তাকে জীবিত কর। এরপর রাসূল সা. বললেন, যে ঘরে ছবি থাকবে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করবে না।[৩৩৩]

অশ্লীল নভেল পড়লে অন্তরের নূর চলে যায়

দীনী কিতাব পড়া ও শোনার দ্বারা স্বভাব চরিত্র সুন্দর হয়, চিন্তা-চেতনায় মন-মগজে নূর সৃষ্টি হয়। অন্তর বিকশিত হয়। বিপরীত দিকে অশ্লীল নভেল পড়লে চরিত্র হনন হয়। মানুষ লজ্জাহীন হয়ে যায় এবং উদাসীনতা বৃদ্ধি পায়। তাই অশ্লীল নভেল জাতীয় বই পুস্তক পড়া থেকে বিরত থাকা জরুরি।

---

[৩৩৩] মিশকাত: ৩৮৫।

কুরআন হাদীসের শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা জরুরি। হযরত জাবির রা. বলেন, একবার হযরত রাসূল সা. খুৎবা দানকালে হামদ ও ছানার পরে ইরশাদ করলেন-

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

সর্বোৎকৃষ্ট কথা হল আল্লাহর কালাম। আর সর্বোৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতি হল মুহাম্মদ সা. এর জীবন পদ্ধতি। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হল বিদআ'ত এবং প্রত্যেক বেদআতই গোমরাহ পথহারা। (মিশকত: ২৭)

পরিবেশের প্রভাবেই সন্তান খারাপ হয়ে যায়

আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পরিশুদ্ধ অন্তর দিয়ে। পরিবেশই তাকে কলুষিত করে। বিপথগামী করে। তাই খারাপ লোকদের সংস্রব থেকে বেঁচে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। সৎ লোকদের সঙ্গ নিবে। বিশেষত শিশু কিশোরদেরকে অসৎ সঙ্গ থেকে ফিরিয়ে রাখারা সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। নচেৎ তাদের পরিণতি অশুভ হবে। পরিণাম হবে তাদের জন্যে অমঙ্গলজনক। তারা সমাজের বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিবে।

আজ সমাজের এ অধঃপতনের মূল কারণ হল, পিতা-মাতা শুরু থেকে বাচ্চাদের আতি আদর করে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ছেড়ে দেয়। তাদের কোন কাজে বাধা দেয় না। সুযোগ বুঝে আদরের সন্তান যখন বিপথগামী হয়ে পড়ে, এরপর পিতা মাতার টনক নড়ে। হত বিহ্বল হয়ে তখন মুষড়ে পড়ে আর অঝরে অশ্রু ফেলে। হযরত আবু হুরায়রা রা. ইরশাদ করেন-

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

প্রত্যেক সন্তানই স্বভাবজাত ধর্ম ইসলাম নিয়েই জন্মগ্রহণ করে, তার পিতা মাতাই তাকে ইয়াহুদী বানায়, অথবা ঈসায়ী বানায় বা মূর্তিপূজক করে গড়ে তোলে। (মিশকাত: ২১)

অর্থাৎ সন্তান যে সমাজে বা পরিবেশে জন্মগ্রহণ করবে সে সমাজের রঙ্গেই রঙ্গিন হবে।

পাশ্চাত্য কৃষ্টি কালচারের অশুভ পরিণাম

বিশ্ব আজ পশ্চিমা কৃষ্টি কালচারে মোহগ্রস্ত। পশ্চিমাদের অনুকরণ অনুসরণ করা আজ গর্বের বিষয়। অধিকাংশ মুসলমানের কাছে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি আজ অপছন্দনীয় হয়ে উঠেছে। পশ্চিমাদের অনুকরণ অনুসরণ করেই জীবন যাপন করছে। রাসূল সা. ও সাহাবীদের অনুকরণ অনুসরণ এবং তাঁদের নির্দেশিত পথে পরিচালিত হওয়াটা আজ নিন্দনীয়। সমাজ হেয়তায় পরিণত হয়েছে। কোন এক কবি বলেছিলেন-

وضع میں ہو تم نصاری تمدن میں یہود

مسلماں ہی جنہیں دیکھکر شرمائیں یہود

এ অপসংস্কৃতি থেকে বাঁচার উপায় হল বিধর্মীদের সংস্কৃতি ছেড়ে দিয়ে মুসলমানগণ স্বীয় সংস্কৃতিকে আপন করে নিতে হবে। সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী কৃষ্টি-কালচারকে বাস্তবায়ন করে, দৈনন্দিন জীবনে রাসূল সা. এর সুন্নতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হবে। আর বিজাতীয় সংস্কৃতি ছেড়ে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে, তা না হলে মুসলমানদের মান সম্মান ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। আল্লাহর সাহায্য রহমত থেকে বঞ্চিত হবে মুসলমান। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. ইরশাদ করেন- مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُم যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের বেশ-ভূষা গ্রহন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। -(মিশকাত: ৩৭৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফাসেক ফুজ্জারের বেশ-ভূষা গ্রহন করবে সে ফাসেক ফুজ্জারেরই অন্তর্ভূক্ত। আর যে আল্লাহ ওয়ালাদের বেশ-ভূষা গ্রহন করবে সে আল্লাহ ওয়ালাদেরই অন্তর্ভূক্ত। এ হাদীসের মাঝে তাদের জন্যে সুসংবাদ যারা সৎ লোকদের বেশ-ভূষা গ্রহন করবে। আর তাদের জন্যে দুঃসংবাদ যারা ফাসেক ফুজ্জারের অনুকরণ করে তাদের বেশ-ভূষা গ্রহন করে। অনুরূপভাবে যে সকল মহিলা পুরুষের বেশ-ভূষা গ্রহন করে বা কোন পুরুষ মহিলার বেশ-ভূষা গ্রহন করে তাদের সম্পর্কেও হাদীসে কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

আল্লাহর লানত সেই পুরুষদের ওপর যারা নারীর বেশ-ভূষা ধারণ করে এবং সে নারীদের ওপর যারা পুরুষের বেশ-ভূষা ধারণ করে। (মিশকাত: ৩৮০)

হযতর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন-

لَعَنَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ

রাসূল সা. নারীর বেশ-ভূষা গ্রহণকারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশ-ভূষা গ্রহণকারী নারীদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও। (মিশকাত: ৩৮০)

এ হাদীস পরিষ্কার করে দিল যারা অপরের আকৃতি ধারণ করতে চায় বা কোন নারী পুরুষের কিংবা কোন পুরুষ নারীর বেশ-ভূষা গ্রহণ করে তারা অভিশপ্ত। আল্লাহর রহমত থেকে তারা বঞ্চিত।

এদিকে যারা শত লাঞ্ছনা-গাঞ্জনা সহ্য করে সংকটম মুহূর্তেও রাসূল সা. এর সুন্নতকে আঁকড়ে ধরে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করছে তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। বিনিময়ে তারা পাবে একশত শহীদের সাওয়াব। জান্নাতে তাদের আবাস হবে রাসূল সা. এর সাথে।

হযরত আবু হুরায় রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ فَلَهُ أَجْرُ مِأَةِ شَهِيْدٍ

যে ব্যক্তি আমার উম্মত বিগড়ে যাওয়ার সময়ে আমার সুন্নত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে তার জন্যে রয়েছে একশত শহীদের সওয়াব।

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন-রাসূল সা. ইরশাদ করেন,

مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ أَحَبَّنِيْ وَمَنْ أَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ

যে আমার সুন্নতকে ভালবাসে সে আমাকেই ভালবাসে। আর যে আমাকে ভালবাসে সে জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে। (মিশকাত: ৩০)

এ হাদীসগুলো পড়ে চিন্তা করা চাই, ভাবা চাই। এ যুগে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার আমাদের কতোটা না পুণ্যের অধিকারী করবে। পশ্চিমা কৃষ্টি-কালচার আমাদের কতোটা ক্ষতি করছে। আল্লাহ সকল

মুসলমানকে পাশ্চাত্যের এ অপসংস্কৃতি ও কৃষ্টি কালচার থেকে বেঁচে থেকে ইসলামী কালচার মেনে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

অনর্থক আলোচনা থেকে বিরত থাকা জরুরি

আজকাল একটা বিষয় ব্যাপক আকার ধারণ করেছে- তা হল, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকজনও শরীয়তের বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করে। মূল মাসআলা সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান লাভ করুক বা না করুক তারা এর হাকীকত-গুরুত্ব জানতে উঠে পড়ে লেগে যায়। অথচ সকল জিনিসেরই একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি থাকে যা অতিক্রম করা ঠিক না। কেউ যদি অতিক্রম করতে চায় তাকে বিরত রাখতে হয়। কিন্তু তারা এর কোন ভ্রূক্ষেপই করে না।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সা. কে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। নবী সা. কুরআনুল কারীমের উদ্ধৃতি দিয়ে তখন সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত একটি বিষয়। তোমরা এটা বুঝবে না। কুরআনুল কারীমের অনেক সূরার শুরুতে রয়েছে হরফে মুকাত্তায়াত, যার মর্ম বুঝা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। মুমিন শুধু মশ্‌ক করেই যাবে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, মানুষ নানা বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা করতে থাকে। অবশেষে এ পর্যন্ত বলে বসে যে, আচ্ছা-আল্লাহ তা'আলা তো সব মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু অনুভব করে তখন যেনো বিনা দ্বিধায় বলে ওঠে, দূর হ্‌ শয়তান। আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। তিনি এসব থেকে পবিত্র। তাঁর রাসূলের প্রতিও ঈমান এনেছি। তিনি আমাদের কাছে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। (মিশকাত: ১৮)

হযরত সালমান ফারসীর রা. ইসলাম গ্রহণ

নাম সালমান, উপনাম আবু আবদুল্লাহ 'সালমানুল খায়র' নামেও প্রসিদ্ধ। পারস্যের 'রাজা হরমুয' এলাকার 'জি' শহরের বাসিন্দা তিনি। তাঁকে যখন কেউ প্রশ্ন করত তুমি কার ছেলে? উত্তরে বলতেন- أَنَا سَلْمَانُ بْنُ الْإِسْلَامِ আমি সালামান- ইসলামের সন্তান। (আল ইস্তেআব ২: ৫৬)

আমার আত্মার অস্তিত্বের মূল হল ইসলাম। ফলে ইসলামই আমার পৃষ্ঠপোষক, গুরুজন। فَنِعْمَ الْأَبُ وَنِعْمَ الْابْنُ আহ! কতোই না উত্তম পিতা-আর কতোই উত্তম সন্তান।

হযরত সালমান ফাসীর বয়স অনেক হয়েছিল। কেউ বলেন, তিনি হযরত মাসীহ ইবনে মারইয়াম-এর কাল পেয়েছেন। কেউ বলেন, মাসীহ ইবনে মরিয়ম এর কাল পাননি তবে তাঁর হাওয়ারীদের মধ্য থেকে কাউকে পেয়েছেন। হাফেয যাহাবী র. বলেন, সব কথার মূল হল, তাঁর বয়স আড়াইশত বছরের অধিক ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হযরত সালমান ফারসী নিজেই আমাকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এরূপ–

আমি পারস্যের 'জি' নামক অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলাম। আমার পিতা ছিলেন এ অঞ্চলে সর্দার। আমাকে খুবই আদর করতেন। চোখে চোখে রাখতেন। বাড়ীর বাইরে যেতে দিতেন না। ধর্মীয় দিক দিয়ে আমরা ছিলাম মূর্তিপূজক। আমার দায়িত্ব ছিল অগ্নিকুণ্ড পাহারা দেয়া। যাতে তা কখনো নিভে না যায়।

একদিন আব্বা কোন এক নির্মাণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে ফসলের সংবাদ নেয়ার জন্যে পাঠালেন। সতর্ক করে দিলেন, কোথাও দেরী করবে না। দ্রুত ফিরে আসাবে। বাড়ী থেকে বের হলাম। পথে দেখতে পেলাম একটি গীর্জা। তাতে কিসের যেনো শব্দ হচ্ছে। দেখার জন্যে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। দেখতে পেলাম, নাসারাদের একটি জামাত নামায পড়ছে। তাদের এ ইবাদাত আমার পছন্দ হল। আমার অন্তর বলল, এ ধর্ম আমাদের ধর্ম থেকে বহুগুণে উত্তম। লোকদের নিকট জানতে চাইলাম। এ ধর্মের মূল ঘাটি কোথায়? তারা জানাল 'শামে'। এরই মাঝে সূর্য ডুবে যায়। আব্বা আমাকে খোঁজার জন্যে লোক পাঠাল। বাড়ীতে ফিরলে আব্বা জানতে চাইলেন, কোথায় ছিলে? পুরো ঘটনা বর্ণনা করলাম। আব্বা আমাকে বললেন, দেখ বাবা, নাসারা ধর্মে কল্যাণ নেই। তোমার বাপ দাদার ধর্মই কল্যাণকর। আমি বললাম, এ হতেই পারে না। আল্লাহর শপথ করে বলছি, নাসারাদের ধর্ম আমাদের থেকে উত্তম। ফলে আব্বা আমার পায়ে বেড়ী লাগালেন। ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ। যেমন ফিরআউন মূসা আ. কে বলেছিলো- لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ -

আমাকে ছাড়া কাউকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করলে তোমাকে আবদ্ধ করে রাখব। (সূরা শোয়ারা: ২৯)

আমি গোপনে নাসাদের নিকট সংবাদ পাঠালাম, কোন কাফেলা শামে গেলে আমাকে যেন অবহিত করা হয়। কিছুদিন পর আমাকে জানান হল, নাসারাদের একটি ব্যবসায়ী দল শামে যাচ্ছে। আমি সুযোগ বুঝে বেড়ী খুলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম। তাদের সাথে শামের পথে যাত্রা শুরু করলাম।

শামে পৌছে জিজ্ঞেস করলাম- ঈসায়ীদের বড় পণ্ডিত কে? তারা আমাকে এক পাদ্রীর নাম বলল। আমি তার নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের পুরো ঘটনা জানালাম। সর্বশেষ তাকে বললাম- আপনার খিদমতে থেকে দনী শিখতে আগ্রহী। আপনার সঙ্গে নামায পড়ব। সে বলল, ঠিক আছে থাক। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, লোকটি ভালো নয়। অতি লোভী। অন্যদেরকে দান সাদকার প্রতি উৎসাহিত করে। অথচ তার কাছে এ গুলো জমা দিলে ফকীর মিসকীনদেরকে সে দেয় না। এভাবে সে আশরাফী দিয়ে সাতটি মটকা পূর্ণ করে। সে মারা গেল লোকজন সম্মানার্থে দাফন কাফনের জন্যে একত্রিত হল। তাদেরকে অবস্থা খুলে বললাম এবং সাতটি মটকা তাদের দেখালাম। লোকজন এগুলো দেখে বলল, আল্লাহর শপথ! এ ধরনের লোককে আমরা দাফন করব না।

তার স্থানে অপর একজন আলিমকে বসান হল। সালমান ফারসী ঐ আলিম সম্পর্কে বলেন- তার থেকে বড় কোন আলিম, কোন ইবাদাতকারী ইবাদতে বেশি মগ্ন আমার দৃষ্টিতে আর কেউ পড়েনি। আমাকে খুবই ভালো বাসত। আমিও সব সময় তার খিদমত করতাম। তার সময় ঘনিয়ে এলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি চলে গেলে আমি কার খিদমতে উপস্থিত হব। তিনি বললেন, মুসিল শহরের আলেমের কাছে চলে যাবে তার ইন্তিকালের পর আমি মুসিল শহরের আলেমের কাছে চলে গেলাম। তারপর তার অসিয়ত অনুসারে নাসীবিন শহরে এক আলিমের কাছে পৌছলাম। তার ইন্তেকালের পর তার অসিয়ত অনুযায়ী উমূরিয়া শহরের এক আলিমের কাছে পৌছলাম। যখন তারও সময় ঘনিয়ে এলো তাকে বললাম, আমি তো এতদিন অমুক অমুক আলিমের কাছে ছিলাম। আপনি চলে গেলে কার নিকট গিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করব?

ঐ আলিম বলল, আমি তো এখন কাউকে দেখি না যার নাম তোমাকে বলব। তবে শোন, এক নবীর আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। যিনি

ইবরাহিমী ধর্মের উপর চলবেন। মক্কায় তাঁর আবির্ভাব হবে। খেজুর বাগান সমৃদ্ধ এক স্থানে হিজরত করবেন। তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় তাহলে ঐ স্থানে অবশ্যই পৌছবে। ঐ নবীর আলামত নিদর্শন হল, তিনি সাদকার মাল খাবেন না কিন্তু হাদীয়া গ্রহণ করবেন। আর তাঁর দুই কাঁধের মাঝে মহরে নবুওয়াত থাকবে। তাঁকে দেখলে তুমি চিনতে পারবে।

এ সময় আমি কিছু গরু ছাগলের মালিক হয়েছিলাম। ঘটনাক্রমে আরবের পথে গমনকারী একটি কাফেলা পেয়ে গেলাম। তাদের বললাম, আমাকে তোমরা নিয়ে চল এই গরু ছাগল তোমাদের দিয়ে দেব। তারা প্রস্তাবে রাজি হয়ে আমাকে বরণ করে নিল। ওয়াদী উপত্যকায় পৌছলে তারা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এক ইহুদীর কাছে গোলাম বলে আমাকে বিক্রি করে দেয়। নতুন এ মনিবের সঙ্গে যখন চললাম। দেখতে পেলাম অনেক খেজুর গাছ। আমার মনে হল- এ ভুমি হয়তো সেই ভূমি। কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছিল না। বনু কুরায়যার এক ইহুদী এসে আমাকে তার থেকে কিনে নিয়ে মদীনায় পৌছল। মদীনায় পৌছেই চিনে ফেললাম এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাসও হলো এই সে শহর যার কথা আমাকে বলা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে হযরত সালমান ফারসী রা. হতে বর্ণিত আছে-তিনি বলেন, এভাবে আমি দশবার হাত বদল হয়েছি। আমার মালিক পরিবর্তন হয়েছে। অল্প মূল্যেই মানুষ জন সালমানকে বিক্রি করত। মদীনার বনু কুরায়যার ঐ ইয়াহুদীর নিকট থেকে তার বাগানে কাজ করতাম। আল্লাহ তা'আলা রাসূল সা. কে মক্কায় প্রেরণ করেছেন। কিন্তু যেহেতু আমি গোলাম এই কাজের ব্যস্ততায় এ সম্পর্কে জানতে পারিনি।

রাসূল সা. যখন হিজরত করে কুবায় বনী আমর বিন আউফ এর বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন সে সময় আমি খেজুর গাছে উঠে কাজ করছিলাম। আমার মনিব গাছের নিচে বসেছিল। এসময় মনিবের চাচাতো ভাই এসে মনিবকে বলল- আল্লাহ কয়লা সম্প্রদায় তথা আনসারদের ধবংস করুক। কুবাতে এক লোকের নিকট লোকজন একত্রিত হচ্ছে। ঐ লোক বলে, সে নবী এবং আল্লাহর প্রেরিত দূত।

সালমান রা. বলেন, আল্লাহর শপথ, এগুলো শুনে আমার মাঝে কম্পন সৃষ্টি হল। আমার পুরো শরীর কেঁপে উঠল। মনে হচ্ছিল এক্ষুনি আমার

মনিবের ওপর পড়ে যাব। ঐ দুই ইহুদী আমার এ অবস্থা দর্শনে অবাক হয়ে গেল। তখন আমি আবৃত্তি করলাম–

خَلِيْلِيْ لَا وَاللهِ مَا اَنَا مِنْكُمْ اِذَا عَلِمَ مِنْ اٰلِ لَيْلٰى بَدَالِيَا

পরিশেষে গাছ থেকে আগন্তুক ইহুদীকে বললাম, ঠিক করে বলতো কী বলছিলে? আমাকেও কিছু শোনাও। আমার এ অবস্থা দেখে মনিব রেগে আমাকে এক থাপ্পড় মেরে বলল, এতে তোমার কী? তুমি তোমার কাজ কর। সন্ধ্যা হলে কাজ সেরে নিজের কাছে যা জমা ছিলো তা নিয়েই রাসূল সা. এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। রাসূল সা. তখন কুবায়। আরজ করলাম- মনে হচ্ছে আপনার ও আপনার সাথীদের কাছে কিছু নেই। আপনাদের অনেক কিছু প্রয়োজন। তাই আপনার এবং সাথীদের জন্যে কিছু সাদকা পেশ করতে চাই।

রাসূল সা. নিজের জন্যে সাদকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। বললেন, আমি সাদকা খাই না। সাথীদের অনুমতি দিয়ে বললেন, তোমরা গ্রহণ কর। সালমান ফারসী রা. বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর শপথ! এটা হলো তিন আলামতের একটি।

ফিরে এলাম। আরো কিছু জমা করলাম। রাসূল সা. মদীনায় আগমন করলে আমি উপস্থিত হয়ে আবেদন করলাম। আমার অন্তর চাচ্ছে আপনার খিদমতে কিছু পেশ করতে। আপনি তো সাদকা গ্রহণ করেন না তাই এ হাদীয়া নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। রাসূল সা. সাদরে গ্রহণ করে নিজে খেলেন সাহাবাদেরও দিলেন। আমি মনে মনে বললাম এটা হল দ্বিতীয় নিদর্শন।

ফিরে এলাম। দু চারদিন পর আবার উপস্থিত হলাম। রাসূল সা. তখন একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। সাহাবাদের একটি দলও তাঁর সঙ্গে। রাসূল সা, ছিলেন মাঝে। আমি সালাম দিয়ে পেছনে গিয়ে বসলাম মহরে নবুয়ত দেখার জন্যে। রাসূল সা. আমার মনোভাব বুঝতে পেরে পেছন থেকে চাদর উঠিয়ে দিলেন, তা দেখেই চিনে ফেললাম। উঠে গিয়ে চুমু খেলাম। রাসূল সা. বললেন, সামনে এসো। সামনে এসে বসলাম। হে ইবনে আব্বাস! তোমাকে যেভাবে নিজের এ কাহিনী বললাম অনুরূপ রাসূল সা. এর সামনে সাহাবাদের উপস্থিতিতে বর্ণনা করলাম। সে সময়ই ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলাম। রাসূল সা. ও খুব খুশী হলেন।

এরপর আমি আমার মনিবের কাজে লিপ্ত হলাম। তাই বদর ও ওহুদ যুদ্ধে শরীক হতে পারিনি। রাসূল সা. আমাকে বললেন, হে সালমান! তোমার মনিবের সঙ্গে চুক্তি-কিতাবাত করে নাও। ফলে মনিবকে প্রস্তাব দিলাম। উত্তরে মনিব বলল, ঠিক আছে। চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ এবং তিনশত খেজুর চারা রোপণ করে দিবে। এগুলো যখন ফল দিবে তুমি তখন আযাদ-স্বাধীন। সালমান ফারসী রা. রাসূল সা. এর নির্দেশে এ কিতাবাতের চুক্তিকে গ্রহণ করে নিলেন। আর এদিকে রাসূল সা. সাহাবাদের উৎসাহিত করলেন সালমান রা. কে খেজুরের চারা দিয়ে সাহায্য করতে। তাই কেউ ৩০টি, কেউ ২০টি, কেউ ১৫টি, কেউ ১০টি, একটি ঘের তৈরী কর। ঘের তৈরী হয়ে গেলে রাসূল সা. নিজ হাতে সকল চারা রোপন করলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। ফলে দেখা গেল বছর শেষ না হতেই সব গাছে ফল ছাড়ল। একটি গাছও বাদ রইল না। সব গাই ফলে পরিপূর্ণ হয়ে পড়ল। গাছের ঋণ এভাবেই শোধ হল। রয়ে গেল দেরহামের ঋণ।

একদিন একব্যক্তি এসে রাসূল সা. কে ডিমের মতো একটি স্বর্ণের টুকরো হাদিয়া দিল। রাসূল সা. তা পেয়েই ডাক ছাড়লেন- আরে মিসকিন মাকাতিব কোথায়? অর্থাৎ সালমান ফারসী রা. কোথায়? তাঁকে ডাক। রাসূল সা. তাকে ডিমের মতো স্বর্ণের টুকরোটি দিয়ে বললেন, এটা নিয়ে যাও। আল্লাহ তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! স্বর্ণের পরিমাণ একবারেই অল্প। এ দ্বারা আমার ঋণ শোধ হবে কী করে? রাসূল সা. বললেন যাও। আল্লাহ্ তোমার ঋণ শোধ করে দেবেন। ফলে যখন আমি মাপলাম দেখলাম চল্লিশ উকিয়াই আছে। আমার ঋণ শোধ হয়ে গেল। গোলামী থেকে মুক্তি পেলাম। স্বাধীনতার স্বাদ নতুন করে উপভোগ করলাম। খায়বর যুদ্ধে রাসূল সা. এর সঙ্গী হলাম। এরপর আর কোন যুদ্ধ হতে পিছপা হইনি।[৩৩৪]

নোট: হাফেয ইবন কাইয়ুম র. বলেন, সালমানের নাম জানতে চাইলে শুনে রাখ: তার নাম আবদুল্লাহ। নেসবত ইবনুল ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের সন্তান। তাঁর সম্পদ হল দারিদ্র্য, দোকান হলো তার মসজিদ। ইপার্জন হল ধৈর্য। পোশাক হল তাকওয়া, বালিশ হল তার বিনিদ্র রজনী। তাঁর বিশেষ

---

[৩৩৪] সীরাতে ইবনে হিশাম ১: ৭৭৩।

বৈশিষ্ট্য হল, রাসূল সা. এর ঐতিহাসিক উক্তি- سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ সালমান আমার পরিবারের সদস্য।

তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সত্তার অন্বেষণ ও তার সন্তুষ্টি। গন্তব্য হল তাঁর জান্নাত। আর তাঁর পথ প্রদশক কে জানতে চাও? তাহলে স্মরণ রেখ, তার হাদী- পথ প্রদর্শক হল ইমামুল মুত্তাকীন- হাদীউল খালাইক ইলা রাব্বিল আলামীন, সায়্যিদুল আউয়ালীন ওয়াল আখেরীন, খাতেমুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন সা.। (আল ফাওয়াইদু লি ইবনিল কায়্যিম ৪১)

হযরত আবু হুরায়রা রা. এর স্মৃতিশক্তি প্রখর হল যেভাবে

এক: হযরত আবু হুরায়রাত রা. বলেন, রাসূল সা. আমাকে বললেন, কি ব্যাপার? তোমার সাথীরা আমার কাছে গনীমতের মাল চায় অথচ তুমি চাও না? নিবেদন করলাম আমি তো আপনার থেকে এটাই চাই যে, আল্লাহ আপনাকে যে ইলম দান করেছেন তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দিবেন। এরপর কোমর থেকে পাড় বিশিষ্ট চাদর রাসূল সা. এর সামনে মেলে ধরলাম। সে দৃশ্য আজো আমার চলতে ফিরতে চোখে ভাসে। রাসূল সা. আমাকে একটি হাদীস শুনালেন। এরপর আমাকে বললেন, তুমি এ চাদরকে এখন গুটিয়ে শরীরের সঙ্গে বেঁধে ফেল। তাই করলাম। এ ঘটনার পর রাসূল সা. যা ইরশাদ করেছেন তার থেকে একটি হরফও আমি ভুলিনি।

দুই: হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, লোকজন একথা বলে যে, আবু হুরায়রা রা. অনেক হাদীস বর্ণনা করে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমাদের সকলকেই আল্লাহর নিকট যেতে হবে। (ভূল বর্ণনা কলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাকড়াও করবেন। যারা আমার সম্পর্কে অমূলক ধারণ পোষণ করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।) লোকজন একথা বলে! আনসার ও মুহাজির সকলে মিলেও আবু হুরায়রার সমপরিমাণ হাদীস বর্ণনা করতে পারে না। (এর কারণ হল) আমার মুহাজির ভাইরা বাজারে বেচা কেনায় লিপ্ত থাকত আর আনসার ভাইরা ক্ষেত খামারে লিপ্ত থাকত। আমি ছিলাম নিঃস্ব অসহায়। অন্যান্য সাথীরা যখন নিজ কাজে ব্যস্ততার কারণে দরবারে রিসালাতে অনুপস্থিত তখনও আমি দরবারে উপস্থিত।

অন্যরা উপস্থিত হয়ে যা শুনত নিজ কাজে ফিরে গিয়ে তা ভুলে যেত। আর আমি সব স্মরণ রাখতাম।

তিন: একদিন রাসূল সা. বললেন- তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আমার সামনে তার কাপড় মেলে ধরবে, আর আমার কথা শেষ হলে তা গুটিয়ে বুকের সঙ্গে মিলাবে সে আমার কোন কথা ভুলবে না। আমি সঙ্গে সঙ্গেই কোমর থেকে চাদর মেলে ধরলাম। এ চাদরটি ছাড়া আমার ভিন্ন কোন কাপড় ছিল না। এরপর রাসূল সা. যখন তাঁর কথা শেষ করলেন চাদরটি বুকের সঙ্গে পেচিয়ে নিলাম। ঐ সত্তার শপথ! যিনি তাঁকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আজ পর্যন্ত তাঁর কথা থেকে একটি শব্দও ভুলিনি। আল্লাহর শপথ যদি কুরআনুল কারীমের এ দু আয়াত না থাকতো যাতে ইলম গোপন করতে নিষেধ করেছে তাহলে লোকজনের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করতাম না। আয়াত দুটি হল-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَابِ – أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُولٰئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ – وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

নিশ্চয়ই আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্যে কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে লানত দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু যারা তওবা করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে এরাই তারা যাদের তাওবা আমি কবুল করি। আমি অতিশয় তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা : ১৫৯-১৬০)

চার: হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, লোকজন বলাবলি করে। আবু হুরায়রা রা. অনেক হাদীস বর্ননা করে, মূল কথা হল, আমি রাসূল সা. এর নিকট সর্বদা উপস্থিত থাকতাম। আমার কোন পিছুটান ছিল না। না খেয়ে দিন পার করেছি। রুটিও নেই, পোশাকও নেই। আমার কোন সেবকও ছিল না। ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বাঁধতাম। কখনো এমনও হয়েছে কুরআনের একটি আয়াত আমার জানা আছে, তবুও কাউকে পেলে বলতাম আমাকে এ আয়াতটি শিখিয়ে দাও। আমার উদ্দেশ্য হল যাতে করে আমাকে সে সাথে

করে ঘরে নিয়ে যায় এবং আমাকে কিছু খেতে দেয়। মিসকীনদের বন্ধু ছিলেন হযরত জাফর বিন আবি তালিব রা.। আমাকে সাথে করে ঘরে নিয়ে যেতেন। যা থাকত তাই আমাকে খেতে দিতেন। কখনো এমন দেখেছি মধুর বোতল বা ঘির পাত্র নিয়ে এসেছেন। সে পাত্রে কিছুই থাকতো না তা সত্ত্বেও ঐ পাত্র ভেঙ্গে যেটুকু পেতাম তা চেটে খেতাম। (হায়াতুস সাহাবা ৩: ১৮৯)

দীন প্রচারের জন্যে বাদশাহ্ আলমগীরের কৌশল অবলম্বন

বাদশা আলমগীর যখন খিলাফতের আসনে সমাসীন হন তখন সমাজে আলিমদের কোন মান মর্যাদা ছিল না। তারা ছিল উপেক্ষিত। আলমগীর ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান। আলিমদের মান সম্মান জানতেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আলিমদের মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ জন্যে কোন ঘোষণা দিয়ে ফরমান জারী করলেন না; বরং এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তাহল- নামাযের সময় হলে তিনি ঘোষণা করলেন, মনে বড় আশা আজ যদি দাকানের নবাব এসে আমাকে অযু করিয়ে যেত। শোনা মাত্রই দাকানের নবাব উপস্থিত। সাত সালাম দিল। নিজেকে ধন্য মনে করল। বাদশাহ্ আমার হাতে অযু করতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে অযু করাব। মনে মনে ভাবল হয়তো আজ নতুন কোন এলাকার জমিদারী মিলবে। বাদশাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই ছুটে গিয়ে বদনা ভরে পানি এনে অযু করাতে শুরু করল। আলমগীর রহ. প্রশ্ন করলেন- অযুর ফরজ কয়টি? সে জীবনে কখনো অযু করেছে কি না তার কোন খবর নেই। ফলে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। কী উত্তম দিবে? আবার প্রশ্ন করলেন, ওয়াজিব কয়টি? উত্তর পেলেন না, পুনরায় প্রশ্ন করলেন, সুন্নত কয়টি? তারও উত্তর পেলেন না।

আলমগীর র. বললেন, বড়ই দুঃখের বিষয়- হাজারো মানুষের ওপর কর্তৃত্ব চালাও, লাখো মানুষ চারিয়ে বেড়াও। তোমার নাম মুসলমান, তোমার জানা নেই অযুর ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত কতগুলো? আমি আশা করব আগামীতে তোমাকে এ অবস্থায় আমি দেখতে পাব না।

আরেক নবাবকে বললেন, তুমি আজ আমার সঙ্গে ইফতার করবে। সে বলল, এতো আমার জন্যে খুবই ভাগ্যের বিষয়। তা না হলে এ ফকিরকে কেন বাদশাহ্ সালামত স্মরণ করবেন?

ইফতারের সময় হলে বাদশা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রোযা ভঙ্গের কারণ কয়টি? ঘটনাক্রমে সে রোযাদার ছিল না, তার জানাও নেই রোযা ভঙ্গের কারণ কয়টি। চুপচাপ বসে রইল। জবাব দেবে কী? আলমগীর র. বললেন, বড়ই আশ্চর্যের বিষয় আত্মমর্যাদার বিষয়, তুমি মুসলমানদের সর্দার, এক এলাকার গর্ভনর। হাজারো মানুষ তোমার হুকুমে ওঠা বসা করে। অথচ তোমার জানা নেই কয় কারণে রোযা ভঙ্গ হয়?

এ ভাবে কাউকে জিজ্ঞেস করলেন যাকাতের মাসআলা সম্পর্কে। তারও করুণ দশা হল। কাউকে আবার প্রশ্ন করলেন, হজ্জের বিষয়ে। মোটকথা, সকলেই ফেল করল। আর সকলকেই বাদশাহ এক কথাই বললেন। সামনে যেন এমনটি না দেখতে হয়। বাদশাহর দরবার থেকে বের হতেই সকলে বুঝতে পারল সকলের উপলব্ধি হল, তাকে মাসআলা সম্পর্কে অবগত হতে হবে। এ জন্যে প্রয়োজন মৌলভী সাহেবের। এদিকে মৌলভী সাহেবরা সুযোগ পেয়ে বসল। কেউ বলল, আমাকে পাঁচশত টাকা বেতন দিতে হবে। নবাব বলল, এক হাজার দিব তবুও আমাকে শিখাতে হবে। আমার জমিদারী চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমার রাজত্ব কেড়ে নেয়া হবে। যত আলিম তালিবুল ইলম ছিল সকলের ঠিকানা সংগ্রহ করা হল। তাদের খুঁজে খুঁজে বের করতে শুরু করল। তাদের মোটা অঙ্কে বেতন দিয়ে রাখতে সম্মত হল। আর সকল নবাব আমীর মাসআলা শিখে দীনের ওপর চলতে শুরু করল। ফল দাঁড়াল আলিমদের মর্যাদাও পতিষ্ঠা পেল। আমীর নবাবগণ দীন শিক্ষা করে আমলও শুরু করল। সমাজের চিত্র পরিবর্তিত হল।

ভূপাল রাজ্যের ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন

ভূপালে একটি স্বাভাবিক নিয়ম ছিল যদি কোন গরীব অসহায় লোক তার ছেলেকে মক্তবে ভর্তি করে তাহলে ঐ ছেলে যখন লেখাপড়া শুরু করবে তখন থেকে সে মাসিক এক টাকা ভাতা পাবে। দ্বিতীয় পারা শুরু করলে দুই টাকা। এভাবে ত্রিশ পারা যে পড়বে সে তখন ত্রিশটাকা ভাতা পাবে। আর সে সময়ের ত্রিশ টাকা যা প্রায় ষাট বৎসর পূর্বের কথা। বর্তমানে তিনশত টাকা সমমানের। সে সময় ছিল দুর্ভিক্ষের সময়। অভাব অনটনের সময়। এ ভাতা নির্ধারণের ফলে সকল গরীব লোকজন তার সন্তানকে মাদরাসায় ভর্তি করে দিল। এভাবে হাজারো মানুষ তার সন্তানকে মাদারাসায় ভর্তি করেছে।

হাজারো হাফেযে কুরআন তৈরী হয়েছে। এবং সেখানকার সকল মসজিদে হাফেযে কুরআন দ্বারা আবাদ হয়েছে।

শিক্ষকের আদাব ও মর্যাদা এবং তালিবুল ইলমদের সম্মান

হযরত আলী রা. বলেন, তোমাদের শিক্ষকের অধিকারগুলো হল-

১. তাকে বেশি প্রশ্ন করবে না, উত্তর নেয়ার জন্যে জোর করবে না।

২. তোমার দিক থেকে যখন সে অন্যের দিকে মনোযোগ দেয় তখন তাকে জোরাজুরি করিবে না।

৩. সে চলে যেতে চাইলে তাকে আটকাতে চেষ্টা করবে না।

৪. হাত চোখ দিয়ে তার দিকে ইঙ্গিত করবে না।

৫. মজলিসে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না।

৬. তার ভুলত্রুটি খুঁজবে না।

৭. তার কোন ভুল হয়ে গেলে শুধরে নেয়ার অপেক্ষায় থাক।

৮. যখন সে ভুল স্বীকার করবে তখন তা গ্রহণ করে নিবে।

৯. তাকে একথা বল না অমুক আপনার বিরোধিতা করে।

১০. তার কোন গোপন জিনিসকে প্রকাশ করবে না।

১১. তার নিকট কারো গীবত করবে না।

১২. সামনে পেছনে সব সময়ে তার সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখবে।

১৩. সকল মানুষকেই সালাম দিবে। উস্তাদকে সালাম দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ খেয়াল রাখবে।

১৪. তার সামনে বসবে।

১৫. উস্তাদের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে আগ বাড়িয়ে তাকে সহযোগিতা করবে।

১৬. তার সংস্পর্শে যতক্ষণ থাকবে নিজেকে গুটিয়ে রাখবে না। কেননা শিক্ষক হল খেজুর গাছের মত। যার থেকে সব সময় উপকারের আশা করা যায়। আলিম হল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ রত রোযাদার মুজাহিদের মতো। এমন আলিম দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলে ইসলামের এমন এক ফাটল ধরে যা কিয়ামত পর্যন্ত আর ঠিক হয় না।

আসমানের সত্তর হাজার ফেরেশতা তালিবে ইলমের ইকরামের জন্যে নিয়োজিত থাকে। (হায়াতুস সাহাবা ৩: ২৪২)

মদীনার বক্তাকে আয়েশা রা. এর তিন উপদেশ

হযরত শাবী রা. বলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. মদীনাবাসীর বক্তা হযরত ইবনে আবী সাইব রা. কে বললেন, তিন কাজে আমার কথা মানতে হবে। তা না করলে আপনার আমার সঙ্গে কঠিন ঝগড়া হবে। হযরত ইবনে আবী সাইব রা. বললেন, কাজ তিনটি কী? উম্মুল মুমিনীন! বলুন, আমি অবশ্যই আপনার কথা মান্য করব। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বললেন,

প্রথম কাজ হল, তুমি দু'আর মাঝে তাকাল্লুফ-লৌকিকতা করে ছন্দ মিলাবে না। কেননা রাসূল সা. এবং তাঁর সাহাবীগণ ইচ্ছা করে কখনো এমনটি করেননি।

দ্বতীয় হল, সপ্তাহে একদিন বয়ান করবে। বেশি থেকে বেশি দুই দিন সর্বোচ্চ তিন দিন। এর বেশি করবে না। তা না করলে লোক জন আল্লাহর কিতাবের প্রতি উদাসীনতা দেখাবে।

তৃতীয় হলো- এমন যেন কখনো না হয়, তুমি কোথাও গেছ সেখানকার লোকজন কথা বলছে, আর তুমি সেখানে পৌছে তাদের কথা কেটে নিজের বয়ান শুরু করে দিলে; বরং তাদেরকে তাদের কথা বলতে দাও। তোমাকে যখন সুযোগ দিবে এবং বলতে বলবে তখনই কেবল বয়ান করবে।

(হায়াতুস সাহাবা ৩: ২৩৯)

তাকওয়ার গুরুত্ব

অভ্যন্তরীণ একটি আমল হল তাকওয়া। কুরআনুল কারীম তার দ্বিতীয় সূরার শুরুতে ঘোষণা করেছে– هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ এ কিতাব মুত্তকীদের জন্যে পথ প্রদর্শক। (সূরা আল বাক্বারা: ২)

মুত্তাকীদের জন্যে পরকালে রয়েছে অগণিত নেয়ামত। যার সুসংবাদ কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে রয়েছে। إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ

মুত্তকীরা থাকবে জান্নাতে ও আরাম আয়েশে। (সূরা তূর: ১৭)

কুরআনে অসংখ্য আয়াতে তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ দেয়া হয়েছে। তা অর্জনের পন্থাও বলে দিয়েছে। সত্যবাদী লোকদের সঙ্গ অবলম্বনের জন্যে বলা হয়েছে– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হও।
(সূরা তাওবা: ১১৯)

আল্লাহর নিকট মান সম্মানের মাপকাঠি হল তাকওয়া। ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। (সূরা হুজরাত: ১৩)

ইখলাস-একনিষ্ঠতার গুরুত্ব

ইখলাসও অন্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। হৃদয়ের কাজ। কুরআনুল কারীমে এর গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল সা. কে আদেশ করা হয়েছে-

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ.

সুতরাং আল্লাহর ইবাদত কর, তার অনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে। (সূরা যুমার :২)

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ.

বল, আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তার ইবাদাত করতে।
(সূরা যুমার: ১১)

কুরআনুল কারীমে সাত স্থানে ইরশাদ হয়েছে- مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ. একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহর ইবাদত কর।

তাওয়াক্কুলের প্রতি উৎসাহ দান

তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতাও হৃদয়ের কাজ। এরও আদেশ দেয়া হয়েছে রাসূল সা. কে। সাথে সুসংবাদও দেয়া হয়েছে–

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

আল্লাহর ওপর নির্ভর কর। যারা নির্ভর করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আল ইমরান: ১৫৯)

সকল মুসলমানকে আদেশ দেয়া হয়েছে- عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ আল্লাহর প্রতিই যেন মুমিনগণ নির্ভর করে। (সূরা আলে ইমরান: ১২২)

কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে- পূর্ববর্তী নবীগণ তাদের উম্মতকে তাওয়াক্কুলের শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন হযরত মূসা আ. তার সম্প্রদায়কে লক্ষ করে বললেন, يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ.

হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাক। যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তার ওপর নির্ভর কর।

(সূরা ইউনুস: ৮৪)

আল্লাহ তা'আলা এক ঐতিহাসিক মূলনীতি ঘোষণা করেছেন-

مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُه. যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা তালাক: ৩)

ধৈর্যের শিক্ষা

ধৈর্য বাতেনী গুনাবলীর মধ্যে থেকে অন্যতম একটি গুণ। যার অর্থ হল স্বভাববিরোধী কোন কিছু ঘটলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা।

রাসূল সা. তাঁর জীবনের প্রতিটা সময়ে ধৈর্যের বাস্তাবায়ন করে গেছেন। তিনি ছিলেন ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক। কুরআনুল কারীম রাসূল সা. কে পথ দেখিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

আপনি ধৈর্যধারণ করুন। যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।

মুসলমানদের বলা হয়েছে- وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ.

তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে- ধৈর্যশীলদের জন্যে তাই উত্তম।

(সূরা আন নাহল: ১২৬)

হুকুমের সাথে সুসংবাদও দেয়া হয়েছে- وَاصْبِرُوا إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ.

তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

(সূরা আল আনফাল: ৪৬)

জান্নাতে ধৈর্যশীলদের জন্যে রয়েছে মহা পুরস্কার। ইরশাদ হয়েছে–

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ.

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনও প্রকাশ করেন নি। (সূরা আলে ইমরান: ১৪২)

হৃদয়ের উত্তম চারটি সম্পর্কে এ হল কুরআনুল কারীমের নমুনা স্বরূপ কয়েকটি আয়াত। এ সম্পর্কে কুরআন হাদীসের সকল বর্ণনাগুলোকে যদি একত্র করা হয় তাহলে বিশাল ভাণ্ডারে রূপ নিবে। এ নমুনাগুলো পেশ করার উদ্দেশ্য একথা বুঝান যে, শরীয়ত কেবল বাহ্যিক দিকেরই গুরুত্ব দেয়নি, বরং আত্মশুদ্ধি- হৃদয়কে পরিষ্কার করার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রেখেছে। এ উত্তম গুণগুলো অর্জন করা নামায রোযার মতোই ফরয। শুধু তাই না বরং এগুলো ছাড়া নামায রোযা পূর্ণই হবে না।

অহংকারের অপকারিতা

'রাযাইল' হলো হৃদয়ের এমন দুষ্কর্ম চরিত্র, যাকে কুরআন ও হাদীস হারাম ঘোষণা করেছে। তার বিষদ বিবরণ পেশ করা এখানে উদ্দেশ্য নয় তাই কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি- اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অহংকারকারীদের পছন্দ করেন না।

(সূরা নাহল: ২৩)

আর যাকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। তাই তো ইরশাদ হয়েছে- اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ

অহংকারকারীদের আশ্রয়স্থল কি জাহান্নাম নয়? (সূরা যুমার: ৬)

হাশরের মাঠের সুপারিশকারী, রহমাতুল্লিল আলামীনও পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন- لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

যে ব্যক্তির অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম শরীফ ১:৬৫)

লৌকিকতার পরিণাম

রিয়া লৌকিকতা এমনই এক ভয়াবহ ব্যাধি যা মানুষের বড় থেকে বড় ইবাদাতকে মিটিয়ে দেয়। নিষ্কর্ম করে দেয়। কুরআনুল কারীমের ঘোষণা-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ- اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآؤُوْنَ-

সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্যে সালাত আদায় করে। (সূরা মাউন)

রাসূল সা. রিয়াকে শিরকের প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন- রিয়া হল ছোট শিরক। তিনি বলেছেন–

اِنَّ اَخْوَفَ مَااَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ– قَالُوْا: وَمَا الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ: قَالَ الرِّيَاءُ– يَقُوْلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اِذَا جَازَى الْعِبَادُ بِاَعْمَا لِهِمْ اِذْهَبُوْا اِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَائُوْنَ فِى الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمُ الْجَزَاءَ–

তোমাদের সম্পর্কে আমার সবচেয়ে বড় ভয়ের বিষয় হল, ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ছোট শিরক কোনটি? রাসূল সা. বললেন, রিয়া। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বান্দাদেরকে যখন আমলের প্রতিদান দিবেন তখন যারা লোক দেখানোর জন্যে ইবাদত করেছিলে তাদের কাছে যাও এবং তাদের কাছে প্রতিদান পাও কিনা দেখ।

হিংসার অনিষ্ঠতা

হিংসা এমনই এক অন্তর ব্যাধি যা পরকালকে ধ্বংস করে দেয়। কুরআনুল কারীমে বর্ণিত ঘটনাবলী থেকে জানা যায় যে, এ গুনাহর কাজটি আসমানে সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছে। পৃথিবীতেও হয়েছে। অর্থাৎ হযরত আদম আ. এর সঙ্গে ইবলিস হিংসা করেছিল আসমানে। আর পৃথিবীতে সর্ব প্রথম হত্যাকাণ্ড যা হাবিলকে কাবিল হত্যা করেছিল এটাও হিংসার কারণে ঘটেছিল। হিংসুকের প্রভাব এতোই প্রবল যে, রাসূল সা. কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে আপনি এর অনিষ্টতা হতে মুক্তি কামনা করুন–

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. আপনি মুক্তি চান, হিংসুকের অনিষ্ট হতে সে যখন হিংসা করে। (সূরা ফালাক)

রাসূল সা. বলেছেন-

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ– فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

তোমরা হিংসা হতে বেঁচে থাক, কেননা হিংসা ভালোকে এমন করে ধ্বংস করে যেমন আগুন লাকড়ীকে ধ্বংস করে।

কৃপণতার অপকারিতা

কৃপণতা একটি মারাত্মক ব্যাধি, যা মানুষকে মালের কুরবানী হতে বিরত রাখে। অন্তরের এই ব্যাধিকে কুরআনুল কারীম ঐ সকল স্বভাব এর সাথে মিলিয়ে আলোচনা করেছে যে স্বভাবগুলো কাফেরদের জন্যে খাস। ইরশাদ হয়েছে–

وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى– وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى– فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى– وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُه اِذَا تَرَدَّى–

এবং যে কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংস্মপূর্ণ মনে করে। আর যা উত্তম তা অস্বীকার করে। তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পথ। এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না যখন সে ধ্বংস হবে। (সূরা লাইল: ৮-৯)

কৃপণতা যদি এ পর্যায়ে পৌছে যে, শরীয়ত মালের মধ্যে যে পরিমাণ দান করতে বলেছে তা না দেয় তাহলে কুরআনুল কারীমে তার সম্পর্কে ঘোষণা করেছে-

وَلَايَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّلَّهُمْ– سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্যে তা মঙ্গল, এ যেন তারা কিছুতেই মনে না করে, না এটা তাদের জন্যে অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে তাই কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি হবে। (সূরা আল ইমরান: ১৮০)

কৃপণতা মূলত অন্যের সঙ্গে হয় না বরং নিজের সঙ্গেই হয়। এর ফলে দুনিয়াতে মান সম্মান, আরাম আয়েশ পরকালের সাওয়াব মোটকথা সবকিছু থেকেই বঞ্চিত হতে হয়। কুরআনুল কারীম তাই কৃপণতার বাস্তবতা এভাবে তুলে ধরেছেন– فَمِنْكُمْ مَنْ يَّبْخَلُ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِه–

অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করে, যারা কার্পণ্য করে তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি। (মুহাম্মদ: ৩৮)

কৃপণতার সর্বনিকৃষ্ট নাম হলো (شُحّ) শুহ। কুরআনুল কারীমের ইরশাদ হয়েছে কল্যাণ ও সফলতা তাদের জন্যে যারা শুহ হতে মুক্ত।

وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِه فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ–

যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে তারাই সফলকাম।

(সূরা হাশর: ৯)

তাসাউফের পরিচয়

আল্লামা শফী র. বলেন-

هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِه أَنْوَاعُ الْفَضَائِلِ وَكَيْفِيَةِ اِكْتِسَابِهَا وَأَنْوَاعِ الرَّذَائِلِ وَكَيْفِيَةِ اِجْتِنَابِهَا–

অর্থাৎ এমন বিদ্যা যার দ্বারা প্রশংসনীয় গুণাবলী ও তা অর্জনের পদ্ধতি এবং দুশ্চরিত্রের প্রকার ও তা থেকে বাঁচার উপায় জানা যায়।

ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করা ফরয

নর-নারীর ওপর যেমনিভাবে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাসআলা শিক্ষা করা ফরজ এবং এর সম্যক জ্ঞান অর্জন করা ফরযে কেফায়া। অনুরূপ ইলমে তাসাওউফ শিক্ষা করে আখলাকে হামীদা অর্জন করা এবং আখলাকে যামিমা থেকে বেঁচে থাকা ফরয এবং তাসাওউফের সম্যক জ্ঞান শিক্ষা করা ও অন্যকে এর শিক্ষা দেয়া এবং সে অনুপাতে পরিচালনা করার ইলম শিক্ষা করা ফরযে কেফায়া।

সুফী ও মুরশীদের পরিচয়

ফিকাহর পণ্ডিতকে যেমন ফকীহ, মুফতী, মুজতাহিদ বলা হয় অনুরূপ তাসাওউফের সাধককে সুফী, মুরশিদ, শায়খ ও পীর বলা হয়। কুরআন হাদীস যেমনি একাকী শিখা যায় না প্রয়োজন পড়ে শিক্ষকের। অনুরূপভাবে তাসাওউফের শিক্ষা নিজে নিজে শিখা যায় না। স্মরণাপন্ন হতে হয় কোন এক মুরশিদের-পীরের। যিনি তাকে রাহনুমায়ী করেন। তাই প্রত্যেক জ্ঞানবান প্রাপ্ত বয়স্ক নর নারীর কর্তব্য হল আত্মশুদ্ধির জন্যে নিজেকে সপে দেয়া কোন এক পূর্ণ মানবের হাতে। যিনি কুরআন হাদীস অনুযায়ী গড়ে তুলবেন নিজ শিষ্যকে।

বায়আত সুন্নত, ফরয ও ওয়াজিব নয়

বায়আতের মূল উদ্দেশ্য হল- মুরশিদ ও মুরিদের মাঝে এক অলিখিত চুক্তি যাতে তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে এই মর্মে যে, মুরশিদ বলবে, আমি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান তাকে শিক্ষা দেব এবং সে অনুপাতে জীবন পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করব। মুরীদ এ অঙ্গীকার করবে, মুরশিদ যা বলবে তার ওপর অবশ্যই আমল করব।

এ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নামই বায়আত। এটা ফরযও নয় ওয়াজিবও নয়। এটা রাসূল সা. ও সাহাবাদের সুন্নত। এর ফলে উভয়ই দায়বদ্ধ হয়। কাজে গতি আসে। কাশফ ও কারামত মুখ্য বিষয় নয়। বরং মূল বিষয় হল শরীয়ত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। শরীয়ত মেনে চলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই হল তাসাওউফের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বাপ ছেলের আশ্চর্য ঘটনা

ইমাম কুরতুবী র. হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেন, একবার এক লোক এসে রাসূল সা. এর নিকট অভিযোগ করল, আমার পিতা আমার সম্পদ নিয়ে নেয়। রাসূল সা. তাকে বললেন, ঠিক আছে যাও তোমার পিতাকে নিয়ে এসো। এর মধ্যে জিবরাঈল আমীন এসে রাসূল সা. কে বললেন, ঐ লোকের পিতা উপস্থিত হলে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, ঐ কালিমাগুলো কি? যা তোমার অন্তরে উচ্চারিত হয়েছে অথচ তোমার কান তা শুনেনি? ঐ লোক তার পিতাকে নিয়ে উপস্থিত হল। রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? তোমার ছেলে অভিযোগ করল- তুমি নাকি তার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চাও? পিতা আরজ করল, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন আমি তো তার ফুফু-খালা এবং নিজের জন্যে ছাড়া অন্য কোথাও খরচ করি না। রাসূল সা. বললেন- বুঝেছি আর বলতে হবে না।

এরপর পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ঐ কালেমাগুলো কি? যা এখনো তোমার কান শোনেনি।

ঐ লোক আরজ করল- প্রতি কাজেই আপনার ওপর আল্লাহ আমার ঈমান বৃদ্ধি করে দিচ্ছে। একথা কেউ জানে না আপনি জানলেন কি করে? ঐ কালেমাগুলো হল কয়েকটি কবিতা যা শুধু অন্তরে উদয় হয়েছে। রাসূল সা.

বললেন, ঠিক আছে আমাকে কবিতাগুলো আবৃত্তি করে শোনাও। ফলে সে এই কবিতা গুলো আবৃত্তি করল-

غَذَوْتُكَ مَوْلُوْدًا وَمِنْتُكَ نَافِعًا _ تُعَلُّ بِمَا اَجْنِىْ عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ

اِذَا لَيْلَةٌ ضَافَتْكَ بِالسَّقَمِ لَمْ اَبِتْ _ لِسَقَمِكَ اِلَّا سَاهِرًا اَتَمَلْمَلُ

كَاَنِّىْ اَنَا الْمَطْرُوْقُ دُوْنَكَ بِالَّذِىْ _ طُرِقْتَ بِهٖ دُوْنِىْ فَعَيْنِىْ تَهْمَلُ

تَخَافُ الرَّدٰى نَفْسِىْ عَلَيْكَ وَاِنَّهَا _ لَتَعْلَمُ اَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ

فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِىْ _ اِلَيْهَا مَدَا مَا كُنْتُ فِيْكَ اُوَمِّلُ

جَعَلْتَ جَزَائِىْ غِلْظَةً وَفَظَاظَةً _ كَاَنَّكَ اَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ

فَلَيْتَكَ اِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ اُبُوَّتِىْ _ فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُصَاقِبُ يَفْعَلُ

فَاَوْلَيْتَنِىْ حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ _ عَلَىَّ بِمَالٍ دُوْنَ مَالِكَ تَبْخَلُ

তোমার শৈশবকালের খাদ্য তো আমারই দেয়া কিশোর কালও পার করেছ অন্যের ব্যয়ভারে। তোমার সকল খানা দানা আমারই দেয়া।

তুমি অসুস্থ হলে আমিই তোমার সেবা করেছি ও রাত কাটিয়েছি অস্থির ও পেরেশানিতে।

তুমি নও যেন আমিই অসুস্থ। ফলে রাত কেটেছে আমার কেঁদে কেঁদে।

আমার মনে আশঙ্কা জাগত না জানি তুমি আমাদের চির বিদায় জানাও। অথচ আমার ঈমান হল মৃত্যু কখনও আগপিছ হবার নয়।

এরপর যখন তুমি এমন বয়সে পৌছলে যে বয়সের আশায় আমি ছিলাম।

তুমি আমাকে বিনিময় দিলে বড় নির্দয় ও রূঢ় ভাষায়। যেন তুমি আমার ওপর দয়া ও করুণা করছ।

দুঃখ আমার যদি তুমি আমাকে পিতার অধিকার না দাও। এতটুকু তো অবশ্যই করবে যেমন একজন ভদ্র প্রতিবেশী করে।

যদি প্রতিবেশী অধিকার না দাও, তবে আমার সম্পদে প্রাপ্য অধিকার হতে আমাকে বঞ্চিত কর না।

রাসূল সা. এ কিবতা শুনে ছেলের গর্দান ধরে বললেন-

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ. অর্থাৎ যাও তুমি এবং তোমার মাল সবকিছুই তোমার পিতার জন্য। (মাআরিফুল কুরআন ৫: ৪৬৮)

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক গাঢ় করার সহজ পদ্ধতি

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা মহব্বত সৃষ্টির সহজ পথ হল উভয় পরস্পরের জন্যে দু'আ করবে। একে অপরের জন্যে মঙ্গল কামনা করবে। আল্লাহ যদি চান অল্প দিনেই মহব্বত ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। উভয়ই অমূলক সন্দেহ হতে বেঁচে থাকবে।

ইটকে ইটের সঙ্গে জোড়া দেয়ার জন্যে প্রয়োজন সিমেন্ট। কাগজকে কাগজের সঙ্গে মিলানোর জন্যে প্রয়োজন আঠা। কিন্তু অন্তরকে অন্তরের সঙ্গে মিলানোর জন্যে প্রয়োজন আল্লাহর বিশেষ দয়া ও কৃপা।

তাই স্ত্রীর কর্তব্য হল- স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য ও নিম্নের কথাগুলো বলা-

১. সকল কাজেই তাকে সমর্থন দেয়া- হ্যাঁ, বলা।

২. ঠিক আছে, ঠিক আছে বলা।

৩. ভবিষ্যতে আর হবে না।

৪. তুমি যা করতে বলবে তাই করব।

৫. ক্ষমা করে দাও।

৬. তুমি সঠিক বলেছ।

এগুলো হল বাহ্যিক চেষ্টা। আর বাতেনী চেষ্টা হল, একে অপরের জন্যে অন্তর থেকে দু'আ করবে, একে অপরের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দিবে। কোন ভুল বোঝাবুঝি হলে রাগান্বিত হলে তাকে দমানোর চেষ্টা করবে। ভালোবাসা দয়া-মায়া দিয়ে তাকে ভুলিয়ে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করবে।

নিদ্রাহীনতার উত্তম ঔষধ

তাবারানী শরীফে হযরত যায়দ বিন সাবিত রা. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত। আমি ছটফট করতাম। একদিন রাসূল সা. এর কাছে বিষয়টি বললাম, রাসূল সা. তখন বললেন, এ দু'আ পড়ে ঘুমাবে-

اَللّٰهُمَّ غَارَتِ النُّجُوْمُ وَهَدَاتِ الْعُيُوْنُ وَاَنْتَ حَيٌّ قَيُّوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، اَنِمْ عَيْنِىْ وَاَهْدِىْ لَيْلِىْ-

এ দু'আর ফলে নিদ্রাহীনতার কষ্ট থেকে মুক্তি পেলাম।

(ইবনে কাসীর ৪:১৬৮)

চারটি গুণ অর্জণ কর

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে রাসূল সা. বলেন, চারটি গুণ যদি তোমরা অর্জন করতে পার তাহলে মনে রেখ পুরো দুনিয়াও যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তবুও তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না, (১) আমানত রক্ষা (২) কথা বলার ক্ষেত্রে সততা (৩) সুন্দর চরিত্র (৪) হালাল রিযিক।

দুই সতীনের তাকওয়া

বাগদাদে বড় এক ব্যবসায়ী ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকে ব্যবসায় সাফল্য দান করেছিলেন। দূর দুরান্ত থেকে লোকজন এসে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করে নিয়ে যেত। আল্লাহ পাক ঘরে সুখ শান্তি দিয়েছিলেন। তার স্ত্রী ছিল অপরূপ সুন্দরী। ব্যবসায়ী তাকে মনে প্রাণে ভালবাসে। স্ত্রীও তাকে জান উজাড় করে ভালবাসে। বড়ই সুখে তাদের জীবন কাটছিল।

ব্যবসায়ী ব্যবসার কাজে মাঝে মধ্যে বাইরে যায় এবং কয়েকদিন বাইরেই রাত কাটায়। স্ত্রী মনে কিছু করে না, কারণ ব্যবসার কাজে বাইরে থাকতে হয় এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল বাইরে যাওয়ার মাত্রা বেড়ে গেছে। দীর্ঘ দিন বাইরেই রাত কাটাচ্ছে। এতে স্ত্রীর মনে সন্দেহ উঁকি দিল। না জানি কোথায় যায়। এর মাঝে কোন রহস্য আছে।

বাড়ীতে ছিল বৃদ্ধা এক সেবিকা। মহিলা তাকে খুবই বিশ্বাস করত এবং তার কাছে সবকিছুই আলোচনা করত। কথার মাঝে একদিন বৃদ্ধাকে সন্দেহের কথা জানাল। আর বলল আমি এ নিয়ে খুবই চিন্তিত। বৃদ্ধা বলল, বিবি সাব! অস্থির হচ্ছেন কেন? এই চিন্তা পেরেশানীই মানুষের শত্রু। চিন্তা করবেন না তুড়ি মারলেই এ রহস্য উদঘটিত হবে। বৃদ্ধা রহস্য উদঘাটনে নেমে পড়ল। জানতে পারল, ব্যবসায়ী আরেক বিবাহ করেছে। বাড়ী হতে বের হয়ে নতুন স্ত্রীর নিকটই যায়।

বৃদ্ধা এ তথ্য বিবি সাবকে খুলে বলল। বিবি একথা জেনেই অস্থির হয়ে পড়ল। কারণ সতীন জ্বলন স্বাভাবিকই। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে মনে মনে বলল, যা হবার তা হয়ে গেছে। দুশ্চিন্তা করে অস্থির হয়ে জীবন নষ্ট করার কোন অর্থ নেই। তাই স্বামীকে কখনই বুঝতে দেয়নি যে, সে এ গোপন রহস্য জানে। স্বাভাবিক আচরণ করত এবং মহব্বত ভালবাসায় কোন ঘাটতি না করে আগের মতোই ভালভাসতে শুরু করল।

ব্যবসায়ীও স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার দিত। এতে কোন কার্পণ্য বা তাকে কোনভাবে অবজ্ঞা করত না।

স্বামীর স্বাভাবিক আচরণ তার দুঃখ হল যে, আমাকে জানিয়ে বিবাহ করতে পারত গোপনে বিবাহ করার হেতু কী? আমি কষ্ট পাব তাই, সতীনজ্বালা সহ্য করতে পারব না? স্বামী আমার কতোই না প্রিয়। আমার নাযুক দিকও লক্ষ রেখেছে। সে তো নতুন স্ত্রীর ভালবাসায় আমাকে কোন কিছুতেই বঞ্চিত করেনি। আমার সকর চাহিদাই পূরণ করেছে। তার চাল চলন, আচার ব্যবহার, ভালবাসায় কোনো বৈষম্য পরিবর্তন আসেনি। তাহলে কী করে আমি তাকে তার বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করব? এমন প্রিয় স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। তাকে কষ্ট দেয়া যায় না। তাই স্ত্রী মাথা থেকে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে স্বাভাবিক রইল।

ব্যবসায়ী স্ত্রীর এ স্বাভাবিক আচরণ দেখে অনুমান করল স্ত্রী গোপন খবর জানে না। তাই সতর্কতার সঙ্গে চলাচল করত। হেসে খেলে আনন্দের সঙ্গেই জীবন কাটাতে লাগল। কয়েক বছর পর ব্যবসায়ী মারা গেল। ব্যবসায়ী গোপনে বিবাহ করেছিল বিধায় আত্মীয় স্বজন কেউ জানতে পারেনি যে তার অপর স্ত্রী রয়েছে। তাই ব্যবসায়ীর সম্পত্তি বন্টন করে দিল এক স্ত্রীর অংশ হিসেবেই। ব্যাবসায়ীর স্ত্রী ভাবল, জীবদ্দশায় যেহেতু কেউ জানতে পারেনি সে আরেক বিবাহ করেছে তাই এ তথ্য গোপনই রেখে দিল, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিল তার সতীনকে উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে না। মনে মনে আল্লাহকে ভয় করল। পৃথিবীর অন্য কেউ বা না জানুক সে তো জানে আর একজন অংশীদার রয়েছে। তাকে অংশ থেকে কোনভাবেই বঞ্চিত করা যাবে না।

আবার লোকজনের নিকট প্রকাশ করাও যাবে না। তার সতীন রয়েছে। ফলে তার নিজ অংশ সমান দুই ভাগ করে এক ভাগ সতীনের নিকট

পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। আর এ জন্যে নির্ভরযোগ্য এক লোক ঠিক করে তার নিকট পুরো ঘটনা বলে সতীনের নিকট পাঠাল। সাথে একটি চিঠি দিল। তাতে লেখা ছিল, দুঃখের বিষয় আপনার স্বামী মারা গেছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করুন। তার রেখে যাওয়া সম্পদ ইসলামী আইনানুযায়ী আপনিও তার পূর্ণ হকদার। আমি আমার ভাগ হতে অর্ধেক আপনার নিকট পাঠালাম। অনুগ্রহ করে গ্রহণ করবেন।

এগুলো পাঠিয়ে স্বস্তি অনুভব করল।

কিছুদিন পর দূত ফিরে এলো। সঙ্গে পাঠানো মালগুলোও ফেরত নিয়ে এলো। ব্যবসায়ীর স্ত্রী এ মাল দেখে চিন্তিত হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করল। মালগুলো রাখল না কেন?

দূত পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে দিয়ে বলল, পড়ুন, এতে সব লেখা আছে। চিন্তার কারণ নেই।

সতীনের চিঠি

প্রিয় বোন,

আপনার চিঠি পড়ে দুঃখ পেলাম। আপনার প্রেমময়ী স্বামী মারা গেছেন। আপনি তার ছায়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন। রহমত বর্ষণ করুন। আপনার ত্যাগ ও মহত্ত্বের কথা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। আপনার প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে অর্ধেক আমাকে দিয়েছেন। আপনার সততা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সত্য কথা হল- ব্যবসায়ীর এ গোপন তথ্য কেউ জানতো না। আমাদের বিবাহ খুবই গোপনে হয়েছিল। আমার তো এতোদিন বিশ্বাস ছিল আপনিও এ সম্পর্কে অবগত নন। আমি কি? ব্যবসায়ী সাহেবও এ কথাই জানতেন। আপনার চিঠি আমার ভুল ভাঙল। সতীন জ্বলন স্বাভাবিকই। আপনার অবশ্যই কষ্ট হওয়ার কথা। কিন্তু আল্লাহু আকবার! আপনি বুঝতে দেননি, আপনি এ সবই জানেন। আপনার এ ধৈর্য, ত্যাগ সহিষ্ণুতা আমাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলেছে। আমি তো আপনার কর্ম দেখে প্রভাবিত হয়েছি। সম্পদ সকল অমঙ্গল টেনে আনে। সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। আপনার বিশ্বস্ততা ঈমানদারীকে সাধুবাদ জানাতে হয়। কারণ আমার বিবাহের রহস্য একেবারেই গোপনীয়। আমার ওকালতী করবে এমন কেউ

ওখানে নেই। তাছাড়া জানেই না কেউ। ওকালতী করবে কী করে? কিন্তু একমাত্র আল্লাহর ভয়ই আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে আমার হকের প্রতি খেয়াল রাখতে। তাই আপনি নিজের প্রাপ্য হক ভাগ করে অর্ধেক আমার জন্যে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর প্রতি যার পূর্ণ ঈমান আছে তার দ্বারাই এমন কাজ করা সম্ভব। সেই পারে মানুষের হক অধিকার আদায় করতে।

প্রিয় বোন: আপনার বিশ্বস্ততা, একনিষ্ঠতা সবকিছুই আমাকে মুগ্ধ করেছে, প্রভাবান্বিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সুখ দান করুন। উভয় জগতে সফলতা দান করুন। কিন্তু বোন একটি কথা, এখন আমার-এ সম্পদে কোন অধিকার নেই। আল্লাহ আপনার এ অংশে বরকত দান করুন। ব্যবসায়ী আমাকে বিবাহ করেছিল একথা সত্য। আমার নিকট এসে কয়েকদিন অবস্থান করত। এতেও কোন সন্দেহ নেই, আমরা বড় আনন্দে দিনগুলো কাটিয়ে ছিলাম। কিন্তু গত কয়েকদিন পূর্বে এ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ব্যবসায়ী আমাকে তালাক দিয়ে দেয়। এ রহস্য আপনার জানার বাইরে। আপনার ভালবাসা, দান, ত্যাগ, একনিষ্ঠতার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কাননা করছি।

ওয়াস সালাম

আপনার বোন

সতীনের এ চিঠি তাকে মুগ্ধ করল। তার সততা, বিশ্বস্ততা মন কেড়ে নিল। এরপর তারা উভয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক করে নিল।

(সিফাতুল সাফওয়া: ১৫২)

হযরত ওমর রা. এর তিন প্রশ্ন: আলী রা. এর উত্তর

হযরত ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, হযরত উমর রা. হযরত আলী রা.-কে বললেন, হে আবুল হাসান! এমন তো অনেক হয়েছে যে তুমি রাসূল সা. এর নিকট উপস্থিত আর আমরা অনুপস্থিত। অনুরূপ আমরা উপস্থিত আর তুমি অনুপস্থিত ঠিক না, তোমার নিকট তিনটি বিষয় জানতে চাই। তুমি কি জান? হযরত আলী রা. বললেন, বলুন ঐ তিনটি বিষয় কী?

প্রথম প্রশ্ন হল- হযরত উমর রা. বললেন, প্রথম প্রশ্ন হল, একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে খুবই মহব্বত করে অথচ ভালবাসা মহব্বতের কোন

কারণ তার মাঝে নেই। অনুরূপ একজন অপরজন থেকে দূরে থাকতে চায় পছন্দ করে না। অথচ তাদের মাঝে কোন খারাপ কিছু ঘটেনি। সম্পর্ক অবনতির কোন হেতু নেই এর কারণ কী?

হযরত আলী রা. বললেন, হ্যাঁ, এর উত্তর আমার জানা আছে। রাসূল সা. বলেছেন, সকল মানুষের রূহ আযলে একত্রে রাখা হয়েছিল। সেখানে রূহ পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করত, পরিচিত হত। যারা রূহের জগতে পরিচিত হয়েছিল, দুনিয়াতে তাদের মাঝে মিল মহব্বত সৃষ্টি হবে। আর যারা অপরিচিত ছিল দুনিয়াতেও তারা অপরিচিতই থাকবে। দূরে থাকবে। হযরত উমর রা. বললেন, এক প্রশ্নের উত্তম পেলাম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল- মানুষ হাদীস বর্ণনা করে ভুলে যায় আবার তা স্মরণও হয় এর কারণ কী?

হযরত আলী রা. বললেন, আমি রাসূল সা. থেকে এ সম্পর্কে শুনেছি, চাঁদের ওপর যেমন মেঘের ছায়া পড়ে অনরূপ হৃদয়ের ওপরও ছায়া পড়ে। চাঁদ আলোকিত হয়ে ঝলমল করে রাতে স্নিগ্ধ আলো বিতরণ করে। হঠাৎ মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে ফেলে। আঁধার করে ফেলে। আবার যখন মেঘ চলে যায় চাঁদ তখন পুনরায় আলোকিত হয়ে ঝলমল করে। অনুরূপ মানুষ এক হাদীস বর্ণনা করে মেঘের মত আবরণ এসে হৃদয় ঢেকে ফেলে। হাদীস ভুলে যায়। আবার যখন হৃদয় থেকে ঐ আবরণ চলে যায় তখন ঐ হাদীস মনে পড়ে। হযরত উমর রা. বললেন, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর পেলাম।

তৃতীয় প্রশ্ন হল- মানুষ স্বপ্ন দেখে। আর স্বপ্ন কখনো সত্য হয় কখনো হয় মিথ্যা এর কারণ কী?

হযরত আলী রা. বললেন, জি হ্যাঁ, এর উত্তরও আমার জানা আছে। আমি রাসূল সা. কে একথা বলতে শুনেছি, মানুষ যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয় তখন তাঁদের রূহ আরশ পর্যন্ত পৌছার পূর্বে জাগ্রত হয় তার স্বপ্ন মিথ্যা হয়।

হযরত উমর রা. বললেন, এ তিন প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছিলাম। আল্লাহর শোকর, মৃত্যুর পূর্বে এর সামাধান পেলাম।

(হায়াতুস সাহাবা৩:২৪৯)

উম্মে সুলাইম রা. এর আজব প্রশ্ন

হযরত উম্মে সুলাইম রা. বলেন, আমি ছিলাম রাসূল সা. এর স্ত্রী হযরত উম্মে সালামার প্রতিবেশী। তার ঘরে গিয়ে রাসূল সা. কে প্রশ্ন করলাম। হে আল্লাহর রাসূল! কোন মহিলা যদি স্বপ্নে দেখে তার স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করছে। এ জন্যে কি গোসল করতে হবে? একথা শুনে উম্মে সালাম রা. বললেন, উম্মে সুলাইম! তোমার অমঙ্গল হোক, তুমি রাসূল সা. এর সামনে নারী জাতিকে অপমানিত করছ। আমি বললাম, আল্লাহই তো হক কথা বলতে লজ্জা বোধ করেন না। তাছাড়া আমরা যখন কোন সমস্যার সম্মখীন হই তখন তা রাসূল সা. থেকে এর সমাধান করে নেয়াই উত্তম মনে করি।

এরপর রাসূল সা. বললেন, হে উম্মে সুলাইম! তোমার হাত ধুলায় ধূসরিত হোক। শোন, কাপড় অথবা শরীরে পানি-বীর্য দেখা গেলে গোসল করতে হবে। হযরত উম্মে সুলাইম রা. বলেন, মহিলাদের বীর্যপাত হয়? রাসূল সা. বললেন, তাহলে সন্তান মার সাদৃশ্য হয় কেমন করে? মনে রেখ, নারী মন-মস্তিষ্ক ও স্বভাবের দিক দিয়ে পুরুষের মতোই।

এক বেদুঈনের উত্তম প্রশ্ন ও রাসূল সা. এর জবাব

হযরত আবু আইয়ূব রা. বলেন, রাসূল সা. একবার সফরে ছিলেন। হঠাৎ এক বেদুঈন এসে সামনে দাঁড়িয়ে রাসূল সা. এর উটনীর লাগাম ধরে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বলে দিন কোন কাজে জান্নাত নিকটবর্তী হয় আর কোন কাজে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সা. চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন। এরপর বেদুঈনকে লক্ষ করে বললেন, সে সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছে। এরপর বললেন, আচ্ছা! আবার বলতো কী বলেছিলে? বেদুঈন পুনরাবৃত্তি করল। উত্তরে রাসূল সা. বললেন, শুধু আল্লাহরই ইবাদাত কর। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক কর না। নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখ, ঠিক আছে এবার আমার উটনীর লাগাম ছেড়ে দাও। (মুসলিম শরীফ)

মুসলিম শরীফের অন্য এক হাদীসে এও উল্লেখ আছে, বেদুঈন চলে গেলে রাসূল সা. বললেন, দৃঢ়তার সাথে সে যদি এ হুকুমগুলো পালন করে তাহলে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা সকল মুসলামানকে রাসূল সা. এর এ উপদেশ পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

কোমলমতি আমাদের নবী

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূল সা. খুবই কোমলমতি ছিলেন। তাঁর কাছে প্রার্থনাকারী আসলে তাকে খালি হাতে ফেরৎ দিতেন না। তার কাছে কিছু থাকলে দিয়ে দিতেন। আর না থাকলে ওয়াদা কতেন অন্য সময় তোমাকে দান করব। একদিন নামাযের ইকামত শুরু হল এ সময় এক বেদুঈন এসে রাসূল সা. এর কাপড় ধরে বলল, আমার কিছু প্রয়োজন রয়েছে। এখনি পূরণ করে দিন পরে ভুলে যেতে পারি। রাসূল সা. তার সাথে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার প্রয়োজন পূরণ করেই নামাযের জন্য অগ্রসর হলেন এবং নামায পড়লেন। (হায়াতুস সাহাবা ৩:২৫০)

জোহরের চার রাকাত সুন্নাত তাহাজ্জুদের সমতুল্য

হযরত আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ্ রা. বলেন, আমি হযরত উমর রা.-এর খিদমতে একদিন উপস্থিত হলাম। দেখলাম তিনি জোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নাত নামায পড়ছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কোন নামায পড়ছেন? উমর রা. বললেন, এ হল তাহাজ্জুদ নামাযের সমতুল্য নামায। হযরত আসওয়াদ, মুররাহ্, মাসরুক রা. বলেন, হযরত আদুল্লাহ রা. বলেছেন, দিনের নামাযের মধ্যে কেবল জোহরের পূর্বের চার রাকাতই তাহাজ্জুদের মর্যাদা রাখে। এ নামাযের মর্যাদা হল জামায়াতে নামায পড়া থেকে একাকী নামায পড়ার মতো। (হায়াতুস সাহাবা ৩: ১৬৪)

যিনার বিমুখতার সুগন্ধি হলো যার শরীর

হযরত আবদুল্লাহ বিন আসআদ ইয়াফিঈ র. তাসাওফের একটি কিতাব লিখেছেন যার নাম আততারহীব। ঐ কিতাবে এক যুবকের ঘটনা বর্ণনা করেছেন, ঐ যুবকের শরীর থেকে সর্বদা মেশক আম্বরের সুঘ্রাণ বের হত। তাকে একদিন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, আপনি সব সময় এত দামী উন্নত মানের আতর ঘ্রাণ ব্যবহার করেন, এতে অনর্থক কত টাকাই না খরচ হয়?

যুবক উত্তরে বলল, আমি জীবনে কখনো আতর ক্রয় করিনি এবং ব্যবহারও করিনি। প্রশ্নকারী বলল, তাহলে এ সুঘ্রাণ কোথা থেকে আসে? যুবক বলল, এখানে এক ভেদ আছে যা বলা যাবে না। প্রশ্নকারী বলল, বলুন হয়তো এতে আমাদেরও উপকার হবে।

যুবক তার ঘটনা বলল, আমার পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী। গৃহস্থলী জিনিসের ব্যবসা করতেন। তার সাথে আমিও দোকানে বসতাম। একদিন এক বুড়ি এসে কিছু মাল ক্রয় করে পিতাকে বলল, আপনার ছেলেকে আমার সাথে পাঠিয়ে দিন সে টাকা নিয়ে আসবে। আমি তার কাছে টাকা পাঠিয়ে দিব। আমি তার সাথে সুন্দর একটি বাড়িতে পৌঁছলাম। ঐ বাড়ির সুন্দর একটি রুমে গিয়ে দেখতে পেলাম অতুলনীয়া এক সুন্দরী তরুণী খাটে বসে আছে। আমাকে দেখে ঐ তরুণী আকৃষ্ট হয়ে গেল, কারণ আমিও ছিলাম সুন্দর স্মার্ট এক যুবক। আমি তার চাওয়াকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বসলাম। সে আমাকে ধরে তার দিকে টান মারল। এরই মাঝে আমার মনে আল্লাহ্ একটি কথা ঢেলে দিলেন, তাই বললাম, আমি বাথরুমে যাব। সে তৎক্ষণাৎ চাকরদের বলল, বাথরুম দ্রুত পরিষ্কার করে দাও, আমি বাথরুমে গিয়ে ইচ্ছা করে পুরো শরীরে মল মাখলাম। এ অবস্থায়ই বাথরুম থেকে বের হলাম। ঐ তরুণী আমাকে এ অবস্থায় দেখেই বলল, এক্ষুণি একে বাড়ি থেকে বের করে দাও এ পাগল। আমার কাছে এক দেরহাম ছিল। তা দিয়ে একটি সাবান কিনে শরীর কাপড় পরিষ্কার করে নদীতে গোসল করলাম। আমি এ গোপন তথ্য কাউকে বলিনি। রাতে যখন ঘুমাতে গেলাম স্বপ্নে দেখলাম এক ফেরেশতা এসে আমাকে বলছে, আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়েছেন। আর এ পাপ থেকে বাঁচার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেছ বিনিময়ে এ সুগন্ধি তোমাকে দান করা হচ্ছে। ফলে আমার পুরো শরীরে সুগন্ধ মেখে দিল। যা আজো আমার কাপড় শরীর থেকে সু-ঘ্রাণ আকারে বের হচ্ছে। মানুষজনও তা অনুভব করতে পারছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

গুনাহের কথা খাতায় নোট করে নিবে এরপর তাওবা করবে

আল্লামা ইয়াফিঈ র. আত তারগীব ওয়াত তারহীব নামক কিতাবে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন, এক যুবক খুবই ডানপিটে ও বদচরিত্রের অধিকারী ছিল। কিন্তু তার একটি নিয়ম ছিল যখনই সে গুনাহ করত সাথে সাথে তা নোট করে রাখত।

একদিনের ঘটনা- অসহায় এক মহিলা তার বাচ্চাদের নিয়ে তিন দিন ধরে ক্ষুধার্ত না খাওয়া, বাচ্চাদের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে প্রতিবেশী এক মহিলার এক জোড়া রেশমি কাপড় ধার করে পরিধান করে রাস্তায় বের হল। ঐ যুবক তাকে দেখে ডেকে ভিতরে নিয়ে গেল। যখন ঐ মহিলার সাথে অসৎ কাজের ইচ্ছা করল তখন মহিলা কাঁদতে শুরু করল, আর বলল, দেখ আমি বাজারী মেয়ে নই। বাচ্চাদের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এভাবে বের হয়েছি। তুমি আমাকে যখন ডাকলে তখন মনে আমার ভালোর আশাই জেগে উঠেছিল। ঐ যুবক মহিলাকে তখন কিছু টাকা পয়সা দিয়ে ছেড়ে দিয়ে নিজেই কাঁদতে শুরু করল এবং মাকে পুরো ঘটনা খুলে বলল।

তার মা তাকে সব সময় অন্যায় কাজে বাধা দেয়ার চেষ্টা করতেন। আজ এ ঘটনা শুনে আনন্দিত হলেন এবং তাকে বললেন- বাবা, জীবনে তুমি এই একটা কাজই ভাল করলে। এটাও খাতায় নোট করে রাখ। ছেলে বলল, মা খাতায় জায়গা নেই, মা বললেন, খাতার এক কোণে লিখে রাখ। ছেলে তাই করল। অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ছেলে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেল পুরো খাতা সাদা, পরিষ্কার কাগজ তাতে কিছুই লেখা নেই। শুধু কোনায় নোট কৃত ঘটনাটি অবশিষ্ট আছে। আর খাতার উপরিভাগে লেখা আছে-

اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ.

সৎ কর্ম অবশ্যই অসৎ কর্মকে মিটিয়ে দেয়। (সূরা হুদ: ১১৪)

এরপর তাওবা করে বাকী জীবন এর উপরই অটল থাকল।

সঙ্গী সাথীদের সাথে সদাচারণ করা চাই

রাসূল সা. কোথাও সৈন্যবাহিনী পাঠালে দলপতিকে উপদেশ দিয়ে জোর দিয়ে বলতেন, অধীনস্থদের সাথে নম্র ও সদাচারণ করবে। কঠোরতা দেখাবে না। তাদেরকে আশাব্যঞ্জক কথা বলবে। অনুরূপ কোন অঞ্চলে কাউকে গর্ভনর

নিযুক্ত করে পাঠালে তাকেও উপদেশ দিতেন। জাতির সাথে ন্যায় আচরণ করবে তাদের হিকাঙ্খী হবে। তাদের সাথে সদাচারণ করবে। তাদেরকে কষ্টে ফেলবে না। দুনিয়া ও আখেরাতের সুসংবাদ দিবে আখেরাতের প্রতি উৎসাহিত করবে। তাদের মাঝে বিমুখতা বিষণ্নতা সৃষ্টি করবে না। তাদের মাঝে ঐক্য গড়ে তুলবে। বিভেদ মতানৈক্য সৃষ্টি করবে না। হাদীসের ভাষ্য হল- হযরত আবু মূসা আশআরী রা. কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় এ উপদেশ দান করলেন, তোমরা উভয়ে লোকজনের সঙ্গে সহজ কোমল ব্যবহার করবে, কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করবেনা। লোকজনকে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার সংবাদ প্রদান করবে। মানুষকে নিরুৎসাহিত করবে না। যাতে মানুষ পথহারা হয়ে গোমরাহীর পথ অবলম্বন করে বসে। বন্ধুসুলভ আচরণ করবে। অনৈক্য বিভেদমূলক কোন কথা বলবে না। (বুখারী ১:৪২৬, হাদীস ২৯৪২)

নোট, ইমান গাযালী র. বলেন, কথা বলার ভাষা নরম কোমল হওয়া চাই, কোমল মিষ্টি কথারই প্রভাব অন্তরে দাগ কাটে।

হযরত উমর রা. বলেন, হারাম পরিমাণে যতই স্বল্প হোক হালালের ওপর সর্বদা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। মুসলিম শরীফের বর্ণিত আছে- রাসূল সা. এ মর্মে বদ দু'আ করছেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতের কর্ণধার দায়িত্বশীল যে হবে, সে যদি উম্মতের ওপর কঠোর হয় তুমিও তার সাথে নরম সদয় হও। এ জন্য প্রত্যেক দায়ীত্বশীল ব্যক্তিরই উচিত অধীনস্থদের প্রতি সদয় হওয়া।

(সীরাতে আয়েশা, সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী ১২২)

উকবাহ্ ইবনে আমের রা. এর উপদেশ

উকবা বিন আমের রা. এর মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি বললেন, হে আমার সন্তানরা! তোমাদেরকে তিনটি কথা বলছি, মনোযোগ সহকারে শোন-

এক. রাসূল সা. এর হাদীস নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্তদের কাছে থেকেই গ্রহণ করবে। যে কারোর কাছ থেকে গ্রহণ করবে না।

দুই. ঋণ নেয়ার অভ্যাস করবে না।

তিন. কবিতা লেখায় লিপ্ত হবে না। যদি লিপ্ত হও তাহলে তোমাদের অন্তর কুরআন থেকে দূরে সরে যাবে। কুরআনের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়বে।

(হায়াতুস সাহাবা ৩: ২৩১)

হযরত যুলকিফল আ. এর ঘটনা

মুজাহিদ র. বলেন, যলকিফল এক মহান বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। যিনি তাঁর যুগের নবীর শরীয়ত অনুসরণ করতেন এবং সমাজে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতেন।

বর্ণিত আছে, হযরত ইয়াসা বৃদ্ধ হয়ে পড়লে ভাবতে শুরু করলেন কাকে খলীফা নিযুক্ত করবেন। তার আমল কীরূপ হবে, তাই জনসম্মুখে ঘোষণা দিলেন যে তিনটি কাজ করতে পারবে তার ওপর খিলাফতের ভার অর্পণ করব।

এক. দিনভর রোযা রাখতে হবে।

দুই. পুরো রাত কিয়াম করতে হবে, তাহাজ্জুদ পড়তে হবে।

তিন. কখনো কারোর প্রতি রাগ হতে পারবে না। কেউ দাঁড়াল না, হঠাৎ মজলিসের এক কোণ থেকে ক্ষণীকায় এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, আমি এ শর্ত পূরণ করতে রাজি। তিনি জানতে চাইলেন ভেবে দেখ- রোযা রাখতে পারবে। তাহাজ্জুদ পড়তে পারবে? কারো ওপর রাগ হবে না?

সে উত্তরে বলল, হ্যাঁ, আমি এগুলো করতে পারব। হযরত ইয়াসা বললেন। পারলে ঠিক আছে। পরের দিন মজলিসে আবারও ঘোষণা করলেন- কেউ কি আছে যে এ শর্ত পূরণ করতে সক্ষম? ঐ লোকই দাঁড়াল অন্য কেউ দাঁড়াল না, ফলে তাকে খলীফা নিযুক্ত করে দিলেন।

শয়তান তার দলবল পাঠাল ঐ বুযুর্গকে ধোঁকা দেয়ার জন্য। কিন্তু কোন কাজ করতে পারল না। বাধ্য হয়ে শয়তান নিজে চাল এলিয়ে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ করাঘাত শুনতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন কে? উত্তরে শয়তান বলল, হুজুর আমি এক অসহায় অত্যাচারিত লোক, বিচার প্রার্থী, আমার গোষ্ঠী আমাকে জ্বালাতন করে। শয়তান দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল আর এতে বিশ্রামের সময় শেষ হয়ে এল। আর যুলকিফল দিন রাতে এ সময়েই একটু বিশ্রাম নেন। শয়তানকে এ বলে বিদায় করলেন ঠিক আছে সন্ধ্যায় এসো। আমি তোমার ন্যায় বিচার করব। বিচারের সময় হলে তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না এমনকি নিজে বের হয়ে খুঁজলেন। কিন্তু বিচার প্রার্থীকে পেলেন না। পরের দিন সকালেও সে এলো না। দ্বিপ্রহরের সময় বিশ্রামের

জন্য যখন শুয়ে পড়লেন তখনই ঐ খবীস এসে উপস্থিত। করা নাড়াতে শুরু করল। দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলেন তোমার না সন্ধ্যায় আসার কথা ছিল? আমিও অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তুমি তো এলে না। শয়তান জবাবে বলল, কী বলব হযরত, আমি যখন আপনার কাছে আসার জন্য রওয়ানা দিয়েছি তখন তামা আমাকে বলল, তুমি যেও না। আমরাই তোমার দিক খেয়াল রাখব, ফলে আসা থেকে বিরত রইলাম। এ বলে সে আবারো দীর্ঘ বক্তব্য দিতে শুরু করল। বিশ্রামের সময়টুকু আজো নষ্ট করে দিল। যুলকিফল র. আজও সন্ধ্যার পর অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু ঐ খবীস এলো না। তৃতীয় দিন তিনি এক পাহারাদার বসালেন যেন কোন আগন্তুক দরজায় আসতে না পারে এবং তাকে ঘুম থেকে জাগাতে না পারে। তৃতীয় দিনও বিছানায় যেতেই মরদূদ এসে উপস্থিত। চৌকিদার তাকে বাধা দিলে সে এক ফাঁক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে করাঘাত শুরু করল। তিনি বিছানা থেকে উঠে পাহারাদারকে বললেন, আমি তোমাকে কী বলেছিলাম? সে আসল কী করে? পাহারাদার বলল, না আমার সামনে দিয়ে কেউ ভেতরে যায়নি। লক্ষ কর দেখলেন, ঠিকই দরজা বন্ধ অথচ সে ঘরে উপস্থিত। ফলে বুঝে ফেললেন, এ হল শয়তান। শয়তান। শয়তান তখন বলল, হে আল্লাহ্‌র বন্ধু। তোমার কাছে হেরে গেলাম। তুমি রাতের কিয়ামও ছাড়লে না, আর এ সময় পাহারাদারের ওপর রাগও হলে না। আল্লাহ্ তা'আলা তার নাম রেখে দিলেন যুলকিফল, যেহেতু সে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩: ৩৯২)

রাসূলের কুস্তি খেলা এবং বিজয়

আরবে এক বাহাদুর ছিল, নাম তার রুকানা। বড়ই শক্তিধর। এ কথা সকলের মুখেই প্রচলিত ছিল যে, সে একাই এক হাজার লোকের জন্য যথেষ্ট। তার শরীর এতটাই ভারি ছিল যে, উট জবাই করে চামড়া ছিলে বিছিয়ে তার উপর সে বসত। যুবকেরা ঐ চামড়া ধরে টানাটানি করত। ফলে চামড়া ছিঁড়ে যেত, কিন্তু রুকানা যে অংশে বসে তাতে কোন নড়াচড়া লাগত না। রাসূল সা. তাকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করে বললেন, দেখ রুকানা, কিয়ামত আসন্ন, অযথা কেন জীবন নষ্ট করছ? ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহমুখী হও।

উত্তরে সে বলল, হে মুহম্মদ সা.! আমি কোন আলিমও না ফকীহ্ না বুঝমানও না। আমি তো কেবল একজন কুস্তিগীর, আমার সাথে কুস্তি লেগে যদি আমাকে হারাতে পার তাহলে আমি তোমার দীন গ্রহণ করে নিব। রাসূল সা. বললেন, বিসমিল্লাহ, ঠিক আছে।

রুকানা নেংটি পরে প্রস্তুত হয়ে গেল। রাসূল সা. ও হাতা গুটিয়ে কুস্তির মাঠে উপস্থিত হলেন। দুই এক চক্করের পরেই রাসূল সা. তার কোমর ধরে ফেললেন, আর এক হাত দিয়েই শূন্যে তুলে ধরলেন। মনে হল একটি চড়ুইকে আকাশ পানে তুলে ধরেছেন। আস্তে করে মাটিতে ফেলে দিয়ে বুকের ওপর চড়ে বসে বললেন, রুকানা এখন বল! রুকানার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। সে পরাজয় বরণ করছে। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে পরাজিত করতে পারেনি আর রাসূল সা. তাকে পরাজিত করলেন। এত ভারি একটি শরীরকে এক হাতে শূন্যে তুলে ফেললেন, তাই সে বলল, আমি হেরে গেছি? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, আর একবার কুস্তি হবে। রাসূল সা. বললেন, ঠিক আছে। এবারও একহাতে উঠিয়ে নাচালেন এবং আস্তে করে রেখে দিয়ে বললেন, এখন বল, শর্ত তো এই ছিল তুমি হেরে গেলে ইসলাম গ্রহণ করবে। সে বলল, মুহাম্মদ সা.! দেখ, তোমার শরীরে এত শক্তি নেই যে, আমার এ ভারি দেহকে চড়ুই এর মত উঠায়ে নাচাবে। মনে হচ্ছে তোমার ভেতরে কোন কিছু আছে। রাসূল সা. বললেন, ঐ গোপন জিনিসের দিকেই তোমাকে আহ্বন করছি। শরীরের দিকে নয়, ফলে রুকানা ইসলাম গ্রহণ করলেন।

একদিনে ঘটনা- অনেকগুলো চোর এসে বায়তুল মালের অনেকগুলো উট চুরি করে চলে গেল। সকালে এ খবর জানতে পেরে রাসূল সা. ঘোষণা করলেন, চোরদের ধাওয়া করতে, রুকানা বলল, আমি একাই যথেষ্ট, আর কারো প্রয়োজন পড়বে না। রুকানা দ্রুত দৌড়ে গিয়ে চোরদের ধরে ফেলল, তাদেরকে বলল, মালসহ ফিরে চল। সকল চোরকে রাসূল সা. এর কাছে উপস্থিত করলেন। চোরের শাস্তিও দিলেন।

বিসমিল্লাহ্ বলে কাজ শুরু করা

ইবনে মারদুয়া হতে বর্নিত- রাসূল সা. বলেন আমার ওপর এমন এক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যা হযরত সুলাইমান আ. ছাড়া অন্য কারো ওপর অবতীর্ণ হয়নি।

সে আয়াত হল– بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত জাবের রা. বলেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে মেঘমালা পূর্বে ছুটে গেল, বাতাস থমকে দাঁড়াল, সমুদ্র স্থির হয়ে পড়ল। জীবজন্তু কান পেতে রইল, আসমান থেকে শয়তানকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হল। আর পরওয়ারদেগারে আলম তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের শপথ করে বললেন, যে জিনিসের ওপর আমার এ নাম নেয়া হবে তাতে অবশ্যই বরকত হবে।

হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, জাহান্নামের দাররক্ষী উনিশজন। তাদের থেকে যারা পরিত্রাণ পেতে চায় তারা যেন পাঠ করে-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কারণ এ আয়াতের হরফ উনিশটি।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. এর পেছনে আরোহনকারীর বর্ণনা, একবার রাসূল সা. এর উট সামান্য হোঁচট খেল, আমি বলে উঠলাম এটা শয়তানের কারসাজি। রাসূল সা. আমাকে বললেন, এ রকম বল না, এতে শয়তান ফুলে যায়, আনন্দ পায়, মনে করে সে তার শক্তিবলে ফেলে দিয়েছে। হ্যাঁ, এটা ঠিক, বিসমিল্লাহ বলাতে মাছির মতো সে লীন হয়ে যায়।

অন্য এক হদীসে আছে, যে কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া হয় না তা বরকতশূন্য হয়। (ইবনে কাসীর ১:৩৮)

প্রতিবেশীদের হক আদায় কর

সমাজ জীবনে মানুষ পিতা-মাতা আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখা ছাড়াও প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের হাসি কান্নাও জীবনের প্রভাব ফেলে। রাসূল সা. প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের শিক্ষা দিয়েছেন। তাদের সম্মান ও মর্যাদাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি ঈমানের অংশ ও জান্নাতে প্রবেশের শর্ত বলে ঘোষণা করেছেন। প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ককে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসার মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন।

প্রতিবেশীর সাথে সুসুম্পর্ক ও সদাচরণ প্রসঙ্গে রাসূল সা. থেকে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস এখানে তুলে ধরা হল–

এক. আনসারী এক সাহাবী রা. বলেন, রাসূল সা. এর কাছে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হলাম। পৌঁছে দেখলাম এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে, আর

রাসূল সা. তার প্রতি মনোযোগী হয়ে চেয়ে আছেন। মনে করলাম, হয়তো রাসূল সা. এর কাছে কাজে এসেছে। রাসূল সা. দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বললেন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হল, আমার আশংকা জাগল রাসূল সা. এর পা মুবারক ফুলে না যায়, এ চিন্তা আমাকে অস্থির করে ফেলল। এর মাঝে রাসূল সা. ফিরে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ লোক আপনাকে দীর্ঘ সময় দাঁড় করিয়ে রেখেছে। রাসূল সা. বললেন, আচ্ছা তুমি তাকে দেখেছ? উত্তরে বললাম, হ্যাঁ, ভালো করেই দেখেছি। বললেন, সে কে ছিল? তিনি জিবরাঈল আ., আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে গুরুত্ব দান করছিলেন। তাদের অধিকার এ পরিমাণ বর্ণনা করলেন যে, আমার প্রবল ধারণা হচ্ছিল হয়তো প্রতিবেশীদেরকে মীরাসের উত্তরাধিকারের অন্তর্ভুক্ত করে দেবেন। (মুসনাদে আহমদ)

দুই. বাজারে একদিন রাসূল সা. ঘোষণা করলেন, প্রতিবেশী তিন প্রকার। যথা: ১.এমন প্রতিবেশী যার অধিকার একটি। ২.এমন প্রতিবেশী যার অধিকার দুইটি। ৩.এমন প্রতিবেশী যার অধিকার তিনটি।

এক হকের অধিকারী প্রতিবেশী হল অমুসলিম, যার সাথে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র প্রতিবেশীই হক।

দুই হকের অধিকারী প্রতিবেশী হল, মুসলমান প্রতিবেশী তার এক হল মুসলমান হিসেবে অপরটি হল প্রতিবেশী হিসেবে।

তিন হকের অধিকারী প্রতিবেশী হল মুসলমান এবং আত্মীয়। প্রথম অধিকার হল- সে মুসলমান, দ্বিতীয়ত- আত্মীয়, তৃতীয়ত- প্রতিবেশী।

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে প্রতিবেশীর অধিকারসমূহ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। সাহাবায়ে কেরামগণ রাসূল সা. এর কাছে এ শিক্ষাই পেয়েছিলেন। জামে তিরমিযিতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর আস রা. সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, একদিন তাঁর ঘরে বকরী জবাই করা হল, ঘরে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি আমার ইয়াহুদী প্রতিবেশীর ঘরে গোশত হাদিয়া পাঠিয়েছ? আরে আমিতো রাসূল সা. এর কাছে শুনেছি তিনি বলেছেন, জিবরাঈল আমীন এসে আমাকে নসীহত করে গেছেন প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের। আর তাঁর এ নসীহতের গুরুত্ব এমনই ছিল। আমি মনে করেছিলাম হয়তো তিনি তাদেরকে মীরাসের অধিকারী বনিয়ে দিবেন।

পরিবাতপের বিষয় হল–দীন যতই বাড়ছে মুহাম্মদী ততই রাসূল সা. এর শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে রাসূল সা. যে অসিয়ত করে গেছেন, সাহাবাদরে পরে উম্মত যদি তার উপর অটল থেকে সে পথ অনুসরণ করতে তাহলে সমাজের চিত্র আজ ভিন্ন রূপ ধারণ করত।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের তাওফীক দান করেন যতে আমরা রাসূল সা. এর শিক্ষা ও হিদায়ত বুঝে তার ওপর আমল করতে পারি। আমাদের আমল শুদ্ধ করতে পারি। এ তাওফীক দান করেন, আমীন।

(মাআরেফুল হাদীস: ২:৬০০)

তিন. মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. রাসূল সা, কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার তো প্রতিবেশী দু'জন। একজনকে হাদিয়া দিতে চাই কাকে দিব? রাসূল সা. বললেন, যার দরজা কাছে তাকে।

(ইবনে কাসীর)

চার. তাবরানীতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল সা. অযু করলেন, আর সাহাবাগণ অযুর পানি নিয়ে শরীরে মলতে শুরু করলেন। রাসূল সা. বললেন, এমন করছ কেন? তারা উত্তরে বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসায়। রাসূল সা. বললেন, যে ব্যক্তি এতে আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাকে ভালোবাসেন তাহলে তার কর্তব্য হল- সে কথা বললে সত্য বলবে। তার কাছে আমানত রাখা হলে আমানতদারীর সাথে তা আদায় করবে এবং প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণ করবে।

পাঁচ. মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম দুই প্রতিবেশীর ঝগড়া আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে।

ছয়. মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. বলেন, জিবরাঈল আমীন প্রতিবেশীর সম্পর্কে আমাকে এ পরিমাণ নসীহত করেছেন যে, আমার প্রবল ধারণা জন্মেছিল হয়তো তাদেরকে মীরাসের অধিকারী বনিয়ে দেবেন।

সাত. রাসূল সা. বলেন, আল্লাহর কাছে উত্তম হল ঐ সাথী যে তার সঙ্গীদের সাথে উত্তম আচরণ করে। প্রতিবেশীর মাঝে উত্তম ঐ প্রতিবেশী যে তার পড়শীর সাথে সদয় আচরণ করে।

আট. একবার রাসূল সা. সাহাবাদেরকে বললেন, ব্যভিচার-যিনা সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী? সাহাবারা উত্তরে বললেন- হারাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম ঘোষণা করেছেন, কিয়ামত অবধি তা হারামই থাকবে। এরপর রাসূল সা. বললেন, প্রতিবেশী মহিলার সঙ্গে যিনা করা বড় গুনাহ।

আবার জিজ্ঞেস করলেন, চুরি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? তারা উত্তরে বললেন, এটাকেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম আখ্যা দিয়েছেন, কিয়ামত অবধি তা হারামই থাকবে। রাসূল সা. তখন বললেন, শুনে রাখ- প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করা অন্য দশ ঘরে চুরি করা থেকে ভয়ঙ্কর।

নয়. বুখারী মুসলিমের বর্ণনা, একবার হযরত ইবনে মাসউদ রা. রাসূল সা. কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? রাসূল সা. বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথচ তিনি তোমাকে একাই সৃষ্টি করেছে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম এরপর কোনটি? উত্তরে বললেন, তুমি তোমার প্রতিবেশীর সঙ্গে যিনা ব্যভিচার করলে।

দশ. মুসনাদে আবদ বিন হুমাইদে বর্ণিত আছে, হযরত জাবের রা. বলেন, এক ব্যক্তি পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে নামায পড়ছিলেন। নামায শেষ হলে ঐ ব্যক্তি রাসূল সা. কে প্রশ্ন করলেন, আপনার সঙ্গে নামায পড়লো লোকটি কে? রাসূল সা. বললেন- তুমি তাকে দেখেছ? উত্তরে বলল, হ্যাঁ, তিনি বললেন তুমি ভালো কাজ করেছ। তিনি ছিলেন জিবরাঈল আমীন। আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন। আর আমিতো ধরেই নিয়ে ছিলাম যে প্রতিবেশী মীরাসের উত্তরাধিকারী দলের অন্তর্ভুক্ত। তাকে মীরাসের অন্তর্ভুক্ত করে দেবেন। (ইবন কাসীর ১:৫৬১)

প্রতিবেশীকে অন্ন দান

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ যর গিফারী রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. তাঁকে অসিয়ত করে বললেন, তরকারী রান্না করার সময় একটু বেশী করে রান্না কর। যাতে করে প্রতিবেশীকেও কিছু দিতে পার।

(মুসলিম শরীফ ২:৯২)

নোট: রাসূল সা. এর এই অসিয়ত শুধু আবূ যর গিফারী রা. এর জন্যই নয়; বরং সকল উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য এ অসিয়ত প্রযোজ্য।

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণে ঈমান বেড়ে যায়

রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন কখনো প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন অবশ্যই প্রতিবেশীর হিতাকাঙ্ক্ষী ও ইকরামের মুয়ামালা করে তাদের সহমর্মী হয়ে চলে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে সে যেন অবশ্যই মেহমানের মেহমানদারী করে এবং তাকে সম্মান করে সদ্ব্যবহার করে। (বুখারী ২:৭৭৯-৮৯৯১)

প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ যখন ঈমান পূর্ণতার নিদর্শন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসার দাবী যথার্থ সত্য। যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ করে না তার ভালোবাসার দাবি মিথ্যা।

প্রতিবেশীর মনের কষ্ট থেকে বেঁচে থাক

হযরত ইমাম আবু হামেদ গাযালী র. ইয়াহইয়াউল উলূমে বর্ণনা করেন- তোমরা তোমাদের ঘরকে এত উঁচু কর না যাতে করে প্রতিবেশীর ঘর চাপা পড়ে যায়। এবং তার ঘরে আলো বাতাস প্রবেশের প্রতিবন্ধক হয়। হ্যাঁ, পড়শী রাজি থাকলে কোন দোষ নেই। তোমাদের বড় বড় উঁচু ঘর যেন প্রতিবেশীর কষ্টের কারণ না হয় এবং আলো বাতাসের সুবিধা বঞ্চিত হয়ে না পড়ে। বাজার থেকে ফল খরিদ করলে প্রতিবেশীর ঘরেও কিছু পাঠিও। তা না পারলে গোপনে তাকে ঘরে ডেকে নিও। তোমাদের শিশুরা ফল হাতে নিয়ে যেন বাইরে বের না হয়। এতে পড়শীর বাচ্চাদের মনে দাগ কাটবে। তারা মনে কষ্ট পাবে। তোমাদের রান্না করা তরকারীর ঘ্রাণ যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। হ্যাঁ, তাদের ঘরে যদি কিছু দেয়ার ইচ্ছা থাকে বা পাঠিয়ে দাও তাহলে কোন সমস্যা নেই। (এহইয়াউল উলূম: ২:১১৯)

প্রতিবেশীর কিছু হক

হযরত মুয়াবিয়া বিন হায়দা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের ওপর প্রতিবেশীর অধিকার হল– ১. সে অসুস্থ হলে তার সেবা করবে। ২. মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হবে। দাফন-কাফনে সাথে থাকবে। ৩. প্রয়োজনে ঋণ চাইলে সাধ্যানুযায়ী ঋণ দেবে। ৪. কোন অপকর্ম করে বসলে তা লুকিয়ে রাখবে। ৫. সে কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হলে মুবারাকবাদ

জানাবে। ৬. বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লে সমবেদনা জানাবে। ৭.তোমাদের ঘর তাদের ঘর থেকে এতো উঁচু করবে না যাতে তাদের ঘরে আলো বাতাস যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ৮. তোমাদের ঘরের সুস্বাদু খাবার যেন তাদের কষ্টের কারণ না হয়ে যায়, হ্যাঁ তাদের ঘরে যদি পাঠিয়ে দাও তাহলে ভিন্ন কথা।

(মুজামে কাবীর তাবরানী)

৯. কোন ফল-ফলাদি খরীদ করলে প্রতিবেশীর ঘরেও কিছু হাদীয়া পাঠাবে। ১০. যদি পাঠাতে না পার তাহলে লক্ষ রাখবে তোমাদের বাচ্চারা যেন ফল হাতে বাইরে বের না হয়। কেননা এতে প্রতিবেশীর বাচ্চারা দুঃখ পাবে। (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ তা'আলা উম্মতকে তাওফীক দান করেন যাতে তারা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত জীবনাদর্শ গ্রহণ করতে পারে। জীবনের আমূল পরিবর্তন করে বরকতময় জীবন যাপন করতে পারে। (মা'আরিফুল হাদীস ২:৯৭-৯৮)

প্রতিবেশী সম্পর্কে আরো দু'টি হাদীস

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলা সম্পর্কে একথা প্রসিদ্ধ যে, সে খুব নামায, রোযা, দান সাদকা করে, কিন্তু সমস্যা হল, প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেয়, গাল মন্দ করে। রাসূল সা. বললেন, সে জাহান্নামী।

এরপর পুনরায় আরজ করল, হে আল্লাহ রাসূল! অমুক মহিলার সম্পর্কে একথা প্রসিদ্ধ সে নফল রোযা, সাদকা, নামাযে কমতি করে। তার সাদকার পরিমাণ একেবারেই শূন্যের কোঠায়। কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে কোন গালমন্দ করে না কষ্ট দেয় না, রাসূল সা. বললেন, সে জান্নাতী।

(মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, এক লোক এসে জিজ্ঞাসা করল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি বুঝব কী করে আমি ভালো কাজ করলাম না খারাপ কাজ করলাম? রাসূল সা. উত্তরে বললেন, প্রতিবেশীর মুখে যখন শুনতে পাবে তুমি ভালো কাজ করেছ তাহলে তুমি বিশ্বাস করে নিতে পার হ্যাঁ ভালো করেছ। আর যখন প্রতিবেশীর মুখে একথা শুনতে পাবে যে তুমি খারাপ করেছ তাহলে ধরে নিও মন্দই করেছ। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত-৪২৪)

সোমবার বৈশিষ্ট্য

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন, সোমবারের সাথে রাসূল সা. এর সীরাতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট হল- ১. সোমবারে রাসূল সা. জন্মগ্রহণ করেন। ২. সোমবারে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। ৩. রাসূল সা. হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে রাখেন সোমবারে। ৪. সোমবারেই গারে সূর থেকে (হিজরতের সময়ে) মদীনায় পথে রওয়ানা হন। ৫. মদীনায়ও পৌঁছেন সোমবারে। ৬. এ সোমবারে উম্মতকে চির বিদায় জানিয়ে পরপারে চলে যান। (মুসনাদে আহমদ ১: ২৭৭ : ২৫০৬)

গাছে চিনল মাছে চিনল, আমরা চিনলাম না

হাদীসের অসংখ্য কিতাবে সহী সনদে বর্ণিত আছে, সায়্যিদুল কাওনাইন সা. এক সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর সামনে এক বেদুঈন উপস্থিত হল- রাসূল সা. তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, কোথায় যাচ্ছ? বেদুঈন উত্তরে বলল, বাড়িতে যাচ্ছি। রাসূল সা. তাকে বললেন, ঘরেই যেহেতু যাচ্ছ একটি কল্যাণের কথা শুনে যাও। বেদুঈন বলল, সে কোন কল্যাণের কথা যা আপনি বলতে চাচ্ছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কালিমায় শাহাদাতের শব্দগুলো শুনিয়ে দিলেন–

تَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ–

তুমি একথার সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। এবং মুহাম্মদ সা. তাঁর বান্দা ও রাসূল।

–বেদুঈন বলল, এর সত্যতার সাক্ষ্য কে দেবে?

একটু দূরেই একটি গাছ ছিল। রাসূল সা. ইঙ্গিত করে বললেন, গাছই এর সাক্ষ্য দিবে। রাসূল সা. গাছকে ডাক দিলেন, ডাক পেয়েই মাটি ফেড়ে গাছ রাসূল সা. এর কাছে উপস্থিত হল। কালিমায় শাহাদাত সম্পর্কে তিনবার সাক্ষ্য দিয়ে আপন স্থানে ফিরে গেল।

বেদুঈন এ মুজিযা দেখে স্বাভাবিকভাবেই বলে উঠল, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল। আমি আপনার ওপরই ঈমান আনলাম। আমার সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে এ কালিমার দাওয়াত পেশ করব। তারা কবুল করলে তাদের

নিয়ে আপনার দরবারে হাজির হব। তারা কবুল না করলে তাদের ছেড়ে একাই উপস্থিত হব। চিরদিন আপনার সান্নিধ্যেই থাকব।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮: ২৯২ঃ ৫৬৩৬)

হিজরী সনের গুরুত্ব ও তার ইতিহাস

প্রাক-ইসলামী যুগে ঈসায়ী সনেরই প্রচলন ছিল। মুসলমানগণ তারিখ, সন লেখার কোন নীতি অনুসরন করত না। হযরত উমর রা. এর শাসনামলে (১৭ হিজরীতে) হযরত আবু মুসা আশ'আরী রা. উমর এর কাছে এ মর্মে একটি পত্র পাঠালেন, আপনার পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় রাষ্ট্রীয় পত্র প্রেরিত হয়। তাতে কিন্তু তারিখ উল্লেখ থাকে না। তারিখ লেখাতে অনেক উপকার হয়। আপনার পক্ষ থেকে কবে এ আদেশ জারী হল। কখন পৌঁছল। এ আদেশ কখন পালন করা হল। এগুলো বুঝার ভিত্তি হল তারিখ উল্লেখ থাকার উপরে। হযরত উমর রা. একে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ বড় বড় সাহাবাকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। এতে চার ধরনের মত পেশ করা হল—

এক. সাহাবাদের এক দল এ মত পেশ করলেন, রাসূল সা. এর জন্ম বৎসরই ইসলামী বর্ষের সূচনা হোক।

দুই. কারও মত হল নবুওয়াতের বৎসর হোক।

তিন. জামাতের মত হল, হিজরতই হোক ইসলামী ভিত্তি।

চার. কেউ রায় দিল, রাসুলের সা. মৃত্যুর বৎসর থেকেই শুরু হোক ইসলামী সন।

এ চার ধরনের মতামত সামনে আসার পর নিয়ম মাফিক আলোচনা হল। এরপর হযরত উমর রা. সিদ্ধান্ত দিলেন, জন্ম ও নবুওয়াতের বৎসর থেকে সন গণনা করার ক্ষেত্রে মত পার্থক্য দেখা দিবে। কেননা জন্ম তারিখ অনুরূপ নবুওয়াত প্রাপ্তির তারিখ দৃঢ়ভাবে কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না। যেহেতু মুসলমানের জন্য এ বছর শোক দুঃখের বছর তাই হিজরত থেকে বছর গণনা শুরু করাই বাঞ্ছনীয়। এতে চার ধরনের মঙ্গল রয়েছে।

এক. উমর রা. বলেন, হিজরত সত্য মিথ্যার মাঝে, হক বাতিলের মাঝে সুস্পষ্ট ব্যবধান করেছে।

দুই. এ বছর ইসলাম সম্মানী ও শক্তিশালী হয়েছে।

তিন. এ বছর রাসূল সা. ও মুসলমানগণ নিশ্চিন্তে আল্লাহর ইবাদতের সুযোগ পেয়েছে।

চার. এ বছর মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে।

এ সকল কল্যাণের দিক বিবেচনা করে সকল সাহাবায়ে কেরাম ঐক্যমত্যে পৌছেন- হিজরতের বছর থেকেই হোক ইসলামী বৎসরের সূচনা।

ঐ বৈঠকে অপর একটি সিদ্ধান্তও নেয়া হয়, বারো মাসে বৎসর। তার মাঝে চার মাস হল হারাম মাস-

১. যিলকদ। ২. যিলহজ্জ। ৩. মুহাররম। ৪. রজব।

বৎসরের প্রথম মাস কোনটি, বর্ষের সূচনা হবে কোন মাস থেকে সাহাবায়ে কেরাম এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত পেশ করেন। সর্বশেষ চারটি মত নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়–

১. রজব মাস থেকে বছর শুরু হবে। সুতরাং রজব মাস থেকে যিলহজ্জ পর্যন্ত ছয় মাস। মুহাররম থেকে রজব পর্যন্ত ছয় মাস।

২. রমযান থেকেই বছর শুরু হবে। কারণ রমযান হল পুণ্যের মাস ও কুরআনুল কারীম নাযিলের মাস।

৩. মুহাররম থেকেই বৎসর শুরু হবে। কারণ হাজীগণ এমাসেই হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন।

৪. চতুর্থ জামাত মত দিল রবিউল আউয়াল থেকেই বছর শুরু হবে। কারণ এ মাসেই রাসূল সা. মক্কা থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে সফর শুরু করেছিলেন এবং আট রবিউল আউয়াল মদীনায় পৌছেন। হযরত উমর রা. সকলের মতকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করে সর্বশেষে সিদ্ধান্ত দেন যে মুহাররম থেকে বছর শুরু হবে। এর মাঝে দু'টি কল্যাণ রয়েছে।

১. আনসার সাহাবীগণ বায়আতে আকাবায়ে রাসূল সা. কে মদীনায় হিজরতের আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। রাসূল সা. ও তাদের আমন্ত্রণ কবুল করেছিলেন। আর এটা যিলহজ্জের পরের ঘটনা। তাছাড়া রাসূল সা. মুহাররম মাসেই হিজরত করার জন্য সাহাবাদের বলেছিলেন। তাই হিজরতের সূচনা

হয়েছে মুহাররম মাস থেকে। আর এর পূর্ণতা লাভ করেছে রবিউল আউয়ালে রাসূল সা. এর হিজরতের মাধ্যমে।

২. হজ্জ ইসলামের একটি ঐতিহাসিক ইবাদাত। যা বৎসরে একবারই হয়। হজ্জ শেষে মুহাররম মাসে হাজীগণ নিজ ঘরে ফিরে যায়।

এ দিকগুলো বিবেচনা করলে মুহাররম মাসই ইসলামী বছরের শুরুর মাস। এ ওপর সকল সাহাবাগণ একমত পোষণ করেন। ফলে ইসলামী সনের সূচনা হল হিজরতের বছর আর বর্ষ শুরু মাস হল মুহাররম। উম্মত এর ওপরই আমল করছে।

নোট: আমাদের প্রোগ্রাম, বিবাহ-শাদী, ভ্রমণ, কাজ-কর্ম অর্থাৎ যাবতীয় কাজে ইসলামী সন তারিখ অনুযায়ী হওয়া উচিত। কারণ এতে বরকত, রুহানিয়াত এবং নুরানিয়াত পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় হল- উম্মতের বৃহৎ একটি দল, ইসলামী সন তারিখ জানেই না। তাই নিজ সন্তানদেরকে ইসলামী সনের গুরুত্ব বুঝনো প্রয়োজন। রোযা, ঈদ, হজ্জ এগুলো হিজরী সন অনুযায়ী পালন করা হয় ঈসায়ী সন আনুযায়ী নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করেন।

ইলম নিবে নাকি মাল নিবে

হযরত আলী রা. বলেন, ইলম ও মালের মাঝে পার্থক্য হল, মাল ব্যয় করার দ্বারা কমে যায়। আর ইলম খরচ করলে বৃদ্ধি পায়।

অপর পার্থক্য হল- মালকে মালিকের সংরক্ষণ করতে হয়, মাল একটু জমা হলেই চিন্তা ভয় এসে যায় কখন যেন চুরি হয়ে যায়। আর ইলম আলিমকে রক্ষা করে। ইলমই তাকে বলে দিবে এ রাস্তায় ভয় আছে, এ পথ মুক্তির। কিন্তু মাল মালিককে রক্ষা করে না মালিককেই রক্ষা করতে হয়।

সূর্যের মত সত্য। মাল আসবে শত বিপদ নিয়েই আসবে। আর ইলম আসলে ইহসান নিয়ে আসবে। বলবে, আমি তোমার নিয়ন্ত্রক, তোমার সেবা করব মুক্তির পথ দেখাব। সম্পদ মুক্তির পথ দেখায় না। হ্যাঁ, ইলম অনুযায়ী সম্পদ ব্যয় করা হলে সে সম্পদ কাজে আসবে। না জেনে না বুঝে অন্যায়ভাবে উপার্জন করে হলাল হারামের পার্থক্য করে না, ব্যায়ের ক্ষেত্রেও হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না তার জন্য সে সম্পদ দুঃখ বয়ে আনবে।

ছবির আবিষ্কার মূর্তি থেকে আর শিরক এসেছে মূর্তির কারণে

হযরত নূহ আ. যে সম্প্রদায়ে প্রেরিত হয়েছিলেন সে সম্প্রদায়ে পাঁচজন বুযুর্গ লোক ছিল তাদের সান্নিধ্যে এসে লোকজন আল্লাহর যিকির করত। মাসলা মাসায়েল শুনত এতে তাদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পেত। তারা ইন্তেকাল করলে লোকজন পেরেশান হল এখনতো আর মজলিসও নেই মাসআলা বর্ণনা কারীও নেই। আমরা কোথায় যাব, কার কাছে বসব? শয়তান সুযোগ বুঝে তাদের অন্তরে একথা ঢেলে দিল ঐ বুযুর্গদের মূর্তি বানিয়ে রেখে দাও। এ মূর্তি দেখে পূর্বের কথা স্মরণ হবে এবং অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে।

ফলস্বরূপ ঐ পাঁচ বুযুর্গের মুর্তি বানান হলো- যাদের নাম ছিল-

১. ওয়াদ্দা। ২. সুওয়া। ৩. ইয়াগুস। ৪. ইয়াউক। ৫. নাসর।

এদের আলোচনা কুরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল- এগুলো দেখে আল্লাহর কথা যেন মনে পড়ে এবং পূর্বের অবস্থা বহাল থাকে। মুর্তি পুজা আদৌ তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এগুলোর হাকীকত জানত এবং মানুষের অন্তরে ঐ বুযুর্গদের প্রভাব ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষেরা একত্ববাদের ওপরই অটল ছিল- মূর্তির কেউ ইবাদাত করত না।

কিন্তু যখন পরবর্তী বংশধর এলো– তারাতো আর এগুলোর হাকীকত জানে না। ফলে কেউ ধাবিত হল আল্লাহর দিকে আবার কেউ ধাবিত হল মূর্তির দিকে। এভাবেই দীনকে মিলিয়ে ফেলল। তৃতীয় প্রজন্ম যখন এলো তারাতো কিছু জানতে পারল না। তারা শুধু দেখেছে কতগুলো মূর্তিকে।

ফলে তারা মূর্তিকেই সিজদা করত। ঐগুলোর সামনেই কান্না-কাটি আহাজারি করত। মুলকথা হল শিরকের সূচনা মূর্তি থেকে। তাই এর থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। সকল নবী তাওহীদ ও একত্ববাদের শিক্ষা দিয়েছেন। শিরক থেকে বিরত রেখেছেন। শিরকের সবর থেকেও বিরত রেখেছেন। সাহাবায়ে কেরাম সতর্কতার সাথেই কাজ করতেন। যাতে কোন ধরণের সন্দেহ না থাকে। হযরত উমর রা. এর শাসনামল লোকজন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিল। হাজরে আসোয়াদের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত। সাধারণ লোকজন মনে করত হাজরে আসওয়াদে চুমু না দিলে হজ্জই পূর্ণ হবে না। উমর রা.ও তাওয়াফ কাছিলেন তিনি হাজরে আসওয়াদকে লক্ষ করে উঁচু স্বরে ঘোষণা করলেন-

اِنِّیْ اَعْلَمُ اِنَّكَ حَجَرٌ لَاتَنْفَعُ وَلَاتَضُرُّ لَوْلَا اِنِّیْ رَاَیْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَكَ مَاقَبَّلْتُكَ

আমি জানি তুমি শুধুই একটি পাথর। তোমার উপকার বা ক্ষতি সাধনের কোন ক্ষমতা নেই। আমিতো দেখেছি রাসূল সা. তোমাকে চুমু খেয়েছেন তাই তোমাকে চুমু খাই। তা না হলে তুমিতো কিছুই না।

মতলব- তোমাকে চুমু খাওয়া সুন্নত তাই চুমু খাই। এ কারণে নয় যে, তোমার মাঝে উপকার ও ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা রয়েছে। এ বলে তিনি শিরক ও মূর্তি পূজার মূলোৎপাটনই করতে চেয়েছেন।

হযরত উমর পালনপুরী র. এর কিছু পরীক্ষিত আমল

১.পুরাতন দাগের মহৌষধ - مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيْهَا

শরীরে কোন পুরাতন ক্ষত বা দাগ থাকলে এ আয়াত ৪১ বার পড়ে পাট্টিতে ফুঁ দিবে। এরপর ব্যবহার করবে। ইনশাআল্লাহ দাগ দূর হয়ে যাবে।

২. পিত্তথলি ও মূত্রাশয়ের ঔষধ

যদি পিত্তথলি বা মূত্রাশয়ের কষ্ট অনুভব হয় তাহলে এ আয়াত ৪১ বার পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করবে রোগমুক্তি পর্যন্ত। আল্লাহ আরোগ্য দানকরবেন।

وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

(সূরা আল বাকারা: ৭৪)

৩. কষ্টদায়ক প্রাণী বা শত্রু থেকে বাঁচার পদ্ধতি

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ

রাস্তায় কোন প্রাণী বা শত্রু ভয়ের আশংকা হলে এ আয়াত সাতবার পড়ে ফুঁ দিবে।

৪. অলসতা দূর করার পদ্ধতি

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

দীনের কাজে অলসতা আসলে বা অন্যায় কাজে লিপ্ত হলে এ আয়াত ১০১ বার পড়ে ফুঁ দিবে এবং ৪১ দিন পর্যন্ত পান করবে।

৫. সকল ব্যথা থেকে মুক্তির উপায়

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ – وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যে কোন কষ্ট অনুভব হলে এ আয়াত সাত অথবা এগার বার পড়ে যথাস্থানে হাত রেখে ফুঁ দিবে। (সূরা আল আনয়াম: ১৭)

৬. অর্থ কষ্ট থেকে মুক্তির উপায়

رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

রিযিকের স্বল্পতায় যদি অস্থির হয়ে পড়ে কিংবা বিশেষ খাবার খেতে ইচ্ছে হয় তাহলে এ আয়াত সাতবার পড়ে আকাশের দিকে ফুঁ দিবে।

(সূরা আল মায়েদা)

৭. সন্তানের আত্মীয়ের সন্ধান

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

সন্তানের আত্মীয়তার জন্য এ আয়াত বেশি করে পড়বে।

(সূরা আন নামল: ৬২)

৮. মামলায় সফলতার পদ্ধতি

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

মামলায় সফলতা লাভের জন্য কোন এক নামাযের পর এ আয়াত ১৩৩ বার পড়বে। শর্ত হল তাকে হকের ওপর থাকতে হবে। নচেৎ উল্টো বিপদে আক্রান্ত হবে।

৯. রাগ দুর করার পদ্ধতি

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

রাগের মাত্রা যদি বেশি হয় তাহলে এ আয়াত ১০১ বার পড়ে ২১ দিন পর্যন্ত চিনি মিষ্টি দ্রব্যে ফুঁ দিয়ে বা পানির সঙ্গে মিশিয়ে পান করবে।

(সরা আর রা'দ : ২৮)

১০. অন্তরের অস্থিরতা দূরা করার উপায়

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অন্তরে অস্থিরতা আসলে এ আয়াত ৪১ বার পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করবে। (সূরা আর রা'দ : ২৮)

১১. মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব আসার আমল

رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব না আসলে কিংবা পছন্দ না হলে এ আয়াত ১১২ বার এবং সূরা দুহা ৩ বার পড়বে। ৩ মাস পর্যন্ত প্রত্যেক মাসের ১১ দিন এ আমল চালু রাখবে। (সূরা কাসাস : ২৪)

১২. সংকীর্ণতা ও পেরেশানী দূর করার পদ্ধতি

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

বাসস্থান না থাকলে কিংবা উর্পাজনের পথ না থাকলে অথবা রুযী স্বল্প বা মুসাফিরের সাথে কোন পাথেয় নেই তাহলে এই আয়াত প্রতিদিন ১৫১ বা পড়লে আল্লাহ পথ করে দিবেন। (সূরা আল আ'রাফ : ১০)

১৩. সম্মান লাভের পথ

فَسُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

লোক সমাজে আপনার সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে, লোকজন সুদৃষ্টিতে আপনাকে দেখেনা, তাহলে এ আয়াত ১১ বার পড়ে নিজের উপর ফুঁ দিন। আল্লাহ সফল করবেন। (সূরা ইয়াসীন)

১৪. পুত্র সন্তান লাভ ও রুযীর স্বল্পতা দূর করার পথ

وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا

পুত্র সন্তান না হলে স্ত্রীর গর্ভে বাচ্চা আসার পর নয়মাস পর্যন্ত প্রত্যহ ১১ বার পড়বে। রুযীর স্বল্পতা দূর করার জন্য এ আয়াত প্রত্যহ সাতবার পড়বে। (সূরা নূহ: ১২)

১৫. স্বামী স্ত্রীর মাঝে সুসম্পর্কের পন্থা

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

স্ত্রীর সঙ্গে মিল না হলে এ আয়াত ৯৯ বার পড়ে কোন মিষ্টি দ্রব্যে ৩ দিন ফুঁ দিয়ে উভয়ে খাবে। (সূরা রুম: ২১)

১৬. যাদুগ্রস্তের ঔষধ

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى

যাদুগ্রস্ত হওয়ার সন্দেহ হলে বা কোন আলামত অনুভব হলে যাদুর প্রভাবকে দূর করার জন্য ১১ দিন ১০০ বার করে এ আয়াত পড়ে নিজের উপর ফুঁ দিবে অন্যের উপরও দিতে পারবে। এ আমল চলাকালীন এর জন্য অন্য আমল করতে পারবে না। (সূরা ত্বাহা : ৬৮-৬৯)

১৭.স্বামীকে সঠিক পথে আনার উপায়

قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

স্বামী পরকীয়ায় আক্রান্ত হলে অথবা হারাম উপার্জন থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য ১১ দিন এ আয়াত ১৪১ বার পড়ে কোন খাদ্য দ্রব্যে ফুঁ দিয়ে স্বামীকে খাওয়াবে। আল্লাহ চাহেতো স্বামী সঠিক পথে ফিরে আসবে।

১৮. বৈধ চাহিদা পূরণের পথ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ.

মুসলমানের দায়িত্ব সকল কাজের ভরসা আল্লাহর ওপর করা। সাহায্য করার ক্ষমতা তাঁর যিনি সৃষ্টি করেছেন। অতিরিক্ত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এ আয়াত ১১ দিন ১৪ বার করে পড়বে। (সূরা আনফাল : ৯)

১৯. সম্মান, সুনাম, খ্যাতি ও সুস্থতার আমল

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

সম্মান সু-খ্যাতি ও সুস্থতার জন্য প্রত্যহ সাতবার এ আয়াত পাঠ করবে।

(সূরা জারিয়া : ৩৬-৩৭)

২০. মেধা বৃদ্ধির আমল

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا.

১২১ বার পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে প্রত্যহ পান করবে।

(সূরা আন নেসা: ১১৩)

২১. দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচার পথ

وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ.

এশার নামাযের পর ১০১ বার পড়বে। আল্লাহ তা'আলা সকল দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। গায়েব থেকে সাহায্যের পথ খুলে দিবেন।

(সূরা মুমিন : ৪৪)

২২. পরীক্ষায় সফলতা লাভের আমল

فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ.

পরীক্ষার হলে প্রবেশের পূর্বে এ আয়াত ৭ বার পড়লে আল্লাহ তা'আলা সহজ করে দিবেন।

২৩. সন্তান সংশোধনের পথ

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

সন্তান বশে আনার এবং তার থেকে ভাল কাজের আশা করলে এ আয়াত প্রত্যহ ৩ বার পড়বে

(সূরা আহকাফ : ১৫)

২৪. অন্তর ও চেহারা নূরান্বিত করার আমল

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَّ لَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ نَّشَاءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

অন্তর এবং চেহারাকে নূরান্বিত করতে হলে প্রত্যেহ ১ বার পড়বে।

(সূরা আন নূর : ৩৫)

২৫. বিপথগামীকে পথে আনার পদ্ধতি

وَهَدَيْنٰهُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.

বিপথগামী হলে কিংবা ভালো মন্দের তারতম্য হারিয়ে ফেললে ৩১৩ বার পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করবে।

(সূরা আস সাফফাত : ১১৮)

২৬. মা'যূর ব্যক্তির জন্য উত্তম আমল

اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا.

হাত, পা, কান, চোখ ইত্যাকার অঙ্গে সমস্যা হলে এ আয়াত বেশি বেশি করে পাঠ করবে ও পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করবে। (সূরা আল আ'রাফ: ১৯৫)

২৭. পাণ্ডু রোগের চিকিৎসা

পাণ্ডু রোগে আক্রান্ত হলে প্রথমে সূরা ফাতিহা ১ বার এরপর সূরা হাশর ৭বার, একবার সূরা কুরাইশ পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করতে থাকবে।

২৮. দুরারোগ্যে ব্যাধি এবং অত্যাচারীর অনিষ্ট থেকে বাঁচার পথ

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.

দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে অথবা অত্যাচারীর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেলে প্রত্যহ ৩১৩ বার পড়ে আকাশের দিকে ফুঁ দিবে এবং অসুস্থকে পানিতে ফুঁ দিয়ে ২১ দিন পান করাবে। (সূরা আল ক্বামার : ১০)

২৯. রুযীতে বরকত ও কাজ সহজের আমল

রুযীতে বরকত অথবা কোন কাজের সংকল্প করেছে কিন্তু কোন পন্থা খুঁজে পাচ্ছে না অথবা কোন কাজ সহজে দ্রুত করার ইচ্ছা তাহলে এক বসায় সূরা মুযাম্মিল ৪১ বার পড়বে ৩ দিন। ইনশাআল্লাহ সফল হবে।

৩০. হজ্জ করার সামর্থ্য অর্জনের আমল

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا.

হজ্জে যাওয়ার আগ্রহ আছে কিন্তু পাথেয় নেই তাহলে এ আয়াত বেশি করে পাঠ করবে।

(সূরা ফাতহ : ২৭)

৩১. মহব্বত ভালোবাসা সৃষ্টির ফর্মূলা

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ - لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

কারো অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি করতে হলে বা পরিবারে অনৈক্য হলে এ আয়াত প্রত্যহ ১১ বার পড়বে। (সূরা আনফাল : ৬৩)

সকাল সন্ধ্যায় পঠিত দু'আ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰ وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ (ابو داؤود)

জমজম পানি পান করার সময় দো'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ.

সবচেয়ে বেশি ফযীলতের দু'আ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ.

একটি অতি মূল্যবান কালাম

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"কোরানে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীগণের বিভিন্ন প্রকার দু'আ

হযরত আদম আ.-এর দু'আ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

হযরত জাকারিয়া আ.-এর দু'আ

رَبَّنَا لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ.

হযরত আইয়ুব আ.-এর দু'আ

رَبِّ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

হযরত নূহ আ.-এর দু'আ

رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ.

হযরত ইবরাহীম আ.-এর দু'আ

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

হযরত ইউনুছ আ.-এর দু'আ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

হযরত ইয়াকুব আ.-এর দু'আ

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

ভীষণ অন্ধকার ও ঝড় তুফানের সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ.

রিযিক বৃদ্ধির পরীক্ষিত আমল

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ.

হিসাব-নিকাস সহজ হওয়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا.

কবর যিয়ারতের দু'আ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ وَاَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ.

বিশ লাখ নেকীর দু'আ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

নফসের ইসলাহের দু'আ

اَللّٰهُمَّ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلٰى هَا.

দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির দু'আ

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيْدَ.

বদ নযরের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লে দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِبِ الْبَأْسَ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَاشِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقَمًا.

দুলা ও দুল'হানের জন্য দু'আ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

॥ ১ম ও ২য় খণ্ড সমাপ্ত ॥